শব্দে শব্দে আল কুরআন

নবম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

নবম খণ্ড

সূরা আশ শু'আরা থেকে সূরা আর রূম

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী

ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪১২

১ম প্রকাশ
জমাদিউস সানি ১৪৩২
বৈশাখ ১৪১৮
মে ২০১১

বিনিময় ঃ ২৮০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 9th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 280.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ০

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?"–সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন; (২) মাআরেফুল কুরআন; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন; (৫) লুগাতুল কুরআন; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের নবম খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত
—প্রকাশক

সূচিপত্র

সূরা আশ শু'আরা-মাক্কী
আয়াত ঃ ২২৭
রুকূ' ঃ ১১

নামকরণ

এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরার ২২৪ আয়াতে উল্লিখিত 'আশ শু'আরা' শব্দ দিয়ে।

নাযিলের সময়কাল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি এ সূরা নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমত সূরা ত্বা-হা নাযিল হয়, তারপর সূরা আল-ওয়াকিয়া এবং তারপরেই সূরা আশ-শু'আরা নাযিল হয়। আর সূরা ত্বা-হা নাযিল হয়েছে হযরত উমর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের আগে।-(রূহুল মা'আনী)

আলোচ্য বিষয়

রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াত ও তাবলীগের মুকাবিলায় মক্কার কাফিররা যেসব অজুহাত-আপত্তি তুলে দীনের দাওয়াতকে অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে আসছিল সেসব বিষয় এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। তারা কখনো বলতো, 'তুমিতো আমাদেরকে কোনো চিহ্ন দেখালে না, আমরা কি করে তোমাকে নবী বলে মানবো। আবার কখনো তাঁকে কবি ও গণক আখ্যা দিয়ে তাঁর দাওয়াতকে কথার মারপ্যাঁচে উড়িয়ে দিতে চাইতো। আবার কখনো তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে গুরুত্বহীন করে দেয়ার জন্য বলতো যে, কয়েকজন মূর্খ ও কাঁচাবুদ্ধির যুবক এবং কতিপয় গোলাম ও নিম্নশ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে। এটা যদি মূলতই কোনো গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-সংস্কারের বিষয় হতো, তাহলে সমাজের শিক্ষিত, সম্পদশালী, জ্ঞানী-গুণী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা তা গ্রহণ করে নিত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) তো তাদেরকে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে তাদের কুফরী ও শির্কী নীতি-বিশ্বাসের ভ্রান্তি এবং তাওহীদ ও রিসালাতের সত্যতা সম্পর্কে সাধ্যমত বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তারা তাঁকে অস্বীকার করার নিত্য-নতুন ফন্দি-ফিকির আবিষ্কার করে বিরোধিতা করতেই থাকলো। এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে অত্যন্ত মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এমন একটি পরিস্থিতিতে এ সূরাটি নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন যে, এরা ঈমান আনে না বলে কি আপনি জীবন দিয়ে দেবেন? এদের ঈমান আনাতো কোনো নিদর্শন দেখার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং এরা হঠকারী। এরা বুঝেও না বুঝার ভান করে।

এরা যে নিদর্শনের জন্য অপেক্ষায় আছে তা যখন এসে যাবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, তাদেরকে যে সম্পর্কে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তা একেবারেই সঠিক ও সত্য।

অতপর দশম রুকূ' পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে যে, যারা প্রকৃত সত্য উদ্ধারে আগ্রহী তাদের জন্য দুনিয়ার সর্ব জায়গায় সত্যের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজ দেহ-অবয়ব, তার পরিবেশ-প্রতিবেশ, মাথার ওপর নীল আসমান, চাঁদ-সুরুজ ও তারকারাজী—এসব নিদর্শন দেখেই সত্যকে চিনে নিতে পারে। কিন্তু যাদের স্বভাবে হঠকারিতা রয়েছে, তারা কোনো নিদর্শন দেখেই ঈমান আনার লোক নয় ; যতক্ষণ না তাদের ওপর আসমানী আযাব এসে যায়। ইতিহাসে এমনি সাতটি জাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মক্কার কাফিররা যে ধরনের হঠকারিতা দেখিয়ে চলছিল, উল্লিখিত সাতটি জাতিও সেখানে একই নীতি অবলম্বন করেছিল। সেই ঐতিহাসিক বর্ণনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

১. দুনিয়াতে দু' ধরনের নিদর্শন দেখা যায়। এক প্রকার নিদর্শন সারা দুনিয়ার সৃষ্টিরাজীর মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যেসব নিদর্শন দেখে প্রত্যেক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি নবীদের দাওয়াতের সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে। আরেক ধরনের নিদর্শন যা ফিরআউন ও তার কাওম দেখেছে, নূহ (আ)-এর কাওম দেখেছে। আর দেখেছে আদ, সামূদ, কাওমে লূত প্রমুখ জাতিসমূহ। এখন মক্কার কাফিররা এ দু' ধরনের নিদর্শনের মধ্যে কোন্ নিদর্শন দেখতে চায় তা তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২. সকল যুগেই নবীদের দাওয়াতের মূলকথা ও দাওয়াতের ধরন একই ছিল। আর বিরোধিদের ঈমান না আনার জন্য অবলম্বিত বাহানার রূপও ছিল এক। পরিণামে তাদের পরিণতিও একই হয়েছে। প্রত্যেক যুগেই নবী-রাসূলদের শিক্ষা একই ছিল। তাঁদের চরিত্র ও নীতি-নৈতিকতার রং-ও এক ছিল। বিরোধিদের অস্বীকৃতির মুকাবিলায় প্রদত্ত তাদের যুক্তিগুলো একই ধরনের ছিল। তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমতের প্রতিফলন ছিল একই রকম। অতএব মক্কার কাফিররা নিজেরাই নিজেদের ছবি মিলিয়ে দেখতে পারে—কাদের সাথে তাদের মিল খায়।

এ ছাড়া বারবার যে বিষয়টি আবৃত্তি করা হয়েছে তা হলো—আল্লাহ্ তা'আলা যেমন অজেয় শক্তি, পরাক্রম ও ক্ষমতার অধিকারী তেমনি তিনি পরম দয়ালু। ইতিহাসে তাঁর ক্রোধের উদাহরণ রয়েছে, তেমনি তাঁর রহমতের উদাহরণও রয়েছে। এখন মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—তারা নিজেদেরকে আল্লাহর রহমতের যোগ্য বানাতে চায়, না ক্রোধের যোগ্য বানাতে চায় ?

অবশেষে শেষ রুকূ'তে বলা হয়েছে যে, তোমরা নিদর্শনই যদি দেখতে চাও, তাহলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ যেসব নিদর্শন দেখেছিল সেগুলো দেখতে চাও কেন ? তোমাদের সামনে উজ্জ্বল নিদর্শন কুরআন রয়েছে। তোমাদের সামনে রয়েছে সর্বোত্তম মানুষ মুহাম্মদ (স), রয়েছে তাঁর সাথী সহচরগণ, যারা তাঁর শিক্ষার আলোয় আলোকিত। এসব নিদর্শন কি তোমাদের অন্তর সমর্থন করে না ? নিজেদের বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখো। তোমরা যদি তোমাদের বিবেকের ডাকে সাড়া না দাও, তাহলে তোমরা অবশ্যই যালিম, অতএব তোমাদের জন্য যালিমদের পরিণতিই অপেক্ষা করছে।

রুকূ'-১১ | **২৬. সূরা আশ শু'আরা-মাক্কী** | আয়াত-২২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

۝١ طٰسٓمٓ ۝٢ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٣ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ

১. ত্বা-সী-ন-মী-ম। ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।[১] ৩. আপনি হয়তো মনের কষ্টে আপনার নিজেকে বিনাশকারী হয়ে পড়বেন—

اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٤ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً

তারা মু'মিন না হওয়ার কারণে[২]। ৪. যদি আমি চাইতাম, আসমান থেকে তাদের উপর একটি নিদর্শন নাযিল করতাম

① طٰسٓمٓ-ত্বা-সীন-মীম (এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন)। ② تِلْكَ-এগুলো ; اٰيٰتُ-আয়াত ; الْكِتٰبِ-(ال+كتب)-কিতাবের ; الْمُبِيْنِ-(ال+مبين)-সুস্পষ্ট। ③ لَعَلَّكَ-(لعل+ك)-আপনি হয়তো ; بَاخِعٌ-হয়ে পড়বেন বিনাশকারী মনের কষ্টে ; نَّفْسَكَ-(نفس+ك)-আপনার নিজেকে ; اَلَّا يَكُوْنُوْا-তারা না হওয়ার কারণে ; مُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ④ اِنْ-যদি ; نَّشَاْ-আমি চাইতাম ; نُنَزِّلْ-নাযিল করতাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; مِّنَ-থেকে ; السَّمَآءِ-আসমান ; اٰيَةً-একটি নিদর্শন ;

১. অর্থাৎ এ সূরার আয়াতগুলো এমন একটি কিতাবের আয়াত যে কিতাবের বক্তব্য সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। এ কিতাবের আদেশ-নিষেধ বুঝার জন্য তেমন বেগ পেতে হয় না। কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা এ কিতাবের দ্বারা তা সহজেই বুঝা যায়। কি গ্রহণ করতে হবে, আর কি ত্যাগ করতে হবে তা এ কিতাব থেকে জানা যায়নি—এমন কথা বলার কোনো অবকাশ নেই।

এর আরো একটি অর্থ হতে পারে। তাহলো, আল কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তা সুস্পষ্ট ও সকলের নিকট জানা আছে। এ কিতাবের ভাষা, বিষয়বস্তু, এর উপস্থাপিত সত্য এবং নাযিলের অবস্থা থেকে এটা মহান আল্লাহর কিতাব তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ দিকে এর প্রত্যেকটি বাক্য এক একটি মু'জিযাস্বরূপ। কেউ তার বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করলে মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াতে বিশ্বাস করার জন্য সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত-ই তাকে নিশ্চিন্ত করতে সক্ষম।

মক্কার কাফিররা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে যে মু'জিযা দাবি করে আসছিল, এ কিতাব তাদের সে দাবি পূরণ করতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। তারা যে মুহাম্মাদ (স)-কে গণক বা কবি বলে দোষারোপ করে তা যে সঠিক নয় তা এ কিতাবের শিক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়ে যায়। কেননা গণক বা কবির শিক্ষা কখনো এমন হতে পারে না।

فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۝٤ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ

ফলে তার (নিদর্শনের) প্রতি তাদের ঘাড়সমূহ বিনত হয়ে পড়তো[৩]। ৫. আর তাদের কাছে দয়াময়ের তরফ থেকে এমন কোনো নতুন উপদেশ আসে না

فَظَلَّتْ-(ف+ظلت)-ফলে হয়ে পড়তো ; أَعْنَاقُهُمْ-(اعناق+هم)-তাদের ঘাড়সমূহ ; لَهَا-তার প্রতি ; خَاضِعِينَ-বিনত। ⑤ وَ-আর ; مَا يَأْتِيهِمْ-(ما ياتى+هم)-তাদের কাছে আসে না ; مِّن ذِكْرٍ-কোনো উপদেশ ; مِّنَ-তরফ থেকে ; الرَّحْمَٰنِ-দয়াময়ের ; مُحْدَثٍ-নতুন ;

২. 'বাখিউন' শব্দটি 'বাখ্উন' থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পশু যবেহ করার সময় ঘাড়ের শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। এখানে অর্থ হলো নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করছেন যে, হে নবী! আপনি আপনার স্বজাতির কুফর ও ইসলাম-বিমুখতা দেখে দুঃখ ও বেদনায় আত্মঘাতি হবেন না।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে এ ধরনের কথা বলেছেন। সূরা আল-কাহ্ফের ৬ আয়াতে বলা হয়েছে—"এরা (কাফিররা) এ শিক্ষার প্রতি ঈমান না আনলে সম্ভবত আপনি এদের পেছনে ঘুরতে ঘুরতে এবং আক্ষেপ করতে করতে নিজেকে শেষ করে দেবেন।"

সূরা ফাতির-এর ৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"অতএব তাদের ব্যাপারে আক্ষেপ করে আপনার জীবন যেন ধ্বংস না হয়। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।"

এ থেকে আন্দাজ করা যায় যে, নিজ কাওমের পথভ্রষ্টতা, নৈতিক অবক্ষয় ও হঠকারিতা দূর করার জন্য তার সকল প্রচেষ্টার বিরোধিতা দেখে রাসূলুল্লাহ (স) কেমন হৃদয়-বিদারক ও কষ্টকর অবস্থায় তাঁর দিন-রাত অতিবাহিত করতেন।

৩. অর্থাৎ মানুষকে ঈমান আনতে বাধ্য করার জন্য এমন কোনো নিদর্শন নাযিল করা মোটেই আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। কিন্তু আল্লাহ তা চান না। তিনি চান যে, মানুষ তার নিজ সত্তার মধ্যে এবং দুনিয়ার সর্বত্র যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে সেগুলো দেখে নিজ ইচ্ছা ও আগ্রহে ঈমান আনুক। তারা জেনে-বুঝে মিথ্যাকে পরিত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করুক। এজন্য তিনি মানুষকে ইচ্ছা ও সংকল্পের স্বাধীনতা দিয়েছেন। এজন্যই তিনি মানুষকে সঠিক-বেঠিক যে পথেই যেতে চায় সে পথে চলার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এজন্য তিনি মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয় প্রবণতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। অশ্লীলতা ও আল্লাহ ভীরুতা উভয় পথই তার সামনে খুলে দিয়েছেন। শয়তানকে পথভ্রষ্ট করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। অপরদিকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য নবী-রাসূল ও কিতাব দান করেছেন। সে চাইলে কুফরী ও ফাসেকীর পথ বেছে নিতে পারে, আবার চাইলে ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করতে পারে। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে মানুষকে ফেরেশতাদের মতো এমন উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করতে পারতেন যাতে তারা ঈমান ও আনুগত্য করতে বাধ্য থাকতো। নাফরমানী করার কোনো ক্ষমতাই তাদের থাকতো না। এমন হলে তো আর পরীক্ষার

إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَٰٓؤُا

যার প্রত্যাখ্যানকারী তারা হয় না। ৬. তারা তো মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে, অতএব শীঘ্রই তাদের কাছে এসে পড়বে প্রকৃত খবর

مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ⑥ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا

যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো[8]। ৭. তারা কি যমীনের প্রতি লক্ষ করে না যে, আমি তাতে কতইনা উৎপন্ন করেছি

اِلاَّ كَانُوا-তারা হয় না ; عَنْهُ-যার ; مُعْرِضِيْنَ-প্রত্যাখ্যানকারী। ⑥فَقَدْ كَذَّبُوا(ف+)-(قد كذبوا-তারা তো মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; فَسَيَاْتِيْهِمْ-(ف+سياتى+هم)-অতএব শীঘ্রই তাদের কাছে এসে পড়বে ; اَنْبٰؤُا-প্রকৃত খবর ; مَا كَانُوْا بِهِ-যা নিয়ে তারা ; يَسْتَهْزِءُوْنَ-ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। ⑦ اَوَلَمْ يَرَوْا-(ا+و+لم+يروا)-তারা কি লক্ষ করে না যে; اِلَى-প্রতি ; الْاَرْضِ-যমীনের ; كَمْ-কতই না ; اَنْبَتْنَا-আমি উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি ; فِيْهَا-তাতে ;

উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতো। বাধ্যতামূলক ঈমানই যদি উদ্দেশ্য হতো, তাহলে নিদর্শনের কোনো প্রয়োজনই থাকতো না।

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এ সত্যটির প্রতিই ইংগীত করা হয়েছে। সূরা ইউনুসের ৯৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আপনার প্রতিপালক যদি চাইতেন, তাহলে দুনিয়ার সকল মানুষ ঈমান আনতো, এখন আপনি কি মানুষদেরকে ঈমান আনতে বাধ্য করবেন ?"

সূরা হূদ-এর ১১৮ ও ১১৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"আপনার প্রতিপালক যদি চাইতেন সকল মানুষকে একই উম্মতে পরিণত করে দিতে পারতেন ; তারা তো ভিন্ন ভিন্ন পথেই চলতে থাকবে এবং তারাই পথভ্রষ্ট হবে না, যাদের প্রতি রয়েছে আপনার প্রতিপালকের দয়া ; আর এজন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।"

৪. অর্থাৎ তাদের অবস্থা যখন এমন যে, দয়াময় আল্লাহর পক্ষ থেকে যেকোনো নসীহত-ই তাদের কাছে আসুক না কেন, তারা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। অধিকন্তু তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এমতাবস্থায় তাদেরকে তাদের অশুভ পরিণাম কয়েকভাবে দেখিয়ে দেয়া যেতে পারে–

এক ঃ দুনিয়ায় যে সত্যের প্রতি তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, তাকে তাদের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে বিজয়ী করে দেয়া যেতে পারে।

مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

প্রত্যেক প্রকারের উত্তম উদ্ভিদ। ৮. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে অকাট্য নিদর্শন[৫] কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিলো না।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

৯. আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।[৬]

مِنْ كُلِّ-প্রত্যেক ; زَوْجٍ-প্রকারের ; كَرِيمٍ-উত্তম। (৮) إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَةً-অকাট্য নিদর্শন ; وَ-কিন্তু ; مَا كَانَ-ছিল না ; أَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; مُؤْمِنِينَ-মু'মিন। (৯) وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لَهُوَ-তিনি ; الْعَزِيزُ-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيمُ-পরম দয়ালু।

দুই ঃ তাদের ওপর একটি যন্ত্রণাদায়ক আযাব নাযিল করে অতীতের জাতিসমূহের মতো ধ্বংস করে দেয়া যেতে পারে।

তিন ঃ দুনিয়ার জীবনের কয়েকটি বছর তারা তাদের ভ্রান্ত ধারণায় ডুবে থেকে যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তারা বুঝতে পারবে যে, তারা মিথ্যার ওপর ছিল এবং সারা জীবন যেটাকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে সেটাই ছিল সত্য। তখন যে কঠিন হতাশায় তারা ভুগবে সেজন্য তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।

যেভাবেই হোক তারা অবশ্যই একদিন প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে।

৫. অর্থাৎ তারা যদি যমীনে উৎপাদিত বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ, ফল-ফসল, রকমারী গাছ-পালা ও এগুলোর উৎপাদন পদ্ধতি, এগুলোর রকমারী বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা-ফিকির করতো তাহলে তারা অবশ্যই বুঝতে পারতো যে, অবশ্যই এগুলো আল্লাহর একক অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করছে। এসব নিদর্শন থাকতে আবার এমন কোন্ ধরনের মু'জিযার প্রয়োজন, যা না দেখলে মানুষ তাওহীদের সত্যতায় বিশ্বাস করতে পারে না ?

৬. অর্থাৎ তিনি এমনই পরাক্রমশালী ও শক্তিমান যে, তিনি যদি কোনো কাওমকে শাস্তি দিতে চান তাহলে মুহূর্তের মধ্যেই ধ্বংস করে দিতে পারেন, এটাকে প্রতিরোধ করার মতো কোনো শক্তি নেই। কিন্তু শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি কখনো তাড়াহুড়া করেন না। এটা হলো মানুষের প্রতি তাঁর দয়া-অনুগ্রহের বহিপ্রকাশ। তিনি বছরের পর বছর এমনকি শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরে সুযোগ দিতে থাকেন। যাতে করে তারা চিন্তা করে, বুঝে শুনে নিজেদেরকে শুধরে নিতে পারে। সারা জীবনের সকল নাফরমানী একটি মাত্র যথার্থ তাওবার মাধ্যমে মাফ করে দেয়ার জন্য তিনি তৈরী থাকেন।

১ম রুকূ' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানব জাতির দুনিয়ার জীবন এবং দুনিয়া থেকে ইন্তেকালের পরবর্তী জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার সুস্পষ্ট বিধি-বিধান সম্বলিত আসমানী কিতাব আল কুরআন। উভয় জীবনে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য বিকল্প কোনো বিধান নেই।

২. কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষকে এ কিতাবের বিধান-ই অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং মুসলিম উম্মাহকে মানুষের কাছে এ কিতাবের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩. যেহেতু দুনিয়াতে আর কোনো নবী আসবেন না, তাই এ কিতাবের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব তিনি মুসলিম উম্মাহর ওপর দিয়ে গেছেন। এ দায়িত্ব পালন না করলে আখিরাতে জবাবদিহি করতে হবে।

৪. আমাদের প্রিয়নবী (স) নিজের জীবন বিপন্ন করে এ কিতাবের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন, এমনকি যেসব কাফির সম্পর্কে ওহীর মাধ্যমে জানা গেল যে, যাদের ভাগ্যে ঈমান নেই তাদের নিকটও সমভাবে ঈমানের দাওয়াত দিয়েই গেছেন। সুতরাং আমাদেরকেও সকল মানুষের নিকট এ কিতাবের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে।

৫. আল্লাহ তা'আলা যদি চাইতেন, মানুষের হঠকারিতার জন্য যেকোনো মুহূর্তে আসমানী গযব দিয়ে মানুষকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন; কিন্তু তিনি মানুষকে সংশোধনের সুযোগ দিয়ে রেখেছেন।

৬. যেসব মানুষ আল্লাহর বিধানের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে এবং এসব বিধান সম্পর্কে বিভিন্ন ওযর-আপত্তি উত্থাপন করে তারা নিঃসন্দেহে কাফিরদের অনুরূপ আচরণই করে। সুতরাং আল্লাহর বিধান সম্পর্কে কোনো প্রকার ওযর-আপত্তি তোলা যাবে না।

৭. আল কুরআন দুনিয়ার মানুষদেরকে যেসব বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছে এবং যেসব বিধান মেনে জীবনযাপন করার জন্য বলেছে—এসব কিছুর সত্যতা ও সঠিকতা প্রমাণের জন্য খুব বেশী সময় অপেক্ষা করতে হবে না। মৃত্যুর সাথে সাথেই প্রমাণ পাওয়া যাবে; কিন্তু তখন করার কিছু থাকবে না। সুতরাং এখনই সময় নিজেকে শুধরে নেয়ার।

৮. আল্লাহর একক অস্তিত্বের প্রমাণ তো যমীনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। মানুষের নিজের সৃষ্টি থেকে নিয়ে আল্লাহর অসংখ্য দৃশ্যমান সৃষ্টিরাজীর মধ্য দিয়েই আল্লাহকে চেনা সহজ।

৯. আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী। তিনি বাতিল শক্তিকে যেকোনো মুহূর্তে পাকড়াও করতে পারেন—এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে।

১০. আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তিনি যে কোনো অপরাধীকে—যতবড় অপরাধই সে করুক না কেন, অনুতপ্ত হয়ে যথার্থরূপে তাওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-২৪

﴿١٠﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱئْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١١﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ

১০. আর (স্মরণীয়) আপনার প্রতিপালক যখন মূসাকে ডেকে বললেন,[৭] 'তুমি যালিম কওমের কাছে যাও'। ১১. কওমে ফিরআউনের নিকট[৮] ;

(১০) وَ-আর (স্মরণীয়) ; اِذْ-যখন ; نَادٰى-ডেকে বললেন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; مُوْسٰى-মূসাকে ; اَنْ-যে ; ائْتِ-তুমি যাও ; الْقَوْمَ-(ال+قوم)-কাওমের কাছে ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিম। (১১) قَوْمَ-কাওমে ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের নিকট ;

৭. এখানে মূসা (আ) ও ফিরআউনের মধ্যকার সংঘটিত ঘটনা তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমত, একথা বুঝানো যে, হযরত মূসার সামাজিক অবস্থান ও ফিরআউনের সামাজিক অবস্থানের মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। সে তুলনায় মুহাম্মাদ (স) ও কুরাইশদের মধ্যে সামাজিক মর্যাদার দিক থেকে কোনো পার্থক্যতো ছিল না, বরং রাসূলুল্লাহ (স)-ও কুরাইশ বংশের লোকই ছিলেন। ফিরআউন ছিল তৎকালীন সমগ্র দুনিয়ার মধ্যে শক্তিশালী সাম্রাজ্যের বাদশাহ, আর মূসা (আ) ছিলেন একটি দাস জাতির লোক। তাছাড়া মূসা (আ) শৈশবে ফিরআউনের ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন এবং ফিরআউনের গোত্রের একটি লোককে হত্যার অভিযোগে দশ বছর ফেরারী জীবন কাটানোর পর আবার সেই বাদশাহর দরবারেই দীনের দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ফিরআউন ও মূসা (আ)-এর মধ্যকার এত বেশী পার্থক্য থাকার পরও ফিরআউন মূসা (আ)-এর কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। বরং ফিরআউন নিজেই লোক-লস্করসহ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশ কাফিরদেরকে এ শিক্ষা দিতে চান যে, আল্লাহ যার সাহায্যকারী তার সাথে মুকাবিলা করে তারাও জয়ী হতে পারবে না। ফিরআউন যখন মূসা (আ)-এর সাথে জিততে পারেনি, তখন মুহাম্মাদ (স)-এর সাথে কুরাইশরাও জিততে পারবে না।

দ্বিতীয়ত, মূসা (আ)-এর মাধ্যমে ফিরআউনকে এমন সব সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখানো সত্ত্বেও ফিরআউন ও তার কাওমের লোকেরা ঈমান আনেনি। এতে প্রমাণ হয় যে, যারা ঈমান আনার তারা প্রকৃতিতে যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, তা দেখেই ঈমান গ্রহণ করে। কিন্তু যারা ঈমান আনার লোক নয়, তারা সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনে না। তারা জাতীয় ও বংশগত পার্থক্য, জাহেলী বিদ্বেষ ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ঈমান থেকে দূরে সরে থাকে।

أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي

তারা কি ভয় করে না[৯] ? ১২. তিনি (মূসা) বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে। ১৩. এবং আমার মনও সংকুচিত হয়ে পড়ছে।

وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ

আর আমার জিহ্বাও ভালোভাবে সঞ্চালিত হয় না, অতএব হারূনের প্রতিও (ওহী) পাঠান[১০]। ১৪. আর আমার উপর তাদের একটি অভিযোগও আছে, তাই আমি ভয় করছি

أَلَا يَتَّقُونَ-(ا+لايتقون)-তারা কি ভয় করে না। ⑫ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; رَبِّ-
হে আমার প্রতিপালক ; إِنِّي-আমি তো ; أَخَافُ-ভয় করছি ; أَنْ-যে ; يُكَذِّبُونِ-তারা
আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে। ⑬ وَ-এবং ; يَضِيقُ-সংকুচিত হয়ে পড়েছে ; صَدْرِي-
(صدر+ى)-আমার মনও ; وَ-আর ; لَا يَنْطَلِقُ-ভালোভাবে সঞ্চালিত হয় না ; لِسَانِي
-(لسان+ى)-আমার জিহ্বা ; فَأَرْسِلْ-(ف+ارسل)-অতএব পাঠান (ওহী) ; إِلَى -
প্রতিও ; هٰرُوْنَ-হারূনের। ⑭ وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের আছে ; عَلَيَّ-আমার উপর ; ذَنْبٌ
-একটি অভিযোগ ; فَأَخَافُ-(ف+اخاف)-তাই আমি ভয় করছি ;

তৃতীয়ত, ফিরআউন যেমন মূসা (আ)-এর সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখার পর ঈমান না এনে হঠকারিতা প্রদর্শন করার ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমনি কুরাইশ কাফিররাও মুহাম্মাদ (স)-এর মু'জিযাসমূহ দেখার পর ঈমান না এনে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

৮. 'যালিম কাওম' দ্বারা ফিরআউন সম্প্রদায়ের চরম অত্যাচারী হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। যেন তাদের আসল পরিচয়ই 'যালিম কাওম' এবং পরে 'কাওমে ফিরআউন' বলে তার ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে।

৯. অর্থাৎ এ 'যালিম কাওম' নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বে-পরোয়া যুলম-নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। তারা একটুও ভাবছে না যে, উপরে এক আল্লাহ্ আছেন, এ কাজের জন্য তিনি জিজ্ঞেস করতে পারেন এ ভয় কি তাদের নেই ?

১০. হযরত মূসা (আ) প্রথমে রিসালাতের দায়িত্ব হারূন (আ)-কে দেয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। কেননা তিনি বাকপটু ছিলেন না। অপরদিকে হারূন (আ) ছিলেন বাকপটু এবং অনর্গল কথা বলার ক্ষমতা তাঁর ছিল। তাছাড়া মূসা (আ) একাকী ফিরআউনের নিকট যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। কারণ তাঁর উপর ফিরআউনের বংশের এক লোককে হত্যা করার অভিযোগ ছিল। অতপর তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে, আল্লাহ্ তাঁকেই নবী হিসেবে নিযুক্ত করে ফিরআউনের নিকট পাঠাতে চান, তখন তিনি হারূনকে নবী করে তাঁর সাহায্যকারী করে দেয়ার জন্য আবেদন করেন। এ সূরায় আল্লাহকে মূসা (আ) বলেন—"আপনি হারূনের কাছে রিসালাত পাঠান।" সূরা 'ত্বা-হা'-তে তিনি আল্লাহকে বলেন—"আমার জন্য আমার পরিবার থেকে একজন সাহায্যকারী নিযুক্ত করে দিন, আমার ভাই হারূনকে।"

أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا ۚ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَأْتِيَا

যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।[11] ১৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন—'কখ্খনো নয়, অতএব তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শনসহ যাও।[12] আমি তো তোমাদের সাথে আছি—শ্রবণকারী। ১৬. অতএব তোমরা উভয়ে যাও

فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾

ফিরআউনের নিকট এবং বলো, "আমরা তো জগতসমূহের প্রতিপালকের রাসূল। ১৭. অতএব তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও।"[13]

أَنْ-যে ; يَقْتُلُونِ-তারা আমাকে হত্যা করবে। ⑮ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; كَلَّا-কখ্খনো নয় ; فَاذْهَبَا-(ف+اذهبا)-অতএব তোমরা উভয়ে যাও ; بِآيَاتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনসহ ; إِنَّا-আমিতো ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে আছি ; مُسْتَمِعُونَ-শ্রবণকারী। ⑯ فَأْتِيَا-(ف+اتيا)-অতএব তোমরা উভয়ে যাও ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের নিকট ; فَقُولَا-এবং বলো ; إِنَّا-আমরা তো ; رَسُولُ-রাসূল ; رَبِّ-প্রতিপালকের ; الْعَالَمِينَ-(ال+علمين)-জগতসমূহের। ⑰ أَنْ-যে, أَرْسِلْ-তুমি যেতে দাও ; مَعَنَا-(مع+نا)-আমাদের সাথে ; بَنِي إِسْرَائِيلَ-বনী ইসরাঈলকে।

সূরা আল-কাসাসে তিনি আল্লাহর কাছে আবেদন করেন—"আর আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে বেশী বাকপটু, কাজেই আপনি তাকে সাহায্যকারী হিসেবে আমার সাথে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে আমার সত্যতা প্রমাণ করে।"

এ থেকেই মনে হয় যে, সূরা ত্বা-হার এবং সূরা কাসাসের এ আবেদন দু'টো পরে করা হয়েছিল।

১১. ফিরআউনের গোত্রের এক লোক মূসা (আ)-এর গোত্র বনী ইসরাঈলের এক লোকের সাথে লড়াই লাগে। এতে বনী ইসরাঈলের লোকটি হযরত মূসার কাছে সাহায্য চায়। মূসা (আ) ফিরআউনের গোত্রের লোকটিকে একটি ঘুষি মারে, ফলে লোকটি মারা যায়। এ ঘটনা ফিরআউনের সম্প্রদায় জানতে পেরে মূসা (আ) থেকে প্রতিশোধ নেয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে। মূসা (আ) এটা জানতে পেরে মাদইয়ানের দিকে পালিয়ে যান এবং সেখানে আট-দশ বছর আত্মগোপন করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ফিরআউনের দরবারে দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন—যেখানে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা ঝুলছে। মূসা (আ) এ হত্যার ঘটনার কারণেই ফিরআউনের দরবারে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি ভয় করছিলেন যে, সেখানে গেলে ফিরআউন তাঁকে মেরে ফেলবে অথবা গ্রেফতার করে নির্যাতন করবে।

১২. 'নিদর্শন' দ্বারা 'লাঠি' ও 'আলোকোজ্জ্বল হাত' বুঝানো হয়েছে।

⑱ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ○

১৮. সে (ফিরআউন) বললো—'আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের মধ্যে লালনপালন করিনি ?[১৪] আর তুমি তো আমাদের মধ্যে তোমার জীবনের অনেকটা বছর কাটিয়েছো।

⑲ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَفِرِينَ ⑳ قَالَ

১৯. এবং তুমি করেছো তোমার কাজ, যা তুমি করেছো[১৫], আসলে তুমি অকৃতজ্ঞদের শামিল। ২০. তিনি (মূসা) বললেন—

فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ㉑ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

"আমি তা করেছিলাম তখন, যখন আমি ছিলাম পথহারাদের শামিল[১৬]। ২১. অতপর আমি তোমাদের থেকে পালিয়ে গেলাম, যখন আমি তোমাদেরকে ভয় পেলাম

⑱ قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ; أَلَمْ نُرَبِّكَ-(ا+لم نرب+ك)-আমরা তোমাকে লালন-পালন করিনি ; فِينَا-আমাদের মধ্যে ; وَلِيدًا-শিশু অবস্থায় ; وَ-আর ; لَبِثْتَ-তুমিতো কাটিয়েছো ; فِينَا-আমাদের মধ্যে ; مِنْ عُمُرِكَ-(من+عمر+ك)-তোমার জীবনের ; سِنِينَ-অনেকটা বছর। ⑲ وَ-এবং ; فَعَلْتَ-তুমি করেছো ; فَعْلَتَكَ-(فعلت+ك)-তোমার কাজ ; الَّتِي-যা ; فَعَلْتَ-তুমি করেছো ; وَ-আসলে; أَنْتَ-তুমি ; مِنَ-শামিল ; الْكَفِرِينَ-কাফিরদের। ⑳ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; فَعَلْتُهَا-(فعلت+ها)-আমি তা করেছিলাম ; إِذًا-তখন ; وَ-যখন ; أَنَا-আমি ; مِنَ-শামিল ছিলাম ; الضَّالِّينَ-(ال+ضالين)-পথ হারাদের। ㉑ فَفَرَرْتُ-অতপর আমি পালিয়ে গেলাম ; مِنْكُمْ-(من+كم)-তোমাদের থেকে ; لَمَّا-যখন ; خِفْتُكُمْ-(خفت+كم)-আমি তোমাদেরকে ভয় পেলাম ;

১৩. হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ) দুটো বিষয় নিয়ে ফিরআউনের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রথমত, ফিরআউনকে আল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান জানানো, যা সকল নবীর দাওয়াতের মূলকথা ছিল। দ্বিতীয়ত, বনী ইসরাঈলকে ফিরআউনের দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করা। শেষোক্ত দায়িত্ব ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের দু'জনের উপর অর্পিত।

১৪. যে ফিরআউনের ঘরে মূসা (আ) প্রতিপালিত হয়েছিলেন, সে ছিল এ ফিরআউনের পিতা। আর সেজন্যই এ ফিরআউন বলছে যে, 'তোমাকে আমাদের মধ্যে আমরা লালন-পালন করেছি।' যদি এ ফিরআউন সেই ফিরআউন হতো, যার গৃহে মূসা (আ) লালিত-পালিত হয়েছিলেন, তাহলে সে বলতো—"আমি তোমাকে শিশু অবস্থায় লালন-পালন করেছি।"

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا

তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে বিশেষ জ্ঞান দান করলেন[১৭] এবং আমাকে রাসূলদের শামিল করলেন। ২২. আর সেসব অনুগ্রহ যা তুমি দেখিয়েছো

عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

আমার প্রতি (তা-তো এই) যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছো[১৮]। ২৩. ফিরআউন বললো[১৯]—'রাব্বুল আলামীন' আবার কি বস্তু ?"[২০]

فَوَهَبَ-(ف+وهب)-তারপর দান করলেন ; لِي-আমাকে ; رَبِّي-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; حُكْمًا-বিশেষ জ্ঞান ; وَ-এবং ; جَعَلَنِي-(جعل+نى)-আমাকে করলেন; مِنَ-শামিল ; الْمُرْسَلِينَ-রাসূলদের। ㉒ وَ-আর ; تِلْكَ-সেসব ; نِعْمَةٌ-অনুগ্রহ ; تَمُنُّهَا-যা তুমি দেখিয়েছো ; عَلَيَّ-আমার প্রতি ; أَنْ-(তাতো এই) যে, عَبَّدْتَ-তুমি দাসে পরিণত করেছো ; بَنِي إِسْرَاءِيلَ-বনী ইসরাঈলকে। ㉓ قَالَ-বললো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; وَ-আবার ; مَا-কি বস্তু ; رَبُّ-রাব্বুল ; الْعَالَمِينَ-আলামীন।

১৫. মূসা (আ) কর্তৃক ঘুষি মারার পর ফিরআউনের বংশের এক ব্যক্তি যে মারা গিয়েছিল, এখানে সেই ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

১৬. 'দ্বা-ল্লীন' শব্দটি পথভ্রষ্ট, পথহারা, জ্ঞানহীন, অজ্ঞ, ভুলকারী ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে শব্দটির অজ্ঞ অর্থটি অধিক প্রযোজ্য। হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলের লোকটির উপর ফিরআউনের বংশের সেই কিবতীকে যুলুম করতে দেখে তাকে একটি ঘুষি মেরেছিলেন। সবাই জানে একটি ঘুষিতে মানুষ মরে না ; আর তিনি লোকটিকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যেও ঘুষি মারেননি। ঘটনা চক্রে লোকটি মরে গিয়েছিল। অতএব এটা ইচ্ছাকৃত হত্যা ছিল না বরং এটা ছিল ভুলক্রমে হত্যা। কারণ হত্যা করার জন্য পূর্ব কোনো পরিকল্পনা থাকলে হত্যা করার মতো অস্ত্র বা উপায় উপাদান ব্যবহার করা হতো। সুতরাং মূসা (আ)-এর এ অপরাধ ছিল অজ্ঞতা প্রসূত—পূর্ব পরিকল্পিত বা ইচ্ছাকৃত নয়।

১৭. 'হুক্‌ম' অর্থ জ্ঞান, প্রজ্ঞা বা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার অনুমতি। নবীগণ যার ভিত্তিতে দায়িত্ব সহকারে কথা বলার ক্ষমতা লাভ করেন।

১৮. অর্থাৎ তুমি যে বনী ইসরাঈলকে তোমাদের দাস সম্প্রদায়ে পরিণত করে তাদের উপর অমানুষিক যুলুম-নির্যাতন চালিয়েছো। তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করে তদের কন্যা-সন্তানদেরকে তোমাদের দাসীতে পরিণত করেছো, সেই কারণেই তো আল্লাহ তা'আলা তোমার গৃহেই আমার লালন-পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন। নচেৎ তোমার গৃহে যাওয়ার আমার প্রয়োজন-ই হতো না।

১৯. এখানকার এ কথাবার্তার আগে মূসা (আ) অবশ্যই রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব অবশ্যই পালন করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যে রাব্বুল আলামীনের

㉔ قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ㉕ قَالَ

২৪. তিনি (মূসা) বললেন—"(তিনি) আসমান ও যমীন এবং এ উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও[২১]। ২৫. সে (ফিরআউন) বললো

لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ㉖ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ ○

তাদেরকে, যারা তার চারপাশে আছে—"তোমরা কি শুনছো না ?" ২৬. তিনি (মূসা) বললেন—"তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষদেরও প্রতিপালক।"[২২]

㉔ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; رَبُّ-(তিনি) প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীন ; وَ-ও ; مَا-যা কিছু আছে ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-এ উভয়ের মধ্যে সব কিছুর ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হও ; مُّوْقِنِيْنَ-নিশ্চিত বিশ্বাসী। ㉕ قَالَ -সে (ফিরআউন) বললো ; لِمَنْ-(ل+من)-তাদেরকে যারা ; حَوْلَهٗ-(حول+ه)-তার চারপাশে আছে ; اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ-তোমরা কি শুনছো না। ㉖ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তিনি তোমাদের প্রতিপালক ; وَ-এবং ; رَبُّ-প্রতিপালক ; اٰبَآئِكُمُ-(اباء+كم)-তোমাদের পিতৃপুরুষদেরও ; الْاَوَّلِيْنَ-পূর্ববর্তী।

রাসূল তা ফিরআউনকে শুনিয়ে দিয়েছিলেন, আর সেজন্যই ফিরআউন এ প্রশ্নটি করেছে যে, 'রাব্বুল আলামীন' আবার কি বস্তু ? তবে এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। সেটা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র মূসা (আ) ও ফিরআউনের মধ্যকার কথোপকথন-ই উল্লিখিত হয়েছে।

২০. মূসা (আ) যখন বলেছেন যে, "আমি রাব্বুল আলামীন' তথা সমস্ত জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি এবং এজন্য প্রেরিত হয়েছি যে, তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দেবে," তখনই ফিরআউন এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে।

মূসা (আ)-এর বক্তব্যটি ছিল একটি রাজনৈতিক বক্তব্য। অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম শাসক মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার নগণ্য বিদ্রোহী দাসের প্রতি ফরমান পাঠানো হয়েছে যে, সে যেন বনী ইসরাঈলকে তাঁর প্রেরিত প্রতিনিধির হাতে সোপর্দ করে দেয়। যাতে সেই প্রতিনিধি তাদেরকে মিসরের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে নিয়ে যেতে পারে। আর সেজন্যই ফিরআউন জিজ্ঞেস করছে যে, এ সারা বিশ্ব-জাহানের মালিক ও প্রতিপালক কে, যিনি মিসরের বাদশাহকে তার প্রজাকূলের অন্তর্ভুক্ত সামান্য ব্যক্তির মাধ্যমে এ ফরমান পাঠাচ্ছেন ?

২১. ফিরআউনের উপহাসমূলক প্রশ্নের জবাবে মূসা (আ) বলছেন যে, 'রাব্বুল আলামীন' হলেন তিনি যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা ও মালিক এবং আসমান ও যমীনের মধ্যে যা কিছু আছে সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। তোমরা যদি বিশ্বাস করো যে, এ

﴿٢٧﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٨﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ

২৭. সে (ফিরআউন) বললো—'তোমাদের এ রাসূল যাকে তোমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে (বলে মনে করো) সেতো নিশ্চিত পাগল। ২৮. তিনি (মূসা) বললেন, তিনি তো প্রতিপালক পূর্ব

وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٩﴾ قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا

ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর, যদি তোমরা বুঝতে[২৩]। ২৯. সে (ফিরআউন) বললো—যদি তুমি বানিয়ে লও অন্য ইলাহ

غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿٣٠﴾ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ

আমাকে ছাড়া, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদীদের শামিল করে দেবো[২৪]। ৩০. তিনি (মূসা) বললেন—"তবুও কি, যদি আমি নিয়ে আসি তোমার কাছে সুস্পষ্ট কোনো প্রমাণ ?[২৫]

﴿٢٧﴾ قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ; إِنَّ-নিশ্চিত ; رَسُولَكُمْ-(رسول+كم)-তোমাদের এ রাসূল ; الَّذِي-যাকে ; أُرْسِلَ-পাঠানো হয়েছে (বলে মনে করো); إِلَيْكُمْ-তোমাদের কাছে ; لَمَجْنُونٌ-(ل+مجنون)-অবশ্যই পাগল। ﴿٢٨﴾ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; رَبُّ-তিনিতো প্রতিপালক ; الْمَشْرِقِ-(ال+مشرق)-পূর্ব ; وَ-ও ; الْمَغْرِبِ-(ال+مغرب)-পশ্চিমের ; وَ-এবং ; مَا-সবকিছুর ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ-তোমরা বুঝতে। ﴿٢٩﴾ قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ; لَئِنِ-যদি ; اتَّخَذْتَ-তুমি বানিয়ে নাও ; إِلَٰهًا-অন্য ইলাহ ; غَيْرِي-(غير+ى)-আমাকে ছাড়া ; لَأَجْعَلَنَّكَ-(ل+اجعلن+ك)-তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে করে দেবো ; مِنَ-শামিল ; الْمَسْجُونِينَ-কয়েদীদের। ﴿٣٠﴾ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; أَوَلَوْ-(أ+و+لو)-তবুও কি যদি ; جِئْتُكَ-(جئت+ك)-আমি নিয়ে আসি তোমার কাছে ; بِشَيْءٍ-কোনো প্রমাণ ; مُبِينٍ-সুস্পষ্ট।

বিশ্ব-জাহানের কোনো স্রষ্টা-মালিক ও শাসনকর্তা আছেন, তাহলে বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক কে তা বুঝাও তোমাদের জন্য কঠিন কিছু নয়।

২২. অর্থাৎ তিনি এমন 'প্রতিপালক' যিনি শুধু তোমাদের প্রতিপালক নন, বরং তিনি তোমাদের পূর্ব-পুরুষেরও প্রতিপালক ছিলেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সর্বকালের সকল কিছুর প্রতিপালক। আর আমি সেই প্রতিপালকেরই কর্তৃত্ব ও শাসন অধিকার স্বীকার করি।

২৩. অর্থাৎ তোমরা আমাকে পাগল বলছো, কিন্তু তোমরা যদি বুদ্ধিমান হয়ে থাকো তাহলে তোমরা ভেবে দেখো, যিনি পূর্ব-পশ্চিম সমগ্র দুনিয়ার মালিক, তিনি 'প্রতিপালক' না-কি শুধুমাত্র 'মিসর' নামক সামান্য ভূখণ্ডের মালিক ফিরআউন প্রতিপালক ? আমিতো

৩১ قَالَ فَأْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ৩২ فَأَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ

৩১. সে (ফিরআউন) বললো—"তবে তা নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদীদের শামিল হও"।[২৬] ৩২. অতপর তিনি (মূসা) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করলেন, তখনি তা

৩১ قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ; فَأْتِ-(ف+ات)-তবে নিয়ে এসো ; بِهٖ-তা ; اِنْ-যদি ; كُنْتَ-তুমি ; مِنَ-শামিল ; الصّٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদের। ৩২ فَأَلْقٰى-(ف+القى)-অতপর তিনি (মূসা) নিক্ষেপ করলেন ; عَصَاهُ-(عصا+ه)-তাঁর লাঠি ; فَاِذَا-(ف+اذا)-তখনই ; هِيَ-তা ;

সমগ্র দুনিয়ার প্রতিপালক-এরই শাসন-কর্তৃত্ব মানি এবং তাঁরই পক্ষ থেকে এ হুকুম তাঁর বান্দার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি।

২৪. এখানে স্মরণীয় যে, আজকের যুগের মতো সে যুগেও 'উপাস্য' বলতে শুধুমাত্র ধর্মীয় তথা কিছু আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপাস্যকে সীমাবদ্ধ রাখতো। অর্থাৎ তারা আল্লাহর অধিকারকে পূজা, আরাধনা, নযর ও মানত-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতো। মানুষ নিজের ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কাছে সাহায্য সহযোগিতা লাভের জন্য প্রার্থনাও করতো। কিন্তু আইনগত ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর প্রাধান্য এবং তাঁর বিধি-বিধানকে উচ্চতর আইন হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর সামনে মাথা নত করার ব্যাপার তারা স্বীকার করতো না। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ যেমন বিশ্বাস করতো, তেমনি শাসকরাও একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। আর বর্তমানকালেও শাসন-কর্তৃত্বে যারা আছে তারাও এ বিশ্বাসের মধ্যেই পড়ে আছে। তারা সবসময় এটাই বলে আসছে যে, দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যাপারে আমরা পূর্ণ স্বাধীন। আমাদের রাজনীতিতে কোনো উপাস্যের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমরা স্বীকার করি না। আর এটাই ছিল দুনিয়ার রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যসমূহের সাথে নবী-রাসূল এবং তাঁদের অনুসারী সংস্কারকদের সংঘাতের আসল কারণ। নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারীরা এসব শাসকদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌম ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও প্রাধান্যের স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করেছেন, আর এরা নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবি পেশ করেছে। শুধু তাই নয়, এরা নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারী সংস্কারকদেরকে বিদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে। বর্তমানকালেও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

মূসা (আ) ও ফিরআউনের মধ্যকার কথোপকথন দ্বারাও এটাই বোধগম্য হয়। আর তাই ফিরআউন মূসা (আ)-কে বলছে যে, তুমি যদি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এবং দেশের শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে আমাকে ছাড়া অন্য কোনো শক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তাহলে তোমাকে আমি অবশ্যই জেলখানায় ঢুকিয়ে দেবো।

২৫. অর্থাৎ আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর প্রতিপালক, পূর্ব-পশ্চিমের প্রতিপালক এবং তোমাদের ও তোমাদের পূর্ব-পুরুষের প্রতিপালকের পক্ষ

ثُعۡبَانٌ مُّبِيۡنٌ ۝ وَّنَزَعَ يَدَهٗ فَاِذَا هِيَ بَيۡضَآءُ لِلنّٰظِرِيۡنَ ۝

সুস্পষ্ট অজগরে পরিণত হলো[২৭]। ৩৩. এবং তিনি তাঁর হাত বের করলেন, তখনি তা দর্শকদের জন্য উজ্জ্বল সাদা হয়ে উঠলো[২৮]।

ثُعۡبَانٌ-পরিণত হলো অজগরে ; مُبِيۡنٌ-সুস্পষ্ট। ৩৩ وَ-এবং ; نَزَعَ-তিনি বের করলেন ; يَدَهٗ-তাঁর হাত ; فَاِذَا-তখনই ; هِيَ-তা ; بَيۡضَآءُ-উজ্জ্বল সাদা হয়ে উঠলো ; لِلنّٰظِرِيۡنَ-দর্শকদের জন্য

থেকে আমাকে যে পাঠানো হয়েছে তার সপক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করি, তারপরও কি আমার কথা তোমরা মেনে নিতে অস্বীকার করবে এবং আমাকে জেলে পাঠানো হবে ?

২৬. ফিরআউনের একথা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বর্তমানকালের মুশরিকদের থেকে তার অবস্থাও ভিন্নতর ছিল না। সে-ও আল্লাহকে সকল উপাস্যের উপাস্য এবং দুনিয়ার সকল দেবতার চেয়ে শক্তিমান বলে বিশ্বাস করতো। তাই মূসা (আ) যখন বললেন, তুমি যদি আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বলে বিশ্বাস না করো, তবে আমি এমন সব নিদর্শন পেশ করবো, যা আমার দাবিকে সত্য বলে প্রমাণ করে দেবে। তখন ফিরআউন বললো, ঠিক আছে, তাহলে তুমি তোমার দাবির সত্যতার পক্ষে প্রমাণ পেশ করো। ফিরআউনের একথাই প্রমাণ করে যে, সে-ও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল এবং তাঁকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক স্বীকার করতো। কিন্তু সে মূসা (আ)-কে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল বলে মানতে রাজী ছিল না।

২৭. 'সু'বানুন' শব্দের অর্থ দৈহিক আকার-আকৃতি এবং স্থূলতার দিক থেকে বিশাল আকৃতির সাপ। আর ছোট সাপকে বলা হয় 'জান্নুন' আর 'হাইয়াতুন' বলা হয় সাধারণভাবে সকল সাপকে।

২৮. 'বায়দাউ' অর্থ উজ্জ্বল চাকচিক্যময়। হযরত মূসা (আ) যখনই বগল থেকে হাত বের করলেন, তখনই তা উজ্জ্বল ও চাকচিক্যময় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং সূর্যোদয়ের মতো আলোময় হয়ে উঠলো।

২য় রুকূ' (১০-৩৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত মূসা (আ)-কে মুহাম্মাদ (স)-এর চেয়ে অনেক কঠিন অবস্থার মুকাবিলা করতে হয়েছিল। কারণ মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিপক্ষ কুরাইশদের চেয়ে মূসা (আ)-এর প্রতিপক্ষ ফিরআউন ছিল অনেক বেশী শক্তিশালী।

২. প্রতিপক্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন এবং অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন নবী-রাসূলগণ আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন।

৩. ফিরআউনের মতো শক্তিশালী শাসকের নিকট নিঃস্ব মূসা (আ) আল্লাহর দীনের সত্য দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন এবং অবশেষে সত্যেরই জয় হয়েছিল। এভাবে যুগে যুগে সত্যই বিজয় লাভ করে।

৪. আল্লাহ যার পৃষ্ঠপোষক থাকেন তার মুকাবিলায় কোনো শক্তিই জয়লাভ করতে পারে না। সুতরাং মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত সত্য দীনের মুকাবিলায়ও কোনো শক্তিই জয়লাভ করতে পারবে না, যদি এ দীনের ধারক-বাহকেরা এ দীনকে বিজয়ী করার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

৫. আল্লাহর দীনের সত্যতার পক্ষে যত সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকুক না কেন, হঠকারী লোকেরা তা কখনো স্বীকার করবে না। যেমন মূসা (আ) কর্তৃক প্রদর্শিত নিদর্শন দেখেও ফিরআউন ও তার অনুগামী লোকেরা অস্বীকার করেছে।

৬. সত্যকে অস্বীকার করার মূল কারণ কোনো ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য নিদর্শন না দেখা নয়, বরং জাতীয় ও বংশগত স্বার্থ, জাহেলী বিদ্বেষ ও স্বার্থপূজাই এর মূল কারণ।

৭. যারা আল্লাহর শক্তিমত্তার নিদর্শন নিজ চোখে দেখার পরও দীনের সরল পথে অগ্রসর হয় না তাদের পরিণাম তেমনই ভয়াবহ হয় যেমন হয়েছিল ফিরআউন ও তার অনুগামীদের।

৮. বনী ইসরাঈলের উপর ফিরআউনের সম্প্রদায়ের যুলুম-নির্যাতন ছিল অবর্ণনীয়। আল্লাহ তা'আলা নিজেই এজন্য তাদেরকে 'যালিম সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করেছেন।

৯. ফিরআউনের মতো প্রবল প্রতাপশালী ও যালিম শাসকের সামনে দীনের দাওয়াত নিয়ে যেতে মূসা (আ) ভয় পাচ্ছিলেন। এর কারণ তিনিও মানুষ ছিলেন এবং মানবীয় বৈশিষ্ট্য থেকে তিনিও মুক্ত ছিলেন না। এভাবে সকল নবী-ই মানুষ ছিলেন।

১০. নবুওয়াত-রিসালাত আল্লাহর মহা অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তা দান করেন। তাই হারূন (আ) বাকপটু হওয়া এবং মূসা (আ)-এর যবানে জড়তা থাকা সত্ত্বেও মূসা (আ)-কেই নবুওয়াতের মূল দায়িত্ব দান করেছেন।

১১. আল্লাহ যাকে বাঁচান তাকে মারার ক্ষমতা কারো নেই। তাই দেখা যায়—বনী ইসরাঈলের মধ্যে জন্ম গ্রহণকারী সকল পুত্র-সন্তানকে মেরে ফেললেও মূসা (আ)-কে ফিরআউনের ঘরেই লালন-পালন করিয়েছেন।

১২. আল্লাহর দীনের দাওয়াত নিয়ে যারা অগ্রসর হয় তাদেরকে আল্লাহ নিশ্চিতভাবে সাহায্য করেন, যেমন সাহায্য করেছেন মূসা ও হারূন (আ)-কে। বর্তমানকালেও এর অনেক উদাহরণ রয়েছে।

১৩. মূসা (আ)-এর উপর হত্যার যে অভিযোগ ফিরআউন উত্থাপন করেছে, তা মূসা (আ)-এর ইচ্ছাকৃত ছিল না। লোকটি একজন ইসরাঈলীর উপর অন্যায়ভাবে যুলুম করছিল, তাকে যুলুম থেকে বিরত রাখার জন্য মূসা আ. একটি ঘুষি মেরেছিল, ফলে লোকটি মারা যায়। এজন্য মূসা (আ)-কে হত্যাকারী হিসেবে অভিহিত করা যায় না।

১৪. ফিরআউন আল্লাহর অস্তিত্ব—স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করতো। কিন্তু দুনিয়াতে ব্যবহারিক জীবনে এবং শাসনব্যবস্থায় আল্লাহর কোনো অধিকার স্বীকার করতো না। এদিক থেকে বর্তমানকালের 'মুসলিম' নামধারী মানুষদের বিশ্বাস ও কার্যক্রম তুলনা করে দেখতে হবে।

১৫. মূসা (আ)-এর যুগের ফিরআউনের মতো বর্তমানকালের শাসকদের বিশ্বাস ও কার্যক্রমও একই রকম। এরাও আল্লাহকে ব্যবহারিক জীবনে ও রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনো অধিকার দিতে অনিচ্ছুক। আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে মতপার্থক্য ও সংঘর্ষের মূল কারণ এটাই।

১৬. নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠার সঠিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সর্বযুগেই একই হতে বাধ্য। আর সেরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াটা আন্দোলনের সঠিকতার প্রমাণ।

১৭. প্রাচীনকালের মুশরিকদের চেয়ে বর্তমানকালের মুশরিকদের অবস্থা কোনো দিক দিয়েই ভিন্নতর নয়।

১৮. বর্তমানকালেও নবীদের পদ্ধতিতে দাওয়াতের কাজ শুরু করলে মুশরিকদের পক্ষ থেকে একই ধরনের জবাব আসবে।

১৯. আম্বিয়ায়ে কেরামকে আল্লাহ তা'আলা যেভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের দাওয়াতের পতাকাবাহীদেরকেও আল্লাহ তা'আলা একইভাবে সাহায্য করবেন।

২০. অবশেষে বিজয় দীনের পতাকাবাহীদেরই হয়ে থাকে যেমন হয়েছিল অতীতে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-১৮

﴿٣٤﴾ قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِيْمٌ ﴿٣٥﴾ يُّرِيْدُ اَنْ يُّخْرِجَكُمْ

৩৪. সে (ফিরআউন) তার আশপাশের সভাসদবর্গকে বললো—"এ (ব্যক্তি) তো নিশ্চয়ই অভিজ্ঞ যাদুকর। ৩৫. সে তোমাদেরকে বের করে দিতে চায়

مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَاذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿٣٦﴾ قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ

তার যাদু দ্বারা তোমাদের দেশ থেকে[২৯]; অতএব তোমরা কি পরামর্শ দিচ্ছো?"[৩০] ৩৬. তারা বললো—'আপনি তাকে অবকাশ দিন এবং তার ভাইকেও

(৩৪) قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ; لِلْمَلَاِ-(ل+ال+ملا)-সভাসদবর্গকে ; حَوْلَهٗ-(حول+ه)-তার আশ-পাশের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এ ব্যক্তি ; لَسٰحِرٌ-যাদুকর ; عَلِيْمٌ-অভিজ্ঞ। (৩৫) يُّرِيْدُ-সে চায় ; اَنْ يُّخْرِجَكُمْ-(ان يخرج+كم)-তোমাদের বের করে দিতে ; مِّنْ-থেকে ; اَرْضِكُمْ-(ارض+كم)-তোমাদের দেশ ; بِسِحْرِهٖ-(ب+سحر+ه)-তার যাদু দ্বারা ; فَمَاذَا-(ف+ماذا)-অতএব তোমরা কি ; تَاْمُرُوْنَ-পরামর্শ দিচ্ছ। (৩৬) قَالُوْا-তারা বললো ; اَرْجِهْ-(ارج+ه)-আপনি তাকে অবকাশ দিন ; وَ-এবং ; اَخَاهُ-তার ভাইকেও ;

২৯. ফিরআউনের এ বক্তব্য দ্বারা তার মনে যে ভয় সৃষ্টি হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। মূসা (আ)-কে ফিরআউন প্রথম দিকে পাগল ভেবেছিল, কেননা দাস গোত্রের একটা সহায়-সম্বলহীন লোক ফিরআউনের মতো প্রতাপশালী বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে এতবড় দুঃসাহস দেখাতে পারে—এটা নিছক পাগলামী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আর তাই সে মূসা (আ)-কে ধমক দিয়ে বলেছিল যে, আমাকে ছাড়া আর কাউকে যদি 'রব' মনে করো তাহলে তোমাকে জেলে পুরে দেবো। এখন বলছে যে, এ লোক মিসরবাসীকে তাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এতে তার মনের ভয় প্রকাশ পেয়েছে। সে মূসা (আ)-এর দেখানো মু'জিযা দেখে বুঝতে পেরেছে যে, এ দু'টো সহায়-সম্বলহীন লোক যাদেরকে যাদুকর বলে যতই উপেক্ষা করা হোক না কেন, তারা আসলে যাদুকর নয়, তারা তাকে (ফিরআউনকে) সিংহাসনচ্যুত করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সে মূসা (আ)-কে 'যাদুকর' বলে আখ্যায়িত করছে। যদিও সকলে জানে যে, যাদু দিয়ে কোনো রাজা-বাদশাহ বা শাসক-প্রশাসককে ক্ষমতাচ্যুত করা কখনো সম্ভব নয়। তা যদি সম্ভব হতো তাহলে যাদুর চর্চাই হতো অনেক বেশী।

وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيْمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ

এবং শহরসমূহে পাঠিয়ে দিন সংগ্রাহকদেরকে। ৩৭. তারা আপনার কাছে প্রত্যেক অভিজ্ঞ যাদুকরদের নিয়ে আসবে। ৩৮.অতপর যাদুকরদের একত্র করা হলো

لِمِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٣٨﴾ وَّقِيْلَ لِلنَّاسِ هَلْ اَنْتُمْ مُّجْتَمِعُوْنَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا

নির্দিষ্ট সময়ে কোনো এক নির্দিষ্ট দিনে[৩১]। ৩৯. আর লোকদেরকে বলা হলো—'তোমরা কি সমবেত হবে?'[৩২] ৪০. সম্ভবত আমরা

نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوْا هُمُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ

অনুসরণ করতে পারবো যাদুকরদের যদি তারা জয়ী হয়[৩৩]। ৪১. তারপর যখন যাদুকররা এলো, তারা ফিরআউনকে বললো—

وَ-আর ; ابْعَثْ-পাঠিয়ে দিন ; فِي الْمَدَائِنِ-(فى+ال+مدائن)-শহরসমূহে ; حٰشِرِيْنَ-সংগ্রাহকদেরকে। ৩৭ يَأْتُوْكَ-(يأتوا+ك)-তারা আসবে আপনার কাছে ; بِكُلِّ-(ب+كل)-নিয়ে প্রত্যেক ; سَحَّارٍ-যাদুকরদেরকে ; عَلِيْمٍ-অভিজ্ঞ। ৩৮ فَجُمِعَ-(ف+جمع)-অতপর একত্র করা হলো ; السَّحَرَةُ-(ال+سحرة)-যাদুকরদেরকে ; لِمِيْقَاتِ-নির্দিষ্ট সময়ে ; يَوْمٍ-কোনো এক দিনে ; مَّعْلُوْمٍ-নির্দিষ্ট। ৩৯ وَّ-আর ; قِيْلَ-বলা হলো ; لِلنَّاسِ-লোকদেরকে ; هَلْ اَنْتُمْ-(هل+انتم)-তোমরা কি ; مُّجْتَمِعُوْنَ-সমবেত হবে। ৪০ لَعَلَّنَا-(لعل+نا)-সম্ভবত আমরা ; نَتَّبِعُ-অনুসরণ করতে পারবো ; السَّحَرَةَ-যাদুকরদের ; اِنْ-যদি ; كَانُوْا-হয় ; هُمُ-তারা ; الْغٰلِبِيْنَ-(ال+غلبين)-বিজয়ী। ৪১ فَلَمَّا-তারপর যখন ; جَاءَ-এলো ; السَّحَرَةُ-যাদুকররা ; قَالُوْا-তারা বললো ; لِفِرْعَوْنَ-(ل+فرعون)-ফিরআউনকে ;

৩০. একথা থেকে ফিরআউনের অসহায় অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে। সে নিজেকে দেশ ও জনতার উপাস্য ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা বানিয়ে রেখেছিল ; কিন্তু সে এখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তার-ই হুকুমবরদারদের কাছে পরামর্শ চাচ্ছে যে, এখন তোমরা আমাকে কি করতে বলো, আমি তো এখন করণীয় কাজ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।

৩১. সূরা ত্বা-হার ৫৯ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, সে দিনটি হবে 'ইয়াওমুয যীনাহ' অর্থাৎ জাতীয় উৎসবের দিন। সেদিন রাজধানীতে সারা দেশ থেকে লোকজনের সমাগম হবে এবং দিনের আলোক সবদিকে ছড়িয়ে পড়ার পর প্রকাশ্য দিবালোকে এ যাদুর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যাতে করে সবাই এ প্রতিযোগিতা সুস্পষ্টভাবে দেখতে সক্ষম হয়।

৩২. অর্থাৎ শুধুমাত্র ঘোষণা ও প্রচারের উপর নির্ভর না করে বেশী বেশী লোককে এ অনুষ্ঠানে হাজির করানোর জন্য লোকও নিয়োগ করা হয়েছিল। এ থেকে বুঝা যায় যে,

أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ

'আমাদের জন্য কি নিশ্চিত কোনো পুরস্কার থাকবে যদি আমরাই বিজয়ী হই[৩৪] ?
৪২. সে (ফিরআউন) বললো—'হাঁ, এবং তোমরা তখন অবশ্যই শামিল হবে

الْمُقَرَّبِيْنَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰى أَلْقُوْا مَا أَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٤٣﴾ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ

নৈকট্যলাভকারীদের মধ্যে[৩৫]। ৪৩. মূসা তাদেরকে বললেন—'তোমারা যা কিছুর নিক্ষেপকারী তা নিক্ষেপ করো'। ৪৪. অতপর তারা নিক্ষেপ করলো তাদের রশিগুলো

أَئِنَّ-(ا+ان)-নিশ্চিত কি ; لَنَا-আমাদের জন্য থাকবে ; لَأَجْرًا-(ل+اجرا)-কোনো পুরস্কার ; إِنْ-যদি ; كُنَّا-হই ; نَحْنُ-আমরাই ; الْغٰلِبِيْنَ-বিজয়ী। ﴿٤٢﴾ قَالَ -সে (ফিরআউন) বললো ; نَعَمْ-হাঁ ; وَ-এবং ; إِنَّكُمْ-(انّ+كم)-অবশ্যই তোমরা ; إِذًا - তখন ; لَّمِنَ-(ل+من)-মধ্যে শামিল হবে ; الْمُقَرَّبِيْنَ-নৈকট্য লাভকারীদের। ﴿٤٣﴾ قَالَ -বললেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; مُّوْسٰى-মূসা ; أَلْقُوْا-তোমরা নিক্ষেপ করো ; مَا -যা কিছুর ; أَنْتُمْ-তোমরা ; مُّلْقُوْنَ-নিক্ষেপকারী। ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَوْا-(ف+القوا)-অতপর তারা নিক্ষেপ করলো ; حِبَالَهُمْ-(حبال+هم)-তাদের রশিগুলো ;

ফিরআউনের সামনে মূসা (আ) যে মু'জিযা দেখিয়েছিলেন তা মুখে মুখে দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং দেশের লোকেরা মূসা (আ)-এর প্রতি ঝুঁকে পড়ছে বলে ফিরআউন আশংকা করেছিল। তাই সে চাচ্ছিল যতবেশী সম্ভব লোককে এ প্রতিযোগিতায় হাজির করতে, যাতে করে মানুষ দেখে নিতে পারে যে, লাঠি-রশির সাহায্যে সাপ বানানো কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। আমাদের দেশের সকল যাদুকরই তা দেখাতে পারে।

৩৩. এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, মূসা (আ)-এর মু'জিযা দেখার পর ফিরআউনের সভাসদ ও রাজদরবারের বাইরে যাদের কাছে এ খবর পৌঁছে গিয়েছিল তাদের মধ্যে এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছিল, আর তাদের পৈত্রিক মুশরিকী ধর্মের প্রতি তাদের বিশ্বাসও নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আর তাই ফিরআউন বলেছিল, যদি যাদুকররা জয়ী হয়, তাহলে আমাদেরকে আর মূসার ধর্ম গ্রহণ করতে হবে না। তা না হলে মানুষের মনে মূসার মু'জিযার প্রভাবে নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে এবং মানুষ মূসার ধর্ম গ্রহণ করে নিতে পারে।

৩৪. মূসা (আ)-এর নৈতিক হামলার প্রভাব থেকে মুশরিকী ধর্মের রক্ষকরা নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করার জন্য বেশ গুরুত্ব দিয়েই এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। যাদুকরদের মধ্যেও এমন একটি ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছিল যে, এ চূড়ান্ত মুকাবিলায় আমরা যদি জিততে পারি, তাহলে বাদশাহর নিকট থেকে কিছু পুরস্কারও পাওয়া যাবে।

৩৫. এটা ছিল যাদুকরদের জন্য ফিরআউনের পক্ষ থেকে বড় পুরস্কার যে, তাদেরকে ধর্ম ও জাতির খিদমতের বিনিময় হিসেবে শুধু নগদ অর্থই দেয়া হবে না ; বরং তাদেরকে

وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوْا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقٰى

ও তাদের লাঠিগুলো এবং বলতে লাগলো—'ফিরআউনের ইয্যতের কসম, নিশ্চয়ই আমরা—আমরাই কি জয়ী[৩৬]।' ৪৫. তারপর নিক্ষেপ করলেন

مُوْسٰى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ

মূসা তাঁর লাঠি, তৎক্ষণাৎ তা গ্রাস করতে লাগলো সেগুলোকে যা কিছু তারা অলীক ভেল্কি তৈরী করছিল। ৪৬. ফলে যাদুকররা পড়ে গেলো

سٰجِدِيْنَ ﴿٤٦﴾ قَالُوْا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوْسٰى وَهٰرُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالَ

সিজদাকারী হিসেবে। ৪৭. তারা বললো—'আমরা ঈমান আনলাম রাব্বুল আলামীনের প্রতি। ৪৮. মূসা ও হারূনের রব[৩৭]।' ৪৯. সে (ফিরআউন) বললো—

وَ-ও ; عِصِيَّهُمْ-(عصى+هم)-তাদের লাঠিগুলো ; وَ-এবং ; قَالُوْا-বলতে লাগলো ; بِعِزَّةِ-(ب+عزة)-ইয্যতের কসম ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; اِنَّا-নিশ্চয়ই আমরা ; لَنَحْنُ-আমরাই ; الْغٰلِبُوْنَ-বিজয়ী। ﴿٤٤﴾ فَأَلْقٰى-(ف+القى)-তারপর নিক্ষেপ করলেন ; مُوْسٰى-মূসা ; عَصَاهُ-(عصا+ه)-তাঁর লাঠি ; فَإِذَا-(ف+اذا)-তৎক্ষণাৎ ; هِيَ-তা ; تَلْقَفُ-গ্রাস করতে লাগলো ; مَا-যা কিছু ; يَأْفِكُوْنَ-তারা অলীক ভেল্কি তৈরি করেছিল। ﴿٤٥﴾ فَأُلْقِيَ-(ف+القى)-ফলে পড়ে গেলো ; السَّحَرَةُ-যাদুকররা ; سٰجِدِيْنَ-সিজদাকারী হিসেবে। ﴿٤٦﴾ قَالُوْا-তারা বললো; اٰمَنَّا-আমরা ঈমান আনলাম; بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-(ب+رب+العلمين)-রাব্বুল আলামীনের প্রতি। ﴿٤٧﴾ رَبِّ-রব ; مُوْسٰى-মূসা; وَ-ও ; هٰرُوْنَ-হারূনের। ﴿٤٨﴾ قَالَ-সে (ফিরআউন) বললো ;

বাদশাহর দরবারে সম্মানজনক আসনও দেয়া হবে। এর দ্বারাই যাদুকর ও নবীর মধ্যে নৈতিক পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। একদিকে নবীর উন্নত মনোবল যিনি বনী ইসরাঈলের মতো একটি নির্যাতিত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে যালিম বাদশাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর জাতিকে মুক্ত করার জন্য সাহসিকতার সাথে বাদানুবাদ করছেন যার জন্য তিনি কোনো পার্থিব বিনিময় আশা করেন না, অপর দিকে বাপ-দাদার ধর্মকে রক্ষা করার জন্য যে যাদুকরদেরকে ফিরআউনের দরবারে ডেকে আনা হয়েছে তারা বাদশাহর দরবারে আর্থিক পুরস্কার লাভের দাবি করছে। অতএব নবী কোন্ প্রকৃতির মানুষ আর যাদুকররাই বা কেমন ধরনের লোক এবং এ দু'টো যে বিপরীত চরিত্রের তা আপনা আপনিই প্রকাশ হয়ে যায়। এরপরও নবীকে যাদুকর বলা তার পক্ষেই সম্ভব যে চরম সীমালংঘনকারী।

৩৬. যাদুকরদের ছুড়ে দেয়া লাঠি ও দড়ি যে সাপের আকারে কিলবিল করতে করতে মূসা (আ)-এর দিকে ছুটে গেলো তা এখানে উল্লিখিত হয়নি। কুরআন মাজীদের সূরা আল আরাফের ১১৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ

'আমি তোমাদের প্রতি অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনলে ; নিশ্চয়ই সে তোমাদের গুরু, যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে ;[৩৮]

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَ

অতএব শীঘ্রই তোমরা (এর ফলাফল) জানতে পারবে ; আমি অবশ্যই তোমাদের হাতগুলো কেটে দেবো এবং তোমাদের পাগুলোও বিপরীত দিক থেকে, আর

آمَنْتُمْ-তোমরা ঈমান আনলে ; لَهُ-তার প্রতি ; قَبْلَ-আগেই ; أَنْ آذَنَ-অনুমতি দেয়ার ; لَكُمْ-তোমাদের প্রতি ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই সে ; لَكَبِيرُكُمُ-তোমাদের গুরু ; الَّذِي-যে ; عَلَّمَكُمُ-(علم+كم)-তোমাদেরকে শিখিয়েছে ; السِّحْرَ-যাদু ; فَلَسَوْفَ-(ف+ل+سوف)-অতএব শীঘ্রই ; تَعْلَمُونَ-তোমরা জানতে পারবে ; لَأُقَطِّعَنَّ-আমি অবশ্যই কেটে দেবো ; أَيْدِيَكُمْ-(ايدى+كم)-তোমাদের হাতগুলো ; وَ-এবং ; أَرْجُلَكُمْ-(ارجل+كم)-তোমাদের পাগুলো ; مِنْ-থেকে ; خِلَافٍ-বিপরীত দিক; وَ-আর;

"অতপর তারা যখন নিক্ষেপ করলো, তারা মানুষের চোখে যাদু করলো এবং তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করলো, আর তারা একটি বড় ধরনের যাদুই প্রয়োগ করলো।"

সূরা ত্বা-হা'র ৬৬ ও ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে—

"অতপর যখন তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো তাদের যাদুর ফলে মনে হলো যেন তাঁর (মূসার) দিকে দৌড়ে আসছে। এতে মূসা অন্তরে ভয় অনুভব করলো।"

৩৭. অর্থাৎ মূসা ও হারূনের সেই 'রব' যিনি তাঁর নিজ কুদরতে মূসা (আ.)-কে সুস্পষ্ট মু'জিযা দিয়েছেন, যে মু'জিযার সামনে আমাদের যাদুশিল্প অক্ষম হয়ে পড়েছে।

যাদুকরদের সিজদাবনত হয়ে পড়াটা শুধুমাত্র পরাজয়ের স্বীকৃতি-ই ছিল না, বরং তাদের সিজদাবনত হয়ে পড়া হাজার হাজার মিসরবাসীর সামনে একথার স্বীকৃতি দেয়া যে, মূসা যা কিছু দেখিয়েছেন তা আমাদের দেখানো যাদু নয়—তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ।

৩৮. ফিরআউন একথা বলে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরানোর চেষ্টা করছে। সে জনগণকে বুঝানোর চেষ্টা করছে যে, যাদুকরদের পরাজয়বরণ করা একটি পাতানো খেলা, যা তারা ইতোপূর্বে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে রেখেছিল।

সূরা আল আ'রাফের ২৩ আয়াতে ফিরআউনের একথাকে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। ফিরআউন যাদুকরদেরকে বললো—আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তার প্রতি ঈমান এনে ফেললে, নিশ্চয়ই এ একটি ষড়যন্ত্র যা তোমরা সবাই রাজধানী

لَأُوَصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ۝٤٩ قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۝٥٠ إِنَّا

তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াবো[৩৯]। ৫০. তারা (যাদুকররা) বললো—'কোনো ক্ষতি নেই, আমরা অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যাবর্তনকারী। ৫১. নিশ্চয়ই আমরা

نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

আশা রাখি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো মাফ করে দেবেন, কেননা আমরাই হলাম (এ সমাবেশে) প্রথম ঈমান আনয়নকারী।[৪০]

لَأُوَصَلِّبَنَّكُمْ-(لاوصلبن+كم)-তোমাদের শূলে চড়াবো ; أَجْمَعِينَ-সবাইকে। ۝٥٠ قَالُوا-তারা (যাদুকররা) বললো; لَا ضَيْرَ-কোনো ক্ষতি নেই; إِنَّا-অবশ্যই আমরা; إِلَىٰ-কাছে ; رَبِّنَا-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের ; مُنقَلِبُونَ-প্রত্যাবর্তনকারী। ۝٥١ إِنَّا-নিশ্চয়ই আমরা ; نَطْمَعُ-আশা রাখি ; أَن-যে, يَغْفِرَ-মাফ করে দেবেন ; لَنَا-আমাদের ; رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক ; خَطَايَانَا-আমাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলো ; أَن-কেননা ; كُنَّا-আমরা হলাম ; أَوَّلَ-প্রথম ; الْمُؤْمِنِينَ-ঈমান আনয়নকারী।

নগরে বসে তৈরি করেছো, যাতে এর মালিকদেরকে তাদের মালিকানা থেকে বেদখল করে দিতে পারে ; তোমরা শীঘ্রই (এর পরিণাম) জানতে পারবে।

৩৯. এটা ছিল ফিরআউনের পক্ষ থেকে যাদুকরদের প্রতি এক বিরাট হুমকী। ফিরআউন নিজের ধারণাকে যথার্থ বলে প্রমাণ করার জন্য এ হুমকী দিয়েছিল যেন যাদুকররা মূসার সাথে যোগসাজশ করে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল বলে স্বীকার করে নেয় এবং যাদুকরদের পরাজিত হয়ে সিজদাবনত হওয়ার কারণে উপস্থিত জনতার উপর যে প্রভাব পড়েছিল, তা যেন নস্যাৎ হয়ে যায়। এসব জনতা স্বয়ং ফিরআউনের আমন্ত্রণেই এ যাদুর প্রতিযোগিতা দেখার জন্য সমবেত হয়েছিল। ফিরআউন তাদেরকে এ ধারণা দিয়েছিল যে, এ যাদুকরদের সহায়তার উপর মিসরীয় জাতির ধর্ম-বিশ্বাস নির্ভরশীল। এরা যদি জয়ী হয় তাহলে মিসরীয় জাতি তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের উপর টিকে থাকতে পারবে। অন্যথায় মূসার দাওয়াতের প্রবল স্রোত এ জাতির ধর্ম-বিশ্বাসকে যেমন ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তেমনি ফিরআউনের রাজত্বকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

৪০. অর্থাৎ ফিরআউন যখন যাদুকরদেরকে মূসা (আ)-এর রবের প্রতি ঈমান আনার কারণে হাত-পা কাটা ও শূলে চড়ানোর হুমকী দিল তখন তারা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই বলে তার হুমকীর জবাব দিল যে, "তুমি যা করতে পার করো, তাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই। আমরা নিহত হলে আমাদের প্রতিপালকের কাছে পৌঁছে যাবো। সেখানকার শান্তি-ই চিরস্থায়ী। আমাদের প্রতিপালক আমাদের অতীতের সকল গুনাহখাতা মাফ করে দেবেন। কেননা আমরাই এ সমাবেশে প্রথম ঈমান আনয়নকারী।" যাদুকরদের

মধ্যে হঠাৎ এমন পরিবর্তন এসে যাওয়া শুধুমাত্র লাঠি ও রশি অজগরে পরিণত হওয়ার মু'জিযা দ্বারা হয়নি ; বরং এটা হযরত মূসা (আ)-এর নবুওয়াতের মু'জিযার প্রভাব দ্বারাও সংঘটিত হয়েছে।

৩য় রুকূ' (৩৪-৫১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আখিরাত অবিশ্বাসী লোকদেরকে বাহ্যিকভাবে যতই শক্তিশালী বলে মনে হোক না কেন, মূলত তারা ভীরু ও কাপুরুষ, যেমন ফিরআউনের মতো মিসরের একচ্ছত্র সম্রাটের মুখে মূসা (আ) সম্পর্কে উচ্চারিত ভাষায় তা প্রকাশ পেয়েছে।

২. ফিরআউনের উক্তি থেকে প্রমাণ হয় যে, মূসা (আ) যে সত্য নবী তা সে বুঝতে পেরেছে। কিন্তু ক্ষমতা হারানোর ভয়ে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য তাঁকে যাদুকর বলে আখ্যায়িত করেছে।

৩. নবীদের মু'জিযার সাথে যাদুকরদের ভেল্কিবাজী কখনো টিকতে পারে না। সুতরাং দীনে হকের অনুসারীদের সাথে বাতিলের অনুসারীরাও কখনও টিকতে পারে না ; যদি তারা সত্যিকার অর্থে হকের অনুসারী হয়।

৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক বান্দাহদেরকে যেকোনো শক্তির মুকাবিলায় জয়ী করে দিতে পারেন ; যেমন মূসা (আ)-কে ফিরআউনের মতো শক্তিধর যালিমের মুকাবিলায় জয়ী করেছেন।

৫. মহান আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নামে কসম করা বৈধ নয়—এরকম কসম করা শিরক।

৬. যাদুকররা মূসা (আ)-কে আল্লাহর নবী হিসেবে বুঝতে পেরে ফিরআউনের সকল হুমকী-ধমকীকে উপেক্ষা করে ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করলো। এটা ছিল নবী মূসা (আ)-এর আর একটি মু'জিযা।

৭. সকল যুগেই নবী-রাসূলদের সাথে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও তাদের সহায়ক শক্তিগুলোর সাথে। এর কারণ হলো, নবী-রাসূলদের উত্থান দ্বারা ক্ষমতাসীন বাতিল শক্তির ধ্বংস অনিবার্য।

৮. আল্লাহদ্রোহী বাতিল শক্তিকে ক্ষমতায় রেখে কখনো দীনে হক বিজয় লাভ করতে পারে না। ক্ষমতার আসনে উভয় শক্তির সহাবস্থানও সম্ভব নয়।

৯. বাতিল শক্তির অবস্থান থাকবে হক-এর অধিনস্ত অবস্থায়। বিজয়ীর আসনে থাকবে দীনে হক, এটাই আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক রাসূলের উপর প্রদত্ত দায়িত্ব।

১০. হক ও বাতিলের এ সংগ্রাম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এর মধ্য দিয়েই জান্নাতবাসী ও জাহান্নাম-বাসী বাছাই হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এ বাছাইয়ের উদ্দেশ্যেই এ সংগ্রামকে জারী রাখবেন।

১১. হক ও বাতিলের এ সংগ্রামে আমাদেরকে সচেতনভাবে হকের পক্ষই অবলম্বন করতে হবে। জীবনের সকল পর্যায়েই হককে চিনে নেয়ার জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করতে হবে এবং অর্জিত জ্ঞানের আলোকে হকের পথে চলতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১৭

﴿٥٢﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٣﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ

৫২. আর আমি[৪১] মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, তুমি আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে রাতারাতি চলে যাও, নিশ্চয়ই তোমরা পেছন থেকে অনুসৃত হবে ? [৪২] ৫৩. এরপর ফিরআউন পাঠিয়ে দিলো

فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٥٤﴾ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا

শহর-নগরে লোক সংগ্রহকারীদেরকে । ৫৪. (এ বলে যে) নিশ্চয়ই ওরা (বনী ইসরাঈল) কম লোকের একটি ক্ষুদ্র দল। ৫৫. আর তারা অবশ্যই আমাদের জন্য

لَغَآئِظُونَ ﴿٥٦﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَٰذِرُونَ ﴿٥٧﴾ فَأَخْرَجْنَٰهُم مِّن جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ

উত্তেজিতকারী। ৫৬. আর আমরা তো সবাই অবশ্যই সদা-সতর্ক সশস্ত্র (একটি দল)[৪৩] ৫৭. অবশেষে আমি বের করলাম তাদেরকে (তাদের) বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারাসমূহ থেকে।

৫২ وَ-আর ; أَوْحَيْنَا-আমি ওহী পাঠালাম ; إِلَى-প্রতি ; مُوسَى-মূসার ; أَنْ-যে, أَسْرِ-রাতারাতি চলে যাও ; بِعِبَادِىْ-(ب+عباد+ى)-আমার বান্দাহদেরকে নিয়ে ; إِنَّكُمْ-(ان+كم)-নিশ্চয়ই তোমরা ; مُتَّبَعُوْنَ-পেছন থেকে অনুসৃত হবে। ৫৩ فَأَرْسَلَ-(ف+ارسل)-এরপর পাঠিয়ে দিল ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; فِى الْمَدَائِنِ-(فى+ال+مدائن)-শহর-নগরে ; حٰشِرِيْنَ-লোক সংগ্রহকারীদেরকে। ৫৪ إِنَّ-(এ বলে যে) নিশ্চয়ই ; هٰؤُلَاءِ-ওরা (বনী ইসরাঈল) ; لَشِرْذِمَةٌ-(ل+شرذمة)-একটি ক্ষুদ্রদল ; قَلِيْلُوْنَ-কম লোকের। ৫৫ وَ-আর ; إِنَّهُمْ-(ان+هم)-অবশ্যই তারা ; لَنَا-আমাদের জন্য ; لَغَائِظُوْنَ-(ل+غائظون)-উত্তেজিতকারী। ৫৬ وَ-আর ; إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; لَجَمِيْعٌ-সবাই ; حٰذِرُوْنَ-সদা-সতর্ক সশস্ত্র (একটি দল)। ৫৭ فَأَخْرَجْنٰهُمْ-(ف+اخرجنا+هم)-অবশেষে আমি বের করলাম তাদেরকে ; مِنْ-থেকে ; جَنّٰتٍ-(তাদের) বাগ-বাগিচা ; وَ-ও ; عُيُوْنٍ-ঝরণাধারাসমূহ।

৪১. পূর্বোক্ত রুকূ'তে বর্ণিত ঘটনার পরে বেশ ক'টি বছর অতিবাহিত হয়েছে, যা এখানে আলোচনা করা হয়নি। হযরত মূসা (আ)-এর এ সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখার পরও হঠকারী ফিরআউন ঈমানতো আনেনি বরং বনী ইসরাঈলের উপর তার নির্যাতনের মাত্রাও বেড়ে গেছে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নিয়ে হিজরত করার জন্য মূসা (আ)-কে নির্দেশ দিয়েছেন।

৫৮ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۝٥٩ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ۝٦٠ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

৫৮. আর (তাদের) ধনাগারসমূহ ও উত্তম প্রাসাদসমূহ থেকে[৪৪]। ৫৯. এরূপই (করেছিলাম)—আর সে সবের অধিকারী করেছিলাম বনী ইসরাঈলকে[৪৫]। ৬০. অতপর তারা (ফিরআউনের লোকেরা) ভোর হতে হতেই তাদের (বনী ইসরাঈলের) পেছনেই এসে পড়লো।

৫৮ وَ-আর ; كُنُوزٍ-(তাদের) ধনাগারসমূহ ; وَ-ও ; مَقَامٍ-প্রাসাদসমূহ থেকে ; كَرِيمٍ-উত্তম। ৫৯ كَذَٰلِكَ-এরূপই (আমি করেছিলাম) ; وَ-আর ; أَوْرَثْنَاهَا-(اورثنا+ها)-সেসবের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ; بَنِي إِسْرَاءِيلَ-বনী ইসরাঈলকে। ৬০ فَأَتْبَعُوهُمْ-(ف+اتبعوا+هم)-অতপর তারা (ফিরআউনের লোকেরা) পেছনেই এসে পড়লো ; مُشْرِقِينَ-ভোর হতে হতেই।

৪২. বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রাতের বেলা হিজরত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা ফিরআউনের সেনাবাহিনী তাদের পিছু ধাওয়া করলে তারা যেন রাতারাতি কিছুটা গিয়ে পৌঁছতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, বনী ইসরাঈলের বসবাসতো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে ছিল না ; বরং তাদের বসবাস ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে। সুতরাং তাদের সকলকে একটি নির্দিষ্ট তারিখে রাতের বেলা একটা নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে হিজরত করার জন্য তৈরী করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

৪৩. ফিরআউনের একথাগুলো থেকে তার মনের গোপন ভয় প্রকাশ পাচ্ছে। বাহ্যিক দিক থেকে সে জনগণের কাছে নিজের নির্ভিকতা প্রদর্শন করতে চেষ্টা করলেও তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য সে সেনাবাহিনীর শরণাপন্ন হয়েছিল। এ থেকেই বুঝা যায় যে, সে বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকে বিপদের আশংকা করছিল। অপরদিকে সে তার আশংকাকে গোপন রাখার চেষ্টা করছিল। তাই সে প্রকাশ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে, বনী ইসরাঈলতো সামান্য কয়েকজন লোক মাত্র। তারা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তবে তারা আমাদেরকে তাদের কাজের মাধ্যমে বিরক্তি ও ক্রোধ সৃষ্টি করেছে। তাই আমরা তাদেরকে শাস্তি দিতে চাই। তাই আমরা সেনাবাহিনী তলব করেছি।

৪৪. অর্থাৎ ফিরআউন তার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তাদেরকে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সেনাবাহিনীর লোকদেরকে বনী ইসরাঈলের পেছনে তাড়া করে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য লাগিয়ে দিয়েছেন। তার মতে সে খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এভাবে তাদের আরাম-আয়েশ থেকে বের করে এনে সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন। তারা যদি বনী ইসরাঈলের পেছনে না ছুটতো তাহলে তারা এভাবে সাগরে ডুবে মরতো না। কিন্তু তারা মযলুম বনী ইসরাঈলকে নিরাপদে যে দিতে চাইলো না এবং তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে চিরকালের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইলো। এ উদ্দেশ্যে তাদের রাজপুরুষরা এবং বিভিন্ন এলাকার বড় বড় সরদাররা ও রাজকর্মচারীরা তাদের অহংকারী বাদশাহকে সাথে নিয়ে প্রাসাদসমূহ থেকে বের হয়ে পড়লো। এর ফলে বনী ইসরাঈলতো নিরাপদে মিসর থেকে বেরও হয়ে গেলো আর মিসরের যালিম ফিরআউনী সাম্রাজ্যের প্রধান জনশক্তি সাগরে ডুবে মরলো।

﴿٦١﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِيَ

৬১. অতপর যখন দল দু'টো পরস্পরকে দেখলো, মূসার সাথীরা বললো—'আমরা তো নিশ্চিত পাকড়াও হয়ে পড়লাম। ৬২. তিনি (মূসা) বললেন—'কখ্খনও নয় নিশ্চয় আমার সাথে আছেন

رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿٦٣﴾ فَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانْفَلَقَ

আমার প্রতিপালক, তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ দেখাবেন[৪৬]। ৬৩. তারপর আমি মূসার প্রতি ওহী করলাম যে, তোমার লাঠি দ্বারা সাগরে আঘাত করো ; ফলে তা (সাগর) বিদীর্ণ হয়ে গেলো

(৬১) فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; تَرَآءَ-পরস্পরকে দেখলো ; الْجَمْعٰنِ-দল দুটো ; قَالَ-বললো ; اَصْحٰبُ-সাথীরা ; مُوْسٰى-মূসার ; اِنَّا-আমরাতো নিশ্চিত ; لَمُدْرَكُوْنَ-পাকড়াও হয়ে পড়লাম। (৬২) قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; كَلَّا-কখ্খনও নয় ; اِنَّ-নিশ্চয়; مَعِيَ-আমার সাথে আছেন ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ; سَيَهْدِيْنِ-তিনি শীঘ্রই আমাকে পথ দেখাবেন। (৬৩) فَاَوْحَيْنَآ-(ف+اوحينا)-তারপর আমি ওহী করলাম ; اِلٰى-প্রতি ; مُوْسٰى-মূসার ; اَنِ-যে, اضْرِبْ-আঘাত করো ; بِعَصَاكَ-(ب+عصا+ك)-তোমার লাঠি দ্বারা ; الْبَحْرَ-সাগরে ; فَانْفَلَقَ-(ف+انفلق)-ফলে তা (সাগর) বিদীর্ণ হয়ে গেলো ;

৪৫. অর্থাৎ ফিরআউনের জাতির লোকদের পরিত্যক্ত বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ধন-ভাণ্ডার ও উন্নত আবাসগৃহসমূহের মতই নিয়ামতসমূহ আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে ফিলিস্তীন ভূখণ্ডে দান করেছেন। সূরা আরাফের ১৩৬ ও ১৩৭ আয়াতেও এদিকে ইংগীত করা হয়েছে—

"অতএব আমি তাদের প্রতি প্রতিশোধ নিলাম এভাবে যে, তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কেননা তারা আমার নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং এ সম্বন্ধে তারা গাফিল ছিল। আর আমি উত্তরাধিকারী করে দিলাম সে কাওমকে—যাদেরকে দুর্বল গণ্য করা হতো সে যমীনের পূর্বে ও পশ্চিমের, যাতে আমি বরকত স্থাপন করেছিলাম।"

এ আয়াতে উল্লিখিত বরকতময় স্থান দ্বারা ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়েছে। 'বারাকনা' বলে ফিলিস্তীনের এলাকাকে বরকতময় করার কথা বুঝানো হয়েছে বলে মুফাস্সিরীনে কেরাম মনে করেন। কুরআন মাজীদের সূরা বনী ইসরাঈলে, সূরা আল আম্বিয়ায় এবং সূরা সাবা'য়-ও "বারাকনা' শব্দ ফিলিস্তীনের জনপদগুলো সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে।

৪৬. অর্থাৎ 'আমার সাথে আমার প্রতিপালক আছেন, তিনি এখনই আমাকে পথ দেখাবেন।' ঈমানের পরীক্ষা এরূপ পরিস্থিতিতেই হয়ে থাকে। আল্লাহর নবী মূসা (আ) যেন এ সংকট থেকে উদ্ধারের পথ চোখে দেখছেন। তাঁর চেহারায় ভয়-ভীতির কোনো আভাসও ছিল না। ঠিক এমনি ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَ

এবং প্রত্যেক অংশই ছিল বিশাল পর্বতের মতো[৪৭]। ৬৪. আর আমি সেখানে পৌঁছে দিলাম অন্যদেরকে[৪৮]। ৬৫. এবং উদ্ধার করলাম মূসা ও

مَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ

তাঁর সাথে যারা ছিল সবাইকে। ৬৬. অতপর আমি অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। ৬৭. অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে[৪৯]; কিন্তু ছিল না

فَكَانَ-(ف+كان)-এবং ছিল ; كُلُّ-প্রত্যেক ; فِرْقٍ-অংশই ; كَالطَّوْدِ-(ك+ال+طود)-পর্বতের মতো ; الْعَظِيمِ-বিশাল। ৬৪ وَ-আর ; أَزْلَفْنَا-আমি পৌঁছে দিলাম ; ثَمَّ-সেখানে ; الْآخَرِينَ-অন্যদেরকে। ৬৫ وَ-এবং ; أَنجَيْنَا-উদ্ধার করলাম ; مُوسَىٰ-মূসা; وَ-ও ; مَن-যারা ছিল ; مَّعَهُ-(مع+ه)-তার সাথে ; أَجْمَعِينَ-সবাইকে। ৬৬ ثُمَّ-অতপর ; أَغْرَقْنَا-আমি ডুবিয়ে দিলাম ; الْآخَرِينَ-অন্যদেরকে। ৬৭ إِنَّ-অবশ্যই ; فِي ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَةً-নিদর্শন ; وَ-কিন্তু ; مَا كَانَ-ছিল না ;

(স)-এর হিজরতের পথে 'সাওর' গিরিগুহায় আত্মগোপনের সময়। পেছনে ধাবমান এ গিরিগুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সামান্য নীচের দিকে দৃষ্টি ফেললেই গুহার ভেতরের দিকে নজর পড়তো এবং আত্মগোপনকারী রাসূল ও তাঁর সাথী আবু বকর (রা)-কে শত্রুরা দেখে ফেলতো। এ পরিস্থিতিতে আবু বকর (রা) অস্থিরতা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন—"চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

৪৭. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর লাঠির আঘাতে পানি দু'পাশে বিশাল পর্বতের আকারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এবং মাঝখানে শুকনো রাস্তা হয়ে গিয়েছিল। আর তা এত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী ছিল যে, কয়েক লক্ষ বনী ইসরাঈল তার মধ্য দিয়ে সাগর পার হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া ফিরআউনের দলও সে পথ ধরে সাগরের মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সূরা আদ দুখান-এর ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈল সাগর পার হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেন যে, "তাকে (সাগরকে) এ অবস্থায় ছেড়ে দাও। ফিরআউনের সৈন্য বাহিনী এখানে ডুবে মরবে।" এতে বুঝা যায় যে, মূসা (আ) পাড়ে উঠে যদি সমুদ্রে পুনরায় লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন, তাহলে উভয় দিকে পর্বতের মত খাড়া পানির দেয়াল ভেঙ্গে পড়তো এবং সাগর সমতলে পরিণত হয়ে যেতো। তাই আল্লাহ তাঁকে তা করতে নিষেধ করেন, যাতে ফিরআউনের সৈন্য বাহিনী শুকনো পথ দেখে সাগরে নেমে পড়ে, আর পানি দু'দিক থেকে এসে তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়। এটা ছিল আল্লাহর নবী মূসা (আ)-এর সুস্পষ্ট মু'জিযা।

৪৮. অর্থাৎ ফিরআউন ও তার দলবলকে সেখানে (সাগর তীরে) পৌঁছে দিলাম।

৪৯. অর্থাৎ এতে মু'মিন ও কাফির সকলের জন্যই শিক্ষা রয়েছে। মু'মিনদের জন্য শিক্ষা

أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

তাদের অধিকাংশ মু'মিনদের শামিল। ৬৮. আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক— তিনি তো নিশ্চিত পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশ ; مُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের শামিল। (৬৮) وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; لَهُوَ-(ل+هو)-তিনিতো নিশ্চিত ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيْمُ-পরম দয়ালু।

হলো— যালিম ও তার সহায়ক শক্তিগুলো বাহ্যিক দিক থেকে যতই সর্বগ্রাসী বলে মনে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্যে সত্যই বিজয়ী হয় এবং মিথ্যার শির নত হয়ে যায়।

আর কাফিরদের জন্য শিক্ষা হলো—সুস্পষ্ট মু'জিযা এসে যাওয়ার পরও যারা কুফরীতে হঠকারিতা প্রদর্শন করে, তাদের পরিণতি কিরূপ ভয়াবহ হতে পারে। ফিরআউন ও তার জাতির সরদার ও হাজার হাজার সৈন্যের চোখের সামনে বছরের পর বছর ধরে যে মু'জিযাসমূহ সংঘটিত হয়েছে, সেগুলোকে তারা উপেক্ষা করে এসেছে এমনকি তারা যখন সাগর পাড়ে এসে দেখলো যে, সাগরের পানি অলৌকিকভাবে দু'দিকে খাড়া হয়ে মাঝখানে শুকনো রাস্তা হয়ে গেছে এবং বনী ইসরাঈল এ রাস্তা দিয়ে পার হয়ে গেছে, তখনও তাদের হুশ হলো না যে, মূসা (আ)-এর সাথে আল্লাহর সাহায্য রয়েছে। তবে পানি যখন তাদেরকে দু'দিক থেকে চেপে ধরলো এবং আল্লাহর গযবের মধ্যে পাকড়াও হয়ে গেলো তখন তাদের চেতনা ফিরে আসলো। ফিরআউন তখন চিৎকার করে বলেছিল— "আমি ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, যার প্রতি ঈমান এনেছে বনী ইসরাঈল এবং আমি মুসলিমদের শামিল।"—সূরা ইউনুস : ৯০

৪র্থ রুকূ' (৫২-৬৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দীন ও ঈমানকে হিফাযত করার জন্য হিজরত করা নবীদের সুন্নত। মূসা (আ)-কেও ফিরআউনের যুলুম থেকে বনী ইসরাঈলকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে মিসর থেকে ফিলিস্তীনে হিজরত করতে হয়েছে। হিজরতের এ প্রয়োজনীয়তা কিয়ামত পর্যন্ত শেষ হবে না। সুতরাং প্রয়োজনে হিজরতের জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকা কর্তব্য।

২. ফিরআউন প্রকাশ্যে যা কিছু বলুক বা করুক না কেন, তার কথা ও তৎপরতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে অত্যন্ত ভয় পেয়েছে। সত্যের আবির্ভাবে মিথ্যা ভীত না হয়ে পারে না। এটাই চিরন্তন নিয়ম।

৩. মূসা (আ)-এর সুস্পষ্ট মু'জিযাসমূহ দেখার পরও হঠকারী ফিরআউন ঈমান আনেনি। সকল যুগেই এ ধরনের ফিরআউনের অর্থাৎ হঠকারী মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে, যারা কখনো ঈমান আনবে না।

৪. যালিম শাসক ও তার সহায়ক শক্তিগুলোকে তাদের সীমালংঘনমূলক কার্যক্রম চালানোর জন্য যেটুকু সুযোগ দেন, তারা ততটুকুই করতে পারে। অতপর যখন লাগাম টেনে ধরেন তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে উঠে।

৫. কঠিন বিপদের সময় ঈমানের পরীক্ষা হয়। সামনে অথৈ সাগর, পেছনে ফিরআউনের শক্তিশালী বাহিনী, তাদের হাতে ধরা পড়া মানেই মৃত্যু, আর সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়াও মৃত্যুর শামিল। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপর দৃঢ় আস্থা পোষণ করা মজবুত ঈমানের পরিচায়ক। আমাদেরকে এমন ঈমান লাভের জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

৬. মজবুত ঈমানের অধিকারী হতে পারলে বিপদে অলৌকিকভাবে আল্লাহর সাহায্য এসে পড়া আজও অসম্ভব নয়।

৭. মযলূম বনী ইসরাঈলকে প্রাণ ও ঈমান নিয়ে পলায়ন করতে বাঁধা দেয়া ছিল ফিরআউনের চরম বাড়াবাড়ি। আল্লাহ তাআলা এমন বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না, তাই তাদেরকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৮. ইতিহাসে সীমালংঘনকারীদের তাৎক্ষণিক পরিণাম সম্পর্কে অনেক ঘটনাই উল্লিখিত আছে। আমাদের চোখের সমানেও এমন অনেক ঘটনা রয়েছে ; কিন্তু আমরা তা থেকে শিক্ষালাভ করি না। এসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৯. বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ তাআলা ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা করলেন এবং ফিরআউন ও তার জাতির লোকদের মতই বাগ-বাগিচা, প্রবহমান নদ-নদী ও ঝর্ণাধারা এবং মনোরম আবাসস্থল দিয়েছেন ; কিন্তু এ জাতিটিও ছিল অকৃতজ্ঞ ও অভিশপ্ত।

১০. ইতিহাসে আল্লাহ তাআলার পরাক্রমের এবং তাঁর করুণা ধারার হাজারো উদাহরণ রয়েছে। আমাদেরকে অবশ্যই সেসব ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৩৬

﴿٦٩﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰهِيمَ ﴿٧٠﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧١﴾ قَالُوا

৬৯. আর আপনি তাদের নিকট ইবরাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করুন[৫০]। ৭০. যখন তিনি তাঁর পিতা ও তাঁর কওমকে বললেন—'তোমরা কিসের পূজা করছো[৫১] ?' ৭১. তারা বললো—

৬৯ وَ-আর ; اتْلُ-আপনি বর্ণনা করুন ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের নিকট ; نَبَأَ-বৃত্তান্ত ; إِبْرٰهِيمَ-ইবরাহীমের। ৭০ إِذْ-যখন ; قَالَ-তিনি বললেন ; لِأَبِيهِ-(ل+ابى+ه)-তাঁর পিতাকে ; وَ-ও ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তাঁর কাওমকে ; مَا-কিসের ; تَعْبُدُونَ-পূজা তোমরা করছো। ৭১ قَالُوا-তারা বললো ;

৫০. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমসাময়িক কালের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। এখানে তাঁর নবুওয়াত লাভের পর তাঁর পরিবার ও নিজ সম্প্রদায়ের সাথে যে সংঘাত শুরু হয়েছিল সে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

এ ঘটনা কুরআন মাজীদে বারবার এসেছে, এর কারণ হচ্ছে, আরবের লোকেরা, বিশেষ করে কুরাইশরা নিজেদেরকে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী মনে করতো। তাদের দাবি ছিল 'ইবরাহিমী ধর্মই আমাদের ধর্ম।' তাছাড়া ইয়াহুদী ও খৃস্টানরাও ইবরাহীম (আ)-কে নিজেদের ধর্মীয় নেতা বলে দাবি করতো। আল্লাহ তাআলা তাই সতর্ক করে দিয়েছেন যে, ইবরাহীম (আ) যে দীন নিয়ে এসেছিলেন তা ছিল শির্‌ক মুক্ত নির্ভেজাল দীন ইসলাম। তিনি যে দীন নিয়ে এসেছিলেন তা-ই নিয়ে এসেছেন মুহাম্মদ (স)। কিন্তু তোমরা তাঁর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছো। তিনি ইয়াহুদী বা খৃস্টান কোনোটাই ছিলেন না। ইয়াহুদীবাদ ও খৃস্টবাদ তো অনেক পরে উদ্ভাবন করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সূরা আলে-ইমরানের ৬৭ ও ৬৮ আয়াতে ঘোষণা করেছেন—"ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিলেন না এবং খৃস্টানও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম ; আর তিনি মুশরিক ছিলেন না। মানুষের মধ্যে ইবরাহীমের অধিক নিকটবর্তী তারাই যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এ নবী ও তাঁর প্রতি যারা ঈমান এনেছে।"

বিশদ জ্ঞান লাভের জন্য নিম্নোক্ত সূরাসমূহের উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্রষ্টব্য। [সূরা আল বাকারা ২৫৮ আয়াত থেকে ২৬০ পর্যন্ত, [সূরা আল আনয়াম ৭৪-৮২ ; সূরা মারইয়াম ৪১-৪৮ ; সূরা আল-আম্বিয়া ৫১-৭১ ; সূরা আস সাফ্‌ফাত ৮৩-১১২ ; সূরা আল-মুমতাহিনা ৪ আয়াত]

৫১. অর্থাৎ তোমরা যেসব দেব-দেবীর পূজা করছো সেগুলোর স্বরূপ কি ? সেগুলোর কি কোনো ক্ষমতা আছে, যার দ্বারা তোমাদের কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে ?

نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عٰكِفِيْنَ (৭১) قَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ إِذْ تَدْعُوْنَ ○

'আমরা প্রতিমার পূজা করি এবং তাদের সেবক হিসেবেই আমরা সদামগ্ন থাকি'[৫২]। ৭২. তিনি (ইবরাহীম) বললেন—"যখন তোমরা (তাদেরকে) ডাক, তখন তারা কি তোমাদের ডাক শোনে ?'

(৭২) أَوْ يَنْفَعُوْنَكُمْ أَوْ يَضُرُّوْنَ (৭৩) قَالُوْا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ ○

৭৩. অথবা, তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে, অথবা পারে কি কোনো ক্ষতি করতে ?"
৭৪. তারা বললো—"বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি—তারা এরূপই করতো।"[৫৩]

(৭৪) قَالَ أَفَرَءَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ (৭৫) أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُوْنَ (৭৬) فَإِنَّهُمْ

৭৫. তিনি (ইবরাহীম) বললেন—"তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তাদের সম্বন্ধে যাদের পূজা করছো ?
৭৬. তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরাও[৫৪]।" ৭৭. তারা সবাই অবশ্যই

نَعْبُدُ-আমরা পূজা করি ; أَصْنَامًا-প্রতিমার ; فَنَظَلُّ-(ف+نظل)-এবং আমরা সদামগ্ন থাকি ; لَهَا-তাদের ; عٰكِفِيْنَ-সেবক হিসেবে। (৭২)قَالَ-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ-(هل+يسمعون+كم)-তারা কি তোমাদের ডাক শোনে ; إِذْ-যখন ; تَدْعُوْنَ-তোমরা ডাক (তাদেরকে)। (৭৩)أَوْ-অথবা ; يَنْفَعُوْنَكُمْ-(ينفعون+كم)-তারা কি তোমাদের কোনো উপকার করতে পারে ; أَوْ-অথবা ; يَضُرُّوْنَ-পারে কি কোনো ক্ষতি করতে। (৭৪)قَالُوْا-তারা বললো ; بَلْ-বরং ; وَجَدْنَا-আমরা পেয়েছি ; آبَاءَنَا-(اباء+نا)-আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে ; كَذٰلِكَ-এরূপই ; يَفْعَلُوْنَ-তারা করতো। (৭৫)قَالَ-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; أَفَرَءَيْتُمْ-তোমরা কি ভেবে দেখেছো ; مَا-তাদের সম্বন্ধে যাদের ; تَعْبُدُوْنَ-পূজা তোমরা করছো। (৭৬)أَنْتُمْ-তোমরা ; وَ-এবং ; آبَاؤُكُمْ-(اباء+كم)-তোমাদের পিতৃপুরুষেরা-ও ; الْأَقْدَمُوْنَ-পূর্ববর্তী। (৭৭)فَإِنَّهُمْ-(ف+ان+هم)-তারা সবাই অবশ্যই ;

৫২. অর্থাৎ এগুলো যে কাঠ ও পাথরের মূর্তিমাত্র তা আমরাও জানি ; কিন্তু আমরা এগুলোর পূজা করি, আমাদের বাপ-দাদারা এগুলোর পূজা করে গিয়েছে, আমরা এগুলোর পূজা ও সেবা করেই যাবো—এটাই আমাদের আকীদা-বিশ্বাস।

৫৩. অর্থাৎ এগুলো আমাদের ফরিয়াদ শুনতে বা উপকার-অপকার করতে পারুক বা না পারুক যেহেতু আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে এদের পূজা চলে আসছে, তাই আমরাও তা করে যাচ্ছি। এভাবে তারা নিজেরাই স্বীকার করে নিয়েছে যে, তাদের ধর্মের পেছনে তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ছাড়া আর কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই।

৫৪. অর্থাৎ তোমরা কি চোখ বন্ধ করে বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ করবে ? তোমরা একবারও ভেবে দেখবে না যে, তোমাদের উপাস্যদের উপাস্য হওয়ার মত কোনো গুণ-

عَدُوٌّ لِّيْٓ اِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٧﴾ الَّذِيْ خَلَقَنِيْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِيْ هُوَ

আমার শত্রু,[৫৫] শুধুমাত্র 'রাব্বুল আলামীন' ছাড়া[৫৬]। ৭৮. যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন[৫৭] এবং তিনিই আমাকে পথ দেখান। ৭৯. আর তিনি-ই যিনি

عَدُوٌّ-শত্রু ; لِّيْ-আমার ; اِلَّا-ছাড়া ; رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ-রাব্বুল আলামীন। (৭৮) الَّذِيْ-যিনি ; خَلَقَنِيْ-(خلق+نى)-আমাকে সৃষ্টি করেছেন ; فَهُوَ-(ف+هو)-এবং তিনিই ; يَهْدِيْنِ-(يهدى+نى)-আমাকে পথ দেখান। (৭৯) وَ-আর ; الَّذِيْ-যিনি ; هُوَ-তিনি ;

বৈশিষ্ট্য আছে কিনা ? তোমাদের ভাগ্যের ভাল বা মন্দ করার কোনো ক্ষমতা যদি এসব প্রতিমার না-ই থাকে, তাহলে কেন তোমরা এ সবের পূজা করে যাচ্ছো ?

৫৫. অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের মতো অন্ধ বিশ্বাসে এসব দেব-দেবীর পূজা করি, তাহলে আমার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যাবে। এদের পূজা আমার জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং এরা আমার দুশমন। এদিকে ইংগীত করেই সূরা মারইয়ামের ৮১ ও ৮২ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তারা আল্লাহ ছাড়া অন্যসব উপাস্য এজন্য গ্রহণ করেছে যাতে তারা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়। কখনো নয়, অচিরেই তারা তাদের ইবাদাতকে অস্বীকার করবে এবং তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।"

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে এবং বলে দিবে যে, আমরাতো তাদেরকে আমাদের পূজা করতে বলিনি, তারা আমাদের পূজা করছে, তা আমরা অবগতই নই।

ইবরাহীম (আ) তাদের দেব-দেবী তথা উপাস্যদের শত্রুতাকে নিজের সাথে সম্পর্কিত করেছেন। এটা ছিল দীন প্রচারের কৌশল। যাতে শ্রোতাকে চিন্তা-ভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তারা যেন ভেবে দেখে যে, ইবরাহীম যেমন আমাদের দেব-দেবীর উপাসনার মধ্যে তার নিজের ক্ষতি দেখেছে এবং তা থেকে নিজেকে বিরত রাখার মধ্যে নিজের কল্যাণ দেখেছে, আমাদেরও উচিত ভেবে দেখা যে, আমরা এদের পূজা করে কতটুকু লাভবান হচ্ছি। যদি আমাদের কোনো লাভই না হয়ে থাকে তাহলে শুধু শুধু আমরা এসব কাঠ-পাথরের মূর্তির পূজা করে নিজেদের সময় ও অর্থের অপচয় করবো। জেনে-বুঝে আমরা এ ক্ষতির সন্মুখীন কেন হবো ?

৫৬. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর যত উপাস্য দুনিয়ার মানুষ বানিয়ে নিয়েছে, সবগুলোই মানুষের শত্রু। এসবের উপাসনা করার কোনো লাভ আমি দেখছি না। বাপদাদার অন্ধ অনুকরণ ছাড়া এসবের উপাসনার পক্ষে কোনো যুক্তি প্রমাণও নেই। আল্লাহর ইবাদাতের সপক্ষেই যুক্তি প্রমাণ আছে, যা তোমরাও অস্বীকার করতে পারো না।

৫৭. অর্থাৎ আল্লাহ-ই একমাত্র ইবাদাতের হকদার—এর প্রথম যুক্তি হলো, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, সৃষ্টির কাজে তাঁর কেউ শরীক নেই। এমনকি তাদের উপাস্যরাও আল্লাহরই

يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ

আমাকে আহার করান ও পান করান। ৮০. আর যখন আমি রোগাক্রান্ত হই তখন তিনি-ই আমাকে আরোগ্য দান করেন[৫৮]। ৮১. এবং যিনি আমাকে মৃত্যু দান করবেন

ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ

অতপর আবার আমাকে জীবিত করবেন। ৮২. আর আমি আকাঙ্ক্ষা রাখি যে, কিয়ামতের দিন যিনি আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দেবেন[৫৯]। ৮৩. হে আমার প্রতিপালক!

يُطْعِمُنِىْ-(يطعم+نى)-আমাকে আহার করান ; وَ-ও ; يَسْقِيْنِ-(يسقى+نى)-আমাকে পান করান। ⑧০ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; مَرِضْتُ-আমি রোগাক্রান্ত হই ; فَهُوَ-(ف+هو)-তখন তিনিই ; يَشْفِيْنِ-(يشفى+نى)-আমাকে আরোগ্য দান করেন। ⑧১ وَ-এবং ; الَّذِىْ-যিনি ; يُمِيْتُنِىْ-(يميت+نى)-আমাকে মৃত্যু দান করবেন ; ثُمَّ-অতপর ; يُحْيِيْنِ-(يحيى+نى)-আবার আমাকে জীবিত করবেন। ⑧২ وَ-আর ; الَّذِىْ-যিনি ; اَطْمَعُ-আমি আকাঙ্খা রাখি ; اَنْ-যে ; يَغْفِرَ-ক্ষমা করে দেবেন ; لِىْ-আমাকে ; خَطِيْئَتِىْ-(خطيئة+ى)-আমার ভুল-ত্রুটি ; يَوْمَ-দিন ; الدِّيْنِ-কিয়ামতের। ⑧৩ رَبِّ-(رب+ى)-হে আমার প্রতিপালক!

সৃষ্টির সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জাতির সকল মুশরিকের বিশ্বাসও এর ব্যতিক্রম ছিল না। গুটি কতেক নাস্তিক ছাড়া এটা অস্বীকার করার মতো হঠকারিতা দুনিয়াতে আর কেউ দেখায়নি। আল্লাহ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা। ইবরাহীম (আ)-এর যুক্তি ছিল—যিনি স্রষ্টা তাঁরই ইবাদত করতে হবে—এটাই যুক্তিসংগত কথা। স্রষ্টা ছাড়া ইবাদাত পাওয়ার অধিকার কারো থাকতে পারে না।

৫৮. ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হকদার আল্লাহ হওয়ার দ্বিতীয় যুক্তি হলো—আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি, বরং সৃষ্টির সাথে সাথে দিক নির্দেশনা, প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত এবং জন্মের আগে যখন মানুষ মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখনও উল্লিখিত সকল বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ-ই দায়িত্ব পালন করছেন। মানব জীবনের সকল স্তরেই মানুষের অস্তিত্ব, ক্রমবিকাশ ও স্থায়িত্বের জন্য যেসব সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন তার সব ব্যবস্থাই মহান স্রষ্টা পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সর্বত্র সঠিকভাবে যোগান দিয়ে যাচ্ছেন। এসব থেকে ফায়দা লাভের জন্য যে ধরনের শক্তি-সাহস বুদ্ধিমত্তা ও যোগ্যতা প্রয়োজন তা সবই তিনি মানুষের নিজ সত্তায় সমাহিত রেখে দিয়েছেন। জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনার ব্যবস্থাও তিনি করেছেন। মানুষের অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য এবং তাকে বিপদ-আপদ, রোগ-জ্বর, ধ্বংসকর জীবাণু ও বিষক্রিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য তার শরীরের মধ্যেই যে প্রতিরোধ ক্ষমতা তিনি দিয়ে রেখেছেন

هَبْ لِي حُكْمًا وَّأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِينَ ۝ وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ

আমাকে হিকমত দান করুন[৬০] এবং আমাকে নেক্কার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন[৬১]।
৮৪. আর আমার সত্যিকার সুনাম সুখ্যাতিকে জারী রাখুন

هَبْ-দান করুন ; لِي-আমাকে ; حُكْمًا-হিকমত ; وَ-এবং ; أَلْحِقْنِي-(الحق+نى)-আমাকে অন্তর্ভুক্ত করুন ; بِالصّٰلِحِينَ-(ب+ال+صلحين)-নেককার লোকদের। (৮৪) وَ-আর ; اجْعَلْ-জারী রাখুন ; لِي-আমার ; لِسَانَ-সুনাম-সুখ্যাতিকে ; صِدْقٍ-সত্যিকার ;

সে সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এখনও পুরোপুরি অবহিত নয়। মহান স্রষ্টা আল্লাহর এ সর্বব্যাপী অনুগ্রহ যখন প্রতি মুহূর্তে মানুষকে সকল দিক থেকে ঘিরে রেখেছে, তখন মানুষ তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর সৃষ্ট অন্য কোনো সত্তার সামনে মাথা নত করবে এবং প্রয়োজন পূরণে ও সংকট নিরসনে অন্যের কাছে সাহায্য চাইবে এর চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি হতে পারে।

৫৯. ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হকদার আল্লাহ হওয়ার তৃতীয় যুক্তি হলো—আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্ক এ দুনিয়ার জীবনেই সীমাবদ্ধ নয় ; বরং এ দুনিয়ায় জন্মলাভের আগে রূহের জগতে মানুষের অস্তিত্ব লাভের পর থেকে দুনিয়াতে আগমন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ ও শেষ বিচারের দিনের চূড়ান্ত ফায়সালার সম্মুখীন হওয়া সবই আল্লাহর হাতেই রয়েছে। এসব ব্যাপারে দুনিয়ার কোনো শক্তিরই হাত নেই। দুনিয়াতে আল্লাহ মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং এক সময় তিনি আবার তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। এক নির্দিষ্ট দিনে আগে-পরের সকল মানুষকে একত্রিত করে বিচার করবেন। ভালো কাজের জন্য পুরস্কার দেবেন এবং মন্দ কাজের জন্য শাস্তি দেবেন। তিনি কাউকে পুরস্কৃত করলে কেউ বাধা দিতে পারবে না এবং কাউকে তিনি শাস্তি দিলে কেউ শাস্তি মওকূফ করতে পারবে না। এসব কিছুই একমাত্র তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত। সুতরাং যে মানুষ এমন সত্তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো সত্তার ইবাদাত করতে পারে তার মত দুর্ভাগা আর কে হতে পারে।

৬০. হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিকট তাঁকে 'হুকম' দান করার জন্য দোয়া করেছেন। এখানে 'হুকম' অর্থ জ্ঞান, হিকমত, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেচনা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (স)-ও এরূপ দোয়া করেছেন—'আমাদেরকে এমন যোগ্যতা দিন, যেন আমরা প্রত্যেকটি জিনিসকে স্বরূপে দেখতে পারি।'

৬১. অর্থাৎ আমাকে দুনিয়াতে সৎলোকদের সমাজ ও সংসর্গ দান করুন। নেক লোকেরাই সৎলোকদের সংসর্গ ও সাহচর্য কামনা করে। আখিরাতে বিশ্বাসী সকল মু'মিনেরই দুনিয়া ও আখিরাতে সৎ সমাজ-সংসর্গ লাভের জন্য দোয়া করা উচিত। আখিরাতে সৎলোকদের সাথে সমবেত হওয়ার সুযোগ লাভ করা দ্বারা সেখানে মুক্তি লাভের পূর্বাভাস বুঝা যায়। আর দুনিয়াতেও সৎলোকদের আকাঙ্ক্ষা এটাই থাকে যে, আল্লাহ যেন তাকে একটি ফাসেক, নোংরা ও অসুস্থ সমাজ জীবনযাপন করার বিপদ থেকে নাজাত দেন এবং সৎলোকদের

فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ

পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে[৬২]। ৮৫. এবং আমাকে নিয়ামত পূর্ণ জান্নাতের ওয়ারিসদের শামিল করুন। ৮৬. আর আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, তিনি অবশ্যই

فِي-মধ্যে ; الْآخِرِينَ-পরবর্তী প্রজন্মের। (৮৫) وَ-এবং ; اجْعَلْنِي-(اجعل+نى)-আমাকে করুন ; مِنْ-শামিল ; وَرَثَةِ-ওয়ারিসদের ; جَنَّةِ-জান্নাতের ; النَّعِيمِ-নিয়ামতপূর্ণ। (৮৬) وَ-আর ; اغْفِرْ-ক্ষমা করুন ; لِأَبِي-(ل+اب+ى)-আমার পিতাকে ; إِنَّهُ-(ان+ه)-তিনি অবশ্যই ;

সাথে ওঠা-বসা ও তাদের সাহচর্য লাভের সুযোগ দান করেন। সামাজিক বিকৃতি ও নোংরামী যখন সমাজে ছড়িয়ে পড়ে তখন একজন সৎলোক মানসিক পীড়ায় ভুগতে থাকে। সামাজিক অসুস্থতা ও নোংরামী থেকে নিজেকে ও নিজের পরিবার-পরিজনকে বাঁচাবার জন্য সে অস্থির থাকে। সে তার সমাজকে পবিত্র ও সুস্থ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায় ; আর তা সম্ভব না হলে সে এ সমাজ থেকে বের হয়ে সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে পরিচালিত সমাজের সাথে যুক্ত হয়ে শান্তি লাভের চেষ্টা করে।

৬২. অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমাকে এমন তরীকা ও উত্তম আদর্শ দান করুন যা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি অনুসরণ করে এবং আমাকে উত্তম আলোচনা ও সৎগুণের দ্বারা স্মরণ করে। (ইবনে কাসীর, রুহুল মায়ানী)

ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়ার মূলকথা হলো—ভবিষ্যত প্রজন্ম মর্যাদা ও তাদের শুভ ইচ্ছা সহকারে আমাকে স্মরণ করে। আমি যেন দুনিয়াতে এমন কাজ করে যাই, যার ফলে কিয়ামত পর্যন্ত আমার জীবন মানব জাতির জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ হয় এবং আমাকে মানব-দরদী ও মানব জাতির সেবক বলে গণ্য করা হয়। আর এমন কাজ যেন না করে যাই যার ফলে পরবর্তী প্রজন্ম আমাকে এমন সব যালেমের দলে শামিল করে, যারা নিজেরাও ছিল অসৎ ও বিকৃত চরিত্রের অধিকারী এবং দুনিয়াকেও তারা অসৎ ও বিকৃতির পথে চালিয়ে গেছে।

ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া কোনো কৃত্রিম লোক দেখানো সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের দোয়া ছিল না বরং এটা ছিল যথার্থ ও প্রকৃত সুনাম অর্জনের জন্য দোয়া। সত্যিকার মানবকল্যাণ ও সেবা কর্মের ফলে এ সুনাম-সুখ্যাতি অর্জিত হয়।

কোনো ব্যক্তির এ ধরনের সুনাম অর্জিত হলে দু'টো উপকার হয়। দুনিয়াতে মানব জাতির ভবিষ্যত প্রজন্ম খারাপ আদর্শের পরিবর্তে একটি ভাল আদর্শ পেয়ে যায়, যা অনুসরণ করে মানুষ ভালো হওয়ার প্রেরণা লাভ করে। আর এ আদর্শ অনুসরণ করে দুনিয়াতে যতলোক সৎপথ লাভ করেছে আখিরাতে তার সওয়াব সে লাভ করবে এবং তার নিজের নেক আমলের সাথে সাথে কোটি কোটি লোকের সাক্ষ্যতও তার সামনে উপস্থিত থাকবে।

كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ

পথভ্রষ্টদের শামিল ছিলেন[৬৩]। ৮৭. এবং আমাকে সেদিন লাঞ্ছিত করবেন না যেদিন সবাই পুনরুত্থিত হবে[৬৪]। ৮৮. যেদিন কোনো উপকারে লাগবে না ধন-সম্পদ

كَانَ-ছিলেন ; مِنَ-শামিল ; الضَّآلِّيْنَ-পথভ্রষ্টদের। ﴿৮৭﴾ وَ-এবং ; لَا تُخْزِنِيْ-(لاتخزن+ى)-আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না ; يَوْمَ-সেদিন, যেদিন ; يُبْعَثُوْنَ-সবাই পুনরুত্থিত হবে। ﴿৮৮﴾ يَوْمَ-যেদিন ; لَا يَنْفَعُ-কোনো উপকারে লাগবে না ; مَالٌ-ধন-সম্পদ ;

ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়ার ফলেই আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদী, খৃস্টান এমনকি মুশরিকদের মধ্যে তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদেরকে 'মিল্লাতে ইবরাহীম'-এর অনুসারী বলে পরিচয় দেয়। যদিও তাদের ধর্মমত 'মিল্লাতে ইবরাহীম'-এর বিপরীত কুফর ও শিরকে পরিপূর্ণ, তবুও তাদের দাবি এই যে, আমরা 'মিল্লাতে ইবরাহীম'-এর উপর আছি। আর মুসলিম সমাজ তো যথার্থরূপে 'মিল্লাতে ইবরাহীম'-এর অনুসারী হওয়াকে নিজেদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়ই মনে করে।

৬৩. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পিতা মুশরিক ছিলেন। মুশরিক হিসেবে নিশ্চিতভাবে জানার পর কোনো ব্যক্তির জন্য দোয়া করা বৈধ নয়। তবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়া ছিল তার পিতাকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করার জন্য। ইবরাহীম (আ) নিজের পিতার যুলুম সহ্য করতে না পেরে যখন ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন এ ওয়াদা করেছিলেন। সূরা মারইয়ামের ৪৭ আয়াতে আছে—

"আপনাকে সালাম, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো ; তিনি আমার প্রতি বড়ই মেহেরবান।"

এ ওয়াদা পূরণের জন্য তিনি পিতার জন্য দোয়া করেছিলেন। অন্যত্র তিনি পিতা ও মাতা উভয়ের জন্যই দোয়া করেছেন। সূরা ইবরাহীমের ৪১ আয়াতে তাঁর দোয়া উল্লিখিত হয়েছে—"হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার মাতা-পিতাকে এবং সব মু'মিনকে যেদিন হিসাব হবে সেদিনে।

অতপর তিনি যখন নিজেই অনুভব করলেন যে, সত্যের দুশমন একজন মু'মিনের পিতা হলেও সে মাগফিরাত পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না। সূরা আত তাওবার ১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর ইবরাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করাতো একটি ওয়াদার কারণে ছিল। যা তিনি পিতার সাথে করেছিলেন ; তারপর যখন তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু তখন তিনি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন, নিশ্চয় ইবরাহীম ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয় ও সহনশীল।"

وَلَا بَنُوْنَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿٩٠﴾

আর না সন্তান-সন্ততি। ৮৯. তবে সে-ই (মুক্তি পাবে) যে পরিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।[৬৫]
৯০. আর[৬৬] জান্নাতকে সেদিন মুত্তাকীদের জন্য নিকটে নিয়ে আসা হবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ ﴿٩١﴾ وَقِيْلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ﴿٩٢﴾

৯১. এবং জাহান্নামকে বিপথগামীদের জন্য খুলে দেয়া হবে[৬৭]। ৯২. আর বলা হবে তাদেরকে—"তারা কোথায়, যাদের পূজা তোমরা করতে

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۖ هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُوْنَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ

৯৩. আল্লাহর পরিবর্তে ? তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে ? অথবা তারা (কি) প্রতিশোধ নিতে পারে ?" ৯৪. অতপর উপুড় করে ফেলা হবে তাতে (জাহান্নামে) তাদেরকে

وَ-আর ; لَا-না ; بَنُوْنَ-সন্তান-সন্ততি। ৮৯ إِلَّا-তবে ; مَنْ-সে-ই (মুক্তি পাবে) যে ; أَتَى-হাজির হবে ; اللّٰهَ-আল্লাহর সামনে ; بِقَلْبٍ-(ب+قلب)-অন্তর নিয়ে ; سَلِيْمٍ-পরিশুদ্ধ। ৯০ وَ-আর ; أُزْلِفَتْ-নিকটে নিয়ে আসা হবে ; الْجَنَّةُ-জান্নাতকে ; لِلْمُتَّقِيْنَ-(ل+ال+متقين)-মুত্তাকীদের জন্য। ৯১ وَ-এবং ; بُرِّزَتْ-খুলে দেয়া হবে ; الْجَحِيْمُ-জাহান্নামকে ; لِلْغٰوِيْنَ-(ل+ال+غاوين)-বিপথগামীদের জন্য। ৯২ وَ-আর; قِيْلَ-বলা হবে ; لَهُمْ-তাদেরকে ; أَيْنَمَا-তারা কোথায় যাদের; كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ-পূজা তোমরা করতে। ৯৩ مِنْ دُوْنِ-পরিবর্তে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; هَلْ-কি ; يَنْصُرُوْنَكُمْ-(ينصرون+كم)-তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে ? أَوْ-অথবা ; يَنْتَصِرُوْنَ-তারা (কি) প্রতিশোধ নিতে পারে ? ৯৪ فَكُبْكِبُوْا-(ف+كبكبوا)-অতপর উপুর করে ফেলা হবে ; فِيْهَا-তাতে (জাহান্নাম) ; هُمْ-তাদেরকে ;

৬৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন—যেদিন আগে-পরের সকল মানুষ হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। সবার সামনে আমার পিতাকে শাস্তি দিয়ে আমাকে শরমিন্দা করবেন না।

৬৫. 'সালীম' অর্থ সুস্থ, বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন সুস্থ, বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত অন্তর ছাড়া সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না। সুস্থ, বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত অন্তর এমন একটি অন্তর যা কুফর, শির্ক, নাফরমানী ও অশ্লীল কার্যকলাপ মুক্ত। আর এমন অন্তরের অধিকারী হবে সৎকর্মশীল মু'মিন ব্যক্তি। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিরই কাজে আসবে। অথবা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজেই আসবে না, একমাত্র নিজের ঈমান ও বে-রিয়া সৎকাজ ছাড়া। কারণ খাঁটি মু'মিনের অন্তরই সুস্থ, বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত।

وَالْغَاوُنَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾

ও পথভ্রষ্টদেরকে। ৯৫. এবং ইবলীসের সৈন্য সামন্তদের সবাইকে[৬৮]। ৯৬. তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত অবস্থায় বলবে—

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا

৯৭. আল্লাহর কসম যে, আমরা অবশ্যই ছিলাম প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে। ৯৮. যখন আমরা তোমাদেরকে রাব্বুল আলামীনের সমকক্ষ মনে করতাম। ৯৯. আর আমাদেরকে তো কেউ পথভ্রষ্ট করেনি

إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا

এ অপরাধীরা ছাড়া[৬৯]। ১০০. তাই আমাদের জন্য সুপারিশকারীদের কেউ নেই[৭০]। ১০১. এবং নেই কোনো খাঁটি বন্ধু[৭১]। ১০২. তবে যদি আমাদের জন্য থাকতো নিশ্চিত

وَ-ও ; الْغَاوُنَ-পথভ্রষ্টদেরকে। (৯৫) وَ-এবং ; جُنُودُ-সৈন্য-সামন্তদের ; إِبْلِيسَ-
ইবলীসের ; أَجْمَعُونَ-সবাইকে। (৯৬) قَالُوا-বলবে ; وَ-অবস্থায় ; هُمْ-তারা ; فِيهَا-
সেখানে ; يَخْتَصِمُونَ-বিতর্কে লিপ্ত। (৯৭) تَاللَّهِ-আল্লাহর কসম ; إِنْ-যে ; كُنَّا-আমরা
ছিলাম ; لَفِي-মধ্যে অবশ্যই ; ضَلَلٍ-পথভ্রষ্টতার ; مُبِينٍ-প্রকাশ্য। (৯৮) إِذْ-যখন ;
نُسَوِّيكُمْ-(نسوى+كم)-আমরা তোমাদেরকে সমকক্ষ মনে করতাম ; بِرَبِّ الْعَلَمِينَ-
(ب+رب+ال+عالمين)-রাব্বুল আলামীনের। (৯৯) وَ-আর ; مَا أَضَلَّنَا-(ما اضل+نا)-
আমাদেরকেতো কেউ পথভ্রষ্ট করেনি ; إِلَّا-ছাড়া ; الْمُجْرِمُونَ-(ال+مجرمون)-এ
অপরাধীরা ছাড়া। (১০০) فَمَا-(ف+ما)-তাই নেই ; لَنَا-আমাদের জন্য ; مِنْ-কোনো ;
شَافِعِينَ-সুপারিশকারীদের। (১০১) وَ-এবং ; لَا-নেই ; صَدِيقٍ-বন্ধু ; حَمِيمٍ-খাঁটি।
(১০২) فَلَوْ-(ف+لو)-তবে যদি থাকতো ; أَنَّ-নিশ্চিত ; لَنَا-আমাদের জন্য ;

৬৬. এখান থেকে রুকূ'র শেষ পর্যন্ত আল্লাহর উক্তি বলেই সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়।

৬৭. অর্থাৎ মুত্তাকীরা জান্নাতে যাওয়ার আগেই জান্নাত দেখতে পাবে। কেমন নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে তারা যাবে তা দেখে তাদের অন্তর প্রশান্ত হবে। অপরদিকে কাফির-মুশরিকরা হাশরের ময়দানে অবস্থান করবে এবং যে জাহান্নামে তাদের থাকতে হবে, তার ভয়াবহ দৃশ্য তাদের সামনে তুলে ধরা হবে।

৬৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে ইবলীসের অনুসারী পথভ্রষ্ট লোকদেরকে এবং ইবলীসের পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী তার সঙ্গী-সাথীদেরকে জাহান্নামে একজনের উপর অপরজনকে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে। আর তারা জাহান্নামের তলদেশ পর্যন্ত গড়িয়ে যেতে থাকবে।

৬৯. যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে বাদ দিয়ে তথাকথিত বুযর্গ, গুরু ও নেতার পেছনে দুনিয়াতে ছুটে চলেছে, ভক্তির আতিশয্যে তাদের হাতে-পায়ে চুমো দিয়েছে,

كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ

(দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ, তাহলে আমরা মু'মিনদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম[৭২]।
১০৩. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন[৭৩] ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল না

مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ○

মু'মিন। ১০৪. আর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক—
তিনি অবশ্যই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

كَرَّةً-(দুনিয়াতে) ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ ; فَنَكُوْنَ-(ف+نكون)-তাহলে আমরা হয়ে যেতাম ; مِنَ-শামিল ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের। ﴿١٠٣﴾ إِنَّ-অবশ্যই ; فِيْ ; ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-নিশ্চিত নিদর্শন ; وَ-কিন্তু ; مَا كَانَ-ছিল না ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই; مُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ﴿١٠٤﴾ وَ-আর ; إِنَّ-নিশ্চয় ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; لَهُوَ-তিনি অবশ্যই ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيْمُ-পরম দয়ালু।

তাদের কথা ও কাজকে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রমাণ্য আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে, তাদের সামনে নযর-নেয়ায ও মানত পেশ করেছে—পরকালে যখন সেসব বুযর্গ, গুরু ও নেতাদের সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাবে এবং অনুসারী ভক্তরা যখন দেখবে তাদের নেতারা কোথায় এসেছে এবং তাদেরকে কোথায় নিয়ে এসেছে তখন ভক্তরা তাদেরকে অপরাধী গণ্য করে অভিশাপ দিতে থাকবে।

কুরআন মাজীদে মানুষের শিক্ষাগ্রহণের জন্য পরকালীন জীবনের এ চিত্র বিভিন্ন স্থানে অংকন করেছে। সূরা আরাফের ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে—

"যখনই কোনো দল (জাহান্নামে) প্রবেশ করবে, তখনই অন্যদলের উপর অভিশাপ দেবে ; এমনকি যখন সবাই তাতে সমবেত হবে তখন পরবর্তীরা তাদের পূর্ববর্তীদের সম্বন্ধে বলবে—"হে আমার প্রতিপালক ! এরাই আমাদেরকে গোমরাহ করেছিল, তাদেরকে জাহান্নামের দ্বিগুণ আযাব দিন ; আল্লাহ বলবেন, প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ কিন্তু তোমরা জান না।"

সূরা হা-মীম আস সাজদার ২৯ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর যারা কুফরী করেছে তারা বলবে—"হে আমাদের প্রতিপালক! জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে আমাদের দেখিয়ে দিন, আমরা তাদের উভয়কে পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়।"

সূরা আল-আহযাবের ৬৭ ও ৬৮ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তারা আরও বলবে—"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরাতো আমাদের নেতাদেরই আনুগত্য করেছিলাম এবং আমাদের প্রধানদের। অতএব তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক ! সুতরাং আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের প্রতি লা'নত করুন—মহা লা'নত।"

৭০. অর্থাৎ দুনিয়াতে যাদের আমরা আনুগত্য করেছিলাম এবং মনে করেছিলাম যে, তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, তাদের আশ্রয়ে গেলে আমরা বেঁচে যাবো। তাদের কেউ-ই সুপারিশ করার জন্য মুখ খুলবে না।

৭১. অর্থাৎ আমাদের দুঃখে দুঃখী হবে এবং আমাদের জন্য মৌখিকভাবে হলেও সহানুভূতি দেখাবে এমন কেউ নেই। কুরআন মাজীদের বর্ণনানুসারে আখিরাতে শুধুমাত্র মু'মিনদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে। অপরদিকে কাফির-মুশরিকদের মধ্যে বন্ধুত্ব দুনিয়াতে যতই অন্তরঙ্গ থাকুক না কেন আখিরাতে তারা পরস্পরের প্রাণের দুশমনে পরিণত হবে। তারা নিজের ধ্বংসের জন্য একে অপরকে দায়ী করবে এবং একে অপরের কঠোর শাস্তি কামনা করবে। সূরা যুখরুফের ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে—

"সেদিন মুত্তাকীরা ছাড়া বন্ধুরা পরস্পরের শত্রু হয়ে যাবে।"

অর্থাৎ মুত্তাকীদের পরস্পর বন্ধুত্ব অপরিবর্তিত থাকবে।

৭২. অর্থাৎ আমাদের দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার জন্য যদি একবার সুযোগ দেয়া হতো তাহলে আমরা খাঁটি মু'মিন বান্দাহ হয়ে যেতাম।

অপরাধীদের এ আবেদনের জবাবে আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ সূরা আনআমের ২৮ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

"তাদেরকে যদি (দুনিয়ার জীবনে) ফিরিয়ে দেয়াও হয় তাহলে তারা যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে—তা-ই করতে থাকবে।"

সুতরাং আবেদন নাকচ হয়ে যাবে। যেসব কারণে আবেদন মঞ্জুর হবে না সে সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা সূরা আল মু'মিনূনের ৯৯ ও ১০০ আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকায় উল্লিখিত হয়েছে। উল্লিখিত অংশ দ্রষ্টব্য।

৭৩. এ কাহিনী থেকে যে দু'টো নিদর্শন আমরা জানতে পারি, তাহলো—আরবের মুশরিকরা যে নিজেদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবি করতো এবং তাঁর সাথে নিজেদের সম্পর্ক দেখিয়ে অহঙ্কার করতো, তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের দাবী অসার। কারণ, ইবরাহীম (আ) তোমাদের মতো মুশরিক ছিলেন না ; বরং তিনি তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিরক-এর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছেন। আর তোমরা শিরক এর পক্ষে তাওহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছো। কাজেই তোমাদের দাবি মিথ্যা।

দ্বিতীয়ত, ইবরাহীম (আ)-এর জাতি দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধুমাত্র তাঁর দুই পুত্র ইসমাঈল ও ইসহাক (আ)-এর বংশের লোকেরাই বেঁচে থাকতে পারেন বলে

মনে করা যায়। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর জাতির মধ্য থেকে যখন বের হয়ে যান, তখন তাদের উপর যে আযাব এসেছে তা সরাসরি কুরআন মাজীদে উল্লিখিত না থাকলেও আযাবপ্রাপ্ত জাতিদের তালিকায় তাদের নামও রয়েছে। যেমন সূরা আত তাওবার ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তাদের কাছে কি পৌঁছেনি সে লোকদের সংবাদ, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে—নূহ, 'আদ ও সামূদের জাতি, ইবরাহীমের জাতি এবং মাদইয়ান ও বিধ্বস্ত জনপদের অধিবাসী ; তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিলেন ; সুতরাং আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের উপর যুলুম করেন; বরং তারাই নিজেদের উপর যুলুম করছিল।"

৫ম রুকূ' (৬৯-১০৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইবরাহীম (আ) তাঁর সময়কার প্রচলিত মুশরিকী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মাথা একাই তুলে দাঁড়িয়েছিলেন। এটা ছিল সে সময় এক ভীষণ দুঃসাহসিক কাজ।

২. তাঁর এ প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য তাঁকে পরিবার থেকেও বহিষ্কৃত হতে হয়েছে ; কিন্তু এতে তিনি এক বিন্দুও বিচলিত হননি। প্রকৃত ঈমানের দাবি এটাই।

৩. মুশরিকদের আচরিত ধর্মের পক্ষে এটা ছাড়া কোনো যুক্তি নেই যে, তারা এটা তাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদেরকে এরূপ করতে দেখেছে। এটা হলো মূর্খতাসুলভ কথা।

৪. ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ ; কেননা তিনিই আমাদের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি আমাদেরকে খাওয়ান ; পান করান ; আমরা যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাদেরকে আরোগ্য দান করেন।

৫. ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র অধিকারী তিনি এজন্য যে, তিনি আমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন এবং তিনিই আবার আমাদেরকে জীবন দান করে হাশরের ময়দানে উঠাবেন ; অতপর বিচার করে পুরস্কার বা শাস্তি দান করবেন।

৬. কিয়ামতের দিন আল্লাহ-ই আমাদের গুনাহ-খাতা ক্ষমা করে দেবেন। অতএব হুকুম-ও তাঁর-ই মানতে হবে।

৭. আল্লাহর কাছেই আমাদের সকল চাওয়া-পাওয়ার আবেদন জানাতে হবে। তাঁর কাছেই চাইতে হবে যথার্থ প্রজ্ঞা ও নেককারদের সাহচর্য।

৮. তিনটি শর্তসাপেক্ষে দুনিয়াতে সুনাম-সুখ্যাতি চাওয়া বৈধ—(১) নিজেকে বড় ও অন্যদেরকে হেয় করার উদ্দেশ্য না থাকলে ; বরং পরকালীন উপকারের লক্ষ্যে হলে; অথবা মানুষ ভক্ত হয়ে সৎকর্মে অনুপ্রেরণা লাভ করবে, এমন উদ্দেশ্যে সুনাম সুখ্যাতি কামনা করা বৈধ।

৯. মহাদাতা আল্লাহর কাছে জান্নাত লাভের প্রার্থনা জানাতে হবে।

১০. কোনো মু'মিনের পক্ষে নিশ্চিতভাবে জানা কোনো মুশরিকের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা বৈধ নয়। তারা যদি মাতা-পিতা হয়, তবুও বৈধ নয়। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদাচার করতে হবে।

১১. মুশরিক পিতার জন্য ইবরাহীম (আ)-এর মাগফিরাত প্রার্থনা করা ছিল পিতার সাথে কৃত ওয়াদা পূরণের জন্য। এরপর তিনি আর কখনও তার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করেননি।

১২. দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি আখিরাতে কোনো কাজেই আসবে না। সুস্থ, বিশুদ্ধ ও প্রশান্ত অন্তর অর্থাৎ খাঁটি ঈমান ও বে-রিয়া নেক আমল ছাড়া।

১৩. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আখিরাতে সেসব মু'মিন বান্দাহর-ই কাজে আসতে পারে যারা আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ধন-সম্পদ আয় করবে ও খরচ করবে। আর সন্তান-সন্ততিকে দীনের পথে পরিচালনা করবে।

১৪. হাশরের দিন জান্নাতকে মুত্তাকীদের দৃষ্টির সমান্তরালে নিয়ে আসা হবে, যাতে তারা পূর্বাহ্নেই তাদের স্থায়ী বাসস্থান দেখে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে।

১৫. অনুরূপভাবে জাহান্নামকে অপরাধীদের দৃষ্টিগোচরে নিয়ে আসা হবে, যাতে তারা শাস্তির কঠোরতা সচক্ষে দেখে হতাশায় মুষড়ে পড়ে।

১৬. ইবলীস, তার সাঙ্গপাঙ্গ ও অনুসারীদেরকে একজনের উপর অপরজনকে উপুড় করে ফেলে দেয়া হবে এবং তারা গড়িয়ে গড়িয়ে জাহান্নামের তলদেশে পৌঁছে যাবে।

১৭. জাহান্নামের অধিবাসীরা একদল অন্যদলকে দোষারোপ করতে থাকবে এবং নিজেরাই নিজেদের গুমরাহীর কথা স্বীকার করবে—নিজেদের মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি দেবে।

১৮. হাশরের দিন মিথ্যা মাবুদের অনুসারীরা ও গুমরাহ নেতাদের অনুসারীরা তাদের পথভ্রষ্টকারী মাবুদ ও নেতাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দাবি করবে।

১৯. হাশরের দিন এসব অপরাধীদের জন্য কেউ সুপারিশকারী থাকবে না এবং কোনো সমব্যথী খাঁটি বন্ধুও থাকবে না।

২০. আল্লাহদ্রোহী লোকদের মধ্যে হাশরের দিন দুনিয়ার বন্ধুত্বের পরিবর্তে চরম শত্রুতা সৃষ্টি হবে।

২১. দুনিয়ার বন্ধুত্ব আখিরাতে একমাত্র মু'মিনদের মধ্যেই টিকে থাকবে।

২২. অপরাধীদের দুনিয়াতে ফিরে আসার বাসনা কখনো পূরণ হবে না ; কেননা দুনিয়াতে ফিরে আসার সুযোগ দিলেও তারা আবার একই অপরাধ করবে।

২৩. ইবরাহীম (আ)-এর সাথে মুশরিকদের নিজেদেরকে সম্পর্কিত করার দাবি মিথ্যা, কেননা ইবরাহীম (আ) মুশরিক ছিলেন না।

২৪. আল্লাহ তাআলা কাউকে শাস্তি দিলে কেউ তা মওকুফ করার ক্ষমতা রাখে না, আবার কাউকে তিনি ক্ষমা করে দিলে কেউ তা বাতিল করার ক্ষমতা রাখে না।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-১৮

(১০৫) كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (১০৬) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

১০৫. কওমে-নূহ[৭৪] রাসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল[৭৫]। ১০৬. যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বললেন—"তোমরা কি সতর্ক হবে না ?[৭৬]

(১০৭) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (১০৮) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (১০৯) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

১০৭. আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল[৭৭]। ১০৮. অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো[৭৮]। ১০৯. আর আমি তো তার জন্য তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না ;

(১০৫) كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; قَوْمُ-কাওমে ; نُوحٍ-নূহ ; الْمُرْسَلِينَ-রাসূল-গণকে। (১০৬) إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিল ; لَهُمْ-তাদেরকে ; أَخُوهُمْ-(اخو+هم)-তাদের ভাই ; نُوحٌ-নূহ ; أَلَا تَتَّقُونَ-(ا+لاتتقون)-তোমরা কি সতর্ক হবে না ? (১০৭) إِنِّي-আমি অবশ্যই ; لَكُمْ-তোমাদের ; رَسُولٌ-একজন রাসূল ; أَمِينٌ-বিশ্বস্ত। (১০৮) فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব ভয় করো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; أَطِيعُونِ-আমার আনুগত্য করো। (১০৯) وَ-আর ; مَا أَسْأَلُكُمْ-(ما اسئل+كم)-আমিতো চাই না তোমাদের কাছে ; عَلَيْهِ-তার জন্য ; مِنْ أَجْرٍ-কোনো বিনিময় ;

৭৪. হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে প্রাসঙ্গিক আলোচনায় উল্লিখিত হয়েছে। বিস্তারিত ঘটনা জানার জন্য নিম্নোক্ত অংশসমূহ দেখে নেয়া যেতে পারে। সূরা আল আ'রাফ আয়াত ৫৯-৬৪, ইউনুস ৭১-৭৩, হুদ ২৫-৪৮, বনী ইসরাঈল-৩, আল আম্বিয়া ৭৬-৭৭, আল মু'মিনূন ২৩-৩০, আল ফুরকান ৩৭, আনকাবূত ১৪-১৫, আস সাফফাত ৭৫-৮২, আল কামার ৯-১৫ এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ।

৭৫. এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সত্য হলো কোনো ব্যক্তি বা দল যদি কোনো একজন রাসূলকে অমান্য করে, তবে অন্য সকল রাসূলকে মেনে নিলেও সে আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল রাসূলের অমান্যকারী হিসেবেই বিবেচিত হয়।

৭৬. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না ? আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাঁর সৃষ্ট মাখলুকের ইবাদাত করার পরিণাম সম্পর্কে তোমাদের কোনো চিন্তা নেই ? প্রথমেই ভীতি প্রদর্শন করেই তাদের ভুল কর্মনীতির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়েছে, যাতে করে তাদের মধ্যে তাদের কর্মকাণ্ডের ক্ষতি সম্পর্কে তারা সজাগ হয়ে যায় এবং নবী নূহ (আ)-এর কথার যুক্তির প্রতি মনোযোগ দেয়।

অন্যান্য স্থানে নূহ (আ)-এর জাতির প্রতি নিম্নোক্ত ভাষায় তিনি সম্বোধন করেছেন।

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿١١٠﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١١﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ

আমার বিনিময়ের দায়িত্ব রাব্বুল আলামীন ছাড়া (কারো উপর) নেই[৭৯]। ১১০. অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো"[৮০]। ১১১. তারা (তাঁর কওম) বললো—"আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনবো

اِنْ-নেই ; اَجْرِىَ-আমার বিনিময়ের দায়িত্ব ; اِلَّا-ছাড়া (কারো উপর) ; عَلَى-উপর ; رَبِّ الْعَلَمِيْنَ-রাব্বুল আলামীন। ﴿١١٠﴾ فَاتَّقُوْا-(ف+اتقوا)-অতএব ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; اَطِيْعُوْنِ-আমার আনুগত্য করো। ﴿١١١﴾ قَالُوْآ-তারা (তাঁর কাওম) বললো ; اَنُؤْمِنُ-(ا+نؤمن)-আমরা কি ঈমান আনবো ; لَكَ-তোমার প্রতি ;

সূরা আল মু'মিনূন-এর ২৩ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—"আল্লাহর ইবাদাত করো, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই, তাহলে তোমরা কি ভয় করো না ?"

সূরা নূহ-এর ৩ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো।"

৭৭. অর্থাৎ আমি যে বিশ্বস্ত এটাতো তোমাদের আগে থেকে জানা আছে। মানুষের ব্যাপারে যখন আমি আমানতের খিয়ানত করি না তখন আল্লাহর ব্যাপারে কেমন করে আমি আমানতের খেয়ানত করতে পারি ? সুতরাং আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বানিয়ে বলি না ; স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার উপর যা নাযিল হয় তা-ই আমি হুবহু তোমাদের কাছে বর্ণনা করি।

৭৮. অর্থাৎ আমাকে বিশ্বস্ত রাসূল হিসেবে মেনে নেয়ার অনিবার্য দাবী হলো—সকল কিছুর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তোমাদেরকে কেবলমাত্র আমার আনুগত্য করতে হবে। কারণ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের আনুগত্য আমার আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। আমার নাফরমানী তাঁর নাফরমানীর নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা যাদের কাছে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের কর্তব্য হলো তাঁকে রাসূল বলে স্বীকৃতি দেয়ার সাথে সাথে তার পুরোপুরি আনুগত্য করা এবং অন্য যতসব আইন দুনিয়াতে রয়েছে সব আইন পরিহার করে একমাত্র তাঁর আনীত আইন অনুসরণ করা। রাসূলকে রাসূল হিসেবে স্বীকার না করা অথবা স্বীকার করার পর তাঁর পুরোপুরি আনুগত্য না করা উভয়ই আল্লাহর গযবে পতিত হওয়ার কারণ হয়ে পড়ে। নূহ (আ) তাই ঈমান ও আনুগত্যের দাওয়াতের আগেই 'আল্লাহকে ভয় করো' বলে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন, যেন তারা রাসূলের রিসালাত স্বীকার না করা তাঁর আনুগত্য না করার পরিণাম সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

৭৯. হযরত নূহ (আ)-এর নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে অপর একটি যুক্তি পেশ করে বলেন—আমি একজন নিঃস্বার্থপর ব্যক্তি। এ কাজে আমার কোনো স্বার্থ আছে বলে তোমরা চিহ্নিত করতে পারবে না। এরকম নিঃস্বার্থভাবে আমি যখন সত্যের দাওয়াতের ব্যাপারে প্রামাণ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, নিজের সময় ও শ্রম ব্যয় করে সর্বপ্রকার কষ্ট-মসীবত সহ্য করে যাচ্ছি, তখন তোমাদের বুঝা প্রয়োজন ছিল যে, আমি আন্তরিকভাবেই কাজ করছি। যে আদর্শকে সত্য বলে বুঝতে পেরেছি এবং যার আনুগত্যের মধ্যে আল্লাহর

وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ

অথচ তোমার অনুসরণ করছে ইতর লোকেরা"[৮১]। ১১২. তিনি (নূহ) বললেন—"তারা যা করতো সে সম্পর্কে আমার কোনো জ্ঞান নেই। ১১৩. তাদের হিসাব নেয়ার দায়িত্ব কারো উপর নয়

وَ-অথচ ; اتَّبَعَكَ-(اتبع+ك)-তোমার অনুসরণ করছে ; الْأَرْذَلُونَ-ইতর লোকেরা। ⑪ قَالَ-তিনি (নূহ) বললেন ; وَ-আর ; مَا-নেই ; عِلْمِي-(علم+ى)-আমার কোনো জ্ঞান ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করতো। ⑬ إِنْ-কারো উপর নয় ; حِسَابُهُمْ-(حساب+هم)-তাদের হিসেব নেয়ার দায়িত্ব ;

বান্দাহর কল্যাণ ও সাফল্য আছে বলে আমি বুঝতে পেরেছি তাই তোমাদের কাছে আমি পেশ করছি। এতে আমার কোনো ব্যক্তি স্বার্থ নেই। অতএব মিথ্যা বলে মানুষকে ধোঁকা দেয়ারও আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

সকল যুগে নবী-রাসূলগণ তাদের সত্যতার পক্ষে উপরোক্ত দু'টো যুক্তি পেশ করেছেন।

৮০. উপরে ১০৮ আয়াতেও একথাই বলা হয়েছিল যে, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।' আর এখানে ১১০ আয়াতেও একই কথা পুনরুক্ত হয়েছে। প্রথমে যে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তা হলো—"আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল ; সুতরাং আমার বিশ্বস্ততার প্রতি মিথ্যারোপ করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহর নারাজী থেকে বাঁচতে হলে আমার আনুগত্য করো।" আর এখানকার প্রসঙ্গ হলো—"আমি স্বার্থহীনভাবে একান্ত সদুদ্দেশ্যে তোমাদের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিচ্ছি। সুতরাং আমার উদ্দেশ্যকে অসৎ আখ্যায়িত করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।" একই কথাকে দু'বার বলার কারণ হলো, তাঁর কাওমের সরদাররা তাঁর এরূপ আন্তরিকতার মধ্যেও খুঁত বের করার চেষ্টা করেছে এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা অভিযোগ এনেছে এই বলে যে, নূহ নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য এসব করে চলছে। সূরা আল মু'মিনূন-এর ২৪ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—"সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে চায়।"

৮১. উদ্ধৃত কথাগুলো ছিল হযরত নূহ (আ)-এর জাতির সরদার, মাতব্বর এবং সমাজের প্রভাবশালী ধনী লোকদের। তাদের এরূপ বক্তব্য সূরা হূদ-এর ২৭ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—

"তাঁর জাতির যারা কুফরী করেছিল তারা বললো—আমরাতো তোমাকে আমাদের মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছু দেখছি না এবং আমাদের মধ্যকার নিম্ন শ্রেণীর কাঁচাবুদ্ধির লোক ছাড়া তোমার অনুসরণ করতেতো আর কাউকে দেখছি না ; আর আমাদের উপর তোমার শ্রেষ্ঠত্বের কারণও খুঁজে পাচ্ছি না, বরং তোমাকে আমরা মিথ্যাবাদীই মনে করি।"

এসব কথা থেকে এটাই জানা যায় যে, নূহ (আ)-এর উপর যারা ঈমান এনেছিল তারা ছিল দরিদ্র পেশাদার কিছু যুবক শ্রেণীর লোক, যাদের সামাজিক কোনো মর্যাদা ছিল না।

إِلَّا عَلٰى رَبِّىْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَآ أَنَا۠ بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيْرٌ

আমার প্রতিপালকের উপর ছাড়া, যদি তোমরা জানতে[৮২]। ১১৪. আর আমি তো মু'মিনদের বিতাড়নকারী নই। ১১৫. আমি তো একজন সতর্ককারী[৮৩] ছাড়া কিছু নই—

إِلَّا-ছাড়া ; عَلٰى-উপর ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের ; لَوْ-যদি ; تَشْعُرُوْنَ-তোমরা জানতে। (১১৪) وَ-আর ; مَا-নই ; أَنَا-আমি ; بِطَارِدِ-বিতাড়নকারী ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের। (১১৫) إِنْ-নই ; أَنَا-আমি ; إِلَّا-ছাড়া ; نَذِيْرٌ-একজন সতর্ককারী ;

অপরদিকে সমাজের বিত্তশালী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকেরা জাতির সাধারণ লোকদেরকে প্রতারিত করে নিজেদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছিল। তাদের যুক্তি হলো—নূহ-এর দাওয়াতের যদি কোনো গুরুত্ব থাকতো তাহলে জাতির প্রধানগণ, ধর্মীয় নেতারা, সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিজীবিরা অবশ্যই তা গ্রহণ করতো; কিন্তু তারাতো নূহ-এর দাওয়াত গ্রহণ করেনি। শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক দরিদ্র, দুর্বল, অবুঝ, কম বয়সী কাঁচাবুদ্ধির লোক তার দলে যোগ দিয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা কি করে তার দলে এসব নীচু লোকদের সাথে শামিল হতে পারি।

আমাদের প্রিয় নবীর দাওয়াতের প্রতিক্রিয়ায়ও মক্কার কুরাইশ সরদাররা এমন কথাই বলেছিল।

সূরা আয যুখরুফের ৩১ আয়াতে একথাই বলা হয়েছে—

"এ কুরআন (আমাদের) দু'জনপদের (মক্কা ও তায়েফ) কোনো একটির প্রধানের উপর নাযিল করা হলো না কেন?"

৮২. এটা হলো নূহ (আ)-এর দাওয়াতের জবাবে যে দু'টো আপত্তি তাঁর জাতির লোকেরা তুলেছিল তার প্রথম আপত্তির জবাব। তিনি বলেন, যাদেরকে তোমরা নীচলোক বলছো তাদের কে কি করে বা কার কি অবস্থা তাতো আমার জানা নেই। তবে তারা আমার কাছে এসে ঈমান এনে সে অনুযায়ী কাজ করছে। তার এ কাজের পেছনে কোন্ ধরনের উদ্যোগ কাজ করছে এবং তার মূল্য ও মর্যাদা কতটুকু তা জানার কোনো মাধ্যমতো আমার কাছে নেই, তা দেখা আমার কাজও নয়। এসব বিষয় দেখা এবং এসবের হিসাব রাখা আমার প্রতিপালক আল্লাহর কাজ।

৮৩. 'কাওমে নূহ'-এর আপত্তির দ্বিতীয় জবাব হলো—যারা আমার প্রতি ঈমান এনেছে তারা দরিদ্র ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন অজুহাত তুলে তাদেরকে আমি তাড়িয়ে দেবো, আর যারা আমার কথা মানতে রাজী নয়, তাদের পেছনে আমি দৌড়াতে থাকবো এটা কোনো যুক্তির কথা নয়। এটা আমি কিভাবে করতে পারি? আমিতো প্রকাশ্যভাবে তোমাদেরকে সতর্ক করছি যে, তোমরা মিথ্যা ও বাতিলের পথ থেকে সরে এসো। এ পথে চলার পরিণাম হলো চিরতরে ধ্বংস। আমি তোমাদেরকে যে পথ দেখাচ্ছি সে পথে চলে এসো, এটাই সোজা পথ, এ পথেই তোমাদের মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত। এখন

مُبِيْنٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ

প্রকাশ্য"। ১১৬. তারা বললো—"হে নূহ ! তুমি যদি বিরত না হও, তাহলে নিশ্চিত তুমি প্রস্তরাঘাতে নিহতদের শামিল হবে[৮৪]।১১৭. তিনি বললেন—"হে আমার প্রতিপালক !

اِنَّ قَوْمِيْ كَذَّبُوْنِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ

আমার জাতি আমাকে নিশ্চিত মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে"[৮৫]। ১১৮. অতএব আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিন—কার্যকর ফায়সালা এবং রক্ষা করুন আমাকে ও আমার সাথে যারা আছে

مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ﴿١١٦﴾ قَالُوْا-তারা বললো ; لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ-তুমি যদি বিরত না হও ;
يٰنُوْحُ-(يا+نوح)-হে নূহ ; لَتَكُوْنَنَّ-তাহলে নিশ্চিত তুমি হবে ; مِنَ-শামিল ;
الْمَرْجُوْمِيْنَ-প্রস্তরাঘাতে নিহতদের। ﴿١١٧﴾ قَالَ-তিনি (নূহ) বললেন ; رَبِّ-হে আমার
প্রতিপালক ; اِنَّ-নিশ্চিত ; قَوْمِيْ-(قوم+ى)-আমার জাতি ; كَذَّبُوْنِ-আমাকে
মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করছে। ﴿١١٨﴾ فَافْتَحْ-(ف+افتح)-অতএব ফায়সালা করে দিন ;
بَيْنِيْ-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; فَتْحًا-
কার্যকর ফায়সালা ; وَّ-এবং ; نَجِّنِيْ-(نج+نى)-রক্ষা করুন আমাকে ; وَ-ও ; مَنْ-
যারা আছে ; مَّعِيَ-আমার সাথে ;

তোমরা আমার এ সতর্কতাকে গ্রহণ করে এ পথে চলে আসতে পার, আবার চোখ বন্ধ করে ধ্বংসের পথেও চলতে পারো।

মক্কার কাফির সরদাররাও আমাদের প্রিয় নবীকে এ ধরনের কথাই বলেছিল যে, আমরা বেলাল, আম্মার ও সুহাইবের মতো গোলাম ও শ্রমজীবি মানুষদের সাথে একই মজলিসে কেমন করে বসতে পারি ? তাদের এসব কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে সুস্পষ্টভাবে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, যারা সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেসব অহংকারীদের জন্য নিষ্ঠাবান দরিদ্র মু'মিনদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া যাবে না। সূরা 'আবাসার' ৫ থেকে ১২ আয়াতে বলা হয়েছে—

"(হে মুহাম্মদ!) (আপনার দাওয়াতকে) যে অগ্রাহ্য করছে, আপনিতো তার প্রতি-ই মনোযোগ দিচ্ছেন। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। আর আপনার নিকট যে দৌড়ে আসে এবং সে আল্লাহকে ভয়ও করে, আপনি কিন্তু তার প্রতি উপেক্ষা দেখাচ্ছেন ; কখনও (সমিচীন) নয়, নিশ্চয় এটা (কুরআন) উপদেশবাণী। অতএব যে চায়, সে উপদেশ গ্রহণ করুক।"

৮৪. অর্থাৎ তুমি এ কাজ থেকে বিরত না হলে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। অথবা এর অর্থ চারিদিক থেকে গালি দিয়ে, অভিশাপ দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়া হবে।

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا

মু'মিনদের মধ্য থেকে[৮৬]। ১১৯. অতপর আমি রক্ষা করলাম তাঁকে এবং যারা তাঁর সাথে বোঝাই নৌকাতে ছিল তাদেরকে[৮৭]। ১২০. এরপর আমি ডুবিয়ে দিলাম

بَعْدُ الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ

পেছনে অবশিষ্ট লোকদেরকে। ১২১. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না। ১২২. আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾

তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

-মধ্য থেকে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের। ﴿١١٩﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ-(ف+انجينا+ه)-অতপর আমি مِنَ-
রক্ষা করলাম তাকে ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা ছিল ; مَعَهٗ-(مع+ه)-তার সাথে ; فِى
-নৌকাতে ; الْمَشْحُوْنِ-(ال+مشحون)-বোঝাই। ﴿١٢٠﴾ ثُمَّ- الْفُلْكِ-(فى+ال+فلك)
এরপর ; اَغْرَقْنَا-আমি ডুবিয়ে দিলাম ; بَعْدُ الْبٰقِيْنَ-পেছনে অবশিষ্টদেরকে। ﴿١٢١﴾ اِنَّ
-অবশ্যই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-নিশ্চিত নিদর্শন ; وَ-কিন্তু ; مَا كَانَ-ছিল
না ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; مُّؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ﴿١٢٢﴾ وَ-আর ; اِنَّ-
অবশ্যই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; لَهُوَ-(ل+هو)-তিনি তো ; الْعَزِيْزُ
-(ال+عزيز)-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيْمُ-(ال+رحيم)-পরম দয়ালু।

৮৫. অর্থাৎ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছে ও প্রত্যাখ্যান করেছে। এ আলোচনা ও চূড়ান্ত অস্বীকৃতির ব্যাপার অর্থাৎ নূহ (আ)-এর দাওয়াত ও তাদের কুফরীর উপর অটল-অবিচল থাকার ব্যাপার শতশত বছর পর্যন্ত চলেছে। কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় সেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে। সূরা আনকাবূতের ১৪ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—

"অতপর তিনি তাদের মধ্যে পঞ্চাশ কম এক হাজার বছর বসবাস করেন।"

এ দীর্ঘ সময়ে তাদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় দাওয়াতী কাজ করার পর তিনি নিশ্চিত হন যে, সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা-ই তাদের মধ্যে শেষ হয়ে যায়নি ; বরং তাদের ভবিষ্যত বংশধরদের মধ্যেও ঈমান আনার যোগ্য মানুষের জন্ম হওয়ার আশা করা যায় না। তাই তিনি আল্লাহর নিকট যে দোয়া করেন তা সূরা নূহ-এর ২৬ ও ২৭ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—

"হে আমার প্রতিপালক! আপনি কাফিরদের মধ্য থেকে একজন গৃহবাসীকেও যমীনে অবশিষ্ট রাখবেন না। যদি আপনি তাদেরকে যমীনে অবশিষ্ট রাখেন, তবে তারা আপনার বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করবে এবং কোনো পাপাচারী কাফির ছাড়া কিছুই জন্ম দেবে না।"

আল্লাহ তাআলা নূহ (আ)-এর এ মতামতকে সঠিক বলে স্বীকার করে নিজ পূর্ণ ও নির্ভুল জ্ঞানের ভিত্তিতে যা বলেছেন তা সূরা হূদ-এর ৩৬ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—

"আর নূহের প্রতি ওহী পাঠানো হলো যে, যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার জাতির আর কেউ কখনও ঈমান আনবে না ; অতএব তারা যা করছে তার জন্য তুমি মোটেও দুঃখ করো না।"

৮৬. অর্থাৎ এমন ফায়সালা করে দিন যাতে করে আমার পরিবার-পরিজন ও আমার মু'মিন সাথীরা রক্ষা পায় এবং অবশিষ্ট লোকেরা তোমার আযাবে পতিত হয়ে চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যায়।

৮৭. অর্থাৎ এমন নৌকা যা মু'মিন বান্দাহগণ ও সকল প্রাণীতে পরিপূর্ণ ছিল। আগেই নূহ (আ)-কে প্রত্যেক প্রজাতির এক এক জোড়া করে নৌকায় উঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।

৬ষ্ঠ রুকূ' (১০৫-১২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত নূহ (আ) সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তাঁর জাতিকে দীনের দাওয়াত দিয়েছেন। এ দীর্ঘ সময়ের ঘটনাপঞ্জি কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এসেছে। সেসব অংশ অধ্যয়ন করলে এ সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

২. নূহ (আ) দাওয়াতের সূচনায় তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য প্রথমেই ভীতি প্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করেছেন। এর কারণ হলো তারা অপরাধমূলক কাজে খুব বেশী নিমগ্ন হয়ে পড়েছিল।

৩. অতপর নূহ (আ) তার বিশ্বস্ততার কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর দাওয়াতের গুরুত্ব তাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন ; কিন্তু এতেও তারা তাঁর দাওয়াতকে অগ্রাহ্য করে চলেছে।

৪. এরপর তিনি তাদেরকে তাঁর নিঃস্বার্থতার কথা বলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন ; কিন্তু এতেও তারা অজুহাত তুলে পাশ কাটিয়ে গেছে।

৫. সকল যুগেই নবী-রাসূলদের দাওয়াত তথা সত্যের দাওয়াতের বিরোধিতা এসেছে ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী, ধনীক শ্রেণী, সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গ ও সমসাময়িক সুবিধাভোগী ধর্মীয় নেতাদের পক্ষ থেকে। বর্তমানকালেও এর ব্যতিক্রম নেই, আর ভবিষ্যতেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

৬. নূহ (আ)-এর দাওয়াতে যে নগণ্য সংখ্যক মানুষ সাড়া দিয়েছিল তারা ছিল গরীব, পেশাজীবি ও সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তিহীন যুব সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র একটা অংশ। আমাদের নবী (স)-এর দাওয়াতের প্রথমে এ শ্রেণীর লোকেরাই সাড়া দিয়েছিল। এটাই হকের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য।

৭. দায়ী তথা দীনের পথে আহ্বানকারীর দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। দাওয়াত গ্রহণের সুফল এবং তা প্রত্যাখ্যানের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সজাগ-সচেতন করে দেয়ার অতিরিক্ত কোনো দায়িত্ব তাঁর নেই।

৮. দাওয়াত গ্রহণের ব্যাপারে যাবতীয় হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং। সেখানেই নির্ণয় করা হবে কার অবস্থান কোন্ পর্যায়ে। এ ব্যাপারে দা'য়ীর কোনো ভূমিকা নেই।

৯. সত্যের দাওয়াত যে বা যারা গ্রহণ করে তাদের আর্থিক বা সামাজিক অবস্থান দিয়ে তাদের মর্যাদা নির্ণয় করা হয় না ; তাদের মর্যাদা নির্ণিত হয় ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতে।

১০. সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত বংশ পরম্পরায় সার্বিক প্রচেষ্টার পরও তারা নবীর দাওয়াতকে যখন গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয় তখন তিনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করার জন্য প্রার্থনা করেন।

১১. নূহ (আ) মু'মিনদেরকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন ; কেননা সে জাতি চূড়ান্তভাবে আল্লাহর আযাবের উপযুক্ত হয়ে গেছে।

১২. নূহ (আ) সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত দাওয়াতী কাজ করার পর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, আল্লাহ তা'আলাও তাঁর সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে ও প্রাণীকুলকে রক্ষা করার জন্য নবীকে নৌকা তৈরির নির্দেশ দান করেন।

১৩. অবশেষে আল্লাহ তা'আলা নৌকার আরোহী মু'মিনগণ ও প্রাণীজগত ছাড়া অন্যসব কিছুকে মহাপ্লাবন দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন। তাদের মধ্যে একজনও মু'মিন ছিল না।

১৪. নবীদের এসব ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সুতরাং নবী-রাসূলদের ঘটনাবহুল জীবন সম্পর্কে তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থ থেকে আমাদের অধ্যয়ন করা জরুরী।

১৫. আল্লাহ তা'আলা যা করতে চান তাতে বাধা দেয়ার কোনো শক্তি নেই। তবে তিনি পরম দয়ালু। তাঁর ক্রোধ থেকে তাঁর দয়া অনেক বেশী।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-১৮

﴿١٢٣﴾ كَذَّبَتْ عَادُ ۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٤﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوْهُمْ هُوْدٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٥﴾ إِنِّيْ

১২৩. আদ জাতি রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল।[৮৮] ১২৪. যখন তাদের ভাই হূদ তাদেরকে বলেছিল[৮৯]—'তোমরা কি ভয় করো না' ? ১২৫. নিশ্চয়ই আমি

(১২৩) كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; عَادُ ن-আদ জাতি ; الْمُرْسَلِيْنَ-রাসূলগণকে। (১২৪) اِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিল ; لَهُمْ-তাদেরকে ; اَخُوْهُمْ-(اخو+هم)-তাদের ভাই ; هُوْدٌ-হূদ ; اَلَا تَتَّقُوْنَ-(ا+لا تتقون)-তোমরা কি ভয় কর না ? (১২৫) اِنِّىْ-অবশ্যই আমি ;

৮৮. আদ জাতির ঘটনা বিস্তারিতভাবে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত সূরার উল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য। সূরাগুলো হলো—সূরা আল আ'রাফ ৬৫ আয়াত থেকে ৭২ আয়াত ; সূরা হূদ ৫০-৬০; সূরা হা-মীম আস সাজদা ১৩-১৬ ; সূরা আল আহকাফ ২১-২৬ ; সূরা আয যারিয়াত ৪১-৪৫ ; সূরা আল কামার ১৮-২২, সূরা আল হাক্কাহ ৪-৮ এবং আল ফাজর ৬-৮ আয়াত ।

৮৯. হযরত নূহ (আ)-এর জাতির ধ্বংসের পরে যে জাতির উত্থান দুনিয়াতে হয়েছিল, তারা ছিল এ আদ জাতি। 'আদ জাতি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা থাকলে হযরত হূদ (আ)-এর বক্তব্য বুঝার জন্য সহায়ক হবে। তাদের সম্পর্কে সূরা আ'রাফের ৬৯ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তোমরা স্মরণ করো (আল্লাহর অনুগ্রহ ও দানের কথা) তিনি কাওমে নূহের পর তোমাদেরকে খলীফা তথা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন।"

সূরা আ'রাফের উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর শারীরিক গঠনে তোমাদেরকে বলিষ্ঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করেছেন।"

সেকালে তাদের সমকক্ষ কোনো জাতি-ই ছিল না। এ সম্পর্কে সূরা আল ফাজরের ৮ আয়াতে বলা হয়েছে—

"যাদের মতো কোনো মানুষ (সারা বিশ্বের) জনপদসমূহে সৃষ্টি করা হয়নি।"

তারা অত্যন্ত উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল উঁচু উঁচু ইমারত নির্মাণ করা। আর এজন্য তৎকালীন বিশ্বে তাদের নাম প্রসিদ্ধ ছিল। সূরা আল ফাজরের ৬-৭ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আপনি কি দেখেননি আপনার প্রতিপালক কাওমে 'আদ'-এর সাথে কেমন আচরণ করেছেন ? যারা ছিল 'ইরাম' গোত্রভুক্ত, যাদের দেহাকৃতি ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের মতো।"

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। ১২৬. অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।
১২৭. আর আমি তো তার জন্য তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না ;

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

আমার বিনিময় তো রাব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কারো দায়িত্বে নেই। ১২৮. তোমরা কি প্রত্যেকটি উঁচু স্থানে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ইমারত বানাচ্ছো[১০] ? তোমরা বেহুদা কাজ করছো।

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; رَسُولٌ-একজন রাসূল ; أَمِينٌ-বিশ্বস্ত। (১২৬) فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব ভয় করো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; أَطِيعُونِ-আমার আনুগত্য করো। (১২৭) وَ-আর ; مَا أَسْأَلُكُمْ-আমিতো চাই না তোমাদের কাছে ; عَلَيْهِ-তার জন্য ; مِنْ أَجْرٍ-কোনো বিনিময় ; إِنْ-নেই ; أَجْرِيَ-আমার বিনিময়তো ; إِلَّا-ছাড়া ; عَلَىٰ-অন্য কারো দায়িত্বে ; رَبِّ الْعَالَمِينَ-রাব্বুল আলামীন। (১২৮) أَتَبْنُونَ-(أ+تبنون)-তোমরা কি ইমারত বানাচ্ছো ; بِكُلِّ-(ب+كل)-প্রত্যেকটি ; رِيعٍ-উঁচু স্থানে ; آيَةً-স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ; تَعْبَثُونَ-তোমরা বেহুদা কাজ করছো।

এ জাতি জাগতিক উন্নতি এবং তাদের শারীরিক শক্তিমত্তার কারণে অত্যন্ত অহংকারী হয়ে উঠেছিল। সূরা হা-মীম আস সাজদার ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর কাওমে 'আদ'-এর ব্যাপার হলো—তারা পৃথিবীতে অযথা অহংকার করতো এবং বলতো—'আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিধর কে আছে' ?"

কতেক বড় বড় একনায়ক যালিমের হাতে ছিল তাদের শাসনব্যবস্থা। সূরা হূদ-এর ৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর এ 'আদ' জাতি অস্বীকার করেছিল তাদের রবের নিদর্শনসমূহ এবং অমান্য করেছিল তাদের রাসূলদের, তারা মেনে চলতো প্রত্যেক উদ্ধত, যালিম, একনায়কের আদেশ।"

ধর্মীয় দিক থেকে আল্লাহর অস্তিত্ব তারা স্বীকার করতো ; কিন্তু তারা ছিল মুশরিক। একমাত্র আল্লাহ-ই ইবাদাত পাওয়ার অধিকারী একথা তারা অস্বীকার করতো।

সূরা আল আ'রাফের ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তারা বললো—তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছো যে, আমরা যেন কেবলমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করি এবং আমাদের বাপদাদারা যাদের ইবাদাত করতো, তাদের ছেড়ে দেই ?"

এটা ছিল 'আদ' জাতির মোটামুটি অবস্থা।

⑫⑨ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ⑬⓪ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ

১২৯. এবং তোমরা বিরাট বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করছো যেন তোমরা চিরকাল বাস করবে (তাতে)[৯১]।

১৩০. আর যখন তোমরা (কাউকে) পাকড়াও করো, (তখন) পাকড়াও করো[৯২]

(১২৯) وَ-এবং ; تَتَّخِذُونَ-তোমরা নির্মাণ করছো ; مَصَانِعَ-বিরাট প্রাসাদ ; لَعَلَّكُمْ-যেন তোমরা ; تَخْلُدُونَ-চিরকাল (তাতে) বাস করবে। (১৩০) وَ-আর ; إِذَا-যখন ; بَطَشْتُمْ-তোমরা (কাউকে) পাকড়াও করো ; بَطَشْتُمْ-(তখন) পাকড়াও করো ;

৯০. অর্থাৎ তোমরা বিনা প্রয়োজনে শুধুমাত্র নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও অহমিকা প্রকাশের জন্য উঁচু স্থানগুলোতে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করছো। এগুলো দ্বারা তোমাদের শান-শওকতের প্রদর্শনী করা তোমাদের উদ্দেশ্য।

৯১. অর্থাৎ এত বড় বড় প্রাসাদ তৈরি করেছো যেন তোমরা চিরকাল এখানে থাকবে। এখানকার আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করাই যেন তোমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। এছাড়া তোমাদের চিন্তা করার আর কোনো বিষয় নেই।

বিনা প্রয়োজনে অথবা প্রয়োজনের অধিক দালান-কোঠা তথা সুরম্য অট্টালিকা নির্মাণ করা শরয়ী দিক থেকে নিন্দনীয়। কেননা এ জাতীয় কাজের প্রবণতা কোনো জাতির মধ্যে তখনই প্রবেশ করে যখন তাদের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য, প্রবৃত্তি পূজা ও বৈষয়িক স্বার্থপরতা প্রবল হতে হতে তা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়। এর দ্বারা তাদের মধ্যে আখিরাতমুখী মানসিকতার পরিবর্তে দুনিয়ামুখী মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায়। মূলত এর মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। হযরত আনাস (রা)-এর জবানী তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসের মর্মও তাই। অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত দালান-কোঠার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তাঁর অপর একটি রাওয়ায়াতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রত্যেক দালান-কোঠা তার মালিকের জন্য বিপদ ; তবে যা জরুরী তা বিপদ নয়।

তাফসীরে 'রুহুল মাআনী'-তে বলা হয়েছে—'বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য ছাড়া সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করা মুহাম্মদী শরীয়তে নিন্দনীয় ও দূষণীয়'।

৯২. অর্থাৎ তোমাদের মনুষ্যত্বের অবস্থা এমন যে, দুর্বলদের জন্য তোমাদের অন্তরে একটুও দয়া-মায়া নেই। দরিদ্র লোকদের ইনসাফ পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা তোমাদের দেশে নেই। দুর্বলদের উপর যখন হাত উঠাও—যখন তাদের পাকড়াও করো তখন নির্দয়-নিষ্ঠুর যালিম একনায়কের মত পাকড়াও কর। তোমাদের প্রতিবেশী দুর্বল জাতিগুলো, তোমাদের দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী তোমাদের শোষণ-নির্যাতনের শিকার, এতো গেল একদিক। অপরদিকে তোমরা নিজেদের জীবন-মান উন্নত করার প্রতিযোগিতায় সীমালংঘন করে চলছো, যার ফলে তোমাদের এখন সুরম্য অট্টালিকা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অতপর বিনা প্রয়োজনেই সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করে চলছো। এটাতো শক্তি ও সম্পদের প্রদর্শনী-মহড়া ছাড়া অন্য কিছু নয়।

جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا

নিষ্ঠুর অত্যাচারির মতো। ১৩১. অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ১৩২. আর তোমরা ভয় করো তাকে যিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন সেসব (জিনিস) দিয়ে যা

تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾ اِنِّيْٓ اَخَافُ

তোমরা জান। ১৩৩. তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার দিয়ে ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে। ১৩৪. এবং বাগ-বাগিচা দিয়ে ও ঝর্ণাধারাসমূহ দিয়ে। ১৩৫. আমি অবশ্যই ভয় করি

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ

তোমাদের উপর এক মহাদিবসের শাস্তির। ১৩৬. তারা বললো—আমাদের জন্য একই সমান—তুমি উপদেশ দাও অথবা তুমি না-ই হও

مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾ اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾

উপদেশ দানকারীদের শামিল। ১৩৭. এটাতো পূর্ববর্তীদের অভ্যাস ছাড়া কিছু নয়[৯৩]। ১৩৮. এবং আমরাও শাস্তিপ্রাপ্ত হবো না।

جَبَّارِيْنَ-নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতো। (১৩১) فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; اَطِيْعُوْنِ-আমার আনুগত্য করো। (১৩২) وَ-আর ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; الَّذِيْ-তাকে যিনি ; اَمَدَّكُمْ-(امد+كم)-তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন ; بِمَا-সেসব (জিনিস) দিয়ে যা ; تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জান। (১৩৩) اَمَدَّكُمْ-(امد+كم)-তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন ; بِاَنْعَامٍ-(ب+انعام)-চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ার দিয়ে ; وَّ-ও ; بَنِيْنَ-সন্তান-সন্ততি দিয়ে। (১৩৪) وَ-এবং ; جَنّٰتٍ-বাগ-বাগিচা দিয়ে ; وَّ-ও ; عُيُوْنٍ-ঝর্ণধারাসমূহ দিয়ে। (১৩৫) اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; اَخَافُ-ভয় করি ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের উপর ; عَذَابَ-শাস্তির ; يَوْمٍ-দিবসের ; عَظِيْمٍ-মহা। (১৩৬) قَالُوْا-তারা বললো ; سَوَآءٌ-একই সমান ; عَلَيْنَا-আমাদের জন্য ; اَوَعَظْتَ-(ا+وعظت)-তুমি উপদেশ দাও ; اَمْ-অথবা ; لَمْ تَكُنْ-তুমি না-ই হও ; مِّنَ-শামিল ; الْوٰعِظِيْنَ-(ال+واعظين)-উপদেশ দানকারীদের। (১৩৭) اِنْ-কিছু নয় ; هٰذَا-এটাতো ; اِلَّا-ছাড়া ; خُلُقُ-অভ্যাস ; الْاَوَّلِيْنَ-(ال+اولين)-পূর্ববর্তীদের। (১৩৮) وَ-এবং ; مَا-হবো না ; نَحْنُ-আমরাও ; بِمُعَذَّبِيْنَ-(ب+معذبين)-শাস্তিপ্রাপ্ত।

৯৩. 'কাওমে আদ'-এর একথার অর্থ এটা হতে পারে যে, আমরা যা করছি তা-তো আমাদের বাপদাদারা শত শত বছর আগে থেকেই করে এসেছে। এটা যদি তোমার কথা

⑬⑨ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَٰهُمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ○

১৩৯. অতপর তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো, ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম[৯৪] ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না।

⑭⓪ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ○

১৪০. আর আপনার প্রতিপালক—অবশ্যই তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(১৩৯) فَكَذَّبُوهُ-(ف+كذبوا+ه)-অতপর তারা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো ; فَأَهْلَكْنَٰهُمْ-(ف+اهلكنا+هم)-ফলে আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِى ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَءَايَةً-(ل+اية)-নিশ্চিত নিদর্শন ; وَ-কিন্তু ; مَا-ছিল না ; كَانَ-ছিল না ; أَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; مُّؤْمِنِينَ-মু'মিন। (১৪০) وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لَهُوَ-(ل+هو)-অবশ্যই তিনি ; ٱلْعَزِيزُ-(ال+عزيز)-পরাক্রমশালী ; ٱلرَّحِيمُ-(ال+رحيم)-পরম দয়ালু।

মতো মন্দ হতো, তাহলে তাদের উপর আযাব নেমে আসতো। অথবা এর অর্থ এটা হতে পারে যে, তুমি যা বলছো, তা তোমার আগে অনেকেই এসব নীতি-নৈতিকতার নসীহত করে এসেছে ; কিন্তু দুনিয়ার কোনো পরিবর্তন হয়নি। দুনিয়া নিজ গতিতে এগিয়ে চলছে। তোমাদের মতো লোকের কথা অমান্য করার ফলে দুনিয়া ওলট-পালট হয়ে যায়নি।

৯৪. 'আদ' জাতির ধ্বংসের বিস্তারিত বর্ণনা যা কুরআন মাজীদে এসেছে তা হলো—হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। লোকে দূর থেকে এটাকে বৃষ্টিবাহী মেঘ মনে করে খুশী হয়ে উঠে। কিন্তু এটা ছিল আল্লাহর আযাব। অনবরত আটদিন সাত রাত এ ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে যাতে সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যায়। এ ঝড়ো হাওয়া এতো বেশী প্রবলভাবে বয়ে গেছে যে, জনপদের মানুষগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে চারিদিকে ছুঁড়ে ফেলেছে। বাতাস ছিল অত্যন্ত গরম ও শুষ্ক যা লোকদেরকে অকেজো ও নড়বড়ে করে দিয়ে গেছে। এ জাতির শেষ লোকটি খতম না হওয়া পর্যন্ত এ ঝড় থামেনি। অবশেষে তাদের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তাদের অট্টালিকাগুলো টিকে ছিল। আজ তাদের ধ্বংসাবশেষও আর অবশিষ্ট নেই। সেসব এলাকা আজ ভয়াবহ মরু অঞ্চলে পরিণত হয়ে গেছে।

(৭ম রুকূ' (১২৩-১৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা)

১. 'কাওমে আদ' ছিল আদ ইবনে আওস ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ-এর বংশধর। এ জাতি বৈষয়িক দিক থেকে অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। তাদের নিকট হযরত হুদ (আ)-কে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার কারণে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা অন্য অনেক জাতির মতো একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদেরকেও আল্লাহ ও তাঁর শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

২. দুনিয়া নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী আবাস। সুতরাং দুনিয়াতে এমনভাবে জীবনযাপন করতে হবে যেমন মুসাফিররা সফরে জীবনযাপন করে।

৩. বিনা প্রয়োজনে সুরম্য ভবন তৈরী করে নিজেদের ধন-সম্পদের প্রদর্শনী করা বৈধ নয়।

৪. কোনো সুরম্য অট্টালিকা বা সুদৃঢ় সংরক্ষিত দুর্গ আল্লাহর আযাব ও গজব থেকে রক্ষা করতে পারে না। তার জ্বলন্ত প্রমাণ 'আদ', 'সামূদ' প্রভৃতি জাতিসমূহ। যাদের ধ্বংসাবশেষ আমাদেরকে একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫. সকল নবী-রাসূলই নবুওয়াত লাভের আগেও তাদের জাতির মধ্যে সবচেয়ে আমানতদার হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু যখনই তিনি দীনের দাওয়াত নিয়ে দাঁড়িয়েছেন তখনই তারা তাঁর সকল গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি উপেক্ষা করা শুরু করে।

৬. প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত না দিয়ে আল্লাহর ভয় সৃষ্টির চেষ্টা করার কারণ তাদের চরম অবাধ্যতার জন্য তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করে তাদেরকে নবীর কথা শোনার প্রতি মনোযোগী করা।

৭. আমাদের অস্তিত্ব থেকে শুরু করে সকল কিছুই আল্লাহর দয়ার দান, সুতরাং তাঁর পাকড়াও-এর ভয় ও তাঁর রহমতের আশা আমাদের অন্তরে জাগাতে হবে। আর তাহলেই দীন মেনে চলা সহজ হয়ে যাবে।

৮. আল্লাহ তা'আলা চতুষ্পদ হালাল প্রাণীগুলোকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, আমাদেরকে সন্তান-সন্ততি দান করেছেন ; বাগ-বাগিচা দান করেছেন, আমাদের জন্য নদ-নদী ও ঝর্ণাধারা প্রবাহিত করেছেন। এসবের শোকর আদায় করতে হবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে।

৯. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় না করলে কিয়ামতের দিন এক মহাশাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

১০. আদিকাল থেকে নিয়েই বাতিলপন্থীরা একই অজুহাত-আপত্তি তুলে নিজেরা দীন থেকে সরে থেকেছে এবং জনগণকেও দীন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের এসব ওযর-আপত্তির জবাবে নবীদের পথ-ই অনুসরণ করতে হবে।

১১. অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাদের ধ্বংসের কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা মুহূর্তের মধ্যেই এ বিশ্ব পুরোপুরি বা তার অংশ বিশেষ ধ্বংস করে দিতে পারেন। তিনি এতই পরাক্রমশালী যে, তাঁর এ কাজে বাধা দেয়া অথবা সামান্যতম আপত্তি উত্থাপন করার মতো কোনো শক্তি কোথাও নেই।

১৩. তবে আল্লাহ তা'আলার চেয়ে অধিক দয়ালু দুনিয়া ও আখিরাতে কোথাও কেউ নেই। খাঁটি অন্তরে গুনাহের জন্য অনুশোচনার মাধ্যমে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি অবশ্যই ক্ষমা করে দেন।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১৯

﴿١٤١﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤٢﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٣﴾ إِنِّي

১৪১. সামূদ জাতি রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল[৯৫] ; ১৪২. যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলেছিলেন—'তোমরা কি ভয় করো না' ? ১৪৩. নিশ্চয়ই আমি

(১৪১) كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; ثَمُودُ-সামূদ জাতি ; الْمُرْسَلِينَ-(ال+مرسلين)-রাসূলগণকে। (১৪২) اِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; اَخُوهُمْ-(اخو+هم)-তাদের ভাই ; صَلِحٌ-সালেহ ; اَلَا تَتَّقُونَ-(ا+لا تتقون)-তোমরা কি ভয় করো না। (১৪৩) اِنِّيْ-নিশ্চয়ই আমি ;

৯৫. সামূদ জাতি সম্পর্কেও কুরআন মাজীদের বিভিন্ন সূরায় প্রাসঙ্গিকভাবে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে উল্লিখিত সূরা এবং আয়াতগুলো ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্রষ্টব্য ঃ

সূরা আল-আ'রাফ আয়াত ৭৩-৭৯ ; সূরা হূদ আয়াত ৬১-৬৮ ; সূরা আল হিজর আয়াত ৮০-৮৪; সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত ৫৯ ; সূরা আন নামল আয়াত ৪৫-৫৯ ; সূরা আয যারিয়াত আয়াত ৪৩-৪৫ ; সূরা আল-কামার আয়াত ২৩-৩১ ; সূরা আল হাক্কাহ আয়াত ৪-৫ ; সূরা আল ফাজর আয়াত ৯ এবং সূরা আশ শামস আয়াত ১১ ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

কুরআন মাজীদের আলোচনা থেকে এ জাতি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো—'কাওমে 'আদ'-এর পরে এ সামূদ জাতি-ই দুনিয়াতে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। সূরা আল আ'রাফের ৭৪ আয়াতে তাদেরকে লক্ষ করে সালেহ (আ)-এর বক্তব্যে বলা হয়েছে—"আদ জাতির পরে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকেই প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।" কিন্তু তারা বৈষয়িক উন্নতিতে 'আদ' জাতির পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাদের জীবন যাত্রার মান যতই উন্নত হয়েছে, ততই তাদের মনুষ্যত্বের মান নিম্নগামী হয়েছে। একদিকে তারা সুরম্য প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করতে থাকে, অন্যদিকে তাদের সমাজে শিরক ও মূর্তিপূজার সয়লাব বয়ে যেতে থাকে। আর দুর্বলদের উপর যুলুম-নির্যাতন চলতে থাকে প্রবলভাবে। তাদের মধ্যকার সবচেয়ে অসৎ ও যালিম লোকেরাই নেতৃত্বের আসনে বসেছিল। সালেহ (আ)-এর দাওয়াত নিম্ন শ্রেণীর লোক ছাড়া ধনিক শ্রেণীর লোকদেরকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। উচ্চ শ্রেণীর লোকদের আপত্তি এই ছিল যে, এসব নীচু শ্রেণীর লোকদের সাথে আমরা একই মজলিসে বসতে পারি না।

لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল[৯৬]। ১৪৪. অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ১৪৫. আর আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চাই না ;

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾

আমার বিনিময়ের দায়িত্ব তো 'রাব্বুল আলামীন' ছাড়া কারো উপর নেই। ১৪৬. তোমাদেরকে কি এখানে যেমন তোমরা আছো তার মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে ?[৯৭]

﴿١٤٧﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ

১৪৭. বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণাধারাসমূহের মধ্যে ? ১৪৮. এবং ফসলের মাঠ ও এমন খেজুর বাগানে যার মঞ্জুরী ফল ভারে বিনত[৯৮] ? ১৪৯. আর তোমরা খোদাই করে বানাচ্ছো

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; رَسُولٌ-একজন রাসূল ; أَمِينٌ-বিশ্বস্ত। ⑭④ فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব তোমরা ভয় করো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; أَطِيعُونِ-আমার আনুগত্য করো। ⑭⑤ وَ-আর ; مَا أَسْأَلُكُمْ-(ما اسئل+كم)-আমি চাই না তোমাদের কাছে ; عَلَيْهِ-এজন্য ; مِنْ-কোনো ; أَجْرٍ-বিনিময় ; إِنْ-নেই ; أَجْرِيَ-আমার বিনিময়ের দায়িত্ব তো ; إِلَّا-ছাড়া ; عَلَىٰ-কারো উপর ; رَبِّ الْعَالَمِينَ-রাব্বুল আলামীন। ⑭⑥ أَتُتْرَكُونَ-(ا+تتركون)-তোমাদেরকে কি ছেড়ে দেয়া হবে ? فِي مَا-তার মধ্যে যেমন তোমরা আছো ; هَاهُنَا-এখানে ; آمِنِينَ-নিরাপদে। ⑭⑦ فِي-মধ্যে ; جَنَّاتٍ-বাগ-বাগিচা ; وَ-ও ; عُيُونٍ-ঝর্ণাধারাসমূহের মধ্যে। ⑭⑧ وَ-এবং ; زُرُوعٍ-ফসলের মাঠ ; وَ-ও ; نَخْلٍ-এমন খেজুর বাগান ; طَلْعُهَا-(طلع+ها)-যার মঞ্জুরী ; هَضِيمٌ-ফলভারে বিনত। ⑭⑨ وَ-আর ; تَنْحِتُونَ-তোমরা খোদাই করে বানাচ্ছো ;

৯৬. সকল যুগেই নবী-রাসূলদের নিজ জাতির লোকেরাই তাঁদের সততা ও বিশ্বস্ততার স্বীকৃতি দিয়েছে। সামূদ জাতিও তাদের নবী সালেহ (আ)-এর বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও দক্ষতার স্বীকৃতি নিজমুখেই দিয়েছিল। কুরআনের ভাষায়—

"তারা বললো—হে সালেহ! তুমিতো ইতিপূর্বে আমাদের মধ্যে আশা-ভরসার পাত্র ছিলে ; তুমি কি আমাদের নিষেধ করছো সে সবের উপাসনা করতে, যাদের উপাসনা করতো আমাদের বাপ-দাদারা।"–সূরা হূদ ঃ ৬২

৯৭. অর্থাৎ তোমরা কি মনে করছো তোমাদের এ আরাম-আয়েশ চিরদিন থাকবে ? তোমাদের বাগ-বাগিচা, ফসলের মাঠ, নদ-নদী ও ঝর্ণাধারা ছেড়ে তোমাদেরকে কোথাও যেতে হবে না ? তোমরা যেসব অন্যায় কাজ করে যাচ্ছো তার জন্য তোমাদেরকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না ? তোমাদেরকে দেয়া নিয়ামতের হিসেব নেয়া হবে না ?

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا فٰرِهِيْنَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿١٥١﴾

গৃহসমূহ পাহাড় থেকে দক্ষতার সাথে[৯৯]। ১৫০. অতএব ভয় করো আল্লাহকে এবং আনুগত্য করো আমার। ১৫১. আর অপচয়ে সীমালংঘনকারীদের কাজের আনুগত্য করো না।

﴿١٥٢﴾ الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿١٥٣﴾ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ

১৫২. যারা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, কিন্তু সংস্কার সাধন করে না[১০০]। ১৫৩. তারা (নবীকে) বলে—'তুমি তো নিছক

مِنَ-থেকে ; الْجِبَالِ-(ال+جبال)-পাহাড় ; بُيُوْتًا-গৃহসমূহ ; فٰرِهِيْنَ-দক্ষতার সাথে। ﴿١٥٠﴾ فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; اَطِيْعُوْنِ-আমার আনুগত্য করো। ﴿١٥١﴾ وَ-আর ; لَا تُطِيْعُوْٓا-আনুগত্য করো না ; اَمْرَ-কাজের ; الْمُسْرِفِيْنَ-(ال+مسرفين)-অপচয়ে সীমা লংঘনকারীদের। ﴿١٥٢﴾ الَّذِيْنَ-যারা ; يُفْسِدُوْنَ-ফাসাদ সৃষ্টি করে ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; وَ-কিন্তু ; لَا يُصْلِحُوْنَ-সংস্কার সাধন করে না। ﴿١٥٣﴾ قَالُوْٓا-তারা (নবীকে) বলে ; اِنَّمَا-নিছক ; اَنْتَ-তুমিতো ;

৯৮. অর্থাৎ খেজুরের এমন বাগান, যে বাগানের খেজুর গাছগুলোতে খেজুরের কাঁদিগুলো পাকা পাকা রসালো খেজুরের ভারে নুয়ে পড়ে, আর কোমল হওয়ার কারণে ফেটে যায়।

৯৯. আদ জাতির মতো সামূদ জাতির সভ্যতাও তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রাচীনকালের জাতিসমূহের মধ্যে বিখ্যাত ছিল। পাহাড় কেটে ইমারত বানানো ছিল তাদের এ খ্যাতির কারণ। সূরা আল-ফাজরে আদ জাতিকে 'যাতুল ইমাদ' তথা স্তম্ভের অধিকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তেমনি সামূদ জাতিকেও 'জাবুস সাখরা বিলওয়াদ' অর্থাৎ "এমনসব লোক যারা উপত্যকায় পাহাড় কেটেছে" বলে পরিচয় দিয়েছে। সূরা আল আ'রাফের ৯৮ আয়াতে সামূদ জাতিকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে—

"তোমরা সমতলভূমিতে প্রাসাদ নির্মাণ করছো এবং পাহাড় কেটে বাসস্থান নির্মাণ করছো।" এসব গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এসব কিছু ছিল তাদের শ্রেষ্ঠত্ব, সম্পদ, শক্তি ও নৈপুণ্যের প্রদর্শনী করা। কোনো যথার্থ প্রয়োজন এসব নির্মাণের পেছনে ছিল না। এ জাতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য হলো—একদিকে সমাজের গরীব লোকদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, অন্যদিকে ধনী ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং লোক দেখানোর স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে যেতে থাকে। সামূদ জাতির কিছু কিছু ইমারত এখন পর্যন্ত টিকে আছে। সামূদ জাতির এলাকার অবস্থান ছিল মদীনা ও তাবুকের মধ্যবর্তী হিজাযের বিখ্যাত 'আল উলা' নামক স্থান থেকে কয়েক মাইল উত্তরে। সেখান থেকে পূর্ব দিকে 'আল উলা' থেকে খায়বার পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে জর্ডান রাজ্যের

مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ۚ فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ

যাদুগ্রস্তদের শামিল'।[১০১] ১৫৪. তুমি তো আমাদের মতো একজন মানুষ ছাড়া কিছু নও ; সুতরাং কোনো নিদর্শন নিয়ে এসো, যদি তুমি হয়ে থাকো

مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾

সত্যবাদীদের শামিল[১০২]। ১৫৫. তিনি (সালেহ) বললেন—এটি একটি উটনী[১০৩] তার জন্য রয়েছে পানি পানের পালা এবং তোমাদের জন্যও রয়েছে পানি পানের পালা—সুনির্দিষ্ট দিনে।[১০৪]

مِنَ-শামিল ; الْمُسَحَّرِينَ-(ال+مسحرين)-যাদুগ্রস্তদের। (১৫৪) مَا-কিছু নও ; أَنْتَ-তুমিতো ; إِلَّا-ছাড়া ; بَشَرٌ-একজন মানুষ ; مِثْلُنَا-(مثل+نا)-আমাদের মতো ; فَأْتِ-(ف+ات)-সুতরাং নিয়ে এসো ; بِآيَةٍ-(ب+اية)-কোনো নিদর্শন ; إِنْ-যদি ; كُنْتَ-তুমি হয়ে থাক ; مِنَ-শামিল ; الصَّادِقِينَ-(ال+صدقين)-সত্যবাদীদের। (১৫৫) قَالَ-তিনি (সালেহ) বললেন ; هَٰذِهِ-এটি ; نَاقَةٌ-একটি উটনী ; لَهَا-তার জন্য রয়েছে ; شِرْبٌ-পানি পানের পালা ; وَ-এবং ; لَكُمْ-(ل+كم)-তোমাদের জন্যও রয়েছে ; شِرْبُ-পানি পানের পালা ; يَوْمٍ-দিনে ; مَعْلُومٍ-সুনির্দিষ্ট।

সীমানার মধ্যে ৩০ থেকে ৪০ মাইল পর্যন্ত অঞ্চলে এ জাতির আবাসস্থল ছিল। কিন্তু পুরো এলাকা-ই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

১০০. এখানে হযরত সালেহ (আ)-এর বক্তব্যের সারকথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, যাদের পরিচালনায় তোমাদের এ ভ্রষ্ট ও বিকৃত জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যেসব রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তোমাদের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে তাদের আনুগত্য করা বাদ দাও। এরাই সমাজ ও রাষ্ট্রে অনৈতিক ব্যবস্থা লাগামহীন পশুর মতো যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছে। এদের দ্বারা তোমাদের দেশ ও জাতির কোনো সংস্কার হতে পারে না। হতে পারে না জাতির কোনো কল্যাণ। সুতরাং এদের আনুগত্য পরিহার করতে হবে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমার আনুগত্য করো।

আমার সম্পর্কে তোমাদের জানা আছে। আমার বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী তোমাদের পরীক্ষিত। আমি এজন্য কোনো বিনিময় চাই না। তোমাদের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ কামনা-ই আমার উদ্দেশ্য। আমি এ কাজের বিনিময় এক মাত্র আল্লাহর কাছেই আশা করি। হযরত সালেহ (আ)-এর এ বক্তব্যে শুধু ধর্মীয় প্রচার-ই ছিল না, এটা ছিল সাংস্কৃতিক ও নৈতিক সংস্কার এবং একই সাথে একটি রাজনৈতিক বিপ্লব।

১০১. 'মুসাহ্হার' অর্থ 'যাদুগ্রস্ত'। যাদুর দ্বারা প্রভাবিত হলে যেমন বুদ্ধি-বিবেক লোপ পেয়ে যায় এবং পাগলামী দেখা দেয়, তারা সালেহ (আ)-কেও তেমনি যাদুগ্রস্ত বলে আখ্যায়িত করেছে।

﴿١٥٦﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٧﴾ فَعَقَرُوهَا

১৫৬. এবং এটিকে তোমরা ক্ষতির উদ্দেশ্যে স্পর্শ করো না, তাহলে মহাদিবসের আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করবে। ১৫৭. কিন্তু তারা সেটিকে পায়ের রগ কেটে হত্যা করলো[১০৫]

(১৫৬) وَ-এবং ; لَا تَمَسُّوهَا-(لاتمسوا+ها)-এটিকে তোমরা স্পর্শ করো না ; بِسُوءٍ-(ب+سوء)-ক্ষতির উদ্দেশ্যে ; فَيَأْخُذَكُمْ-(ف+ياخذ+كم)-তাহলে তোমাদেরকে পাকড়াও করবে ; عَذَابُ-আযাব ; يَوْمٍ-দিবসের ; عَظِيمٍ-মহা। (১৫৭) فَعَقَرُوهَا-(ف+عقروا+ها)-কিন্তু তারা সেটিকে পায়ের রগ কেটে হত্যা করলো ;

১০২. অর্থাৎ তোমাকেও তো আমরা আমাদের মতো মানুষ-ই দেখছি। আমাদের ও তোমার মধ্যে পার্থক্য বা তুমি যে আল্লাহর প্রেরিত তার কোনো চিহ্নতো দেখা যাচ্ছে না। তুমি যদি তোমার দাবিতে সত্যবাদী হও, তাহলে এমন কিছু আমাদেরকে দেখাও যাতে আল্লাহ যে তোমাকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন সে বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

১০৩. সালেহ (আ) তাঁর জাতির লোকদের মু'জিযা দাবি করার জবাবে যে উটনী হাজির করেছেন তা কোনো সাধারণ উটনী ছিল না। কারণ সাধারণ একটি উটনী কোনো মু'জিযা হতে পারে না। কুরআন মাজীদ এটাকে মু'জিযা গণ্য করেছে। বলা হয়েছে—"এটি আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন হিসেবে পাঠানো হয়েছে।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর এ বিষয়টিই শুধু মু'জিযা পাঠাতে আমাকে বিরত রেখেছে যে, আগেকার লোকেরা তা অস্বীকার করেছিল ; অতপর আমি 'সামূদ' জাতিকে উটনী দিয়েছিলাম জ্ঞান লাভের উপায় হিসেবে কিন্তু তারা তার প্রতি যুলুম করেছিল। আর আমি ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়া তো মু'জিযা পাঠাই না।"

১০৪. হযরত সালেহ (আ)-এর এ ঘোষণা তাঁর জাতির লোকদের জন্য এক কঠিন বিষয়। পানি যেখানে ছিল জীবনের এক প্রধান বিষয়, যেখানে পানির জন্য সংঘটিত ঝগড়া-ঝাঁটি, খুনোখুনি পর্যন্ত গড়ায়, সেখানে একটি উটনীর পানি পান করার জন্য একটি দিন ছেড়ে দিতে হবে—এটা মেনে নেয়া তাদের জন্য কঠিন হবে এটাই স্বাভাবিক। তবুও তারা ভয়ে ভয়ে কিছুদিন এ নির্দেশ পালনও করেছে। এ নির্দেশের সাথে সাথে বলা হয়েছে—"এ হলো আল্লাহর উটনী, তোমাদের জন্য নিদর্শন স্বরূপ ; সুতরাং একে—ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর যমীনে চরে বেড়াবে এবং তোমরা কখনও খারাপ উদ্দেশ্যে একে ছুঁয়ো না।"

অর্থাৎ সে সারাদিন যেখানে ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেতে খামারে চরে বেড়াবে এবং যা ইচ্ছা খাবে, যেখানে ইচ্ছা যাবে, খবরদার কেউ এর গায়ে খারাপ উদ্দেশ্যে হাত লাগাবে না।

فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴿١٥٧﴾ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ

ফলে তারা অনুতপ্ত হয়ে পড়লো। ১৫৮. অতপর তাদেরকে আযাব পাকড়াও করলো[১০৬]; অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন কিন্তু ছিল না

أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾

তাদের অধিকাংশ মু'মিন। ১৫৯. আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক—তিনি তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

فَأَصْبَحُوا-(ف+اصبحوا)-ফলে তারা হয়ে পড়লো ; نَدِمِيْنَ-অনুতপ্ত। (১৫৮) فَأَخَذَهُمُ-(ف+اخذ+هم)-অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الْعَذَابُ-(ال+عذاب)-আযাব ; اِنَّ-অবশ্যই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-নিশ্চিত নিদর্শন ; وَ-কিন্তু ; مَا كَانَ-ছিল না ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশ ; مُّؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। (১৫৯) وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; لَهُوَ-তিনিতো ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيْمُ-পরম দয়ালু।

১০৫. হযরত সালেহ (আ)-এর এ উটনী দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের এলাকায় স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। তারা এটাকে একটা সামষ্টিক সমস্যা মনে করে এর বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে ফুঁসে উঠতে থাকে। অবশেষে জাতির এক দুর্ভাগা, কাণ্ডজ্ঞানহীন ও হঠকারী সরদার আল্লাহর উটনীর পায়ের রগ কেটে দিল। সূরা আশ শামসের ১১ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত এ পাঁচটি আয়াত এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"সামূদ জাতি নিজেদের বিদ্রোহের কারণে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল (নবীকে)। যখন তাদের মধ্যকার সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠ লোকটি ক্ষেপে গেলো ; তখন তাদেরকে আল্লাহর রাসূল (সালেহ) বললেন—আল্লাহর উটনী, তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থেকো ; কিন্তু তারা তাকে (সালেহ নবীকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো এবং তাকে (উটনীকে) পায়ের রগ কেটে দিয়ে হত্যা করলো। ফলে তাদের গুনাহের কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন এবং (মাটিতে) তাদেরকে মিশিয়ে দিলেন ; তিনি (আল্লাহ) ভয় করেন না তার পরিণামকে।"

১০৬. কুরআন মাজীদের অন্যান্য স্থানেও এ ঘটনার বিবরণ প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এসেছে।

এ হঠকারী জাতি আল্লাহর নিদর্শন উটনীটিকে পায়ের রগ কেটে মেরে ফেলার পর তাদের এ হঠধর্মী আচরণের জন্য তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসে ধ্বংস। সালেহ (আ) তাদেরকে বলেন, "তোমরা তিনদিন তোমাদের গৃহে ভোগ-বিলাস করে নাও।"–সূরা হূদ ঃ ৬৫

অতপর তিনদিন শেষ হওয়ার পর শেষ রাতের দিকে এক প্রচণ্ড ভয়াবহ আওয়াজ হয়। সে সাথে ভয়াবহ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। মুহূর্তের মধ্যে এ হঠকারি জাতির ধ্বংস হয়ে যায়। সকাল হবার পর চারিদিকে লাশের পর লাশ এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল যে, মনে হচ্ছিল শুকনো লতাপাতা জন্তু-জানোয়ারের পদতলে পিষ্ঠ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাদের বড় বড় সুরম্য প্রাসাদরাজী এবং পাহাড়ের পাথর কেটে বানানো গৃহগুলো তাদেরকে আল্লাহর গযব থেকে বাঁচাতে পারেনি।

সূরা আ'রাফের ৭৮ আয়াতে তাদের ধ্বংসের বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে—

"অতপর তাদেরকে পাকড়াও করলো ভূমিকম্প, ফলে তারা নিজ নিজ গৃহে উপুড় হয়ে পড়ে থাকলো।"

সূরা আল হিজর-এর ৮৩ ও ৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তারপর তাদেরকে পাকড়াও করলো প্রভাতে এক বিকট আওয়াজ, যা তারা উপার্জন করেছিল তখন তা তাদেরকে বিপদমুক্ত করতে পারলো না।"

সূরা আল কামারের ৩১ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আমি তাদের উপর একটি মাত্র বিকট নিনাদ পাঠিয়েছিলাম ; ফলে তারা খোয়াড় নির্মাণকারীর দলিত-মথিত শুকনো তৃণ ও বৃক্ষশাখার মতো হয় গেলো।"

৮ম রুকূ' (১৪১-১৫৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সামূদ জাতি ছিল আদ জাতির মতো শক্তিশালী ও বৈষয়িক দিক থেকে উন্নত একটি জাতি। এদের কাছে হযরত সালেহ (আ)-কে নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। এসব কাহিনী উল্লেখ দ্বারা মানব জাতিকে সতর্ক ও সাবধান করা উদ্দেশ্য।

২. সকল যুগেই নবীদের দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও দাওয়াত দানের পদ্ধতি একই ছিল। এ থেকে তাঁদের দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

৩. নবী-রাসূলদের চারিত্রিক নিষ্কলুষতা, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থতা ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্ট্য দ্বারাও তাঁদের নবুওয়াতের প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪. সামূদ জাতি বৈষয়িক দিক থেকে যতই উন্নতি লাভ করেছিল, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে ততই নীচে নেমে গিয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপই ঘটতে দেখা যায়। ব্যক্তি থেকে জাতি সর্বক্ষেত্রেই এরূপ অবস্থা বিদ্যমান।

৫. বৈষয়িক উন্নতি নয়, বরং নৈতিক ও মানবিক উন্নতিই আসল উন্নতি। নৈতিকতা ও মানবিকতার উন্নতি না হলে আল্লাহর নারাজী থেকে কোনো প্রকার উন্নতি-অগ্রগতি মানুষকে রক্ষা করতে পারে না। সামূদ জাতির কাহিনী দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে।

৬. সামূদ জাতির পরিণতি যে কোনো দেশে, যে কোনো জাতির উপরই আপতিত হতে পারে। সুতরাং এ ভয়াবহ পরিণাম থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হলো তাওবা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যে ফিরে আসতে হবে।

৭. দুনিয়ার শান-শওকত ও জৌলুশ, আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতা চিরদিন থাকবে না। একদিন সব ছেড়ে চলে যেতে হবে।

৮. আখেরাতের জীবনই প্রকৃত জীবন। সে জীবন চিরস্থায়ী। সুতরাং সে চিরস্থায়ী জীবনের সুখের জন্যই কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

৯. সুখে-দুঃখে, ধনাঢ্যতায়-দারিদ্রতায় সর্বাবস্থায় আল্লাহর ভয় এবং তার রাসূলের আনুগত্যের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হবে। তাহলেই আখিরাতের জীবন সুখময় হওয়ার আশা করা যেতে পারে।

১০. আল্লাহর ভয়শূন্য ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যশূন্য সকল পর্যায়ের নেতৃত্বের আনুগত্য পরিহার করতে হবে। দুনিয়াতে সকল বিপর্যয়ের মূল কারণ আল্লাহদ্রোহী অসৎ নেতৃত্ব।

১১. এসব অসৎ নেতৃত্বই দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করে ; কিন্তু কোনো সংস্কারমূলক কাজ এদের দ্বারা হয় না। এদের দ্বারা দেশ ও জাতির অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণ হয় না।

১২. দুনিয়ায় অসৎ নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই নবীদের মিশনের লক্ষ্য। কারণ সৎনেতৃত্ব ছাড়া দীনকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়।

১৩. হঠকারী লোকেরাই নিদর্শন দাবি করে। কিন্তু নিদর্শন যখন এসে যায়, তখন তারা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে। ঈমান আনার উদ্দেশ্যে তারা নিদর্শন দাবি করে না। নিদর্শন দাবি করে পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে। এসব চালবাজদের আল্লাহ তা'আলা যথার্থ শাস্তিই দিয়ে থাকেন।

১৪. শেষ নবীর পরে আর কোনো নবীর আগমন হবে না; কিন্তু নবীর কাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর বর্তেছে। এ দায়িত্ব আদায় করতে গেলেও নবীদের সময়কার অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। এটাই চিরন্তন রীতি।

১৫. এ রীতির ব্যতিক্রম হওয়া দ্বারা মনে করতে হবে—আমাদের পদ্ধতি ত্রুটিমুক্ত নয়।

১৬. কুরআনে বর্ণিত জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে শিক্ষালাভ করাই কুরআন অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। আমাদেরকে অবশ্যই এ থেকে শিক্ষালাভ করতে হবে।

১৭. হঠকারিতার শাস্তি ও আনুগত্যের পুরস্কার দিতে একমাত্র আল্লাহ-ই সক্ষম। আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু। অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনাকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-১৬

(১৬০) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (১৬১) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ

১৬০. লূতের জাতি রাসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল[১০৭]। ১৬১. যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলেছিলেন—"তোমরা কি ভয় করবে না ?"

(১৬২) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (১৬৩) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (১৬৪) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ

১৬২. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। ১৬৩. অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ১৬৪. আর আমি তো এর জন্য চাই না

مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ (১৬৫) أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

কোনো বিনিময় ; রাব্বুল আলামীন ছাড়া কারো উপর আমার বিনিময়ের দায়িত্ব নেই। ১৬৫. সারা জগতবাসীর মধ্যে তোমরা কি পুরুষদের সাথে উপগত হও।[১০৮]

(১৬০) كَذَّبَتْ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; قَوْمُ-জাতি ; لُوطٍ-লূতের ; الْمُرْسَلِينَ-রাসূলগণকে। (১৬১) إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; أَخُوهُمْ-(اخو+هم)-তাদের ভাই ; لُوطٌ-লূত ; أَلَا تَتَّقُونَ-(ا+لا تتقون)-তোমরা কি ভয় করবে না। (১৬২) إِنِّي-নিশ্চয়ই আমি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; رَسُولٌ-একজন রাসূল ; أَمِينٌ-বিশ্বস্ত। (১৬৩) فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব ভয় করো ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; أَطِيعُونِ-আমার আনুগত্য করো। (১৬৪) وَ-আর ; مَا أَسْأَلُكُمْ-(ما اسئل+كم)-আমিতো চাই না তোমাদের কাছে ; عَلَيْهِ-এর জন্য ; مِنْ أَجْرٍ-(من+اجر)-কোনো বিনিময় ; إِنْ-নেই ; أَجْرِيَ-আমার বিনিময়ের দায়িত্ব ; إِلَّا-ছাড়া ; عَلَىٰ-কারো উপর ; رَبِّ الْعَالَمِينَ-রাব্বুল আলামীন ছাড়া। (১৬৫) أَتَأْتُونَ-(ا+تاتون)-তোমরা কি উপগত হও ; الذُّكْرَانَ-(ال+ذكران)-পুরুষদের সাথে ; مِنَ-মধ্যে ; الْعَالَمِينَ-সারা জগতবাসীর।

১০৭. 'কাওমে লূত' ও তাদের অপকর্ম এবং পরিণতি সম্পর্কে বিশদ অবগতির জন্য কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত সূরাগুলোর উল্লিখিত আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য। সূরা আল আ'রাফ আয়াত ৮০-৮৪ ; হূদ ৭৪-৮৩ ; আল হিজর ৫৭-৭৭ ; আল আম্বিয়া ৭১-৭৫ ; আন নামল ৫৪-৫৮ ; আল আনকাবূত ২৮-৩৫ ; আস সাফ্ফাত ১৩৩-১৩৮ এবং আল কামার ৩৩-৩৯।

১০৮. অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের মধ্যে তোমরা যৌন চাহিদা মেটানোর জন্য শুধুমাত্র পুরুষদের বাছাই করে নিয়েছো, অথচ দুনিয়াতে মেয়ের সংখ্যাও কম নয়। এর অপর

﴿١٦٦﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ○

১৬৬. এবং তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যা সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে তোমরা বর্জন করেছো[১০৯] ; বরং তোমরা তো সীমালংঘনকারী জাতি।[১১০]

﴿١٦٧﴾ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم

১৬৭. তারা বললো—"হে লূত! তুমি যদি (এসব কথা বলা) থেকে বিরত না হও, তাহলে তুমি অবশ্যই বহিষ্কৃতদের শামিল হয়ে যাবে"[১১১]। ১৬৮. তিনি (লূত) বললেন—আমি অবশ্যই তোমাদের কাজের প্রতি

(১৬৬) وَ-এবং ; تَذَرُونَ-বর্জন করছো ; مَا-তাদেরকে, যা ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; رَبُّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক ; مِنْ-মধ্য থেকে ; أَزْوَاجِكُمْ-(ازواج+كم)-তোমাদের স্ত্রীদের ; بَلْ-বরং ; أَنْتُمْ-তোমরা ; قَوْمٌ-জাতি ; عَدُونَ-সীমালংঘনকারী। (১৬৭) قَالُوا-তারা বললো ; لَئِنْ-যদি ; لَمْ تَنْتَهِ-তুমি (এসব কথা থেকে) বিরত না হও ; يَلُوطُ-(يا+لوط)-হে লূত ! لَتَكُونَنَّ-তবে তুমি অবশ্যই হয়ে যাবে ; مِنَ-শামিল ; الْمُخْرَجِينَ-(ال+مخرجين)-বহিষ্কৃতদের। (১৬৮) قَالَ-তিনি (লূত) বললেন ; اِنِّي-আমি অবশ্যই ; لِعَمَلِكُمْ-(ل+عمل+كم)-তোমাদের কাজের প্রতি ;

একটি অর্থ হতে পারে যে, সারা জগতের মধ্যে তোমরাই একমাত্র যৌনক্ষুধা মেটানোর জন্য পুরুষদের কাছে যাও। মানবজাতির মধ্যে এমন দল আর দ্বিতীয়টি নেই। এমন কি পশুদের মধ্যে সমলিঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের নজীর নেই। সূরা আল আ'রাফ-এর ৮০ আয়াতে বলা হয়েছে যে—

"তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের আগে বিশ্ববাসীদের মধ্যে কেউ করেনি।"

১০৯. অর্থাৎ তোমাদের যৌন চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীজাতি সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদেরকে এ কাজে ব্যবহার করছো, যা একটা অস্বাভাবিক উপায়। অথবা এর অর্থ—আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে অঙ্গকে তোমাদের যৌন ক্ষুধা মেটানোর জন্য সৃষ্টি করেছেন সেই স্বাভাবিক পথ ছেড়ে তোমরা তাদের সাথেও অস্বাভাবিক উপায়ে তোমাদের চাহিদা মেটাচ্ছো।

শেষোক্ত অর্থ থেকে ইংগীত পাওয়া যায় যে, এ যালিমরা নিজেদের স্ত্রীদেরকে অস্বাভাবিক উপায়ে ব্যবহার করতো। {হতে পারে তারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এটা করতো}। হাদীসে এ অপকর্মের হোতার প্রতি লা'নত করা হয়েছে। (রুহুল মাআনী)

১১০. 'কাওমে লূতের' অপকর্ম শুধু এটাই ছিল না, তারা সীমালংঘনের চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সূরা আনকাবূতের ২৯ আয়াতে তাদের নৈতিক অবস্থার বর্ণনা এভাবে দেয়া হয়েছে—

"তোমরা পুরুষদের সাথে উপগত হও, রাজপথে দস্যুতা করছো এবং তোমাদের নিজস্ব মজলিসে প্রকাশ্যে অপকর্ম করছো।"

مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

ঘৃণা পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তারা যা করে তা থেকে রক্ষা করুন[১১২]। ১৭০. অতপর আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে।

﴿١٧١﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧٢﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٣﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ

১৭১. পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যকার এক বৃদ্ধা ছাড়া[১১৩]। ১৭২. এরপর আমি ধ্বংস করে দিলাম অন্যদেরকে। ১৭৩. এবং আমি তাদের উপর বর্ষণ করার মতোই বৃষ্টি বর্ষণ করলাম ;

مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الْقَالِينَ-(ال+قالين)-ঘৃণা পোষণকারীদের। (১৬৯) رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক! نَجِّنِي-(نج+نى)-আমাকে রক্ষা করুন ; وَ-এবং ; أَهْلِي-(اهل+ى)-আমার পরিবারবর্গকে ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা ; يَعْمَلُونَ-তারা করে। (১৭০) فَنَجَّيْنَاهُ-(ف+نجينا+ه)-অতপর আমি রক্ষা করলাম তাকে ; وَ-ও ; أَهْلَهُ-(اهل+ه)-তার পরিবারের ; أَجْمَعِينَ-সবাইকে। (১৭১) إِلَّا-ছাড়া ; عَجُوزًا-এক বৃদ্ধা ; فِي الْغَابِرِينَ-(فى+ال+غابرين)-পেছনে অবস্থানকারীদের মধ্যকার। (১৭২) ثُمَّ-এরপর ; دَمَّرْنَا-ধ্বংস করে দিলাম ; الْآخَرِينَ-(ال+اخرين)-অন্যদেরকে। (১৭৩) وَ-এবং ; أَمْطَرْنَا-আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলাম ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের উপর ; مَطَرًا-বর্ষণ করার মতই ;

অধিক অবগতির জন্য সূরা আল হিজর-এর ৫৭ আয়াত থেকে ৭৭ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

১১১. অর্থাৎ তোমার আগে যারাই আমাদের কাজের ব্যাপারে নাক গলিয়েছে তাদেরকে এ জনপদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। এখন তুমি যদি এ তৎপরতা বন্ধ না করো, তোমাকেও তাদের ভাগ্য বরণ করতে হবে।

ইতিপূর্বে তারা নিজেদের মধ্যে ফায়সালা করে নিয়েছিল যে, লূত-এর পরিবারকে জনপদ থেকে বের করে দেয়া হবে। সূরা আ'রাফ-এর ৮২ আয়াত এবং সূরা নামলের ৫৬ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে—

"তোমাদের জনপদ থেকে লূত ও তার সাথীদেরকে বের করে দাও ; তারাতো এমন মানুষ যারা নিজেদের পবিত্রতা যাহির করতে চায়।"

১১২. অর্থাৎ এ কলুষিত সমাজের অপকর্মের পরিণাম থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন অথবা এদের এ নোংরা পরিবেশের প্রভাব থেকে আমাদেরকে এবং আমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে বাঁচান। আমরাতো এ পরিবেশে সদা-সর্বদা আযাব ভোগ করছি।

১১৩. এখানে হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রীকে বুঝানো হয়েছে। কাওমে লূতের কুকর্মে তার সম্মতি ছিল এবং সে কাফির ছিল। সূরা আত তাহরীমের ১০ আয়াতে হযরত নূহ (আ) ও হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

فَسَاۤءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾

এবং এ বৃষ্টি সতর্ককৃতদের জন্য কতইনা মন্দ ছিল।[১১৪] ১৭৪. অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন ছিল না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾

১৭৫. আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক—তিনি তো নিশ্চিত পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

فَسَاۤءَ-(ف+ساء)-এবং কতই না মন্দ ছিল ; مَطَرُ-এ বৃষ্টি ; الْمُنْذَرِيْنَ-(ال+منذرين)-সতর্ককৃতদের জন্য। ১৭৪ اِنَّ-অবশ্যই ; فِيْ ذٰلِكَ-(فى+ذلك)-এতে রয়েছে; لَاٰيَةً-নিশ্চিত নিদর্শন ; وَ-কিন্তু ; مَا كَانَ-ছিল না ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; مُّؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ১৭৫ وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; لَهُوَ-(ل+هو)-তিনি তো নিশ্চিত ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيْمُ-(ال+رحيم)-পরম দয়ালু।

"আল্লাহ কাফিরদের জন্য দৃষ্টান্ত পেশ করছেন নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর ; তারা দু'জন আমার দু'জন নেকবান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা তাঁদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে এড়াতে পারেনি।"

অর্থাৎ তারা কাফির ছিল বিধায় নিজের স্বামীর সাথে সহযোগিতা করার পরিবর্তে কাফিরদের সহযোগিতা করে। যার ফলে আল্লাহ তাআলা যখন লূতের কাওমের উপর আযাব নাযিলের সিদ্ধান্ত নেন, তখন লূত (আ)-কে নিজ পরিবার-পরিজন নিয়ে জনপদ থেকে হিজরত করার নির্দেশ দেন। কিন্তু তৎসঙ্গে নিজের স্ত্রীকে সংগে না নেয়ার নির্দেশ দেন।

সূরা হূদ-এর ৮১ আয়াতে বলা হয়েছে—

"(হে লূত!) আপনি রাতের কোনো এক সময়ে আপনার পরিবার-পরিজন নিয়ে বাইরে চলে যান এবং আপনাদের মধ্য থেকে কেউ যেন পেছন ফিরে না তাকায় কিন্তু আপনার স্ত্রী ব্যতীত ; নিশ্চয়ই তার উপর তা-ই আপতিত হবে, যা ওদের উপর আপতিত হবে।"

১১৪. 'কাওমে লূতের' উপর যে বৃষ্টি বর্ষণের কথা এখানে বলা হয়েছে, তা পানির বৃষ্টি ছিল না, বরং তা ছিল পাথর বৃষ্টি। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় তাদের উপর আপতিত আযাব সম্পর্কে যে সবিস্তার বিবরণ পাওয়া যা তা হলো—

লূত (আ) যখন তাঁর পরিবার-পরিজন নিয়ে রাতের শেষ অংশে বের হয়ে গেলেন, তখন ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো এবং এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প তাদের জনপদকে ওলট-পালট করে দিল। আগ্নেয়গিরির এক ভয়ংকর

অগ্নুৎপাতের ফলে তাদের উপর পোড়া মাটির পাথর বর্ষিত হলো এবং এক প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়ার ফলে তাদের উপর পাথর বর্ষিত হলো।

প্রত্নতাত্তিক গবেষকদের মতে এ ঘটনা ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব ২৩০০ সাল থেকে খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে।

কাওমে লূতের এলাকাটি বর্তমানে একেবারে বিরাণ ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সেখানে বিপুল সংখ্যক পুরাতন জনপদের বাড়ীঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এক সময় এগুলো যে অত্যন্ত জনবহুল এলাকা ছিল তা ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয়। আজও সেখানে শত শত পল্লীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে এ এলাকা আর শস্য-শ্যামল নয়।

বাইবেলে এ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা থেকে এ ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায়। বাইবেলের বর্ণনা মতে, কাওমে লূতের এলাকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার খবর পেয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) হেব্রন থেকে এ উপত্যকার অবস্থা দেখতে আসেন। তখন মাটির অভ্যন্তর থেকে কামারের ভাটার ধোঁয়ার মত ধোঁয়া উঠছিল।

৯ম রুকূ' (১৬০-১৭৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অন্যান্য নবী-রাসূলদের মতো লূত (আ)-এর দাওয়াতও একই ছিল। তাঁরা প্রথমেই তাদের অপরাধ সম্পর্কে সচেতন করে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। নবীদের সাথে সংঘাতের মূল সূত্র হলো 'নাহী আনিল মুনকার' তথা অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালানো।

২. সকল নবী-রাসূলের মতো লূত (আ)-ও নিঃস্বার্থভাবে নিজ জাতিকে জঘন্য অপকর্ম থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু তারা তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার হুমকী দিয়েছিল। তারা ছিল অপরাধের সকল সীমালংঘনকারী।

৩. অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে না পারলে সৎকাজের আদেশ কার্যকর হয় না। সুতরাং কোনোটাকে বাদ রেখে অপরটা করা যাবে না।

৪. 'কাওমে লূত'-ই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সমকামিতার মতো জঘন্য অপরাধের সূচনা করেছে। সুতরাং দুনিয়ার শেষদিন পর্যন্ত যারাই এ অপরাধ করবে, তার একটা অংশ সূচনাকারী হিসেবে 'কাওমে লূত'-এর ঘাড়ে চাপানো হবে।

৫. অন্যায় কাজকে ঘৃণা করে নিষ্ক্রীয় হয়ে থাকলে চলবে না, বরং অন্তরে অন্তরে অন্যায়কে প্রতিহত করার উপায় বের করার চেষ্টা করতে হবে।

৬. সমাজের সকল নাফরমানীর কাজ থেকে এবং এ কাজের মন্দ প্রভাব থেকে নিজের সন্তান-সন্ততির এবং দেশ ও জাতির মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

৭. আল্লাহর নাফরমানীর কাজ থেকে সমাজকে মুক্ত করার চেষ্টা না করলে শুধুমাত্র নিজে তা থেকে বিরত থাকলেও আল্লাহর গযব থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

৮. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে যে, যেসব অন্যায়-অপরাধের কাজের কারণে এসব জাতি ধ্বংস হয়েছে, সেসব কাজ থেকে নিজেরা যেমন বেঁচে থাকতে হবে, তদ্রূপ সমাজ, দেশ ও জাতি সর্বোপরি বিশ্ব-মানবতাকে সেসব অপরাধ থেকে মুক্তিদান করার চেষ্টা করতে হবে।

৯. আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই অপরাধের জন্য পাকড়াও করতে সক্ষম, তবে তাঁর দয়ায় আমরা তাঁর গযব থেকে বেঁচে আছি।

সূরা হিসেবে রুকূ'-১০
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-১৬

﴿١٧٦﴾ كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٧﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُوْنَ

১৭৬. আইকাবাসীরা রাসূলগণকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল।[১১৫] ১৭৭. যখন শুয়াইব তাদেরকে বলেছিলেন—তোমরা কি ভয় করবে না ?

﴿١٧٨﴾ إِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِيْنٌ ﴿١٧٩﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيْعُوْنِ ﴿١٨٠﴾ وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

১৭৮. নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রাসূল। ১৭৯. অতএব আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। ১৮০. আর আমি তো এর জন্য তোমাদের নিকট কোনো বিনিময় চাই না।

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨١﴾ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ

রাব্বুল আলামীন ছাড়া আমার বিনিময়ের দায়িত্ব কারো উপর নেই। ১৮১. তোমরা ওযনকে পূর্ণ করো এবং ওযনে কমদাতাদের শামিল হয়ো না।

(১৭৬) كَذَّبَ-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ-আইকাবাসীরা ; الْمُرْسَلِيْنَ-রাসূলগণকে। (১৭৭) إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; لَهُمْ-তাদেরকে ; شُعَيْبٌ-শুয়াইব ; أَلَا تَتَّقُوْنَ-তোমরা কি ভয় করবে না। (১৭৮) إِنِّيْ-নিশ্চয়ই আমি ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; رَسُوْلٌ-একজন রাসূল ; أَمِيْنٌ-বিশ্বস্ত। (১৭৯) فَاتَّقُوا-(ف+اتقوا)-অতএব ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; أَطِيْعُوْنِ-আমার আনুগত্য করো। (১৮০) وَ-আর ; مَا أَسْئَلُكُمْ-(ما اسئل+كم)-তোমাদের নিকট চাই না ; عَلَيْهِ-এর জন্য ; مِنْ-কোনো ; أَجْرٍ-বিনিময় ; إِنْ-নেই ; أَجْرِيَ-আমার বিনিময়ের দায়িত্ব ; إِلَّا-ছাড়া ; عَلٰى-কারো উপর ; رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-রাব্বুল আলামীন। (১৮১) أَوْفُوا-তোমরা পূর্ণ করো ; الْكَيْلَ-(ال+كيل)-ওযনকে ; وَ-এবং ; لَا تَكُوْنُوْا-হয়ো না ; مِنَ-শামিল ; الْمُخْسِرِيْنَ-(ال+مخسرين)-ওযনে কমদাতাদের।

১১৫. ইতিপূর্বে সূরা আল হিজরের ৭৮ ও ৭৯ আয়াতে আইকাবাসীদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এসেছে। এখানে কিছুটা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। মাদইয়ান ও আইকা দু'টো আলাদা স্থান এবং উভয় স্থানের অধিবাসীরা দু'টো আলাদা গোত্র। তবে তারা একই বংশের দু'টো আলাদা শাখা। এদের একই বংশ ধারার দু'টো গোত্র হওয়ার কারণে সম্ভবত উভয় গোত্রের জন্য একজন নবী পাঠানো হয়েছে। এদের ভাষাও সম্ভবত একই

⑱ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ⑱ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَ

১৮২. তোমরা সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওযন করো[১১৬]। ১৮৩. আর মানুষকে তাদের দ্রব্য-সামগ্রী কম দিও না[১১৭] এবং

لَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ⑱ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ۞

দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াইও না ফাসাদকারীদের মতো। ১৮৪. আর তোমরা ভয় করো তাঁকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং (তোমাদের) আগেকার জনগোষ্ঠীকে।

(১৮২) وَزِنُوا-তোমরা ওযন করো ; بِالْقِسْطَاسِ-(ب+ال+قسطاس)-দাড়িপাল্লায় ; الْمُسْتَقِيمِ-(ال+مستقيم)-সঠিক। (১৮৩) وَ-আর ; لَا تَبْخَسُوا-কম দিও না ; النَّاسَ-(ال+ناس)-মানুষকে ; أَشْيَاءَهُمْ-(اشياء+هم)-তাদের দ্রব্য সামগ্রী ; وَ-এবং ; لَا تَعْثَوْا-বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াইও না ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; مُفْسِدِينَ-ফাসাদকারীদের মতো। (১৮৪) وَ-আর ; اتَّقُوا-তোমরা ভয় করো ; الَّذِي-তাঁকে যিনি ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; وَ-এবং ; الْجِبِلَّةَ-জনগোষ্ঠীকে; الْأَوَّلِينَ-(তোমাদের) আগেকার।

ছিল। উভয় গোত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও একই ছিল। এদের উভয়ের প্রতি শুয়াইব (আ)-এর দাওয়াত ও উপদেশ একই ছিল এবং শেষে এদের পরিণতিও একই হয়েছিল। পেশাগত দিক থেকেও এদের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। আর ব্যবসায়িক অসততা, ধর্মীয় কুসংস্কার ও চারিত্রিক দোষ ইত্যাদি বিষয়েও তাদের মধ্যে মিল ছিল। রাজপথে এরা রাহাজানি ও লুঠতরাজ করতো। আল্লাহ তা'আলা উভয় গোত্রের জন্য হযরত শুয়াইব (আ)-কে পাঠালেন। তিনি উভয় গোত্রকে একই উপদেশ দান করেছিলেন।

১১৬. অর্থাৎ ন্যায় ও সুবিচারের সাথে মেপে দাও। দাড়িপাল্লা এবং এমন ধরনের মাপ ও ওযনের অন্যান্য যন্ত্রপাতিকে সোজা ও সরলভাবে ব্যবহার করো, যাতে কম হওয়ার আশংকা না থাকে।

১১৭. অর্থাৎ লোকদেরকে তাদের প্রাপ্যবস্তু কম দেবে না। চুক্তি অনুযায়ী যার যতটুকু প্রাপ্য, তার চাইতে কম দেয়া বৈধ নয়। এর দ্বারা জানা গেল যে, সকল প্রকার চুক্তি পুরোপুরি অনুসরণ করতে হবে। শ্রমিক-কর্মচারী ও মালিকের মধ্যকার চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত। 'মুয়াত্তা' হাদীস গ্রন্থে ইমাম মালেক (র) বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রা) জনৈক ব্যক্তিকে আসরের নামাযে শরীক না হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করায় সে কিছু অজুহাত পেশ করলো। তখন ওমর (রা) বললেন, 'তাফাফতা' অর্থাৎ তুমি ওযনে কম করেছো। নামায যেহেতু ওযনের বস্তু নয়, তাই ইমাম মালেক (র) বলেন যে, প্রাপ্য অনুযায়ী কম করা প্রত্যেক জিনিসের মধ্যেই হতে পারে। শুধু মাপ ও ওযনের সাথেই এ হুকুম সংশ্লিষ্ট নয় এবং কারো হক কম দেয়া তা যেভাবেই হোক না কেন হারাম।

১৮৫ قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ۝ ١٨٦ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَاِنْ نَّظُنُّكَ

১৮৫. তারা বললো—"তুমি তো শুধুমাত্র যাদুগ্রস্তদের শামিল। ১৮৬. এবং তুমি তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া কিছু নও ; আর আমরা ধারণা করি তোমাকে

لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ ١٨٧ فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

অবশ্যই মিথ্যাবাদীদের শামিল। ১৮৭. সুতরাং আমাদের উপর আসমানের একটা খণ্ড ফেলে দাও যদি তুমি সত্যবাদীদের শামিল হয়ে থাক।

١٨٨ قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ ١٨٩ فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ؕ

১৮৮. তিনি (শুয়াইব) বললেন—আমার প্রতিপালক সে সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন যা তোমরা কর[১১৮]। ১৮৯. অতপর তারা তাঁকে (শুয়াইবকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো ফলে মেঘাচ্ছন্ন দিনের আযাব তাদেরকে পাকড়াও করলো ;[১১৯]

(১৮৫) قَالُوْا-তারা বললো ; اِنَّمَا اَنْتَ-তুমিতো শুধুমাত্র ; مِنَ-শামিল ; الْمُسَحَّرِيْنَ-(ال+مسحرين)-যাদুগ্রস্তদের। (১৮৬) وَ-এবং ; مَا-কিছু নও ; اَنْتَ-তুমিতো ; اِلَّا-ছাড়া ; بَشَرٌ-মানুষ ; مِّثْلُنَا-(مثل+نا)-আমাদের মতো ; وَ-আর ; اِنْ-যে ; نَّظُنُّكَ-(نظن+ك)-আমরা ধারণা করি তোমাকে ; لَمِنَ-অবশ্যই শামিল ; الْكٰذِبِيْنَ-(ال+كذبين)-মিথ্যাবাদীদের। (১৮৭) فَاَسْقِطْ-(ف+اسقط)-সুতরাং ফেলে দাও ; عَلَيْنَا-আমাদের উপর ; كِسَفًا-একটা খণ্ড ; مِّنَ السَّمَاءِ-(من+ال+سماء)-আসমানের ; اِنْ-যদি ; كُنْتَ-তুমি হয়ে থাক ; مِنَ-শামিল ; الصّٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদের। (১৮৮) قَالَ-তিনি (শুয়াইব) বললেন ; رَبِّيْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; اَعْلَمُ-ভালোভাবেই জানেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করো। (১৮৯) فَكَذَّبُوْهُ-(ف+كذبوا+ه)-অতপর তারা তাঁকে (শুয়াইব)-কে মিথ্যা সাব্যস্ত করলো ; فَاَخَذَهُمْ-(ف+اخذ+هم)-ফলে তাদেরকে পাকড়াও করলো ; عَذَابُ-আযাব ; يَوْمِ-দিনের ; الظُّلَّةِ-(ال+ظلة)-মেঘাচ্ছান্ন ;

১১৮. অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে আমার প্রতিপালকই ভাল জানেন। আযাব নাযিল করা আমার কাজ নয়। আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞানী, তিনি যদি তোমাদেরকে আযাবের উপযুক্ত মনে করেন তাহলে আযাব দেবেন। আইকাবাসী কাফিরদের মতো কুরাইশ কাফিররাও রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে একই দাবি করেছিল। তাদের দাবি বনী ইসরাঈলের ৯২ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—

"অথবা তুমি যেমন বলে থাকো সে অনুযায়ী আমাদের উপর আসমানকে খণ্ড খণ্ড করে ফেলে দাও ;"

إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٩٠﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم

অবশ্যই তা ছিল এক ভয়াবহ দিনের আযাব। ১৯০. নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন ; কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল না

مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

মু'মিন। ১৯১. আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক—তিনি নিশ্চিত পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

اِنَّهٗ-(ان+ه)-অবশ্যই তা ; كَانَ-ছিল ; عَذَابَ-আযাব ; يَوْمٍ-দিনের ; عَظِيْمٍ-
ভয়াবহ। (১৯০) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-নিশ্চিত নিদর্শন ; وَ-কিন্তু ;
مَا كَانَ-ছিল না ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; مُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। (১৯১) وَ
-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لَهُوَ-তিনি নিশ্চিত ; الْعَزِيْزُ-(ال+
عزيز)-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيْمُ-(ال+رحيم)-পরম দয়ালু।

মক্কার কুরাইশ কাফেরদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা যে দাবি করছো, এ একই দাবি আইকাবাসীরা তাদের নবী শুয়াইব (আ)-এর কাছে জানিয়েছিল। শুয়াইব (আ) তাদেরকে যে জবাব দিয়েছিলেন, মুহাম্মাদ (স)-এর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যও সে একই জবাব।

১১৯. আইকাবাসীদের উপর আপতিত আযাবের বিস্তারিত বিবরণ কুরআন ও কোনো সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হয়নি। তবে এ আয়াতের শব্দ থেকে যা প্রকাশ পায় তাহলো—তারা যেহেতু আসমানী আযাব চেয়েছিল। তাই আল্লাহ্ তাদের উপর মেঘমালা পাঠিয়ে দিলেন। এ মেঘমালা তাদের উপর আযাবের বৃষ্টি পাঠিয়ে দিল এবং তাদেরকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া পর্যন্ত তাদের উপর ছাতার মতো লেগে থাকলো।

আর মাদইয়ানবাসীদের আযাব ছিল ভিন্ন ধরনের। তাদের উপর আযাব এসেছিল একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ ও ভূমিকম্পের আকারে।

তাফসীরে রুহুল মাআনীতে এ আয়াতের ঘটনা সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্ তা'আলা তীব্র গরম চাপিয়ে দেন। ফলে তারা ঘরের ভেতরে বা বাইরে কোথাও শান্তি পেত না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের নিকটবর্তী একটি মাঠের উপর গাঢ় কাল মেঘ প্রেরণ করেন। এ মেঘের নীচে ছিল শীতল বায়ু। গরমে অস্থির লোকেরা দৌড়ে গিয়ে এ মেঘের নীচে জমায়েত হয়। তখন মেঘমালা তাদের উপর পানির পরিবর্তে অগ্নি বর্ষণ শুরু করে। ফলে তারা ছাই-ভস্ম হয়ে গেল।–রুহুল মাআনী

১০ রুকূ' (১৭৬-১৯১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত শুয়াইব (আ)-কে আইকা ও মাদইয়ানবাসীদের নিকট নবী হিসেবে পাঠানো হয়েছিল ; কিন্তু তারা শুয়াইব (আ)-কে অস্বীকার করেছিল, ফলে তাদের উপর আসমানী আযাব এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এভাবে শেষ নবীর আনীত দীনকে অস্বীকার করার পরিণতিও ভয়াবহ হতে বাধ্য।

২. অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মতো শুয়াইব (আ)-ও একই দাওয়াত দিয়েছিলেন— 'আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।' এর মধ্যেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ।

৩. দীন শিক্ষা দান ও প্রচার কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ নয় ; তবে অপারগ অবস্থায় পরবর্তী মনীষীগণ একে জায়েয সাব্যস্ত করেছেন। জীবিকার জন্য প্রয়োজন অনুপাতে কুরআন হাদীস ও ফিকাহ ইত্যাদি শিক্ষাদান করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয।

৪. ক্রয়-বিক্রয় ও লেন-দেনে সঠিকভাবে ন্যায়-ইনসাফের সাথে সঠিক দাড়িপাল্লা বা পরিমাপ যন্ত্রের সাহায্যে কোনো প্রকার কম-বেশী না করে মেপে দিতে হবে।

৫. পরিমাপে হেরফের করা দ্বারা আল্লাহর আযাবকে আহ্বান করা হয়। সুতরাং সঠিক পরিমাপ-এর মাধ্যমে আল্লাহর আযাব থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে হবে।

৬. দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য মুশরিক ও কাফিররা-ই দায়ী। শিরক ও কুফর-ই পৃথিবীতে বিপর্যয়ের মূল কারণ।

৭. আমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তখন তাকেই আমাদের ভয় করতে হবে এবং তাঁরই বিধান মেনে চলতে হবে।

৮. আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে না চললে আসমান থেকে আযাব আসতে পারে ; নবী-রাসূলদের কাজ হলো দীনের দাওয়াত পৌঁছানো। কাদের উপর আল্লাহ আযাব নাযিল করবেন, সে সিদ্ধান্ত নবীর নয় ; বরং তা আল্লাহর-ই সিদ্ধান্ত।

৯. যেসব জাতি আসমানী গযবের শিকার হয়েছে তারা কেউ-ই মু'মিন ছিল না।

১০. যেসব অপরাধে এসব জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে সেসব অপরাধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে।

১১. আল্লাহর আযাবের ভয় ও তাঁর রহমতের আশা অন্তরে সদা-সর্বদা জাগরুক রাখতে হবে।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-১১
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৩৬

﴿١٩٢﴾ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٣﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٤﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ

১৯২. আর নিশ্চয়ই তা (কুরআন)[১২০] রাব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত[১২১]। ১৯৩. এটা নিয়ে এসেছেন বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাঈল[১২২]। ১৯৪. আপনার অন্তরে

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٥﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٦﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ○

যাতে আপনি সতর্ককারীদের শামিল হতে পারেন। ১৯৫. (তা নাযিল করা হয়েছে) পরিষ্কার আরবী ভাষায়[১২৩]। ১৯৬. আর নিশ্চয়ই তা (উল্লিখিত) আছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও[১২৪]।

(১৯২) وَ-আর ; اِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তা (কুরআন) ; لَتَنْزِيْلُ-নাযিলকৃত ; رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-রাব্বুল আলামীনের। (১৯৩) نَزَلَ-এসেছেন ; بِهٖ-এটা নিয়ে ; الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ-বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাঈল। (১৯৪) عَلٰى قَلْبِكَ-(على+قلب+ك)-আপনার অন্তরে ; لِتَكُوْنَ-যাতে আপনি হতে পারেন ; مِنَ-শামিল ; الْمُنْذِرِيْنَ-সতর্ককারীদের। (১৯৫) بِلِسَانٍ-(ب+لسان)-(তা নাযিল করা হয়েছে) ভাষায় ; عَرَبِيٍّ-আরবী ; مُبِيْنٍ-পরিষ্কার। (১৯৬) وَ-আর ; اِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তা ; لَفِىْ زُبُرِ-কিতাবসমূহে ; الْاَوَّلِيْنَ-পূর্ববর্তী।

১২০. সূরার শুরুতে যে আলোচনা শুরু করা হয়েছিল, এখান থেকে আলোচনার ধারা আবার সেদিকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রথম রুকূ'তে আলোচনা করা হয়েছিল আল কুরআনকে কাফিরদের ক্রমাগত অস্বীকৃতি, সেজন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুঃখবোধ এবং তা আল্লাহর কিতাব হওয়ার পক্ষে যুক্তি পেশ ও রাসূলকে সান্ত্বনা দান প্রসংগে। আর এখান থেকে আল কুরআন সম্পর্কেই আবার আলোচনা শুরু করা হয়েছে। মাঝখানে অতীতের নবী-রাসূলদের ঘটনা বর্ণনা করে কুরআন অমান্যকারীদেরকে হিদায়াত দান করা হয়েছে।

১২১. অর্থাৎ এটা কোনো মানুষের খেয়াল-খুশীর ফসল নয়, বরং এটা সমস্ত জগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত।

১২২. 'রূহুল আমীন' অর্থ 'বিশ্বস্ত আত্মা'। এর দ্বারা জিবরাঈল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ কুরআন 'রাব্বুল আলামীনের' পক্ষ থেকে এমন এক সত্তা নিয়ে এসেছেন, তিনি হলেন পুরোপুরি আমানতদার এক আত্মা। তাঁর মধ্যে বস্তুজগতের কোনো প্রভাব-প্রতিক্রিয়া কাজ করতে পারে না। আল্লাহর বাণী যেভাবে তাঁর নিকট সোপর্দ করে দেয়া হয়, ঠিক তেমনি তা পৌঁছে দেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছু রচনা করে দেয়া অথবা আল্লাহর বাণীতে কম-বেশী করে দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব-ই নয়।

﴿١٩٧﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٨﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ

১৯৭. এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন নয় যে, বনী ইসরাঈলের আলেমগণ এ বিষয়ে অবগত আছে[১২৫] ? ১৯৮. আর আমি যদি এটা (কুরআন) নাযিল করতাম

(১৯৭) اَوَلَمْ يَكُنْ-(او+لم يكن)-এটা কি নয় ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; اٰيَةً-নিদর্শন ; اَنْ-যে ; يَّعْلَمَهُ-(يعلم+ه)-এ বিষয়ে অবগত আছে ; عُلَمٰٓؤُا-আলেমগণ ; بَنِىْٓ-বনী ইসরাঈল ; اِسْرَآءِيْلَ । (১৯৮) وَ-আর ; لَوْ-যদি ; نَزَّلْنٰهُ-এটা আমি নাযিল করতাম ;

১২৩. অর্থাৎ সেই 'বিশ্বস্ত আত্মা' সমস্ত জগতের প্রতিপালকের নিকট থেকে এ কুরআনকে পরিচ্ছন্ন আরবী ভাষায় নিয়ে এসেছেন। এ কুরআন পরিষ্কার উন্নত আরবী ভাষায় রচিত। যার বক্তব্য প্রত্যেক আরবী ভাষাভাষী ও আরবী জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি-ই সহজে বুঝতে সক্ষম। তাই এটা বুঝতে সক্ষম নয় বলে অজুহাত তুলে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কোনো যুক্তিসম্মত হতে পারে না। যারা এসব খোঁড়া অজুহাত তুলে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, তারা আসলে অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের মতো মানসিক রোগে আক্রান্ত।

১২৪. অর্থাৎ আল-কুরআনে অবতীর্ণ বিষয় এবং শিক্ষাসমূহ পূর্ববর্তী নবীদের উপর নাযিলকৃত কিতাবসমূহে-ও ছিল। এক ইলাহর ইবাদাত করার দাওয়াত, কিয়ামত, বিচার ও জান্নাত-জাহান্নাম লাভ ইত্যাদি সকল বিষয়ই পূর্ববর্তী কিতাব ইঞ্জীল, তাওরাত ও যাবুর এবং আরও জানা-অজানা সহীফাসমূহের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তবে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ আরবী ভাষায় ছিল না ; কিন্তু সেগুলো আল্লাহর কিতাব-ই ছিল। প্রত্যেকটি আসমানী কিতাব-ই যে ভাষায়-ই তা এসে থাকুক না কেন, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে শব্দ ও বিষয়বস্তু সহকারেই এসেছে। সেসব কিতাবে-ও কুরআনের শিক্ষা আল্লাহর ভাষায়-ই এসেছে, কোনো মানবিক ভাষা সহকারে নয়। অর্থাৎ তা এমন ধরনের ছিল না যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর অন্তরে ভাব সঞ্চার করে দেয়া হয়েছে, আর নবী তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন, বরং ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। যে কিতাব যে ভাষায় নাযিল হয়েছে, সে মূল ভাষায় সংকলিত রূপই 'আল্লাহর কিতাব' বলে অভিহিত হবে। কোনো কিতাবের অনুবাদ বা ভাষান্তরিত রূপকে 'আল্লাহর কিতাব' নামে অভিহিত করা যাবে না। তাই কুরআনের অন্য ভাষায় অনুবাদকে 'কুরআন' বলা যায় না। অনুরূপভাবে মূল ইবারত ছাড়া শুধুমাত্র বাংলা অনুবাদকে 'বাংলা কুরআন' এবং ইংরেজী অনুবাদকে 'ইংরেজী কুরআন' নামকরণ করা জায়েয নয় এবং তা ক্রয়-বিক্রয় করাও জায়েয নয়।

আর এজন্যই ইমামদের সর্বসম্মত মতে—নামাযে ফরয তিলাওয়াতে অনুবাদ পাঠ করা জায়েয নয়। তবে একান্ত অপারগ অবস্থায় অর্থাৎ কুরআন পাঠ শেখাকালীন সময়ের জন্য অনুবাদ পাঠ করে নামায আদায় করা যেতে পারে। শেখা হয়ে গেলেই এ বৈধতা বাতিল হয়ে যাবে।

১২৫. মক্কার কুরাইশ কাফিরদের কোনো আসমানী কিতাবের জ্ঞান না থাকলেও তাদের আশেপাশে বনী ইসরাঈলের অনেক আলেম তথা বিদ্যান লোকের বাস ছিল। তাদের এটা ভালোভাবেই জানা ছিল যে, মুহাম্মাদ (স) কোনো নতুন কথা নিয়ে আসেননি,

عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ ﴿١٩٩﴾ كَذٰلِكَ

অনারবদের কারো উপর ; ১৯৯. এবং সে তা পাঠ করতো তাদের নিকট। তবুও তারা তাতে ঈমানদার হতো না[১২৬]। ২০০. এভাবেই

عَلٰى-উপর ; بَعْضِ-কারো ; الْاَعْجَمِيْنَ-(ال+اعجمين)-অনারবদের। ﴿١٩٩﴾ فَقَرَاَهٗ-(ف+قرا+ه)-এবং সে তা পাঠ করতো ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের নিকট ; مَّا كَانُوْا-তারা হতো না ; بِهٖ-তাতে ; مُؤْمِنِيْنَ-ঈমানদার। ﴿٢٠٠﴾ كَذٰلِكَ-এভাবেই ;

বরং হাজার হাজার বছর থেকে আল্লাহর নবীগণ একই দাওয়াত বারবার দিয়ে এসেছেন। এ নাযিলকৃত কিতাবটিও সেই একই উৎস থেকে আগত, যেখান থেকে আগেকার কিতাবগুলো এসেছে। অর্থাৎ সব আসমানী কিতাব-ই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলের আলেমগণ যে এ কিতাব তথা কুরআন মাজীদ নাযিলের উৎস সম্পর্কে অবগত আছেন, এটাই এ কিতাবের সত্যতা সম্পর্কে কুরাইশ কাফিরদের জন্য দলীল।

১২৬. অর্থাৎ এরা এমন লোক যে, তাদের মধ্যকার একজন লোক তাদেরকে উচ্চাংগের আরবী ভাষায় এ কুরআন পাঠ করে শোনাচ্ছেন। আর তারা বলছে যে, এ ব্যক্তি এটা নিজে রচনা করে নিয়েছে। একথা বলে তারা আল্লাহর কিতাবকে অমান্য করছে। তাদের কথা হলো আরবী ভাষী একজন লোক আরবী ভাষায় কুরআন পড়ে শোনাচ্ছে, এতে অলৌকিকত্বের কি আছে ? কিন্তু এ কুরআন যদি একজন অনারবের উপর নাযিল করা হতো, আর সে এদের কাছে এ উচ্চাংগের আরবী ভাষায় কুরআন পাঠ করে শোনাতো, তাহলেও তারা এটাকে অমান্য করার জন্য বাহানা তালাশ করতো, তখন তারা বলতো, এ লোকের উপর কোনো জ্বিন ভর করেছে, সে-ই অনারবের মুখে বিশুদ্ধ আরবী বলে যাচ্ছে।' আসল কথা হলো, এরা সত্যপ্রিয় লোক নয়, এরা হঠকারী লোক, এরা এ কিতাবকে না মানার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বাহানা খুঁজে বের করে। তাদের এ হঠকারিতার কথা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা মু'জিযা দাবি করছো ঈমান আনার পূর্বশর্ত হিসেবে, কিন্তু তোমরাতো এমন লোক যাদেরকে কোনো মু'জিযা দেখিয়ে পথে আনা যাবে না। তোমরা তাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য কোনো না কোনো বাহানা খুঁজে বের করবেই। কেননা সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করার উদারতা তোমাদের মধ্যে নেই।

সূরা আল আনআমের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর যদি আমি কাগজে লিখিত কিতাবও আপনার প্রতি নাযিল করতাম এবং তারা তা হাত দিয়ে ছুঁয়েও দেখতো, তবুও যারা কুফরী করেছে তারা বলতো—এটা স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।"

সূরা আল হিজর-এর ১৪ ও ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর আমি যদি তাদের সামনে আসমানের কোনো দুয়ারও খুলে দেই এবং তারা

سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿٢٠١﴾

আমি অপরাধপরায়নদের অন্তরে তা (ঈমান না আনার প্রবণতা) সঞ্চার করে দিয়েছি[১২৭]। ২০১. তারা এর (কুরআনের) প্রতি ঈমান আনবে না, যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাব দেখে[১২৮]।

فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿٢٠٣﴾

২০২. ফলে তা (আযাব) তাদের উপর আচানক এসে পড়বে, অথচ তারা বুঝতেই পারবে না। ২০৩. তখন তারা বলবে—'আমরা কি অবকাশ প্রাপ্ত হবো'[১২৯]?

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿٢٠٤﴾ اَفَرَءَيْتَ اِنْ مَّتَّعْنٰهُمْ سِنِيْنَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُمْ

২০৪. তবে কি তারা আমার আযাবের দ্রুত আসাটা কামনা করে ? ২০৫. আপনি ভেবে দেখেছেন কি, আমি যদি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই। ২০৬. অতপর তাদের কাছে এসে পড়ে

سَلَكْنٰهُ-(سلكنا+ه)-আমি (তা ঈমান না আনার প্রবণতা) সঞ্চার করে দিয়েছি ;
فِيْ قُلُوْبِ-অন্তরে ; الْمُجْرِمِيْنَ-(ال+مجرمين)-অপরাধপরায়ণদের। (২০১) لَا يُؤْمِنُوْنَ
-তারা ঈমান আনবে না ; بِهٖ-এর (কুরআনের) প্রতি ; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না ; يَرَوُا-
তারা দেখে ; الْعَذَابَ-(ال+عذاب)-আযাব ; الْاَلِيْمَ-(ال+اليم)-যন্ত্রণাদায়ক। (২০২)
فَيَاْتِيَهُمْ-(ف+ياتى+هم)-ফলে তা (আযাব) তাদের উপর এসে পড়বে ; بَغْتَةً-
আচানক ; وَّ-অথচ ; هُمْ-তারা ; لَا يَشْعُرُوْنَ-তারা বুঝতেই পারবে না। (২০৩) فَيَقُوْلُوْا
-(ف+يقولوا)-তখন তারা বলবে ; هَلْ-কি ; نَحْنُ-আমরা ; مُنْظَرُوْنَ-
অবকাশপ্রাপ্ত। (২০৪) اَفَبِعَذَابِنَا-(ا+ف+ب+عذاب+نا)-তবে কি তারা আমার
আযাবের; يَسْتَعْجِلُوْنَ-দ্রুত আসাটা কামনা করে। (২০৫) اَفَرَءَيْتَ-(ا+ف+رء يت)-
আপনি ভেবে দেখেছেন কি ; اِنْ-যদি ; مَتَّعْنٰهُمْ-(متعنا+هم)-আমি ভোগ-বিলাস
করতে দেই তাদেরকে ; سِنِيْنَ-বছরের পর বছর। (২০৬) ثُمَّ-অতপর ; جَآءَهُمْ-(جاء+
هم)-তাদের কাছে এসে পড়ে ;

অবিরাম তার মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে থাকে, তাহলেও তারা অবশ্যই বলবেন—আমাদের চোখকে 'নযরবন্দী' করা হয়েছে, বরং আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।"

১২৭. অর্থাৎ এ কালাম সত্যপন্থীদের অন্তরে যে শুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, হঠকারী লোকদের অন্তরে সেরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না, বরং এটা তাদের অন্তরে এমন একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে যার কারণে তারা এ কালামের বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পরিবর্তে এর বিরোধিতা করার উপায় খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

১২৮. অর্থাৎ এমন আযাব যা ইতিপূর্বেকার নবীদেরকে অমান্যকারী জাতি-গোষ্ঠী সচোক্ষে দেখেছে বলে এ কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ

তা, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। ২০৭. তখন তাদেরকে যে ভোগ-বিলাসের সামগ্রী দেয়া হয়েছিল তা তাদের কোনো উপকারে আসবে না[১৩০]। ২০৮. আর আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি

إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾

সেখানে সতর্ককারী (পাঠানো) ছাড়া[১৩১]। ২০৯. স্মরণ করানোর জন্য, আর আমি যালিম নই। ২১০. আর শয়তানরা তো এটা (কুরআন) নিয়ে নাযিল হয়নি[১৩২]।

مَا-তা, যার ; كَانُوا يُوعَدُونَ-ওয়াদা তাদের কাছে দেয়া হয়েছিল। ﴿٢٠٧﴾ مَا أَغْنَىٰ-কোনো উপকারে আসবে না ; عَنْهُم-তাদের ; مَّا-তা যে ; كَانُوا يُمَتَّعُونَ-ভোগ-বিলাসের উপকরণ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। ﴿٢٠٨﴾ وَ-আর ; مَا أَهْلَكْنَا-আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি ; مِن-কোনো ; قَرْيَةٍ-জনপদ ; إِلَّا-ছাড়া ; لَهَا-সেখানে ; مُنذِرُونَ-সতর্ককারী (পাঠানো)। ﴿٢٠٩﴾ ذِكْرَىٰ-স্মরণ করানোর জন্য ; وَ-আর ; مَا كُنَّا-আমি নই ; ظَالِمِينَ-যালিম। ﴿٢١٠﴾ وَ-আর ; مَا تَنَزَّلَتْ-নাযিল হয়নি ; بِهِ-এটা (কুরআন) নিয়ে ; الشَّيَاطِينُ-(ال+شيطين)-শয়তানরা তো।

১২৯. অর্থাৎ আযাব দেখার পরেই তাদের বিশ্বাস হয় যে, আল্লাহর নবী যা যা বলেছে সবইতো সত্য। তখন তাদের আফসোসের অন্ত থাকে না এবং তখন তারা আর একবার সুযোগের আবদার জানাতে থাকে ; কিন্তু সুযোগ তো তাদেরকে দেয়াই হয়েছিল ; তা যখন তারা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে, এখনতো আর সুযোগ দেয়ার কোনোই অবকাশ নেই।

১৩০. অর্থাৎ যে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আমার আযাব থেকে নির্ভয় হয়ে ভাবছে যে, আযাব আসার কোনো আশংকা-ই নেই এবং তারা চিরকাল এ ভোগ-বিলাস করে যেতে পারবে। আর তাই তারা নবীর কাছে এ বলে আযাব নিয়ে আসার দাবি জানাচ্ছে যে, আমরা তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করলাম, এখন দেখি তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাকো আমাদের উপর আযাব নিয়ে এসো। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তাৎক্ষণিকভাবে তাদের উপর কোনো আযাব না-ই আসে এবং তারা এক দীর্ঘ সময় ভোগ-বিলাস করার সুযোগও পেয়ে যায়, কিন্তু যখনই তাদের উপর আদ, সামূদ ও লূত জাতির মতো কোনো আযাব এসে পড়ে, তাহলে তাদের এ দীর্ঘ সময়ের ভোগ-বিলাস দ্বারা তাদের উপকার হবে। এ ভোগ-বিলাস কি তাদেরকে সে আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে ?

১৩১. অর্থাৎ আমি কোনো জাতিকেই আগে সতর্ক না করে, তাদের উপর আযাব চাপিয়ে দেই না। তারা যখন সতর্ককারীর উপদেশ ও সতর্কতাকে উপেক্ষা করলো এবং হঠকারিতা দেখালো তখনই আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। এটা তাদের উপর আমার কোনো যুলুম ছিল না। যদি আগে তাদেরকে সতর্ক এবং সংশোধন করার চেষ্টা করা না হতো, তাহলে এটাকে যুলুম বলা যেতো।

﴿٢١١﴾ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١٢﴾ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۝

২১১. আর তাদের জন্য এটা যথাযোগ্যও নয়[১৩৩] আর না তারা এর সামর্থ রাখে[১৩৪]। ২১২. নিশ্চয়ই তাদেরকে (শয়তানদেরকে) নিরাপদ দূরে রাখা হয়েছে (ওহী) শোনা থেকে[১৩৫]।

(২১১) وَ-আর ; مَا-যথাযোগ্যও নয় ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; وَ-আর ; مَا يَنْبَغِى-না তারা এর সামর্থ্য রাখে। يَسْتَطِيعُونَ (২১২) اِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয় তাদেরকে (শয়তানদেরকে) عَنِ-থেকে ; السَّمْعِ-(ال+سمع)-(ওহী) শোনা ; لَمَعْزُولُونَ-নিরাপদ দূরত্বে রাখা হয়েছে।

১৩২. কাফিররা কুরআনের বিস্ময়কর প্রভাব থেকে মানুষদের ফিরিয়ে রাখার জন্য বিভিন্ন প্রকার ফন্দী-ফিকির করতে থাকলো। এ বাণী মানুষের কাছে পৌঁছাবার পথ বন্ধ করার সাধ্য তাদের ছিল না; কিন্তু মানুষের মনে এ বাণী সম্পর্কে মন্দ ধারণা সৃষ্টির জন্য তারা চেষ্টার ক্রটি করলো না। তারা জনগণের সামনে যেসব অপবাদ ছড়িয়েছিল তার মধ্যে একটি এটাও ছিল যে, (নাউযুবিল্লাহ) মুহাম্মাদ (স) একজন গণৎকার এবং এ বাণী শয়তান ও অন্যান্য গণৎকারের মতো তার মনে সঞ্চার করে দেয়। তাদের ধারণা ছিল যে, এটা দ্বারা মানুষ তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে। কারণ সাধারণ মানুষের কাছে এমন মাধ্যম নেই যদ্বারা এটা যাচাই করে দেখতে সক্ষম হবে যে, এটা কি ফেরেশতা নিয়ে আসে, না-কি শয়তান। আর এ অভিযোগের প্রতিবাদও কেউ করতে সক্ষম হবে না।

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের কথার প্রতিবাদে ইরশাদ করছেন যে, এটা শয়তান নিয়ে আসেনি।

১৩৩. অর্থাৎ শয়তানের মুখে এ মহান বাণী শোভা পায় না। যে কোনো বিবেকবান মানুষই এটা বুঝতে পারে যে, কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো শয়তানের পক্ষ থেকে বিবৃত হতে পারে না। গণৎকারদের মুখে শয়তান যেসব কথা প্রকাশ করে তাতে কি আল্লাহর ইবাদাত ও আল্লাহকে ভয় করার কথা থাকে? শির্ক ও মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার কথা কি শয়তান বলতে পারে? শয়তান কি যুলুম-অত্যাচার, অশ্লীল কথা ও কাজ এবং অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়? ঈমান আনা ও সৎকাজ করা, সততা ও ন্যায়পরায়নতার উপদেশ কি শয়তান দেয়? সেতো মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং তাদেরকে অসৎ কাজে উৎসাহিত করে। সুতরাং কুরআন শয়তানের পক্ষ থেকে আসতে পারে না—এটাই স্বতঃসিদ্ধ।

১৩৪. অর্থাৎ এ কাজ যদি শয়তানরা করতে চেষ্টাও করে, তবুও তাদের পক্ষে এ বাণী রচনা করা সম্ভব নয়।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা বারবার দাবি করে ইরশাদ করেছে যে, মানুষ ও জ্বিন উভয়ে মিলে চেষ্টা করলেও এ কিতাবের মতো কিছু একটা রচনা করতে সক্ষম হবে না। সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৮ আয়াতে বলা হয়েছে—

﴿٢١٣﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ ﴿٢١٤﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ

২১৩. অতএব আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবেন না, তা হলে (ডাকলে) আপনি সাজা-প্রাপ্তদের শামিল হয়ে যাবেন[১৩৬]। ২১৪. আর আপনি সতর্ক করুন আপনার পরিবার বর্গের

(২১৩) فَلَا تَدْعُ-(ف+لا تدع)-অতএব আপনি ডাকবেন না ; مَعَ-সাথে ; اللّٰه-আল্লাহর; اِلٰهًا-ইলাহকে ; اٰخَرَ-অন্য কোনো ; فَتَكُوْنَ-(ف+تكون)-তাহলে (ডাকলে) আপনি হয়ে যাবেন ; مِنَ-শামিল ; الْمُعَذَّبِيْنَ-(ال+معذبين)-সাজাপ্রাপ্তদের। (২১৪) وَ-আর ; اَنْذِرْ-আপনি সতর্ক করুন ; عَشِيْرَتَكَ-(عشيرت+ك)-আপনার পরিবারবর্গের;

"(হে নবী !) আপনি বলে দিন, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন যদি এ উদ্দেশ্যে সমবেত হয় যে, তারা এ কুরআনের মতো কুরআন রচনা করে আনবে এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারীও হয়। তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ আনতে পারবে না।"

সূরা ইউনুসের ৩৮ আয়াতেও এমনই বলা হয়েছে—

"(হে নবী !) আপনি বলে দিন, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"

১৩৫. অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ) যখন বাণী নিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মনে তা নাযিল করেন, তখন এ ধারাবাহিক কার্যক্রমের কোনো এক জায়গায়ও শয়তানরা কান লাগিয়ে কিছু শোনার কোনো সুযোগ-ই পায় না। আশেপাশে ঘুরে বেড়াবার কোনো অবকাশই তাদের দেয়া হয় না ; বরং তারা এমন দূরত্বে অবস্থান করে যেখান থেকে কিছু শুনে বা দু'একটি কথা চুরি করে নিয়ে গিয়ে তাদের বন্ধু-বান্ধবদের জানানোর সুযোগ থাকে না।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আল হিজর ১৭-১৮ আয়াত, আস সাফ্‌ফাত ৬-১০ আয়াত এবং সূরা আল জ্বিন ৮-৯ ও ২৭ আয়াত এবং সংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

১৩৬. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে কাফিরদের সতর্ক করা উদ্দেশ্য। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) থেকে শিরকের অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কোনো আশংকা-ই থাকতে পারে না।

এখানে মূল বক্তব্য হলো—কুরআন আল্লাহর বাণী, যা নির্ভেজাল সত্য এবং এর মধ্যে অন্য কোনো সত্তার সামান্যতম দখলও নেই। সুতরাং ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকারীও আল্লাহ তা'আলা। আর তাই কেউ যদি আল্লাহর ইবাদাতের পথ থেকে সরে গিয়ে অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে ডাকে, তাহলে আল্লাহর পাকড়াও থেকে সে বাঁচতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার প্রিয় রাসূলও যদি তাঁর ইবাদাত থেকে এক তিল পরিমাণ সরে যান, তাহলে তিনিও তাঁর পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবেন না। অন্যদের কথাতো হিসেবের মধ্যে গণ্যই নয়। এমতাবস্থায় আর কোন্ ব্যক্তি আছে,

الْاَقْرَبِيْنَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٢١٥﴾ فَاِنْ

নিকটবর্তী আত্মীয়দেরকে[১৩৭]। ২১৫. আর আপনি তাদের সাথে বিনম্র আচরণ করুন যারা আপনার অনুসরণ করে মু'মিনদের মধ্য থেকে। ২১৬. আর যদি

الْاَقْرَبِيْنَ-(ال+اقربين)-নিকটবর্তী আত্মীয়দেরকে। (২১৫) وَ-আর; اخْفِضْ جَنَاحَكَ-(اخفض+جناح+ك)-আপনি বিনম্র আচরণ করুন ; لِمَنْ-তাদের সাথে যারা ; اتَّبَعَكَ-(اتبع+ك)-আপনার অনুসরণ করে ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের। (২১৬) فَاِنْ-(ف+ان)-আর যদি ;

যে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতায় তাঁর সৃষ্টিকে শরীক করে তাঁর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার আশা করতে পারে ? অথবা কেউ তাকে রক্ষা পেতে সাহায্য করতে পারে।

১৩৭. 'আশীরাতুন' অর্থ পরিবারবর্গ, 'আকরাবীন' অর্থ নিকটাত্মীয়। আল্লাহ তা'আলা নবী (স)-কে পরিবারের লোক ও নিকটাত্মীয়দের দিয়ে দাওয়াতের সূচনা করার নির্দেশ দিচ্ছেন।

এখানে আল্লাহ তা'আলা দীনের দাওয়াতকে সহজ ও কার্যকর করার সহজ পদ্ধতি তাঁর প্রিয় নবীকে জানিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকটাত্মীয় বলে তাদের জন্য এমন কোনো সুযোগ-সুবিধার অবকাশ রাখা হয়নি যে, তারা দীন পালনের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় পেতে পারে। কারো বংশ মর্যাদা বা কারো সাথে কোনো সম্পর্ক কিয়ামতের দিন কোনো উপকারে আসবে না। পথভ্রষ্টতা ও অসৎকর্মের জন্য আল্লাহর আযাবের ভয় সবার জন্য সমান। এমন নয় যে, অন্যরা এসব কাজের জন্য পাকড়াও হবে, আর নবীর আত্মীয়-স্বজন রক্ষা পেয়ে যাবে। তাই হুকুম দেয়া হয়েছে যে, আপনি আপনার নিকটতম আত্মীয়দেরকেও সতর্ক করে দিন। যদি তারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপ সংশোধন না করে, তাহলে নবীর সাথে আত্মীয়তা তাদের কোনো কাজে আসবে না।

সহীহ হাদীসে আছে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদেরকে ডাকলেন এবং তাদের প্রত্যেককে সম্বোধন করে বললেন—

"হে বনী আবদুল মুত্তালিব, হে আব্বাস, হে আল্লাহর রাসূলের ফুফী সাফিয়্যাহ, হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা ! তোমরা আগুনের আযাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চিন্তা করো। আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবো না। তবে হাঁ, তোমরা আমার সহায়-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছে চাইতে পারো।"

অতপর রাসূলুল্লাহ (স) একদা খুব ভোরে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে একত্র করে এবং প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে করে সবাইকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, "আমি তোমাদের আত্মীয় আর তোমরা

عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّىْ بَرِىْٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ○

তারা আপনার নাফরমানী করে, তবে আপনি বলে দিন—তোমরা যা করো আমি অবশ্যই তা থেকে দায় মুক্ত[১৩৮]। ২১৭. আর আপনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন[১৩৯]।

عَصَوْكَ-(عصوا+ك)-তারা আপনার নাফরমানী করে ; فَقُلْ-(ف+قل)-তবে আপনি বলে দিন ; اِنِّىْ-(ان+ى)-আমি অবশ্যই ; بَرِىْٓءٌ-দায়মুক্ত ; مِّمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা; تَعْمَلُوْنَ-যা তোমরা করো। (২১৭) وَ-আর تَوَكَّلْ-আপনি ভরসা রাখুন; عَلَى-উপর; الْعَزِيْزِ-(ال+عزيز)-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيْمِ-(ال+رحيم)-পরম দয়ালু আল্লাহর।

সবাই আমার আত্মীয়-স্বজন ; কিন্তু এ সম্পর্ক দুনিয়াতে এবং তা আমি বজায় রাখবো। আখিরাতে তোমরা নিজেদের বাঁচানোর জন্য নিজেরাই চিন্তা করো। কিয়ামতের দিন আমার আত্মীয় হবে একমাত্র মুত্তাকীরা।"

সহীহ হাদীসগ্রন্থগুলোতে এ মর্মে আরো অনেক হাদীস সংকলিত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স)-কে এ আয়াতের মাধ্যমে যে মূলনীতি দেয়া হয়েছিল, তাহলো—দীনের মধ্যে নবী ও তাঁর বংশের জন্য এমন কোনো সুযোগ সুবিধা নেই, যা থেকে অন্যরা বঞ্চিত। যা প্রাণঘাতী তা সবার জন্য প্রাণঘাতই। নবীর কাজ হচ্ছে—তিনি সবার আগে সেই প্রাণঘাতী বিষ থেকে নিজে বাঁচবেন এবং নিজের নিকটবর্তী লোকদেরকে তা থেকে সতর্ক করবেন। আর যা উপকারী তা সকলের জন্য উপকারী। এ ব্যাপারে নবীর দায়িত্ব হচ্ছে, তিনি সবার আগে তা গ্রহণ করবেন এবং নিজের আত্মীয়-স্বজনদেরকে সে পথ অবলম্বন করতে উপদেশ দেবেন।

১৩৮. এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, নবীর আত্মীয় বা অনাত্মীয় যে-ই হোক না কেন, যারা নবীর উপর ঈমান এনে তাঁর আনুগত্য করে জীবনযাপন করবে তাদের সাথে কোমল, স্নেহপূর্ণ ও বিনম্র ব্যবহার করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন। আর যারা তাঁর কথা মানবে না তারা আত্মীয় হোক আর অন্য সাধারণ লোক হোক তাদেরকে এ বলে সতর্ক করে দেয়ার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে, "তোমাদের কার্যকলাপের দায়-দায়িত্ব আমার নেই, আমি সম্পূর্ণ দায়মুক্ত।"

এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, কুরাইশ ও আশেপাশের লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোকও ছিল, যারা নবীর সত্যতা বিশ্বাস করতো, কিন্তু কার্যত তাঁর আনুগত্য করতো না, বরং অন্যান্য কাফিরদের মতো জাহেলী সমাজকাঠামোর মধ্যে যথারীতি জীবনযাপন করে যাচ্ছিল। এমন লোকদের সাথেও সম্পর্কচ্ছেদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপ থেকেও দায়মুক্তির কথা ঘোষণা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যারা ঈমান আনার সাথে সাথে পুরোপুরি আনুগত্যও করে যাচ্ছে, তাদের সাথে বিনম্র আচরণের জন্য হুকুম দেয়া হয়েছে।

১৩৯. অর্থাৎ পরাক্রমশালী আল্লাহর উপর যার 'তাওয়াক্কুল' বা নির্ভরতা থাকবে, দুনিয়ার বৃহত্তম শক্তিশালী কোনো মানুষ তার কিছুই করতে পারবে না। সুতরাং একমাত্র

۞ الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ ﴿٢١٩﴾ اِنَّهٗ هُوَ

২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি (নামাযে) দাঁড়ান[১৪০] ২১৯. এবং সিজদাকারীদের মধ্যে আপনার উঠাবসা-নড়াচড়াও (দেখেন)[১৪১]। ২২০. নিশ্চয়ই তিনি—তিনিই

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيْنُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ

সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। ২২১. আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো, শয়তানরা কার কাছে অবতরণ করে ? ২২২. তারা অবতরণ করে

عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعَرَآءُ

প্রত্যেক চরম মিথ্যুক পাপীর কাছে[১৪২]। ২২৩. তারা কান পেতে রাখে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী[১৪৩]। ২২৪. আর কবিগণ—

(২১৮) الَّذِىْ-যিনি ; يَرٰىكَ-(يرى+ك)-আপনাকে দেখেন ; حِيْنَ-যখন ; تَقُوْمُ-আপনি (নামাযে) দাঁড়ান। (২১৯) وَ-এবং ; تَقَلُّبَكَ-(تقلب+ك)-আপনার উঠাবসা-নড়াচড়া-ও (দেখেন) ; فِى-মধ্যে ; السّٰجِدِيْنَ-(ال+ساجدين)-সিজদাকারীদের। (২২০) اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; هُوَ-তিনিই ; السَّمِيْعُ-(ال+سميع)-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيْمُ-(ال+عليم)-সর্বজ্ঞ। (২২১) هَلْ-কি ; اُنَبِّئُكُمْ-(انبئ+كم)-তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ; عَلٰى-কাছে ; مَنْ-কার ; تَنَزَّلُ-অবতরণ করে ; الشَّيٰطِيْنُ-(ال+شياطين)-শয়তানরা। (২২২) تَنَزَّلُ-তারা অবতরণ করে ; عَلٰى-কাছে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; اَفَّاكٍ-চরম মিথ্যুক ; اَثِيْمٍ-পাপীর। (২২৩) يُلْقُوْنَ-তারা পেতে রাখে ; السَّمْعَ-(ال+سمع)-কান ; وَ-এবং ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশ ; كٰذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী। (২২৪) وَ-আর ; الشُّعَرَآءُ-(ال+شعراء)-কবিগণ ;

তাঁর উপর ভরসা করেই দীনের কাজ করে যেতে হবে। আর তাঁর 'দয়াময়' হওয়া দ্বারাও এ নিশ্চয়তার জন্য যথেষ্ট যে, তাঁর জন্য যে ব্যক্তি সত্যের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, তার সংগ্রামকে তিনি বিফল হতে দেবেন না।

১৪০. অর্থাৎ আপনি যখন নামাযের জন্য দাঁড়ান। অথবা আপনি যখন রিসালাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য উঠে দাঁড়ান তখন আল্লাহর হিফাযতেই আপনি থাকেন।

১৪১. অর্থাৎ আপনি যখন জামায়াতের সাথে নামায আদায়ের সময় আপনার মুকতাদীদের সাথে উঠাবসা ও রুকূ'-সিজদা করেন তখনও আপনি আল্লাহর দৃষ্টির সামনে থাকেন। অথবা, রাতের বেলা উঠে আপনি যখন আপনার সিজদাকারী সাথীদের তৎপরতা দেখার জন্য ঘোরাফেরা করেন তখনও আপনি তাঁর চোখের আড়ালে থাকেন না। অথবা

يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ ﴿٢٢٤﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ﴿٢٢٥﴾ وَاَنَّهُمْ

বিভ্রান্ত লোকেরাই তাদের অনুসরণ করে[১৪৪]। ২২৫. আপনি কি লক্ষ করেননি, নিশ্চয়ই তারা প্রত্যেক উপত্যকায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়[১৪৫]। ২২৬. এবং তারা নিশ্চয়ই

يَتَّبِعُهُمْ-(يتبع+هم)-তাদের অনুসরণ করে ; الْغَاوٗنَ-(ال+غاون)-বিভ্রান্ত লোকেরাই। ﴿٢٢٥﴾ اَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-আপনি লক্ষ্য করেননি ; اَنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; فِيْ كُلِّ-প্রত্যেক ; وَادٍ-উপত্যকায় ; يَّهِيْمُوْنَ-বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ﴿٢٢٦﴾ وَ-এবং ; اَنَّهُمْ-তারা নিশ্চয় ;

আপনি যখন আপনার সিজদাকারী সাথীদের নিয়ে আল্লাহর বান্দাদের সংশোধনকল্পে ঘোরাফেরা করেন এবং চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যান তা-ও তিনি অবগত আছেন। উল্লিখিত সব অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

১৪২. 'আফ্ফাকুন' অর্থ ঘোর মিথ্যাবাদী যারা মানুষের ভাগ্য গণনা করে, ভবিষ্যত বক্তা, আকলকারী ইত্যাদি লোক যারা ভবিষ্যত জানে বলে নিজেদেরকে প্রচার করে। এসব ভণ্ড-প্রতারকদের কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে।

১৪৩. অর্থাৎ শয়তানরা কান পেতে সামান্য কিছু শুনে তার সাথে বিপুল মিথ্যা মিশিয়ে তাদের বন্ধুদের কাছে প্রকাশ করে। অথবা এর অর্থ হলো—মিথ্যুক ও প্রতারক। গণৎকাররা শয়তানদের কাছ থেকে সামান্য কিছু শুনে তার সাথে নিজেরা মিথ্যা কথা সংযোগ করে একটা কাহিনী তৈরী করে মানুষের নিকট প্রচার করে। সহীহ বুখারীতে উদ্ধৃত একটি হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) বর্ণনা করেন, কোনো কোনো লোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গণকদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে, জবাবে তিনি বলেন, ওসব কিছু নয়। তারা বলে—হে আল্লাহর রাসূল ! কখনো কখনো তারাতো আবার ঠিক ঠিক কথাই বলে দেয়; তিনি বলেন, 'সত্যি কথাটা কখনো কখনো জিনেরা নিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুদের কানে ফুঁকে দেয়। তারপর তারা তার সাথে নানারকম মিথ্যা মিশিয়ে একটি কাহিনী বানিয়ে প্রচার করে।'

১৪৪. যেসব লোক মিথ্যা, অশ্লীল, অন্তমিল বিশিষ্ট বাক্য রচনা করে, আয়াতে তাদের সমালোচনা করা হয়েছে।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাস্সান ইবনে সাবিত ও কা'ব ইবনে মালিক প্রমুখ সাহাবী কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেন—'আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেছেন। আমরাও তো কবিতা রচনা করি। আমাদের উপায় কি হবে ?' তিনি বললেন—"সামনের দিকে তিলাওয়াত করে পড়ে যাও। উদ্দেশ্য হলো তোমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমদের শামিল"।–ফতহুল বারী

يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا

বলে (এমন কথা), যা তারা করে না[১৪৬]। ২২৭. তবে (তারা ব্যতিক্রম) যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে এবং স্মরণ করে

يَقُوْلُوْنَ-বলে ; مَا-(এমন কথা) যা ; لَا يَفْعَلُوْنَ-তারা করে না। (২২৭) إِلَّا-তবে (তারা ব্যতিক্রম) ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান আনে ; وَ-ও ; عَمِلُوْا-করে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক কাজ ; وَ-এবং ; ذَكَرُوا-স্মরণ করে ;

এর পরিপ্রেক্ষিতে মুফাস্‌সিরীনে কিরাম বলেন—'আয়াতের প্রথমাংশে মুশরিক কবিদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা পথভ্রষ্ট লোক, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত জ্বিন [illegible]দেরই কবিতার অনুসরণ করতো।'–ফাতহুল বারী

ইসলামী শরীয়তে কবিতার চর্চা করার বিধান সম্পর্কে এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায়। এ আয়াতের প্রথমাংশ থেকে কবিতা চর্চার কঠোর নিন্দা এবং আল্লাহর কাছে তা অপছন্দনীয় হওয়ার কথা জানা যায়। কিন্তু শেষাংশে যে ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবিতার চর্চা করা সর্বাবস্থায় মন্দ নয়। তবে যে কবিতায় আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা করা হয়, কিংবা আল্লাহর স্মরণ থেকে মানুষকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় অথবা অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির নিন্দা ও অবমাননা করা হয়, অথবা যে কবিতা অশ্লীল বা অশ্লীলতার প্রেরণা দেয়, সেই কবিতা-ই নিন্দনীয় ও অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে যে কবিতা গোনাহ তথা শির্‌ক, কুফর ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত সেগুলোকে আল্লাহ তা'আলা 'ইল্লাল্লাযীনা আমানূ......' বলে ব্যতিক্রমের তালিকাভুক্ত করে দিয়েছেন। কোনো কোনো কবিতা-তো জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তু এবং ওয়াজ ও উপদেশ সম্বলিত হওয়ায় ইবাদাত ও সওয়াবের কাজের অন্তর্ভুক্ত।

মূলকথা হলো—কবিতার বিষয়বস্তুর উপর তা নিন্দনীয় হওয়া বা প্রসংশনীয় হওয়া নির্ভর করে। কবিতার বিষয়বস্তু যদি শির্‌ক-কুফর, অসত্য ভাষণ বা ইসলাম ও মুসলমানদের নিন্দা ইত্যাদি ভাবধারা সম্বলিত হয়, তবে তা অবশ্যই নিন্দনীয় হবে। আর যদি তা জ্ঞানগর্ভ উপদেশ, আল্লাহর হামদ বা প্রসংশা অথবা রাসূলের গুণগান বা ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্বলিত হয় তবে তা নিঃসন্দেহে প্রসংশনীয় ও সওয়াবের কাজ বলে গৃহীত হবে।

১৪৫. অর্থাৎ কবিদের চরিত্রে পরস্পর বিরোধী চরিত্র দেখা যায়। তারা কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে উদ্ভ্রান্তের মতো সর্বদিক ঘুরে বেড়ায়। তারা আবেগ তাড়িত হয়ে কামনা-বাসনার নতুন নতুন পথে চলতেই ভালোবাসে। চিন্তা ও বর্ণনার সময় তা সত্য ও ন্যায়সংগত কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে না। ভাবের তরঙ্গে কখনো তারা নীতিকথা ও জ্ঞানের কথার ফুলঝুরি ছড়ায়, আবার একই কণ্ঠে অশ্লীল, নীচ, হীন আবেগ প্রকাশ পায়। কারো প্রতি প্রসন্ন হলে তাকে আকাশে চড়িয়ে দেয়, আবার কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে তাকে পাতালের গভীর গহ্বরে ঠেলে দেয়। তারা কাপুরুষকে বীর এবং চরম কৃপণকে দানবীর রূপে

اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا

আল্লাহকে বেশী বেশী, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হলে তারপরই শুধু প্রতিশোধ নেয়[১৪৭] ; আর যারা যুলুম করেছে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে

اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ۝

কেমন গন্তব্যস্থলে তারা গমন করছে[১৪৮]।

اللّٰهَ-আল্লাহকে ; كَثِيْرًا-বেশী বেশী ; وَ-আর ; انْتَصَرُوْا-প্রতিশোধ নেয় ; مِنْۢ بَعْدِ-তারপরেই শুধু ; مَا ظُلِمُوْا-তাদের প্রতি যুলুম করা হলে ; وَ-আর ; سَيَعْلَمُ-তারা শীঘ্রই জানতে পারবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; ظَلَمُوْٓا-যুলুম করেছে ; اَيَّ-কেমন ; مُنْقَلَبٍ-গন্তব্যস্থলে ; يَّنْقَلِبُوْنَ-তারা গমন করছে।

গণ্য করতে দ্বিধা করে না। তবে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল কবি-সাহিত্যিকগণ এ ধরনের পরস্পর বিরোধী চরিত্র থেকে মুক্ত। তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ভাবধারা সম্বলিত কবিতা চর্চা ইবাদাতরূপে গণ্য হবে।

১৪৬. অর্থাৎ তথাকথিত কবিদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো—তারা এমন কথা বলে যা তারা করে না। তাদের কবিতায় দানশীলতার এমন মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় যে, তাতে মনে হবে তাদের মত দানশীল ব্যক্তি আর নেই। কিন্তু তাদের কাজ দেখলে মনে হয় তাদের মত কৃপণ আর নেই। বীরত্বের যশোগাঁথা তারা রচনা করে, কিন্তু তারা অত্যন্ত কাপুরুষ। তাদের কবিতার বিষয়বস্তু আত্মমর্যাদাবোধ ; অল্পে তুষ্টি, অমুখাপেক্ষিতা ; কিন্তু তারা লোভ-লালসা ও আত্ম-বিক্রয়ের শেষ সীমাও অতিক্রম করে যায়। তাদের নীতি হলো—"আমি যা বলি তা অনুসরণ করো, আমি যা করি তা অনুসরণ করো না।"

১৪৭. এ আয়াতে সেসব কবিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে, যারা উপর্যুক্ত কবিদের থেকে ব্যতিক্রম। এ ব্যতিক্রম কবিদের চারটি বৈশিষ্ট্যর কথা এখানে উল্লিখিত হয়েছে।

(১) এ কবিরা আল্লাহর রাসূল, আসমানী কিতাবসমূহ এবং আখিরাতে বিশ্বাস করেন।

(২) তাঁরা নিজেদের কর্মজীবনে সৎ থাকার জন্য সচেষ্ট থাকেন। তাঁরা ফাসেক, দুষ্কৃতকারী ও পাপী নন এবং নৈতিকতার বাঁধন মুক্ত হয়ে বোকামীর পরিচয় দেন না।

(৩) তাঁরা জীবনের সকল কাজ-কর্মে, সর্বাবস্থায়, সুখে-দুখে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করেন। তাঁরা ব্যক্তি জীবনে যেমন আল্লাহকে সদা-সর্বদা স্মরণে রাখেন, তেমনি তাঁদের কবিতায়ও তার চিহ্ন ফুটে উঠে। তাঁদের কাব্য-প্রতিভা আল্লাহর দীনের জন্যই উৎসর্গীকৃত।

(৪) এ কবিগণ নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে কারোর নিন্দা করে না এবং ব্যক্তিগত ও বংশীয় বা গোত্রীয় বিদ্বেষে প্রতিশোধের আগুন জ্বালায় না। তবে যখন যালিমের মুকাবিলায়

সত্যের প্রতি সমর্থন দানের প্রয়োজন দেখা দেয়, তখন সে তার লেখনি শক্তি ও কণ্ঠকে একই কাজে ব্যবহার করে, যে কাজে একজন মুজাহিদ তার হাতিয়ার ব্যবহার করে।

কাফির ও মুশরিক কবিরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরুদ্ধে যখন কুৎসা রটনা, দোষারোপ ও অপবাদ ছড়ানো শুরু করেছিল তখন তার জবাব দানের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) ইসলামী কবিদেরকে উৎসাহ যুগিয়েছেন। তিনি কা'ব ইবনে মালিক (রা)-কে বলেন—"ওদের নিন্দা করো, কেননা আল্লাহর কসম, যার হাতের মুঠোয় আমার প্রাণ—তোমার কবিতা তাদের (কাফির কবিদের) জন্য তীরের চেয়েও বেশী তীক্ষ্ণ ও ধারালো।"

রাসূলুল্লাহ (স) কবি হাস্সান ইবনে সাবিত (রা)-কে বললেন—"তাদের মিথ্যা আচরণের জবাব দাও। জিবরাঈল তোমার সাথে আছে" এবং "বলো, পবিত্র আত্মা তোমার সাথে আছে।"

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য ছিল—"মু'মিন তলোওয়ার ও যবান দিয়ে লড়াই করে।"

১৪৮. যারা সত্যকে দাবিয়ে রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-কে কবি, গণক, যাদুকর ও পাগল ইত্যাদি অপবাদ দিয়ে বেড়াতো সেসব যালিমদের কথাই এখানে বলা হয়েছে যে, তারা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের কাজের পরিণাম ফল কি ? এবং তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে কোথায় নিয়ে পৌঁছিয়েছে ? এসব যালিমদের সেসব কাজের উদ্দেশ্য ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ (স) সম্পর্কে কিছু জানে না এমন লোকদেরকে তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে খারাপ ধারণা দিয়ে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যেন তারা তাঁর শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়তে না পারে।

১১শ রুকূ' (১৯২-২২৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল কুরআন রাব্বুল আলামীন-এর নিকট থেকে বিশ্বস্ত আত্মা জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর নাযিল হয়েছে—এতে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় নেই।

২. সকল আসমানী কিতাব সংশ্লিষ্ট নবীদের নিজস্ব ভাষায়ই নাযিল করা হয়েছে, যাতে তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে সহজভাবে সতর্ক করতে পারেন।

৩. আল কুরআন নাযিল হয়েছে আমাদের প্রিয়নবী (স)-এর মাতৃভাষা বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় এবং আরবী ভাষায় লিখিত কুরআন-ই কুরআন। অন্য কোনো ভাষায় কুরআনের কোনো অংশ বা সম্পূর্ণ কুরআনের বিষয়বস্তুর অনুবাদকে কুরআন বলা হবে না।

৪. পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহেও কুরআনের কোনো কোনো বিষয় উল্লিখিত ছিল। অনেক হাদীস দ্বারা এর সমর্থন পাওয়া যায়।

৫. আল কুরআনের সত্যতার অকাট্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো—বনী ইসরাঈলের আলেমগণও তাদের কিতাবের মাধ্যমে আল কুরআন-এর জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

৬. কুরআন অমান্যকারীরা তাদের কাজের সপক্ষে বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাত খাড়া করেই থাকে। মূলত তাদের উদ্দেশ্য ঈমান গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

৭. ঈমান আনার তাওফীক দেন আল্লাহ তা'আলা। অতএব আল্লাহ তা'আলার নিকট খাঁটি ঈমান ও নেক আমলের জন্য দোয়া করতে হবে।

৮. আসমানী আযাব যখন এসে পড়ে তখন তাওবা ও ঈমান গ্রহণযোগ্য হয় না। সুতরাং আযাব আসার আগেই তাওবা করে ঈমান আনতে হবে।

৯. আযাব এসে পড়ার পর আর কোনো অবকাশ দেয়া আল্লাহর রীতি নয়। আর যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহর আযাব এসে পড়তে পারে। সুতরাং এখন থেকেই তাওবা-ইসতিগফার করে নেক আমল করে যেতে হবে।

১০. দুনিয়ার শান-শওকত ও ভোগ-বিলাসের উপকরণ আখিরাতে কোনো উপকারে আসবে না। ঈমান ও নেক আমল-ই হবে আখিরাতের মূল্যবান সম্পদ। সুতরাং তা-ই অর্জনে সচেষ্ট থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

১১. আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতির কাছে সতর্ককারী না পাঠিয়ে তাদের উপর আযাব নাযিল করেন না। সুতরাং কোনো ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি-ই তাদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহ তা'আলাকে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে না।

১২. আল কুরআন আল্লাহর নিকট থেকে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট এসেছে। কোনো শয়তানের পক্ষে এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ ছিল না। কারণ আল্লাহ শয়তানদেরকে তা থেকে নিরাপদ দূরে রেখেছিলেন।

১৩. কুফর ও শির্‌ক করলে তার পরিণামফল থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, নবী-রাসূলগণও যদি শির্‌ক করতেন তারাও আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পেতেন না।

১৪. দীনের দাওয়াত নিজ পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকেই প্রথমে দিতে হবে। তাদেরকে দিয়েই দাওয়াতী কাজ শুরু করতে হবে।

১৫. নেক আমলকারী মু'মিনদের সাথে বিনম্র আচরণ করতে হবে।

১৬. যারা দীনের দাওয়াত গ্রহণ করবে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে না, তাদের কর্মকাণ্ডের দায় থেকে দাওয়াত দানকারী মুক্ত। এজন্য তারা নিজেরাই দায়ী থাকবে।

১৭. সকল অবস্থায় পরাক্রমশালী পরম দয়ালু আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল রেখেই দীনের কাজ করে যেতে হবে। আল্লাহর উপর যথার্থ তাওয়াক্কুল মানুষকে দুনিয়ার সকল কিছু থেকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়।

১৮. আল্লাহ তা'আলা দীনের পথের সংগ্রামীদেরকে সকল অবস্থায়-ই সাহায্য করেন এবং সকল অবস্থায়-ই চোখে চোখে রাখেন। সুতরাং নির্ভয়ে দীনের কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

১৯. আল্লাহ তা'আলার শোনার বাইরে এবং তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোনো কিছুই নেই। তিনি তাঁর পথে সংগ্রামীদের সকল তৎপরতা দেখেন, শোনেন এবং জানেন।

২০. মানুষের ভাগ্য গণনাকারী, ভবিষ্যত বক্তা, গণক প্রভৃতি লোকগুলো শয়তানের অনুসারী ও ঘোর মিথ্যাবাদী। এসব লোক শয়তানের প্ররোচনায় এসব করে। সুতরাং এসব লোক থেকে দূরে থাকতে হবে।

২১. কাফির-মুশরিক কবি যারা মিথ্যা, অমূলক, অশ্লীল ও শিরকী ভাবধারা সম্বলিত কবিতা রচনা করে, তাদের অনুসরণকারীরা পথভ্রষ্ট।

২২. ঈমানদার ও সৎকর্মশীল কবি যাদের কবিতা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত প্রভৃতি বিষয়ে সমৃদ্ধ এবং আল্লাহ তা'আলার হাম্‌দ ও রাসূলের না'ত তথা প্রশংসাসূচক বিষয় নিয়ে রচিত তারা অবশ্যই কলমী মুজাহিদ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অবশ্যই এর জন্য উত্তম জাযা দান করবেন।

২৩. বাতিলের অনুসারী কবিগণের কথায় ও কাজে গড়মিল থাকে। তারা যা বলে, তা তারা করে না। সুতরাং এদের থেকে দূরে থাকতে হবে।

২৪. আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক পছন্দনীয় কবিদের বৈশিষ্ট্য ৪টি–(১) মু'মিন হওয়া (২) সৎকর্মশীল হওয়া, (৩) সদা-সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ রাখা ও (৪) ব্যক্তিগত স্বার্থে, বংশীয় বা গোত্রীয় বিদ্বেষে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা এবং মিথ্যা ও অশ্লীল কবিতা রচনা থেকে বিরত থাকা।

সূরা শু'আরা সমাপ্ত

সূরা আন নাম্‌ল-মাক্কী

আয়াত ঃ ৯৩

রুকূ' ঃ ৭

নামকরণ

'আন-নাম্‌ল' অর্থ পিঁপড়া, সূরার ১৮ আয়াতে উল্লিখিত আন নাম্‌ল থেকেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে 'নাম্‌ল'-এর কথা বলা হয়েছে, অথবা 'নাম্‌ল' শব্দটি উল্লেখ আছে।

নাযিলের সময়কাল

রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে অবতীর্ণ সূরাগুলোর সাথে এ সূরার বিষয়বস্তু ও বর্ণনা ধারার মিল থাকায় অনুমান করা যায় যে, সূরাটি উপরোক্ত সময়েই নাযিল হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ও জাবের ইবনে যায়েদ (রা)-এর মতে, সূরা আশ শুআরা, সূরা আন নাম্‌ল ও সূরা আল কাসাস পর পর নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরার আলোচ্য বিষয়কে দুটো অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম রুকূ' থেকে চতুর্থ রুকূ'র শেষ পর্যন্ত একটি অংশ এবং পঞ্চম রুকূ' থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত অপর অংশটি বিস্তৃত।

প্রথম অংশের মূল বক্তব্য হলো—কুরআন মাজীদ থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র তারাই অর্জন করতে পারে, যারা কুরআন মাজীদের উল্লিখিত সত্যসমূহকে মৌলিক সত্য হিসেবে নিঃসন্দেহে স্বীকার করে নেয়, অতপর সে সত্যের চাহিদা অনুযায়ী নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। তবে যে বিষয়টি এ পথে আসতে মানুষকে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলো—আখিরাতে অবিশ্বাস। আখিরাত অস্বীকৃতি মানুষকে দায়িত্বহীন, ইচ্ছার দাস ও দুনিয়ার প্রেমে পাগল করে তোলে। অতপর মানুষের পক্ষে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং নিজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার উপর নীতি-নৈতিকতার বন্ধন মেনে নিতে পারে না। অতপর মানুষের সামনে তিন প্রকার আদর্শ পেশ করা হয়েছে।

প্রথম আদর্শ হলো—আখিরাতে অবিশ্বাসীদের। এদের পুরোভাগে রয়েছে ফিরআউন, সামূদ জাতির নেতৃবৃন্দ এবং লূত জাতির বিদ্রোহীগণ। এসব লোকের চরিত্র গঠিত হয়েছিল আখিরাত অবিশ্বাস এবং তার ফলে সৃষ্টি প্রবৃত্তির গোলামী থেকে। এরা আল্লাহর কুদরতের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনতে রাজী হয়নি। পক্ষান্তরে যারা তাদেরকে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের দিকে আহ্বান জানিয়েছে তাদেরকে তারা নিজেদের দুশমন ভেবে নিয়েছে। যেসব কাজ মন্দ হওয়ার ব্যাপারে কোনো বিবেকবান লোকই অস্বীকৃতি জানাতে পারে না সেসব কাজেই তারা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাদের চেতনা তখন পর্যন্তও জাগ্রত হয়নি, আল্লাহর আযাব আসার উপক্রম হয়ে পড়েছে। অতপর যখন আযাব এসেই পড়েছে তখন তাদের সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তখন তো সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় আদর্শ হলো—হযরত সুলায়মান (আ)-এর। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মক্কার কাফিরদের চিন্তা-কল্পনারও অধিক ধন-সম্পদ, শৌর্য-বীর্য, শাসন-ক্ষমতা ও গৌরব মর্যাদা দান করেছেন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যেহেতু মনে করতেন যে, আল্লাহর সামনে তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে এবং তিনি যা কিছু লাভ করেছেন তা একমাত্র আল্লাহর দান, তাই তাঁর মস্তক সদা-সর্বদা আল্লাহর সামনে অবনতই থাকতো এবং অহংকার-অহমিকা চিহ্নও তার চরিত্রে দেখা যেতো না।

তৃতীয় আদর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে সাবার রাণীর। তিনি ছিলেন আরবের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী মুশরিক জাতির শাসক। দুনিয়াতে যেসব বিষয় নিয়ে গর্ব-অহংকার করা যেতে পারে, তার সবই তাঁর ছিল। কুরাইশ সরদারদের চেয়ে লক্ষগুণ বেশী ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শাসন-ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। পিতৃ-পুরুষদের ধর্মের অনুসরণ এবং নিজ ক্ষমতা ধরে রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর পক্ষে শিরক ত্যাগ করা এবং তাওহীদ গ্রহণ করা একজন সাধারণ মুশরিকের চেয়ে অত্যন্ত কঠিন ছিল। কিন্তু যখনই তাঁর সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে পড়েছে, তখন তিনি নির্দ্বিধায় সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছেন। সত্যকে গ্রহণ করে নেয়ার পথে কোনো শক্তি, লোভ-লালসা, আশংকা তাঁকে বাধা দিয়ে রাখতে পারেনি। তাঁর বিবেক তাঁর অন্তরে আল্লাহর সামমে জবাবদিহির অনুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় অংশে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর কয়েকটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য সত্যের দিকে ইংগিত করে কাফিরদের প্রতি কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন যে, তোমরা যে শিরকের মধ্যে ডুবে আছো এ অনিবার্য সত্যগুলো কি তোমাদের শিরকের পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করে, না-কি কুরআন যে তাওহীদের শিক্ষা পেশ করছে তার সাক্ষ্যদান করে ? অতপর কাফিরদের মূল সমস্যার কথা বলা হয়েছে যে, তাদের এ অবস্থার মূল কারণ হলো—আখিরাত অস্বীকার। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী যদি আখিরাত না-ই থাকে। তাহলে যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং মাটিতে মিশে যাবে, আর দুনিয়ার জীবনের সকল সংগ্রাম-সাধনার কোনো ফলাফলই মৃত্যুর পর প্রকাশ পাবে না তখন মানুষের জন্য সত্য-মিথ্যার কোনো পার্থক্য থাকবে না, এবং মানুষের জীবনব্যবস্থা কি সত্যের উপর ছিল, না-কি অসত্যের উপর ছিল, এ প্রশ্নের কোনো গুরুত্বই থাকে না।

এসব আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হলো—যারা গাফিলতের মধ্যে ডুবে আছে তাদেরকে সচেতন করে দেয়া এবং তাদেরকে এর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করা। তাই ষষ্ঠ ও সপ্তম রুকূ'তে আখিরাত সম্পর্কে সচেতন করার সহায়ক আলোচনা করা হয়েছে।

অবশেষে বলা হয়েছে যে, এ দাওয়াত যদি গ্রহণ করো, তাহলে তোমাদের লাভ। আর যদি এ দাওয়াতকে উপেক্ষা করো, তবে তোমাদেরই ক্ষতি হবে। আর যদি এ দাওয়াত গ্রহণের জন্য আল্লাহর এমন সব নিদর্শনের অপেক্ষা করো, যেসব নিদর্শন আসার পর আর না মেনে উপায় থাকে না তখন আর কোনো লাভ হবে না, কারণ তা হলো চূড়ান্ত সময়।

❒

রুকূ'-৭ | **২৭. সূরা আন নাম্‌ল-মাক্কী** | আয়াত-৯৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

① طٰسٓ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ② هُدًى وَّبُشْرٰى

১. ত্বা–সী–ন ; এগুলো আয়াত কুরআনের ও সুস্পষ্ট কিতাবের[১]।

২.—হিদায়াত ও সুসংবাদ[২]

لِلْمُؤْمِنِيْنَ ③ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ

মু'মিনদের জন্য। ৩. যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়[৩], আর তারা

① طٰسٓ-(ত্বা–সীন)-এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ—একমাত্র আল্লাহই জানেন। تِلْكَ-এগুলো ; اٰيٰتُ-আয়াত ; الْقُرْاٰنِ (ال+قرآن) -কুরআনের ; وَ-ও ; كِتَابٍ-কিতাবের ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ② هُدًى-(এগুলো) হিদায়াত ; وَّ-ও ; بُشْرٰى-সুসংবাদ ; لِلْمُؤْمِنِيْنَ (ل+ال+مؤمنين)-মু'মিনদের জন্য। ③ الَّذِيْنَ-যারা ; يُقِيْمُوْنَ-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-এবং ; يُؤْتُوْنَ-দেয় ; الزَّكٰوةَ (ال-زكوة)-যাকাত ; وَ-আর ; هُمْ-তারা ;

১. অর্থাৎ এ কিতাবটি যেসব শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দিয়েছে তা সুস্পষ্ট। আর এ কিতাব সত্য মিথ্যার পার্থক্য ও সুস্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছে। আর তাই এটা যে নির্ভেজাল আল্লাহর কিতাব তা-ও সুস্পষ্ট। যে বা যারা এ কিতাবটি বুঝে শুনে পাঠ করবে, সে নিসন্দেহে বলবে যে, এটা মুহাম্মাদ (স)-এর রচিত হতেই পারে না ; বরং এটা সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর কিতাব।

২. অর্থাৎ আল কুরআনের আয়াতগুলো মানুষকে পথের দিশা দেয়ার ব্যাপারে যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ তেমনি ভাল কাজের সুসংবাদ দেয়ার ব্যাপারেও স্বয়ংসম্পূর্ণ।

৩. অর্থাৎ এ কিতাবের আয়াতগুলো সেসব লোকের জন্যই সঠিক পথের দিক-নির্দেশনা দেয় এবং শুভ সংবাদও দেয়—যারা তা মেনে নেয়। অন্য কথায় যারা এ কিতাবকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে মেনে নিয়ে এর যাবতীয় বিধান পালন করার জন্য সচেষ্ট হয় এবং তার বাহ্যিক আলামত হিসেবে নামায কায়েম করে ও সম্পদের যাকাত দেয়, তাদের জন্যই এ কিতাব হিদায়াত ও সুসংবাদ।

নামায ও যাকাত যারা যথাযথভাবে আদায় করবে, তাদেরকে কুরআন মাজীদ সত্য-সঠিক পথের সন্ধান দেবে। এ পথের সকল স্তরেই তাদেরকে শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝিয়ে দেবে। এ পথের প্রত্যেকটি চৌমাথায় ভুল পথে চলার হাত থেকে

بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে[৪]। ৪. যারা আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে না, আমি শোভনীয় করে দিয়েছি তাদের

اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ

কর্মসমূহকে, ফলে তারা বিভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়[৫]। ৫. ওরাই তারা—যাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি[৬] এবং তারা—

بِالْاٰخِرَةِ (ب+ال+اخره)-আখিরাতের প্রতি ; هُمْ-তারা ; يُوْقِنُوْنَ-বিশ্বাস রাখে। ④اِنَّ-নিশ্চিত ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাস রাখে না ; بِالْاٰخِرَةِ-আখিরাতের প্রতি ; زَيَّنَّا-আমি শোভনীয় করে দিয়েছি ; لَهُمْ-তাদের ; اَعْمَالَهُمْ (اعمال+هم)-তাদের কর্মসমূহকে ; فَهُمْ (ف+هم)-ফলে তারা ; يَعْمَهُوْنَ-বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ⑤اُولٰٓئِكَ-ওরাই ; الَّذِيْنَ-তারা যাদের ; لَهُمْ-জন্য রয়েছে ; سُوْٓءُ-নিকৃষ্ট ; الْعَذَابِ (ال+ عذاب)-শাস্তি ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ;

বাঁচাবে। তাদেরকে এ নিশ্চয়তাও দেবে যে, দুনিয়াতে সত্য-সঠিক পথে চলার ফলে অবস্থা যেমন-ই হোক না কেন, পরিণামে এর বদৌলতে চিরন্তন সফলতা তারাই লাভ করবে এবং মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভে তারাই সক্ষম হবে। শিক্ষকের শিক্ষা থেকে এমন ছাত্রই লাভবান হতে পারে, যে শিক্ষকের প্রতি আস্থা স্থাপন করে এবং তার নির্দেশ অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

৪. আখিরাতে বিশ্বাস ঈমান-এর অন্তর্ভুক্ত। কালিমায়ে শাহাদাতে সাতটি বিষয় উল্লেখিত আছে, সেগুলোর উপর বিশ্বাস আনাই ঈমান। তবে তার মধ্যে আখিরাতে বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এটাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা এমনই গুরুত্বপূর্ণ যা মানুষের দুনিয়ার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আখিরাতে যার দৃঢ়-বিশ্বাস রয়েছে সে দুনিয়ার ক্ষতিকে উপেক্ষা করে আখিরাতের লাভকেই অগ্রাধিকার দেবে। যাদের আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় নয় তাদের পক্ষে ঈমান ও ইসলামের পথে চলা মোটেই সম্ভব নয়।

৫. অর্থাৎ যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের মন্দ কাজগুলোকে আমি তাদের কাছে শোভনীয় করে দিয়েছি, ফলে তারা সে কাজেই লিপ্ত হয়ে থাকে। মানুষ যখন তার এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের ফলাফলকে এ দুনিয়ার জীবনের মধ্যেই সীমিত বলে বিশ্বাস করবে, তখন তার কাছে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, কুফর ও শিরক, পাপ ও পুণ্য এসবই অর্থহীন হয়ে যাবে। সে এমন কাজকেই ভাল মনে করবে যা তাকে দুনিয়াতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবে। অপরদিকে এমন সব কাজকেই মন্দ মনে করবে যা তার দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হবে। এ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে ন্যায়-অন্যায় যেকোনো পথ ও পন্থা অবলম্বন করতে কোনো ভ্রূক্ষেপ করবে না। অপরদিকে সে এমন লোকদেরকে নিতান্তই বোকা মনে

فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝٥ وَاِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيْمٍ

তারাই আখিরাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ৬. আর (হে মুহাম্মাদ !) আপনাকে তো কুরআন শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে মহাপ্রজ্ঞাময়ের নিকট থেকে

عَلِيْمٍ ۝٦ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِاَهْلِهٖٓ اِنِّىْٓ اٰنَسْتُ نَارًا ؕ سَاٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ

(যিনি) অসীম জ্ঞানী[৭]। ৭. (স্মরণীয়) যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন[৮]—"নিশ্চয়ই আমি আগুন দেখছি, এখনই আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্য নিয়ে আসতে পারবো কোনো খবর অথবা

فِى الْاٰخِرَةِ-(فى+ال+اخرة)-আখিরাতে ; هُمْ-তারাই ; الْاَخْسَرُوْنَ-(ال+اخسرون) -সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ⑥ وَ-আর (হে মুহাম্মাদ !) ; اِنَّكَ-(ان+ك)- আপনাকে তো ; لَتُلَقَّى-শিখিয়ে দেয়া হচ্ছে ; الْقُرْاٰنَ-কুরআন ; مِنْ لَّدُنْ-নিকট থেকে ; حَكِيْمٍ-মহা প্রজ্ঞাময়ের ; عَلِيْمٍ-(যিনি) অসীম জ্ঞানী। ⑦ اِذْ-(স্মরণীয়) যখন ; قَالَ-বললেন ; مُوْسٰى-মূসা ; لِاَهْلِهٖٓ-(ل+اهل+ه)-তাঁর পরিবারবর্গকে ; اِنِّىْٓ-(ان+ى)-নিশ্চিয় আমি ; اٰنَسْتُ-আমি দেখছি ; نَارًا-আগুন ; سَاٰتِيْكُمْ-(سـاتى+كم)-এখনই আমি নিয়ে আসতে পারবো তোমাদের জন্য ; مِّنْهَا-সেখান থেকে ; بِخَبَرٍ-(ب+خبر)-কোনো খবর ; اَوْ-অথবা ;

করবে যারা আখিরাতে জবাবদিহির কথা চিন্তা করে ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম, পাপ-পূণ্য ইত্যাদি মেনে চলার মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে জীবনযাপন করবে। সে তার নিজের কাজকে নিজের দৃষ্টিতে অত্যন্ত কল্যাণকর মনে করবে।

৬. এখানে বলা হয়েছে যে, আখিরাতে অবিশ্বাসী দুনিয়া পূজারী এসব লোকদের জন্য নিকৃষ্ট শাস্তি রয়েছে। তবে এখানে একথা পরিষ্কার করে বলা হয়নি যে, এ শাস্তি কোথায় হবে। তবে এ দুনিয়াতেও বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও জাতি বিভিন্নভাবে এ শাস্তি ভোগ করে। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় এমনকি আসন্ন মৃত্যুর সময়ও এ যালিমরা এ শাস্তির একটি অংশ ভোগ করে। আলমে বরযখ তথা মৃত্যু থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ে মানুষ এ শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। আর হাশর ময়দানে হিশাব-নিকাশ চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর তো শাস্তির ধারাবাহিকতা যে শুরু হবে, তা আর কোনো দিন শেষ হবে না।

৭. অর্থাৎ এ কুরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো কোনো মানুষের কাল্পনিক বা আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে রচিত কোনো কথা নয়; বরং মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় মহান আল্লাহর কথা। যিনি তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজন ও কল্যাণ, তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাঁর বান্দাহদের সংশোধন ও পথ নির্দেশনার জন্য তাঁর জ্ঞান সবচেয়ে কল্যাণকর ব্যবস্থাই গ্রহণ করে।

৮. এ ঘটনা তখনই সংঘটিত হয়েছিল, যখন মূসা (আ) মাদায়েন থেকে স্ব-পরিবারে নতুন কোনো বাসস্থানের উদ্দেশ্যে আসছিলেন। তিনি এ সময় তূর পাহাড়ের নিকটে

أَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ

তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো জ্বলন্ত অঙ্গার সম্ভবত তোমরা শরীর গরম করতে পারবে[৯]।" ৮. অতপর যখন তিনি (মূসা) তার (আগুনের) কাছে আসলেন, তাঁকে ডেকে বলা হলো[১০]—

أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَسُبْحَٰنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ۞

'বরকতময় হোক—যে আগুনের মধ্যে রয়েছে, এবং যারা রয়েছে তার চারপাশে ; আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হলেন অতি পবিত্র মহিমান্বিত[১১]।

اتِيكُمْ-(اتى+كم)-তোমাদের জন্য আসবো ; بِشِهَابٍ-(ب+شهاب)-জ্বলন্ত; قَبَسٍ-অঙ্গার ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تَصْطَلُونَ-তোমরা শরীর গরম করতে পারবে। ⑧ فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; جَاءَهَا-(جاء+ها)-তিনি আসলেন তার (আগুনের) কাছে ; نُودِيَ-তাকে ডেকে বলা হলো ; اَنْ-যে ; بُورِكَ-বরকতময় হোক ; مَنْ-যে রয়েছে ; فِى-মধ্যে ; النَّارِ-আগুনের ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা রয়েছে ; حَوْلَهَا-(حول+ها)-তার চারপাশে ; وَ-আর ; سُبْحٰنَ-অতিপবিত্র মহিমান্বিত ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-রাব্বুল আলামীন।

পৌঁছেন। বর্তমানে তাকে সিনাই পাহাড় ও মূসা পর্বত বলা হয়। ঘটনাটি এ পাহাড়ের পাদদেশে সংঘটিত হয়।

৯. হযরত মূসা (আ)-এর কথা থেকে মনে হয় এ ঘটনার সময়টা সম্ভবত শীতকাল ছিল। তিনি একটি অপরিচিত এলাকা অতিক্রম করছিলেন। এ অঞ্চলের পথঘাটও তাঁর জানা ছিল না। তদুপরি ছিল অন্ধকার রাত। তাই একটু দূরে আগুন জ্বলতে দেখে তিনি ভাবলেন যে, সামনে সম্ভবত কোনো লোকালয় রয়েছে। তাই তিনি পরিবারের লোকদেরকে বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো, আমি সামনে গিয়ে জেনে আসি এখানে কোন্ কোন্ জনপদ রয়েছে। আর ওরাও যদি আমাদের মতো হয় এবং কোনো তথ্য পাওয়া-ই না যায়, তাহলে তাদের নিকট থেকে অন্তত কিছু অংগার তো আনা যাবে। যদ্বারা তোমাদের শরীর গরম করতে পারবে।

১০. মূসা (আ)-এর নবুওয়াত পাওয়ার এ ঘটনা অনেক সূরায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সূরার বর্ণনাভঙ্গি বিভিন্ন হলেও বিষয়বস্তু প্রায় একই। সেই শীতের রাতে বিভিন্ন কারণে মূসা (আ)-এর আগুনের প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তা'আলা তূর পাহাড়ের একটি গাছে তাকে আগুন দেখালেন ! কিন্তু সেখানে আগুনও জ্বলছিল না, আর ধোঁয়াও দেখা যাচ্ছিল না। আর এ আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল একটি সবুজ শ্যামল গাছ। সেখান থেকেই এ আওয়াজ আসছিল। এ আওয়াজ চারিদিক থেকেই শোনা যাচ্ছিল। এখানে 'যে আগুনের মধ্যে আছে' বলে মূসা (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। আর 'যারা তার চারপাশে আছে' বলে ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

⑨ يٰمُوسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ⑩ وَاَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا رَاٰهَا

৯. হে মূসা অবশ্যই আমি আল্লাহ—প্রবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ১০. আর আপনি নিক্ষেপ করুন আপনার লাঠি ; অতপর তিনি যখন দেখলেন তাকে (লাঠিটিকে)

تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَاۗنٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوسٰى لَا تَخَفْ ۣ

গড়াগড়ি খাচ্ছে যেন তা একটি সাপ[১২], তিনি পেছন ফিরে পালালেন এবং পেছনে ফিরেও দেখলেন না ; "হে মূসা ! ভয় করবেন না

اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ ⑪ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا

নিশ্চয় আমি তো আছি ; আমার কাছে রাসূলগণ ভয় পান না[১৩]। ১১. তবে যে সীমালংঘন করে[১৪] অতপর (তা) বদলে নেয় ভাল কাজে

⑨ يٰمُوسٰٓى-হে মূসা ! اِنَّهٗٓ-(ان+ه)-অবশ্যই ; اَنَا-আমি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْعَزِيْزُ-প্রবল পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়। ⑩ وَ-আর ; اَلْقِ-আপনি নিক্ষেপ করুন ; عَصَاكَ-(عصا+ك)-আপনার লাঠি ; فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; رَاٰهَا-(را+ا+ها)-তিনি তাকে (লাঠিটিকে) দেখালেন ; تَهْتَزُّ-গড়াগড়ি খাচ্ছে ; كَاَنَّهَا-(كان+ها)-যেন তা ; جَاۗنٌّ-একটি সাপ ; وَلّٰى-তিনি পালালেন ; مُدْبِرًا-পেছন ফিরে ; وَ-এবং ; لَمْ يُعَقِّبْ-পেছনে ফিরেও দেখলেন না ; يٰمُوسٰى-হে মূসা ! لَا تَخَفْ-ভয় করবেন না ; اِنِّىْ-নিশ্চয়ই আমিতো আছি ; لَا يَخَافُ-ভয় পান না ; لَدَيَّ-(لدى+ى)-আমার কাছে ; الْمُرْسَلُوْنَ-রাসূলগণ। ⑪ اِلَّا-তবে ; مَنْ-যে ; ظَلَمَ-সীমালংঘন করে ; ثُمَّ-অতপর ; بَدَّلَ-বদলে নেয় (তা) ; حُسْنًا-ভাল কাজে ;

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও ইকরামা থেকে এমনই বর্ণিত হয়েছে।

১১. আর 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অতি পবিত্র মহিমান্বিত' বলে মূসা (আ)-কে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো আকার-আকৃতি ধারণ করে এ গাছের উপর বসে কথা বলছেন এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। তিনি এসব আকার-আকৃতি থেকে পবিত্র। তিনি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছেন।

১২. 'জানন্নুন' দ্বারা ছোট সাপ বুঝানো হয়েছে। সূরা আ'রাফ ও সূরা শু'আরায় 'মু'বানুন' উল্লিখিত হয়েছে, যার অর্থ 'অজগর'। মূলত তা অজগরই ছিল; কিন্তু তার চলার ত্বরিতগতির কারণে এখানে 'জানন্নুন' বলা হয়েছে। কারণ অজগরের চেয়ে ছোট সাপের গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়ে থাকে।

১৩. অর্থাৎ আমি সমস্ত জগতের প্রতিপালক আল্লাহ। আমিইতো আপনাকে আমার কাছে ডেকে এনেছি। এখানে আপনার ক্ষতির আশংকা নেই। আমার কাছে রাসূলগণ

بَعْدَ سُوْءٍ فَإِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ⑪ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِىْ جَيْبِكَ تَخْرُجْ

মন্দ কাজের পর, তাহলে অবশ্যই আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু[১৫]। ১২. আর আপনার হাত আপনার বগলে ঢোকান, তা বের হয়ে আসবে

بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ فِىْ تِسْعِ اٰيٰتٍ إِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ ط إِنَّهُمْ

শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে, কোনো প্রকার ক্ষতি ছাড়াই ; (এ দুটো) ফিরআউন ও তার কওমের প্রতি নয়টি নিদর্শনের শামিল[১৬] ; নিশ্চয়ই তারা

بَعْدَ-পর ; سُوْءٍ-মন্দ কাজের ; فَإِنِّىْ-(ف+ان+ى)-তাহলে অবশ্যই আমি ; غَفُوْرٌ- অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمٌ-পরম দয়ালু।⑫-وَ-আর ; أَدْخِلْ-আপনি ঢোকান ; يَدَكَ- (يد+ك)-আপনার হাত ; فِىْ جَيْبِكَ-(فى+جيب+ك)-আপনার বগলে ; تَخْرُجْ-তা বের হয়ে আসবে ; بَيْضَاءَ-শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে ; مِنْ-কোনো প্রকার ; غَيْرِ-ছাড়া ; سُوْءٍ- ক্ষতি; فِىْ-শামিল ; تِسْعِ-নয়টি ; اٰيٰتٍ-নিদর্শনের ; إِلٰى-প্রতি ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন; وَ-ও ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তার কাওমের ; إِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ;

ভয় পান না। যেকোনো অস্বাভাবিক অবস্থায় আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব তো আমার হাতে। সুতরাং কোনো ভয় নেই।

১৪. একথার অর্থ দু'প্রকার হতে পারে ঃ

এক ঃ রাসূলগণ ভয় পান না। যাদের ভয় পাওয়া উচিত তারা হলো—সে সমস্ত লোক যাদের দ্বারা কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যায়, এরপর তারা তাওবা করে সৎপথ অবলম্বন করে। তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি যদিও আল্লাহ ক্ষমা করে দেন, কিন্তু ক্ষমার পরও গুনাহর কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকার সম্ভাবনা থাকে। ফলে তারা সর্বদা ভীত থাকে।

দুই ঃ আল্লাহর রাসূলগণ ভয় করেন না, তাদের ব্যতীত যাদের দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা সগীরা গুনাহ হয়ে যায় এবং এরপর তা থেকে তাওবা করে নেন। এ তাওবার ফলে সগীরা গুনাহও মাফ হয়ে যায়।

নবী-রাসূলের দ্বারা যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয় সেটা মূলত সগীরা বা কবীরা কোনোটাই নয়, সেগুলো হয় ইজতিহাদী ত্রুটি। এখানে ইংগীত পাওয়া যায় যে, মূসা (আ)-এর দ্বারা এক কিবতীকে হত্যার যে ঘটনা ঘটেছিল, তা যদিও আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া তখনও বাকী ছিল এবং মূসা (আ)-এর মধ্যে ভয়ভীতি সঞ্চারিত হয়েছিল। এ ঘটনা না ঘটলে সাময়িক ভয়ভীতিও থাকতো না।—কুরতুবী

১৫. অর্থাৎ কোনো অপরাধকারী যদি তাওবা করে নিজের কর্মনীতি সংশোধন করে নেয় এবং মন্দ কাজের বদলে ভাল কাজ করে যেতে থাকে, তাহলে আমিতো তা ক্ষমা করে দেই। এখানে মূসা (আ)-এর কিবতী হত্যার ঘটনার দিকে ইংগীত করে তাঁকে সুসংবাদ

كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٣﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا

ছিল সীমালংঘনকারী কওম। ১৩. অতপর যখন আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ তাদের কাছে পৌঁছল, তারা বললো—এটাতো

سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٤﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ

সুস্পষ্ট যাদু। ১৪. আর তারা সেগুলোকে (আয়াতসমূহকে) অন্যায় ও ঔদ্ধত্যের সাথে অস্বীকার করলো, অথচ তাদের অন্তর সেগুলোকে বিশ্বাস করে নিয়েছিল[১৭] ;

جَاءَ ; ছিল-كَانُوا ; কাওম-قَوْمًا ; সীমালংঘনকারী-فَسِقِينَ । ⑬ অতপর যখন-فَلَمَّا
তাদের কাছে আসলো-(جاءت+هم)-تْهُمْ ; আমার নিদর্শনসমূহ-(ايت+نا)-اٰيٰتُنَا ;
সুস্পষ্ট-مُبْصِرَةً ; তারা বললো-قَالُوا ; এটাতো-هٰذَا ; যাদু-سِحْرٌ ; সুস্পষ্ট-مُبِيْنٌ ।
⑭ আর-وَ ; তারা অস্বীকার করলো-جَحَدُوا ; সেগুলোকে (আয়াতসমূহকে)-بِهَا ; وَ
-অথচ ; সেগুলোকে বিশ্বাস করে নিয়েছিল-(استيقنت+ها)-اسْتَيْقَنَتْهَا ; اَنْفُسُهُمْ-
-(انفس+هم)-তাদের অন্তর ; অন্যায়-ظُلْمًا ; ও-و ; ঔদ্ধত্য সহকারে-عُلُوًّا ;

দেয়া হচ্ছে যে, আপনার সেই অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিয়েছি। এখনতো আমি আপনাকে কোনো শাস্তি দেয়ার জন্য ডাকিনি বরং বড় বড় মু'জিযা সহকারে আপনাকে নবুওয়াতের দায়িত্বে নিয়োজিত করবো।

১৬. হযরত মূসা (আ)-কে সুস্পষ্ট নয়টি মু'জিযা দেয়া হয়েছিল। সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে যে, মূসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন। সূরা আ'রাফে মূসা (আ)-কে প্রদত্ত নয়টি নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। নিদর্শন-গুলো হলো—(১) লাঠি–যা হাত থেকে ছেড়ে দিলে অজগর হয়ে যেতো ; (২) হাত–যা বগলে রেখে বের করে আনলে সূর্যের মতো উজ্জ্বল দেখা যেতো ; (৩) প্রকাশ্য জনগণের সামনে যাদুকরদের পরাজয় (৪) মূসা (আ)-এর পূর্ব ঘোষণা অনুসারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়া ; (৫) বন্যা ও ঝড় ; (৬) পংগপাল; (৭) শস্যের গুদামে পোকা-মাকড় এবং মানুষ ও পশু নির্বিশেষে সবার গায়ে উকুন ; (৮) বেঙ-এর প্রকোপ ; (৯) রক্ত।

১৭. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে যে, যখন মিসরে কোনো বিপদ-মসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে আসতো, তখন ফিরআউন মূসা (আ)-কে বলতো—'আপনার আল্লাহর কাছে দোয়া করে এ মসীবত থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন, তারপর আপনার সব কথা আমরা মেনে চলবো।' মূসা (আ) যখন দোয়া করতেন, তখন বিপদ সরে যেতো। তারপরই ফিরআউন আবার আগের হঠকারিতায় ফিরে যেতো। তারপর একে একে যেসব বিপদ-মসীবত মিসরবাসীর উপর আপতিত হয়েছে এবং মূসা (আ)-এর দোয়ায় সেসব মসীবত অপসারিত হয়ে গেছে, তাতে যেকোনো লোকই এটা বুঝতে সক্ষম যে, এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকেই সংঘটিত হচ্ছে। তাই হযরত

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝

অতএব দেখুন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

فَانْظُرْ-(ف+انظر)-অতএব দেখুন ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْمُفْسِدِيْنَ-বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের।

মূসা (আ) ফিরআউনকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যা সূরা বনী ইসরাঈলের ১০২ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

"নিসন্দেহে তুমি জানো যে, এসব আসমান ও যমীনের প্রতিপালক ছাড়া অন্য কেউ নাযিল করেননি।"

এরপরও ফিরআউন ও তার জাতির সরদাররা মূসা (আ)-কে অস্বীকার করেছিল যে কারণে তা তারা বলেই দিয়েছিল। সূরা আল মু'মিনূনের ৪৭ আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলেছিল ঃ

"আমরা কি আমাদের মতো এমন দু'জন মানুষের কথা মেনে নেবো ? অথচ তাদের জাতি ছিল আমাদের দাস।"

১ম রুকূ' (১-১৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল কুরআনের শিক্ষা ও বিধানাবলীর মধ্যে কোনো প্রকার অস্পষ্টতা নেই। এ কিতাব সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। এটা নির্ভেজাল আল্লাহর কিতাব কুরআনকে অধ্যয়ন করলেই একথা প্রমাণিত হবে।

২. আল কুরআন থেকে হিদায়াত পেতে হলে এটাকে আল্লাহর কিতাব বলে নিঃশর্তভাবে বিশ্বাস করতে হবে।

৩. আল কুরআনের পুরোপুরি উপকারিতা লাভ করতে হলে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে হবে।

৪. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাসের আলামত স্বরূপ যথারীতি নামায আদায় ও সম্পদের যাকাত দান করতে হবে। যারা তা করবে কুরআন মাজীদ তাদের জন্যই দিক নির্দেশনা ও সুসংবাদ দান করে।

৫. আখিরাতে বিশ্বাস-ই হলো মানুষের দুনিয়ার জীবনের সকল কাজ-কর্মের নিয়ন্ত্রক। ঈমান ও নেক আমল করা তখনই সহজ হয়ে যাবে, যখন আখিরাতে দৃঢ়- বিশ্বাস থাকবে। সুতরাং আখিরাতের বিশ্বাসকে অবশ্যই দৃঢ় ও মজবুত করতে হবে।

৬. আখিরাত যদি না-ই থাকে তাহলে তাতে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়ের পরিণাম একই হবে। সুতরাং সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ইনসাফ-যুলুম, পুণ্য-পাপ এসব বাছ-বিচারের কোনো প্রয়োজনই থাকে না। সুতরাং মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র চালিকা শক্তি আখিরাতে বিশ্বাস। তাই মানব জাতির কল্যাণের এ বিশ্বাস দৃঢ় করতে হবে।

৭. মানব সমাজের অশান্তির মূল কারণ এ আখিরাতে অবিশ্বাস। এসব লোকের জন্য দুনিয়াতে ও আখিরাতে নিকৃষ্ট শাস্তি রয়েছে। এরা আখিরাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৮. আল কুরআন মহাপ্রজ্ঞাময় ও অসীম জ্ঞানী সত্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির কল্যাণে নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং এর বিধানকে অবজ্ঞা-অবহেলা করার অর্থ নিজের ধ্বংস ডেকে আনা।

৯. অতীতের নবী-রাসূলদের সাথে যারা অন্যায়-অবিচার ও যুলুম-নিপীড়ন মূলক আচরণ করেছে তাদের ধ্বংসের ইতিহাস থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১০. মানুষের নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য স্বাভাবিক উপায়-উপাদান ব্যবহার করা তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়।

১১. হযরত মূসা (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সূচনা হয়েছিল তূর পাহাড়ে। বর্তমানে তূর পাহাড় সিনাই পাহাড়, বা 'মূসা পর্বত' নামে পরিচিত। কুরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে এটা 'তূর' নামে পরিচিত ছিল।

১২. মূসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা নয়টি মু'জিযা দান করেছিলেন। তন্মধ্যে লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া ও উজ্জ্বল হাত—এ দু'টো এখানে উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো হলো— নবীদের মু'জিযা। এ মু'জিযাসমূহের উপর বিশ্বাস রাখা ইসলামী আকীদার অন্তর্গত।

১৩. নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁদের ভুল-ত্রুটি হলে তা হয়েছিল ইজতিহাদী তথা গবেষণাধর্মী ভুল। তাঁদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি আল্লাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এটাই আমাদের ঈমান।

১৪. নবী-রাসূলগণ ছাড়া অন্যান্য মানুষ যদি কোনো গুনাহ্ খাতা করে ফেলে এবং অতপর অনুশোচনা সহকারে তাওবা করে এবং সৎ কাজ করে যেতে থাকেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। সুতরাং আল্লাহর ক্ষমা থেকে কখনও নিরাশ হওয়া যাবে না।

১৫. আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ—নবী-রাসূলদের সুস্পষ্ট মু'জিযাকে যারা ঔদ্ধত্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। হঠকারিতার পরিণামফল এমনই হয়ে থাকে। সুতরাং আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে হঠকারিতা থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১৬. আল কুরআন মানব জাতির জন্য একদিকে যেমন দিকদর্শন তেমনি এটা যারা মেনে চলবে. তাদের জন্য সুসংবাদ বাহক কিতাব।

১৭. যারা কুরআন মাজীদের বিধানকে অবমাননা করবে, এর প্রতি উপেক্ষা-অবহেলা প্রদর্শন করবে, তাদের জন্য এটা আযাবেরও কারণ।

১৮. কুরআন অমান্যকারীদের জন্য নির্ধারিত নিকৃষ্ট শাস্তি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় মৃত্যুর পূর্বাহ্নে, মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের সময় পর্যন্ত লাভ করতে থাকে। আর হাশরের পরে তো তা স্থায়ীরূপ লাভ করে। সুতরাং আমরা চোখে দেখিনা বলে তা ঘটেনা এমন মনে করা যাবে না।

১৯. আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির প্রয়োজন, কল্যাণ এবং তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্বজ্ঞ। তাই সৃষ্টির জন্য তিনি যে বিধান দিয়েছেন তা-ই সর্বোত্তম বিধান। সুতরাং তাঁর বান্দাদের কর্তব্য তাঁর দেয়া বিধান অনুসারে জীবনযাপন করা।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-১৭

(১৫) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا

১৫. আর নিশ্চয়ই আমি দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম[১৮] ; এবং তাঁরা বলেছিলেন—'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্য যিনি আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন

عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ (১৫) وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ

তাঁর মু'মিন বান্দাদের মধ্য থেকে অনেকের উপরে'[১৯]। ১৬. আর সুলায়মান উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন দাউদের[২০] এবং তিনি বলেছিলেন—'হে মানুষ!

(১৫) وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-(ل+قداتينا)-নিশ্চয়ই আমি দান করেছিলাম ; دَاوٗدَ-দাউদ ; وَ-ও ; سُلَيْمٰنَ-সুলায়মানকে ; عِلْمًا-জ্ঞান ; وَ-এবং ; قَالَا-তাঁরা বলেছিলেন ; الْحَمْدُ-সমস্ত প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহরই জন্য ; الَّذِيْ-যিনি ; فَضَّلَنَا-আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন ; عَلٰي-উপর ; كَثِيْرٍ-অনেকের ; مِّنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِهِ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। (১৬) وَ-আর ; وَرِثَ-উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন ; سُلَيْمٰنُ-সুলায়মানের ; دَاوٗدَ-দাউদের ; وَ-এবং ; قَالَ-তিনি বলেছিলেন ; يٰاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ;

১৮. এখানে ফিরআউনের শাসন-ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার বিপরীত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-এর শাসন-ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার উল্লেখ করে যে, এসব কিছু যেহেতু আল্লাহর দেয়া সুতরাং এসব আল্লাহর ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। কারণ এসবের সঠিক ব্যবহার বা অপব্যবহার করার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ফিরআউন ছিল এ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত। তাই তার আচরণ ছিল মূর্খতাসুলভ। ফিরআউনের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলে তার চরিত্রও সেরূপই গড়ে উঠেছিল। অপরদিকে দাউদ ও সুলায়মান (আ)-ও ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে জ্ঞানী তাই তাঁদের মধ্যে জবাবদিহিতার দায়িত্ববোধ জাগ্রত হয়েছিল। অথচ শাসন-ক্ষমতা, ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদার দিক থেকে উভয় পক্ষই ছিল সমান। শুধুমাত্র ফিরআউনের অজ্ঞতা উভয় পক্ষের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল এক বিরাট ব্যবধান।

১৯. অর্থাৎ খিলাফতের উপযুক্ত অনেক মু'মিন বান্দাই ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এ রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব দান করেছেন। এতে আমাদের বিশেষ কোনো যোগ্যতা নেই।

عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ

আমাকে পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে[২১] এবং আমাকে সর্বপ্রকার বস্তু থেকেই দেয়া হয়েছে[২২] ; নিশ্চয়ই এটা—এটাই (আল্লাহর) অনুগ্রহ—

الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾

সুস্পষ্ট। ১৭. আর সুলায়মানের জন্য তাঁর সৈন্যসমাবেশ করা হয়েছিল জিন ও মানুষ এবং পাখিদের মধ্য থেকে[২৩] এবং তাদেরকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

عُلِّمْنَا-আমাকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে ; مَنْطِقَ-ভাষা ; الطَّيْرِ-পাখির ; وَ-এবং ; أُوتِيْنَا-আমাকে দেয়া হয়েছে ; مِنْ-থেকেই ; كُلِّ-সর্বপ্রকার ; شَيْءٍ-বস্তু ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; هَٰذَا-এটা ; لَهُوَ-এটাই (আল্লাহর) ; الْفَضْلُ-অনুগ্রহ ; الْمُبِينُ-(ال+)-(مبين)-সুস্পষ্ট। ﴿١٧﴾ وَ-আর ; حُشِرَ-সমাবেশ করা হয়েছিল ; لِسُلَيْمَانَ-(ل+)-(سليمن)-সুলায়মানের জন্য ; جُنُودُهُ-(جنود+ه)-তার সৈন্য ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْجِنِّ-জিন ; وَ-ও ; الْإِنْسِ-মানুষ ; وَ-এবং ; الطَّيْرِ-পাখিদের ; فَهُمْ-(ف+هم)-এবং তাদেরকে ; يُوزَعُونَ-পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা হতো।

২০. নবী-রাসূলদের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী কেউ হয় না। তাঁরা যাকিছু রেখে যান, তা মুসলমান গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়। অতএব আয়াতে 'দাউদের উত্তরাধিকারী হলেন সুলায়মান' বলা দ্বারা নবুওয়াত ও খিলাফতের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী হওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। সুলায়মান (আ) ছিলেন দাউদ (আ)-এর সবচেয়ে ছোট সন্তান। ইবরানী ভাষায় তাঁর নাম ছিল সলোমোন' যার অর্থ নিরাপদ, মুক্ত, সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ। হযরত সুলায়মান (আ)-এর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্তমান ফিলিস্তিন, জর্দান ও সিরিয়ার একটি অংশ।

২১. সুলায়মান (আ)-কে যে পশু-পাখির ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, বর্তমান প্রচলিত বাইবেলে তার উল্লেখ নেই; তবে বনী ইসরাঈল সংক্রান্ত বিশ্বকোষের বর্ণনায় তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

২২. অর্থাৎ আল্লাহর দেয়া ধন-সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে আমার নিকট রয়েছে। একথা দ্বারা সুলায়মান (আ) আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য শোকর আদায় করেছেন।

২৩. বাইবেলে একথা উল্লেখ নেই যে, জিনেরা সুলায়মান (আ)-এর সেনাদলের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তিনি তাদের দ্বারা বিভিন্ন কঠিন কঠিন কাজ করিয়ে নিতেন। তবে তালমূদ ও ইয়াহুদী রাবীদের বর্ণনায় একথা উল্লেখ আছে। আয়াতে উল্লিখিত 'আল-জিন, আল ইন্‌স ও আত তায়ির দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, সুলায়মান (আ)-এর সৈন্যদলে জিন, মানুষ ও পাখি এ তিন জাতির সৈনিক-ই ছিল। সুতরাং এ শব্দ তিনটির কোনো রূপক অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ এখানে নেই।

۞حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوۡا عَلٰى وَادِ النَّمۡلِ ۙ قَالَتۡ نَمۡلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمۡلُ ادۡخُلُوۡا

১৮. এমনকি যখন তারা (একদা) পিপীলিকাদের উপত্যকায় পৌছলো, (তখন) একটি পিপীলিকা বললো—'হে পিপীলিকারা তোমরা ঢুকে পড়ো

مَسٰكِنَكُمۡ ۚ لَا يَحۡطِمَنَّكُمۡ سُلَيۡمٰنُ وَجُنُوۡدُهٗ ۙ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُوۡنَ ۞ فَتَبَسَّمَ

তোমাদের গর্তে : যেন সুলায়মান ও তাঁর সৈন্য বাহিনী তোমাদেরকে পদদলিত না করে এমতাবস্থায় যে, তারা টেরও পাবে না[২৪]। ১৯. তখন তিনি মুচকি মুচকি

ضَاحِكًا مِّنۡ قَوۡلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوۡزِعۡنِیۡۤ اَنۡ اَشۡكُرَ نِعۡمَتَكَ الَّتِیۡۤ اَنۡعَمۡتَ

হাসলেন তার (পিপীলিকার) কথায় এবং বললেন—'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে সামর্থ দিন[২৫] যেন আমি আপনার নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি যে নিয়ামত আপনি দিয়েছেন

১৮ حَتّٰى-এমন কি ; اِذَا-যখন ; اَتَوۡا-তারা পৌছলো ; عَلٰى-(على+واد) وَادِ-উপত্যকায় ; النَّمۡلِ-(ال+نمل)-পিপীলিকাদের ; قَالَتۡ-(তখন) বললো ; نَمۡلَةٌ-একটি পিপীলিকা ; يّٰۤاَيُّهَا-হে ; النَّمۡلُ-পিপীলিকারা ; ادۡخُلُوۡا-তোমরা ঢুকে পড়ো; مَسٰكِنَكُمۡ-(مسكن+كم)-তোমাদের গর্তে ; لَا يَحۡطِمَنَّكُمۡ-(لا يحطمن+كم)-তোমাদেরকে পদদলিত না করে ; سُلَيۡمٰنُ-সুলায়মান ; وَ-ও ; جُنُوۡدُهٗ-(جنود+ه)-তার সৈন্যবাহিনী ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; هُمۡ-তারা ; لَا يَشۡعُرُوۡنَ-টেরও পাবে না। ১৯ فَتَبَسَّمَ-তখন তিনি মুচকি মুচকি ; ضَاحِكًا-হাসলেন ; مِّنۡ قَوۡلِهَا-(من+قول+ها)-তার কথায় ; وَ-এবং ; قَالَ-বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اَوۡزِعۡنِیۡ-(اوزع+نى)-আমাকে সামর্থ দিন ; اَنۡ-যেন আমি ; اَشۡكُرَ-শোকর আদায় করতে পারি ; نِعۡمَتَكَ-(نعمت+ك)-আপনার নিয়ামতের ; الَّتِیۡ-যে ; اَنۡعَمۡتَ-নিয়ামত আপনি দিয়েছেন ;

২৪. পিঁপড়ার উপত্যকার অবস্থানস্থল ছিল সিরিয়ায়। সুলায়মান (আ)-এর সৈন্য বাহিনীর পায়ের তলায় তাদের অসাবধানতাবশত পিঁপড়ার দল পিষ্ট হতে পারে বিধায় একটি পিঁপড়া তাদেরকে নিজেদের গর্তে প্রবেশ করার জন্য বলেছে। হযরত সুলায়মান (আ)-কে যেহেতু পশুপাখির ভাষা শেখানো হয়েছে, তাই তিনি পিঁপড়ার সতর্কবাণী বুঝতে পেরেছিলেন। পশু-পাখির ভাষা বুঝার ক্ষমতা ছিল হযরত সুলায়মান (আ)-এর মু'জিযাসমূহের একটি।

২৫. 'আওযি'নী' শব্দের অর্থ মূলত থামিয়ে দেয়া। অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি যে বিশাল নিয়ামতের মালিক করেছেন তাতে আমি যেন আপনার

عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ

আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং আমি যেন এমন নেক আমল করতে পারি যা আপনি পসন্দ করেন আর আমাকে আপনার রহমতে শামিল করে নিন

فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ⑲ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى

আপনার নেক বান্দাহদের মধ্যে[২৬]। ২০. অতপর তিনি (সুলায়মান) পাখীদের খবর নিলেন[২৭] এবং তিনি বললেন—আমার কি হলো, আমি দেখছি না

الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ ⑳ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ

হুদহুদ-কে ? তবে কি সে পলাতকদের শামিল হয়ে গেলো ? ২১. আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দেবো, অথবা

عَلَىَّ-(على+ى)-আমাকে ; وَ-ও ; وَالِدَىَّ-(على+والدى+ى)-আমার পিতা-মাতাকে ; وَ-এবং ; أَنْ أَعْمَلَ-আমি যেন আমল করতে পারি ; صَالِحًا-এমন নেক ; تَرْضٰهُ-(ترضى+ه)-যা আপনি পসন্দ করেন ; وَ-আর ; أَدْخِلْنِىْ-(ادخل+نى)-আমাকে শামিল করে নিন ; بِرَحْمَتِكَ-(ب+رحمت+ك)-আপনার রহমতে ; فِىْ-মধ্যে ; عِبَادِكَ-(عباد+ك)-আপনার বান্দাদের ; الصّٰلِحِيْنَ-নেক। ⑳ وَ-অতপর ; تَفَقَّدَ-তিনি (সুলায়মান) খবর দিলেন ; الطَّيْرَ-(ال+طير)-পাখিদের ; فَقَالَ-(ف+قال)-এবং তিনি বললেন ; مَا-কি হলো ; لِىَ-আমার ; لَآ أَرَى-আমি দেখছি না ; الْهُدْهُدَ-হুদহুদকে ; أَمْ-তবে কি ; كَانَ-সে হয়ে গেলো ; مِنَ-শামিল ; الْغَآئِبِيْنَ-পলাতকদের। ㉑ لَأُعَذِّبَنَّهُ-(لاعذبن+ه)-আমি অবশ্যই তাকে দেবো ; عَذَابًا-শাস্তি ; شَدِيْدًا-কঠিন ; أَوْ-অথবা ;

নিয়ামতের না-শোকরী করে না ফেলি। আমি যদি গর্ব-অহংকার করে আপনার না-শোকরকারী করার উদ্যত হই—তাহলে আমাকে আপনি থামিয়ে দিন, আমাকে আপনি নিয়ন্ত্রণ করুন।

২৬. অর্থাৎ আখিরাতে আমার পরিণতি যেন নেককারদের সাথে হয় এবং আমি যেন তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। কারণ নেককাজ করলে তো নেককারদের মধ্যে শামিল হওয়া যাবে, কিন্তু নেককাজের জোরে জান্নাতে যাওয়া যাবে না। আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যাওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। রসূলুল্লাহ (স) একবার ইরশাদ করেনঃ

"তোমাদের কারো শুধুমাত্র আমল তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না, বলা হলো—"আপনার (আমল)-ও না ?" তিনি জবাবে বললেন, "হাঁ আমিও নই, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেবেন।"

لَاَاذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ

তাকে যবেহ করে ফেলবো, অথবা সে আমার কাছে সুস্পষ্ট কারণ পেশ করবে[২৮]।
২২. অতপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই সে (হুদহুদ) বললো—"আমি অবগত হয়েছি

بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍۭ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ﴿٢٢﴾ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً

এমন কিছু যে সম্পর্কে আপনি অবগত নন এবং আমি সাবা থেকে আপনার কাছে
নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি[২৯]। ২৩. অবশ্যই আমি একজন স্ত্রীলোককে পেয়েছি

لَاَاذْبَحَنَّهٗ-(لاأذبحن+ه)-তাকে যবেহ করে ফেলবো ; اَوْ-অথবা ; لَيَاْتِيَنِّيْ-আমার কাছে পেশ করবে ; بِسُلْطٰنٍ-(ب+سلطن)-কারণ ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ㉒ فَمَكَثَ-(ف+مكث)-অতপর অপেক্ষা করতেই ; غَيْرَ بَعِيْدٍ-কিছুক্ষণ ; فَقَالَ-(ف+قال)-সে (হুদহুদ) বললো ; اَحَطْتُّ-আমি অবগত হয়েছি ; بِمَا-এমন কিছু ; لَمْ تُحِطْ-আপনি অবগত নন ; بِهٖ-যে সম্পর্কে ; وَ-এবং ; جِئْتُكَ-(جئت+ك)-আপনার কাছে এসেছি ; مِنْ-থেকে ; سَبَاٍ-সাবা ; بِنَبَاٍ-(ب+نبا)-খবর নিয়ে ; يَّقِيْنٍ-নিশ্চত। ㉓ اِنِّيْ-(ان+ى)-অবশ্যই আমি ; وَجَدْتُّ-পেয়েছি ; امْرَاَةً-একজন স্ত্রীলোককে ;

২৭. জিন ও মানুষের মতো পাখিদের মধ্যেও তাঁর সৈনিক ছিল। তিনি তাদের মাধ্যমেই পাখিদের খোঁজ খবর নিলেন। পাখিদের মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন খোঁজ-খবর, সংবাদ আদান-প্রদান, শিকার ও এ জাতীয় অন্যান্য কাজকর্ম করাতেন।

২৮. অর্থাৎ আমার কি হলো, আমি হুদহুদকে সমাবেশে উপস্থিত দেখছি না ? এখানে বলার কথা ছিল—হুদহুদের কি হলো যে, সে সমাবেশে উপস্থিত নেই। বলার ধরন পরিবর্তন করার কারণ হলো—পশু-পাখিদের তাঁর অধীনস্থ করে দেয়া তাঁর প্রতি আল্লাহর রহমতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। হুদহুদের অনুপস্থিতিতে সুলায়মান (আ)-এর মনে এ আশংকা দেখা দিল যে, তাঁর নিজের কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ হ্রাস পেয়েছে। তাই তিনি নিজেকে প্রশ্ন করলেন যে, এরূপ কেন হলো ? নবী-রাসূল ও আল্লাহর নেক বান্দাহদের অভ্যাস এমনই। তাঁরা যখন কোনো নেয়ামত হ্রাস পেতে দেখেন অথবা কোনো কষ্ট বা উদ্বেগে পতিত হন, তখন তা নিরসনের জন্য বৈষয়িক উপায়-উপাদানের দিকে নজর দেয়ার আগে আত্মসমালোচনা করেন যে, আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায়ে কোনো ত্রুটি হয়ে গেছে কিনা, যার জন্য এ নিয়ামত বন্ধ হয়ে গেছে ? আল্লামা কুরতুবী ইবনে আরাবীর বরাতে নেকলোকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা যখন তাঁদের উদ্দেশ্যে সফল না হন তখন নিজেদের কার্যাবলীর খবর নেন যে, তাদের কোনো ত্রুটি হয়েছে কিনা।

হযরত সুলায়মান (আ) আত্মসমালোচনা ও চিন্তা-ভাবনার পর হুদহুদের অনুপস্থিতির ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন এবং তাকে অনুপস্থিতির কারণে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ

تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا

সে তাদের উপর রাজত্ব করছে এবং তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে, আর তার রয়েছে এক বিরাট সিংহাসন। ২৪. আমি পেয়েছি তাকে ও তার জাতিকে—

يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ

তারা আল্লাহকে ছেড়ে সিজদা করছে সূর্যকে[৩০] এবং শয়তান[৩১] তাদের কর্মকাণ্ডকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দিয়েছে[৩২] ফলে তাদেরকে বিরত রেখেছে

تَمْلِكُهُمْ-(تملك+هم)-সে তাদের উপর রাজত্ব করছে ; وَ-এবং ; أُوْتِيَتْ-তাকে দেয়া হয়েছে ; مِنْ كُلِّ شَيْءٍ-(من+كل+شيء)-সব কিছুই ; وَّ-আর ; لَهَا-তার রয়েছে ; عَرْشٌ-এক সিংহাসন ; عَظِيْمٌ-বিরাট। ㉔ وَجَدْتُّهَا-(وجدت+ها)-আমি পেয়েছি তাকে ; وَ-ও ; قَوْمَهَا-(قوم+ها)-তার জাতিকে ; يَسْجُدُوْنَ-তারা সিজদা করছে ; لِلشَّمْسِ-সূর্যকে ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللهِ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; زَيَّنَ-শোভনীয় করে দিয়েছে ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কর্মকাণ্ডকে ; فَصَدَّهُمْ-(ف+صد+هم)-ফলে তাদেরকে বিরত রেখেছে ;

করলেন এবং বললেন যে, হুদহুদ যদি তার অনুপস্থিতির কোনো যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে পারে তা হলে সে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে।

২৯. 'সাবা' ছিল আরবের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি ব্যবসাজীবি ধনী জাতি। আরব দেশেও তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তির প্রভাব ছিল। আরবে ইয়ামনি, হাদরামাওত ও আফ্রিকার হাবশা পর্যন্ত তাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তৎকালীন ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশই সাবায়ীদের হাতে ছিল। সেকালে ধনাঢ্যতা ও সম্পদশালীর জন্য তারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ করে পানি সেচ দিয়ে নিজেদের এলাকাকে শস্য-শ্যামল করে তুলেছিল। ফলে তাদের দেশের সমগ্র এলাকাকে উদ্যানে পরিণত করেছিল। কুরআন মাজীদের সূরা সাবার দ্বিতীয় রুকূ'তে এ দিকে ইশারা করা হয়েছে। হযরত দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ) একথা জানতেন কিন্তু সাবা জাতির আভ্যন্তরীন অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা অবহিত ছিলেন না। হুদহুদ সে কথাই বলেছে যে, সাবা জাতির কেন্দ্রে গিয়ে আমি স্বচোক্ষে যা দেখে এসেছি তার খবর এখনো পর্যন্ত আপনার কাছে পৌঁছেনি।

৩০. হুদহুদের এ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সাবা জাতি সূর্য দেবতার পূজা করতো। আরবের প্রাচীন বর্ণনা থেকে তাদের সূর্য পূজার কথা জানা যায়। ইবনে ইসহাক ও প্রাণীর উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বিষয়ক বিজ্ঞানীদের বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, সাবা জাতির পূর্ব পুরুষ হলো—'আবদে শামস' তথা 'সূর্যের দাস' এবং তার উপাধি ছিল 'সাবা'। ইসরাঈলী বর্ণনাগুলোতে বলা হয়েছে যে, হুদহুদ যখন সুলায়মান (আ)-এর পত্র নিয়ে

عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ

সঠিক পথ থেকে তাই তারা সৎপথ পায় না—২৫. যেন তারা আল্লাহকে সিজদা না করে, যিনি বের করে আনেন সকল গোপন বস্তু[৩৩]

فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿٢٥﴾ اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ

আসমানের ও যমীনের এবং যিনি জানেন যা কিছু তোমরা গোপন রাখ আর যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো[৩৪]। ২৬. তিনি-ই আল্লাহ আর কোনো ইলাহ নেই

عَنِ-থেকে ; السَّبِيْلِ-সঠিক পথ ; فَهُمْ-(ف+هم)-তাই তারা ; لَا يَهْتَدُوْنَ- সৎপথ পায় না। ﴿٢٥﴾ اَلَّا يَسْجُدُوْا-(ان+لا يسجدو)-যেন তারা সিজদা না করে ; لِلّٰهِ-আল্লাহকে; الَّذِىْ-যিনি ; يُخْرِجُ-বের করে আনেন ; الْخَبْءَ-(ال+خبء)-সকল গোপন বস্তু ; فِى ; السَّمٰوٰتِ-আসমানের ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; يَعْلَمُ-যিনি জানেন ; مَا-যা কিছু ; تُخْفُوْنَ-তোমরা গোপন রাখ ; وَ-আর ; مَا-যা কিছু ; تُعْلِنُوْنَ- তোমরা প্রকাশ করো। ﴿٢٦﴾ اَللّٰهُ-তিনিই আল্লাহ ; لَاۤ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ;

সাবা পৌঁছে তখন রানী সূর্য দেবতার পূজা করতে যাচ্ছিলেন। হুদহুদ তাঁর সামনেই পথের উপর পত্রটি ফেলে দেয়।

৩১. 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে' এ পর্যন্ত হুদহুদের বক্তব্য শেষ। এরপরের কথাগুলো ২৬ আয়াতের শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে সংযোজিত। অর্থাৎ আল্লাহকে সিজদা না করার কথা শয়তান-ই তাদের মনে বসিয়ে দিয়েছে। অথবা শয়তান-ই তাদেরকে সত্য পথ থেকে ফিরিয়ে রেখেছে, তারা যেন আল্লাহকে সিজদা না করে।

৩২. অর্থাৎ শয়তান-ই তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা যখন ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রগামী হচ্ছো, তখন তোমাদের বর্তমান ধর্ম তথা আকীদা-বিশ্বাস ও কর্ম-পদ্ধতি যে সঠিক তা-তো প্রমাণ হয়ে গেল। এমতাবস্থায় তোমাদের গৃহীত কর্ম-পদ্ধতি সঠিক না বেঠিক তা নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার কি ? শয়তান দুনিয়াতে ধন-সম্পদ উপার্জনে এবং জীবনকে অত্যন্ত বিলাসী ও জাঁকালো করার কাজেই এই বলে তাদেরকে নিমগ্ন রাখলো যে, তোমাদের যাবতীয় চেষ্টা-সাধনা ও চিন্তা-চেতনা এবং দৈহিক মানসিক সব শক্তি একমাত্র এ কাজেই বিনিয়োগ করা উচিত। এ জীবনের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ ছাড়া আর কিছু চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন নেই।

৩৩. অর্থাৎ তিনি এমন সব জিনিস প্রতি মুহূর্তে বের করেছেন যা প্রকাশ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও কেউ জানে না যে, তা কোথায় লুকিয়ে ছিল। তিনি মাটির অভ্যন্তর থেকে অগণিত উদ্ভিদের উদ্গাম ঘটাচ্ছেন এবং বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থ বের করে দিচ্ছেন যার অস্তিত্ব সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণা-ই ছিল না। প্রতিনিয়ত তিনি যেসব গোপন বস্তুর প্রকাশ ঘটাচ্ছেন যা মানুষের কল্পনার অতীত ছিল।

اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ

তিনি ছাড়া—তিনি মহাআরশের প্রতিপালক[৩৫]। ২৭. তিনি (সুলায়মান) বললেন—'এখন আমি দেখবো, তুমি কি সত্য বলেছো, না-কি তুমি হচ্ছো

مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾ اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ

মিথ্যাবাদীদের শামিল। ২৮. তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তা তাদের কাছে নিক্ষেপ করো তারপর তাদের থেকে একটু দূরে সরে থেকো।

فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّىْۤ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ○

অতপর দেখো তারা কি প্রতিক্রিয়া দেখায়[৩৬] ২৯. সে (স্ত্রীলোকটি) বললো—"হে সভাসদবৃন্দ ! আমার নিকট নিশ্চয়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে।

اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; رَبُّ-তিনি প্রতিপালক ; الْعَرْشِ-(ال+عرش)-আরশের ; الْعَظِيْمِ-(ال+عظيم)-মহা। (২৭) قَالَ-তিনি (সুলায়মান) বললেন ; سَنَنْظُرُ-আমি দেখবো এখন ; اَصَدَقْتَ-(ا+صدقت)-তুমি কি সত্য বলেছো ; اَمْ-না-কি ; كُنْتَ-তুমি হচ্ছো ; مِنَ-শামিল ; الْكٰذِبِيْنَ-(ال+كذبين)-মিথ্যাবাদীদের। (২৮) اِذْهَبْ-তুমি যাও ; بِكِتٰبِىْ-(ب+كتاب+ى)-আমার পত্র নিয়ে ; هٰذَا-এ ; فَاَلْقِهْ-(ف+الق+ه)-এবং তা নিক্ষেপ করো ; اِلَيْهِمْ-(الى+هم)-তাদের কাছে ; ثُمَّ-তারপর ; تَوَلَّ-একটু দূরে সরে থেকো ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; فَانْظُرْ-(ف+انظر)-অতপর দেখো ; مَاذَا-কি ; يَرْجِعُوْنَ-তারা প্রতিক্রিয়া দেখায়। (২৯) قَالَتْ-সে (স্ত্রীলোকটি) বললো ; يٰاَيُّهَا-হে ; الْمَلَؤُا-সভাষদবৃন্দ ; اِنِّىْ-নিশ্চয়ই ; اُلْقِىَ-নিক্ষেপ করা হয়েছে ; اِلَىَّ-আমার নিকট ; كِتٰبٌ-একটি পত্র ; كَرِيْمٌ-গুরুত্বপূর্ণ।

৩৪. অর্থাৎ তোমরা সূর্যের পূজা করছো অথচ সে-তো একটি জড় পদার্থ, সে-তো ইবাদাতের যোগ্য নয়। ইবাদাতের যোগ্যতো সেই সত্তা যিনি গোপন-প্রকাশ্য সবই জানেন। যাঁর নিকট কোনো কিছুই গোপন নয়।

৩৫. এখানে তিলাওয়াতে সিজদা রয়েছে। এ আয়াত তিলাওয়াতের পর সিজদা করা ওয়াজিব। এর উদ্দেশ্য হলো—একজন ঈমানদার ব্যক্তি নিজেকে সূর্য পূজা থেকে সচেতনভাবে আলাদা করবে এবং নিজের কাজের মাধ্যমে একথার স্বীকৃতি দেবে যে, ইবাদাতের মালিক একমাত্র রাব্বুল আলামীন যিনি মহান আরশের মালিক।

৩৬. এ পর্যন্ত হুদহুদের ভূমিকা শেষ হয়েছে। প্রকৃত প্রশিক্ষণ পেলে পশু পাখিরাও বিস্ময়কর যোগ্যতা দেখাতে পারে, তা এ পাখির ভূমিকা থেকে প্রমাণিত হয়। আজকালতো

㉚ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ㉛ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ

৩০. অবশ্যই তা সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং অবশ্যই তা (শুরু করা হয়েছে) আল্লাহ রাহমানুর রাহীম-এর নামে। ৩১. (তাতে বলা হয়েছে যে,) "তোমরা আমার মুকাবিলায় অহংকার করো না

وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۝

এবং অনুগত হয়ে আমার নিকট চলে এসো[৩৭]।"

㉚ اِنَّهٗ-অবশ্যই তা ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; سُلَيْمٰنَ-সুলায়মানের ; وَ-এবং ; اِنَّهٗ-অবশ্যই তা ; بِسْمِ-শুরু করা হয়েছে নামে ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; الرَّحْمٰنِ-রাহমানুর ; الرَّحِيْمِ-রাহীমের। ㉛ اَلَّا تَعْلُوْا-(ان+لا+تعلوا)-(তাতে বলা হয়েছে) যে, তোমরা অহংকার করো না ; عَلَيَّ-(على+ى)-আমার মুকাবিলায় ; وَ-এবং ; اْتُوْنِىْ -আমার নিকট চলে এসো ; مُسْلِمِيْنَ-অনুগত হয়ে।

পশু-পাখিদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আমাদের নিকট বহুল প্রচারিত ঘটনা। মহান আল্লাহ যিনি সকল প্রাণীর স্রষ্টা, তিনি তাঁর নবীকে এসব প্রাণীর ভাষা বুঝার এবং এদের সাথে কথা বলার যোগ্যতা দান করেছিলেন এবং সেই নবীর কাছে প্রশিক্ষণ নেয়ার ফলে একটি হুদহুদ পাখি এমনি যোগ্যতাসম্পন্ন হয়েছিল যে, ভিন্ন একটি দেশ থেকে আয়াতে উল্লেখিত বিষয়াবলী দেখে এসে নবীকে তার খবর দিয়েছিল এটা অসম্ভব ব্যাপার মনে করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

৩৭. সুলায়মান (আ)-এর পক্ষ থেকে যে পত্রটি হুদহুদ পাখির মাধ্যমে সাবার রাণীর কাছে পাঠানো হয়েছিল তা কয়েক কারণে বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। (১) পত্রটি অদ্ভূত ও অস্বাভাবিক উপায়ে এসেছে অর্থাৎ কোনো দূতের মারফতে আসার পরিবর্তে একটি পাখির মারফতে এসেছে। (২) পত্রটি এসেছে সুলায়মান (আ)-এর পক্ষ থেকে (৩) পত্রটি শুরু করা হয়েছে আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের নামে। যা ছিল একটি অভিনব ব্যাপার (৪) পত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় রানীকে মহান শাসক সুলায়মানের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে যে, তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়া এবং মুসলিম হয়ে তাঁর সামনে হাজির হওয়ার জন্য। মুসলিম হয়ে হাজির হওয়ার দু'টোই অর্থ হতে পারে। এক, সুলায়মান (আ)-এর শাসন ব্যবস্থার আনুগত্য স্বীকার করে জিযিয়া প্রদান করা। দুই, দীন ইসলাম গ্রহণ করে হাজির হয়ে যাওয়া। ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অমুসলিম স্বাধীন জাতি ও সরকারকে দাওয়াত দেয়ার নিয়ম এটাই।

২য় রুকূ' (১৫-৩১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে আমরা ডুবে আছি। আর তাই সেসব নিয়ামতের শোকর আদায় করতে হবে তাঁর প্রশংসা বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে।

২. আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ) ও তাঁর পুত্র সুলায়মান (আ) উভয়কেই নবুওয়াত দান করে অত্যন্ত মর্যাদা দান করেছেন।

৩. সুলায়মান (আ) তাঁর পিতা দাউদ (আ)-এর নবুওয়াতের সুযোগ্য উত্তরসূরী তথা উত্তরাধিকারী ছিলেন। এ উত্তরাধিকার কোনো রাজত্ব বা ধন-সম্পদের উত্তরাধিকার নয়।

৪. আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান (আ)-কে পশু-পাখির ভাষা বুঝা ও বলার যোগ্যতা দান করেছিলেন। যা ছিল তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার সপক্ষে একটি শক্তিশালী মু'জিযা।

৫. সুলায়মান (আ)-এর সেনাবাহিনীতে জিন, মানুষ ও পাখিদের মধ্য থেকে সৈনিক নেয়া হয়েছিল। এটাও নবীর অপর একটি মু'জিযা।

৬. নবী-রাসূলদের মু'জিযাকে অবিশ্বাস করা কুফরী। আমাদের প্রিয়নবীর মু'জিযাসমূহকে মক্কার কাফির-মুশরিকরাই অস্বীকার করেছিল। সুতরাং কুরআন মাজীদে উল্লিখিত নবীদের মু'জিযাসমূহকে বিনা আপত্তিতে স্বীকার করে নিতে হবে।

৭. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করার সামর্থ আল্লাহর নিকটই চাইতে হবে। কারণ তিনিই তাঁর বান্দহদের মধ্যে যাকে চান, তাঁর শোকর আদায় করার তাওফীক দান করেন।

৮. সঠিক ঈমান ও নেক আমল লাভ করার পরও তাঁর রহমত ছাড়া জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা নেই। সাধারণ মানুষতো বটেই, নবী-রাসূলগণ পর্যন্ত তাঁর রহমতের প্রতি একান্তভাবে মুখাপেক্ষী।

৯. প্রত্যেক শাসকেরই কর্তব্য তার অধীনস্ত সকল স্তরের লোকের সঠিক খবরাখবর রাখা। আর তা হলেই তাঁর প্রতি সকল স্তরের লোকের আনুগত্য বজায় থাকবে।

১০. শাসককে অবশ্যই দেশের আইনের প্রতি অবহেলা প্রকাশ পায়—নাগরিকদের এমন সকল আচরণের জন্য জবাবদিহিতার বিধান কার্যকর করতে হবে।

১১. ইসলামী রাষ্ট্রকে অবশ্যই অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহকে দীনের দাওয়াত দিতে হবে।

১২. যারা দীনের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে, তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করার আহ্বান জানাতে হবে এবং জিযিয়া প্রদান করে আনুগত্যের প্রমাণ দেয়ার আহ্বান জানাতে হবে।

১৩. কুফর ও শিরকের পৃষ্ঠপোষক হলো শয়তান। শয়তানই মানব সমাজকে কুফরীর শিরকী জীবনব্যবস্থার দিকে প্রলুব্ধ করে। সুতরাং শয়তানের প্ররোচনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় কামনা করতে হবে।

১৪. ইবাদাত ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। কারণ তিনিই সকল গোপন-প্রকাশ্য বস্তুর উদ্ভাবক এবং সর্বজ্ঞানী। তাঁর কোনো সৃষ্টিই আনুগত্য লাভের অধিকারী হতে পারে না।

১৫. সূরার ২৫ আয়াতে তিলওয়াতে সিজদা আছে। এ সিজদা তাঁর প্রতি আনুগত্যের প্রতীক। একজন মু'মিন সূর্যপূজা থেকে নিজেকে আলাদা করে সিজদার মাধ্যমে এক আল্লাহর আনুগত্যের বাস্তব প্রমাণ করবে। এ সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

১৬. হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রেরিত পত্র সীল-মোহরকৃত ছিল। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রেরিত পত্র সীল-মোহরকৃত হওয়া জরুরী।

১৭. এ পত্র আল্লাহ রাহমানুর রাহীমের নামে আরম্ভ করা হয়েছিল। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের সকল পত্রই আল্লাহর নামে শুরু করাও একটি অত্যাবশ্যকীয় নিয়ম।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-১৩

قَالَتْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا۟ أَفْتُونِى فِىٓ أَمْرِى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا ﴿٣٢﴾

৩২. সে (স্ত্রী লোকটি) বললো—"হে পরিষদ বর্গ ! আপনারা আমার এ বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিন ; আমি কোনো বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ছিলাম না

حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٣﴾ قَالُوا۟ نَحْنُ أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ وَأُو۟لُوا۟ بَأْسٍ شَدِيدٍ

যতক্ষণ না আপনারা আমার সামনে হাজির থাকেন[৩৮] ।" ৩৩. তারা (পরিষদবর্গ) বললো—"আমরা তো খুবই শক্তিশালী, এবং যুদ্ধে অত্যন্ত দক্ষ,

وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٤﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ

তবে সিদ্ধান্ত তো আপনার-ই, অতএব আপনি ভেবে দেখুন আপনি কী আদেশ দেবেন।" ৩৪. তিনি বললেন—"অবশ্যই রাজা-বাদশাহরা

(৩২) قَالَتْ-সে (স্ত্রী লোকটি) বললো ; يَٰٓأَيُّهَا-হে ; ٱلْمَلَؤُا۟-পরিষদ বর্গ ; أَفْتُونِى-(افتو+نى)-আমাকে পরামর্শ দিন ; فِىٓ أَمْرِى-(فى+امر+ى)-আমার এ বিষয়ে ; مَا كُنتُ-আমি ছিলাম না ; قَاطِعَةً-চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী ; أَمْرًا-কোনো বিষয়ে ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; تَشْهَدُونِ-আপনারা আমার সামনে হাজির থাকেন। (৩৩) قَالُوا۟-তারা (পরিষদ বর্গ) বললো ; نَحْنُ-আমরাতো ; أُو۟لُوا۟ قُوَّةٍ-খুবই শক্তিশালী ; وَ-এবং ; أُو۟لُوا۟ بَأْسٍ-যুদ্ধে দক্ষ ; شَدِيدٍ-অত্যন্ত ; وَ-তবে ; ٱلْأَمْرُ-সিদ্ধান্ত তো ; إِلَيْكِ-আপনারই ; فَٱنظُرِى-(ف+انظرى)-অতএব আপনি ভেবে দেখুন ; مَاذَا-কি ; تَأْمُرِينَ-আপনি আদেশ দেবেন। (৩৪) قَالَتْ-তিনি বললেন ; إِنَّ-অবশ্যই ; ٱلْمُلُوكَ-রাজা- বাদশাহরা ;

৩৮. অর্থাৎ আমি কখনও আপনাদের উপস্থিতি, আপনাদের পরামর্শ এবং আপনাদের সাক্ষাৎদান ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত অতীতে করিনি। সুতরাং এ ব্যাপারেও আপনাদের মতামত ও পরামর্শ প্রয়োজন।

সাবা'র রাণীর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, রাজতান্ত্রিক দেশ হলেও কোনো স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানে বলবৎ ছিল না, বরং রাণী দেশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতেই দেশের বিভিন্ন বিষয় সমাধান করতেন।

إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ

যখন কোনো জনপদে ঢুকে পড়ে তখন তাকে বিনাশ করে দেয় এবং তার অধিবাসীদের সম্মানিতদেরকে অপদস্ত করে[৩৯] ; এবং এ রকম

يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

তারাও করবে[৪০]। ৩৫. তবে এখন আমি তাদের কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাই, তারপর অপেক্ষা করে দেখি—দূতেরা (সেখান থেকে) কি উত্তর নিয়ে আসে।"

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم ﴿٣٦﴾

৩৬. অতপর যখন সুলায়মানের কাছে সে (দূত) হাজির হলো, তিনি বললেন—"তোমরা কি অর্থ-সম্পদ দিয়ে আমাকে সাহায্য করছো ? অথচ আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার চেয়ে উত্তম[৪১] ;

اِذَا-যখন ; دَخَلُوا-ঢুকে পড়ে ; قَرْيَةً-কোনো জনপদে ; أَفْسَدُوهَا-(افسدوا+ها)- তখন তাকে বিনাশ করে দেয় ; وَ-এবং; جَعَلُوا-করে ; أَعِزَّةَ-সম্মানিত লোকদেরকে; أَهْلِهَا-(اهل+ها)-অধিবাসীদের ; أَذِلَّةً-অপদস্ত ; وَ-এবং ; كَذَٰلِكَ-এরকম ; يَفْعَلُونَ-তারাও করবে। ﴿٣٥﴾ وَ-তবে এখন ; اِنِّيْ-আমি ; مُرْسِلَةٌ-পাঠাই ; اِلَيْهِمْ- তাদের কাছে ; بِهَدِيَّةٍ-(ب+هدية)-কিছু উপঢৌকন ; فَنَاظِرَةٌ-(ف+نا+ظرة)-তারপর অপেক্ষা করে দেখি ; بِمَ يَرْجِعُ-(ب+ما+يرجع)-কি উত্তর নিয়ে আসে ; الْمُرْسَلُوْنَ- দূতেরা। ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا-অতপর যখন ; جَاءَ-সে দূত হাজির হলো ; سُلَيْمٰنَ-সুলায়মানের কাছে ; قَالَ-তিনি বললেন ; أَتُمِدُّوْنَنِ-(ا+تمدوا+نن)-তোমরা কি আমাকে সাহায্য করছো ; بِمَالٍ-(ب+مال)-অর্থ-সম্পদ দিয়ে ; فَمَا-অথচ যা ; اٰتٰنِ ىَ-আমাকে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; خَيْرٌ-তা উত্তম ; مِّمَّا-তার চেয়ে যা ; اٰتٰكُمْ-(اتى+كم)- তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে ;

৩৯. সাবা'র রাণীর এ বক্তব্যের মাধ্যমে রাজতন্ত্র ও তার ফলাফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে যেসব যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো সেগুলো কোনো কল্যাণের উদ্দেশ্যে হতো না। এক রাজা অন্য রাজ্যের উপর হামলা চালাতো সে রাজ্যের ধন-সম্পদ করায়ত্ত করে, সে রাজ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করে দিয়ে তাদেরকে নিজেদের দাসে পরিণত করার জন্য। আক্রান্ত রাজ্যের সম্মানিত লোকদেরকে লাঞ্ছিত করে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে খতম করে দিয়ে এবং পুরো জাতিকে নির্জীব নির্বীর্য করে দিয়েই তাদেরকে বশে আনা হতো। অতপর সেই পরাধীন জাতির মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে বিজয়ী শক্তির তোষামোদ, তাদের অন্ধ অনুকরণ গোয়েন্দাগিরি। নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে হেয় করা এবং হানাদারদের সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণ ইত্যাদি নিন্দনীয় ও ঘৃণিত গুণ-বৈশিষ্ট্য।

بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ

বরং তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাকো। ৩৭. (হে দূত) তুমি ফিরে যাও তাদের কাছে, আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে, এমন সেনাদল নিয়ে আসবো[৪২]

لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا

যার মুকাবিলার শক্তি তাদের নেই এবং অবশ্য অবশ্যই আমি তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেবো অপদস্ত অবস্থায়, ফলে তারা ধিকৃত হয়ে থাকবে।" ৩৮. তিনি (আরো) বলেন[৪৩]—হে

بَلْ-বরং ; أَنتُمْ-তোমরা ; بِهَدِيَّتِكُمْ-(ب+هدية+كم)-তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে ; تَفْرَحُونَ-তোমরা সুখে থাকো। ﴿٣٧﴾ ارْجِعْ-(হে দূত) তুমি ফিরে যাও ; إِلَيْهِمْ-তাদের কাছে ; فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ-(ف+لنأتين+هم)-আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে নিয়ে আসবো ; بِجُنُودٍ-এমন সেনাদল ; لَّا-নেই ; قِبَلَ-মুকাবিলার শক্তি ; لَهُمْ-তাদের ; بِهَا-যার ; وَ-এবং ; لَنُخْرِجَنَّهُمْ-(لنخرجن+هم)-অবশ্য অবশ্যই আমি তাদেরকে বের করে দেবো ; مِّنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; أَذِلَّةً-অপদস্ত অবস্থায় ; وَّ-ফলে ; هُمْ-তারা ; صَاغِرُونَ-ধীকৃত হয়ে থাকবে। ﴿٣٨﴾ قَالَ-তিনি (আরো) বলেন ; يَا أَيُّهَا-হে ;

৪০. 'কাযালিকা ইয়াফ আলুন' অর্থাৎ 'তারাও এরূপ করবে' একথাটি সাবা'র রাণীর কথাও হতে পারে। আবার রাণীর কথার সমর্থনে আল্লাহ তা'আলার কথাও হতে পারে।

৪১. অর্থাৎ তোমাদের অর্থ-সম্পদের আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহ আমাকে তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী ও অনেক উত্তম সম্পদ দিয়েছেন। আমি চাই যে, তোমরা সত্য দীন গ্রহণ করে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ হয়ে যাও, অথবা সত্য জীবনব্যবস্থার অনুসারী কল্যাণ রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে নাও। এ দুটোর কোনোটাই যদি গ্রহণ না করো তা হলে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যাও। আমি এমন সেনাদল নিয়ে আসছি যার মুকাবিলা করার সামর্থ তোমাদের নেই।

৪২. অর্থাৎ হে দূত! অর্থ-সম্পদ, উপঢৌকন-এর আমার কোনো প্রয়োজন নেই। এগুলো যারা পাঠিয়েছে তাদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তাকে হয়তো মুসলিম হয়ে আমার কাছে আসতে হবে নয়তো আমার সৈন্য বাহিনীর মুকাবিলার জন্য তৈরী হতে হবে।

৪৩. অর্থাৎ দূতের মুখে রাণী যখন উপঢৌকন গ্রহণ না করা এবং সুলায়মান (আ)-এর রাজ দরবারের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তিনি নিজেই যাবেন। অতএব তিনি রাজকীয় জাঁকজমক ও জৌলুস সহকারে সুলায়মান (আ)-এর দরবারে যাওয়ার জন্য রওয়ানা দিলেন এবং তাঁর কাছে এ ব্যাপারে খবর পাঠিয়ে দিলেন।—এসব বিস্তারিত ঘটনা এখানে বাদ দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র রাজ দরবারে রাণীর পৌঁছার পর থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ○

সভাষদবৃন্দ ! তোমাদের মধ্যে কে তার সিংহাসনটি আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে তাদের অনুগত হয়ে আমার কাছে আসার আগেই[৪৪] ?"

﴿٣٩﴾ قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ ۚ

৩৯. জিনদের মধ্য থেকে এক বিশালাকার জিন বললো—"আপনি আপনার স্থান থেকে উঠে দাঁড়ানোর আগেই আমি তা আপনার নিকট নিয়ে আসছি[৪৫],

وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ

এবং অবশ্যই আমি তার উপর সমর্থ—বিশ্বস্ত[৪৬]। ৪০. সে বললো— যার কাছে ছিল কিতাবের জ্ঞান—

الْمَلَؤُا-সভাসদবৃন্দ ; اَيُّكُمْ-(اى+كم)-তোমাদের মধ্যে কে ; يَاْتِيْنِيْ-(ياتى+نى)-আমার কাছে নিয়ে আসতে পারে ; بِعَرْشِهَا-(ب+عرش+ها)-তার সিংহাসনটি ; قَبْلَ-আগেই ; اَنْ يَّاْتُوْنِيْ-আমার কাছে তাদের আসার ; مُسْلِمِيْنَ-অনুগত হয়ে। ﴿٣٩﴾ قَالَ-বললো ; عِفْرِيْتٌ-এক বিশালাকার জিন ; مِنَ-মধ্য থেকে ; الْجِنِّ-জিনদের ; اَنَا-আমি ; اٰتِيْكَ-আপনার নিকট নিয়ে আসছি ; بِهٖ-তা ; قَبْلَ-আগেই ; اَنْ تَقُوْمَ-আপনার উঠে দাঁড়ানোর ; مِنْ-থেকে ; مَقَامِكَ-(مقام+ك)-আপনার স্থান ; وَ-এবং; اِنِّيْ-অবশ্যই আমি ; عَلَيْهِ-তার উপর ; لَقَوِيٌّ-(ل+قوى)-সমর্থ ; اَمِيْنٌ-বিশ্বস্ত। ﴿٤٠﴾ قَالَ-সে বললো ; الَّذِيْ-যার ; عِنْدَهٗ-(عند+ه)-কাছে ছিল ; عِلْمٌ-জ্ঞান; مِنَ الْكِتٰبِ-কিতাবের ;

৪৪. সাবা'র রাণীর সিংহাসন নিয়ে আসার উদ্দেশ্য ছিল—রাজ দরবারের শান-শওকতের সাথে নবীর মু'জিযাও তাকে দেখানো এবং আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। যাতে করে এটা তার ঈমান গ্রহণে অধিক সহায়ক হবে। সুলায়মান (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা জিন বশীভূত রাখার সাধারণ মু'জিযা দান করেছিলেন। তাই নিজের মাধ্যমে সিংহাসনটাকে নিয়ে আসার ব্যাপার সম্ভবত আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়েছে। (অন্যান্য ধন-সম্পদের মধ্যে সিংহাসনটিকে বেছে নেয়ার কারণ ছিল, এটাই রাণীর সবচেয়ে সংরক্ষিত বস্তু ছিল। প্রাসাদের পরপর সাতটি দরজার অভ্যন্তরে একটি কক্ষে তালাবদ্ধ অবস্থায় সিংহাসনটি ছিল। রাণীর আপন লোকদেরও সেখানে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। এমন সুরক্ষিত স্থান থেকে দরজা বা তালা না ভেঙ্গে সিংহাসন বেহাত হয়ে এতো দূরবর্তী স্থানে চলে যাওয়া আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ছাড়া অন্য কোনো মতেই সম্ভব নয়। এটা রাণীর জন্যে আল্লাহর অসীম কুদরতে বিশ্বাসস্থাপনে বিরাট একটি সহায়ক কারণ হবে মনে করেই সুলায়মান (আ)-এ কাজটা করিয়ে নিয়েছিলেন।

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ

"আমি আপনার নিকট তা নিয়ে আসছি আপনার দৃষ্টি আপনার দিকে ফিরে আসার আগেই[৪৭], অতপর তিনি (সুলায়মান) যখন তা (সিংহাসন) নিজের নিকট রক্ষিত অবস্থায় দেখলেন,

قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَنْ شَكَرَ

তিনি বললেন—"এটাতো আমার প্রতিপালকের একটি অনুগ্রহ যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কি শোকর করি, না-কি না-শোকরী করি[৪৮] ; আর যে শোকর করে

أَنَا-আমি ; آتِيكَ-(اتى+ك)-আপনার নিকট নিয়ে আসছি ; بِهِ-তা ; قَبْلَ-আগেই ; أَنْ يَرْتَدَّ-ফিরে আসার ; إِلَيْكَ-আপনার দিকে ; طَرْفُكَ-(طرف+ك)-আপনার দৃষ্টি ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; رَآهُ-(را+ه)-তিনি (সুলায়মান) দেখলেন তা (সিংহাসন) ; مُسْتَقِرًّا-রক্ষিত অবস্থায় ; عِنْدَهُ-(عند+ه)-নিজের নিকট ; قَالَ-তিনি বললেন ; هَٰذَا-এটাতো ; مِنْ فَضْلِ-একটি অনুগ্রহ ; رَبِّي-আমার প্রতিপালকের ; لِيَبْلُوَنِي-(ليبلو+نى)-যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন ; أَأَشْكُرُ-(ء+اشكر)-আমি কি শোকর করি ; أَمْ-না-কি ; أَكْفُرُ-না-শোকরী করি ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; شَكَرَ-শোকর করে ;

৪৫. বায়তুল মাকদিস থেকে সাবা'র রাজধানী মায়ারিবের দূরত্ব ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইল। এতদূর থেকে একটা সিংহাসন রাজপ্রাসাদের সুরক্ষিত একটি কক্ষ থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সুলায়মান (আ)-এর দরবার শেষ হওয়ার আগেই নিয়ে আসা একমাত্র জিনের পক্ষেই সম্ভব। আর তাই বিশালাকার জিনটি বলেছিল যে, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার আগেই আমি সিংহাসনটি নিয়ে আসতে পারবো।

৪৬. অর্থাৎ সিংহাসনটি আমি আনতে সক্ষম এ ব্যাপারে আপনি আমার প্রতি আস্থা রাখতে পারেন। তাছাড়া আমি আমানতদারও। আমি সিংহাসনটি অন্য কোথাও নিয়ে যাবো না বা এর কোনো মূল্যবান জিনিসের খিয়ানতও করবো না।

৪৭. দৃষ্টি ফিরে আসার অর্থ—'চোখের পলক পড়ার আগেই'। অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল বলে উল্লিখিত হয়েছে, সে জিনের চেয়েও কম সময়ের মধ্যে চোখের পলকে সিংহাসনটি নিয়ে আসলো। প্রশ্ন হলো—সে ব্যক্তি কে ছিলেন এবং তাঁর কাছে কোন্ কিতাবের জ্ঞান ছিল ? এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তিনি জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না এটা সর্বসম্মত মত। অতপর কেউ বলেন—তিনি একজন ফেরেশতা ছিলেন, কারো মতে, তিনি ছিলেন খিযির (আ), কেউ কেউ বলেন যে, সুলায়মান (আ) নিজেই সেই ব্যক্তি ছিলেন। আবার কারো মতে, তিনি ছিলেন সুলায়মান (আ)-এর বন্ধু আসফ ইবনে বারখিয়াহ। তবে এসব মতের সপক্ষে কোনো শক্তিশালী দলীল তাঁরা পেশ করেননি। আর কিতাব দ্বারা কোন্ কিতাব বুঝানো হয়েছে, তাও আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। আমাদের উচিত হবে কুরআন মাজীদের শব্দাবলী থেকে

فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّىْ غَنِىٌّ كَرِيْمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوْا

সে তো তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই শোকর করে ; আর যে না-শোকরী করে তবে সে জেনে রাখুক আমার প্রতিপালক অবশ্যই অভাবমুক্ত নিজ মহিমায় উজ্জ্বল[৪৯]। ৪১. তিনি[৫০] (সুলায়মান) বললেন—"আকৃতি বদলে দাও

فَاِنَّمَا يَشْكُرُ-সে তো শোকর করে ; لِنَفْسِهٖ-(ل+نفس+ه)-তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; كَفَرَ-না-শোকরী করে ; فَاِنَّ-(ف+ان)-তবে অবশ্যই ; رَبِّىْ-আমার প্রতিপালক ; غَنِىٌّ-অভাবমুক্ত ; كَرِيْمٌ-নিজ মহিমায় উজ্জ্বল। ﴿٤١﴾ قَالَ-তিনি (সুলায়মান) বললেন ; نَكِّرُوْا-আকৃতি বদলে দাও ;

যতটুকু জানা যায় ততটুকুই নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া। কারণ এর সপক্ষে কোনো হাদীস মুফাস্‌সিরীনে কিরাম উপস্থাপন করেননি। কুরআন থেকে যা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হলো—এ ব্যক্তি জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। উল্লিখিত জিনটি তার নিজের শক্তি বলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে সিংহাসনটি এনে দেয়ার দাবী করেছিল। আর কিতাবের জ্ঞানসম্পন্ন এ ব্যক্তি চোখের পলকেই তা এনেছিল।

৪৮. অর্থাৎ চোখের পলকে সিংহাসনটি দেড় হাজার মাইল দূরবর্তী স্থান থেকে বায়তুল মাকদিসে নিয়ে আসার অলৌকিকত্ব এটা একমাত্র আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ তা'আলাই কিতাবের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিটিকে এ কারামত দান করেছেন যা পরোক্ষভাবে আল্লাহর নবীর-ই মু'জিযা হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। কেননা সাবা'র রাণী এটাকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর মু'জিযা হিসেবে গ্রহণ করেছে যা তার ইসলাম গ্রহণের পক্ষে শক্তি দান করেছে।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, চোখের পলক ফেলতেই এত দূর থেকে একটি সিংহাসন কেমন করে উঠে এলো ? তার জওয়াবে সংক্ষেপে এতটুকু বলা যায় যে, স্থান-কাল এবং বস্তু ও গতি সম্পর্কে আমরা মানুষের নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যে ধারণা তৈরী করে রেখেছি, সে সবের যাবতীয় সীমারেখা শুধুমাত্র মানুষের জন্যই প্রজোয্য। আল্লাহর জন্য এ ধারণা সংগত নয়, কেননা তিনি স্থান-কাল-পাত্র বা কোনো বস্তু ও গতির সীমানায় আবদ্ধ নন। তাঁর অসীম কুদরতে ক্ষুদ্র একটি সিংহাসন কেন চাঁদ-সুরুজ এবং গ্রহ-নক্ষত্রকেও মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরত্ব অতিক্রান্ত করাতে পারেন। যে আল্লাহর একটি মাত্র হুকুমে এ বিশাল সৌরজগত সৃষ্টি হয়েছে ; রাণীর সিংহাসনকে আলোর গতিতে সুলায়মান (আ)-এর সামনে নিয়ে আসার জন্য তাঁর একটি ইংগীতই যথেষ্ট। আল্লাহ তা'আলা তাঁর শ্রেষ্ঠ রাসূলকে এক রাতের সামান্য সময়ের মধ্যে মক্কা থেকে বায়তুল মাকদিস এবং অতপর আরশে আযীম পর্যন্ত সফর করিয়ে দুনিয়াতে ফিরিয়েও এনেছিলেন—এটাতো এ কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে বিভিন্ন মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন-ই বা কি ?

৪৯. অর্থাৎ বান্দাহর শোকর করা বা না-শোকরী করায় আল্লাহর সার্বভৌমত্ব-কর্তৃত্বে এক বিন্দুও কম বেশী হয় না। কোনো বান্দাহ শোকরগুযার হলে তাতে তারই কল্যাণ হয় ; আর না-শোকরী করলে তাতে তারই ক্ষতি।

لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا

তার জন্য তার সিংহাসনের, দেখি সে চিনতে পারে, না-কি সে শামিল হয়ে যায় তাদের মধ্যে যারা চিনতে পারে না[৫১]। ৪২. অতপর যখন

جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ

সে এসে পড়লো, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—'এমনই কি তোমার সিংহাসন ? সে বললো—এটিইতো মনে হয় সেটিই[৫২]; আর আমাদেরকে (এটার) জ্ঞান দান করা হয়েছিল

لَهَا-তার জন্য ; عَرْشَهَا-(عرش+ها)-তার সিংহাসনের ; نَنْظُرْ-দেখি ; أَتَهْتَدِي-সে কি চিনতে পারে ; أَمْ-না-কি ; تَكُونُ-সে হয়ে যায় ; مِنَ-শামিল ; الَّذِينَ-তাদের মধ্যে যারা ; لَا يَهْتَدُونَ-চিনতে পারে না। ④২ فَلَمَّا-অতপর যখন ; جَاءَتْ-সে এসে পড়লো ; قِيلَ-তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ; أَهَكَذَا-(أ+هكذا)-এমনই কি ; عَرْشُكِ-(عرش+ك)-তোমার সিংহাসন ; قَالَتْ-সে বললো ; كَأَنَّهُ-(ك+ان+ه)-এটিতো মনে হয় ; هُوَ-সেটিই ; وَ-আর ; أُوتِينَا-আমাদেরকে দান করা হয়েছিল ; الْعِلْمَ-(এটার) জ্ঞান ;

সূরা ইবরাহীমের ৮০ আয়াতে হযরত মূসা (আ)-এর যবানীতে আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা এবং সমগ্র দুনিয়াবাসী সকলে মিলেও যদি (আল্লাহকে) অমান্য করো, তবে (জেনে রেখো) আল্লাহ অবশ্যই (এ সবের) প্রয়োজনীয়তা মুক্ত এবং নিজ সত্তায় প্রশংসিত।"

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

"হে আমার বান্দাহগণ ! প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক মুত্তাকী ব্যক্তির অন্তরের মতোও হয়ে যাও, তার পরেও আমার বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বে কিছুই বৃদ্ধি পাবে না। হে আমার বান্দাহগণ ! প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক পাপী ব্যক্তির অন্তরের মতোও হয়ে যাও, তাহলেও আমার বাদশাহী ও শাসন কর্তৃত্বে কোনো ঘাটতি দেখা দেবে না। হে আমার বান্দাহগণ ! আমার সেসব কাজ তোমাদেরই, আমি তোমাদের জন্যই তা হিসাব করে রাখি। তারপর তার প্রতিদান আমি তোমাদেরকেই পুরোপুরিই দিয়ে থাকি। অতএব যে কল্যাণ লাভ করেছে তার উচিত শোকর আদায় করা, আর যে তা ছাড়া অন্যকিছু পেয়েছে তার নিজেকে ছাড়া অন্য কিছুকে দোষারোপ করা উচিত নয়।"

مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ

তার আগেই এবং আমরা অনুগত মুসলিমও হয়ে গিয়েছিলাম।[৫৩] ৪৩. আর তাকে বিরত রেখেছিল (ঈমান থেকে) তা, আল্লাহ ছাড়া যার পূজা সে করতো ;

إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ

নিশ্চয় সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্গত[৫৪]। ৪৪. তাকে বলা হলো—"প্রাসাদে প্রবেশ করো ; তারপর যখন সে তা দেখলো

حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ

সে তাকে একটি স্বচ্ছ জলাশয় মনে করলো এবং তার উভয় পায়ের গোছা খুলে ফেললো ; তিনি (সুলায়মান) বললেন—'এটাতো অবশ্যই অত্যন্ত মসৃণ (যা) স্বচ্ছ কাঁচের তৈরী[৫৫]।

مِنْ قَبْلِهَا-(من+قبل+ها)-তার আগেই ; وَ-এবং ; كُنَّا-আমরা হয়ে গিয়েছিলাম ; مُسْلِمِينَ-অনুগত মুসলিমও। ৪৩ وَ-আর ; صَدَّهَا-(صد+ها)-তাকে বিরত রেখেছিল (ঈমান থেকে) ; مَا-তা যার ; كَانَتْ تَعْبُدُ-সে পূজা করতো ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; اِنَّهَا-নিশ্চয়ই সে ; كَانَتْ-ছিল ; مِنْ-অন্তর্গত ; قَوْمٍ-সম্প্রদায়ের ; كٰفِرِيْنَ-কাফির। ৪৪ قِيْلَ-বলা হলো ; لَهَا-তাকে ; ادْخُلِى-প্রবেশ করো ; الصَّرْحَ-প্রাসাদে ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; رَاَتْهُ-(رات+ه)-তা দেখলো ; حَسِبَتْهُ-(حسبت+ه)-সে তাকে মনে করলো ; لُجَّةً-একটি স্বচ্ছ জলাশয় ; وَ-এবং ; كَشَفَتْ-খুলে ফেললো ; عَنْ سَاقَيْهَا-(عن+ساقى+ها)-তার উভয় পায়ের গোছা ; قَالَ-তিনি (সুলায়মান) বললেন ; اِنَّهُ-এটাতো অবশ্যই ; صَرْحٌ-অত্যন্ত মসৃণ ; مُمَرَّدٌ-(যা) তৈরি ; مِنْ قَوَارِيْرَ-স্বচ্ছ কাঁচের ;

৫৩. সাবা'র রাণীর বায়তুল মাকদিসে পৌঁছা এবং তাকে হযরত সুলায়মান (আ)-এর দরবার পর্যন্ত নিয়ে আসা ইত্যাদি ঘটনা উল্লেখ না করে তাঁর সাথে সাক্ষাতকারের ঘটনা থেকে এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

৫১. অর্থাৎ তাঁর সিংহাসন দেখে তিনি এটা বুঝতে পারেন কিনা যে, এটা তাঁরই সিংহাসন যা উঠিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। আর এ মু'জিযা দেখে তিনি কি সত্য পথের সন্ধান পান, না-কি তাঁর গুমরাহীর উপর তিনি অটল থাকেন, তা দেখাও এর উদ্দেশ্য হতে পারে।

৫২. রাণীর এ বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হযরত সুলায়মান (আ) রাণীর সিংহাসনটিই আনার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "তোমাদের মধ্যে কে তাঁর সিংহাসনটি আমার কাছে এনে দিতে পারে ?" অতপর সিংহাসনটি আনার পর তিনি

قَالَتْ رَبِّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

সে (স্ত্রীলোকটি) বললো—"হে আমার প্রতিপালক ! আমি অবশ্যই আমার নিজের প্রতি যুলুম করেছি, এখন আমি সুলায়মানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগত হয়ে গেলাম[৫৬]।"

قَالَتْ-সে (স্ত্রীলোকটি) বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; إِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; ظَلَمْتُ-যুলুম করেছি ; نَفْسِيْ-(نفس+ى)-আমার নিজের প্রতি ; وَ-এখন ; أَسْلَمْتُ-আমি অনুগত হয়ে গেলাম ; مَعَ-সাথে ; سُلَيْمٰنَ-সুলায়মানের ; لِلّٰهِ-আল্লাহ ; رَبِّ-الْعٰلَمِيْنَ-রাব্বুল আলামীনের।

বলেছিলেন—"তাঁর সিংহাসনটিকে অচিন রূপে রেখে দাও।" তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে "আপনার সিংহাসন কি এমনই ?" তিনি জবাবে বলেছিলেন, "এটা যেন সেটাই।" এসব কথাবার্তার পর এটা যে, সাবা'র রাণীর সিংহাসনটিই ছিল তাতে কোনো সংশয় থাকে না।

৫৩. অর্থাৎ আমরাতো—সুলায়মান (আ) যে একজন বাদশাহ হওয়ার সাথে সাথে একজন নবীও—তা আগেই জেনেছিলাম এবং আমরা তাঁর প্রতি অনুগতও হয়ে গিয়েছিলাম।

৫৪. এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, সে কাফির জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করার কারণেই সূর্যপূজায় অভ্যস্ত হয়েছিল যা তাকে সত্য পথ গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করেছিল ; কিন্তু যখন তিনি সুলায়মান (আ)-এর মুখোমুখী হন তখন তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন এবং এক মুহূর্ত দেরী না করে মুসলমান হয়ে যান।

৫৫. যেসব ব্যাপারে সুলায়মান (আ)-এর আনুগত্যে রাণীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তন্মধ্যে এটা ছিল সর্বশেষ। সুলায়মান (আ)-এর পত্র পাঠানোর মাধ্যমে পত্রের লিখনরীতি ও ভাষা, রাণীর পাঠানো উপঢৌকন গ্রহণ না করা, তাঁর সম্পর্কে দূতের প্রতিবেদন, রাণীর সিংহাসন স্থানান্তর, সুলায়মান (আ)-এর সার্বিক আচরণ এবং সর্বশেষ রাজ প্রাসাদের প্রবেশ পথের মসৃণ কাঁচের তৈরী রাস্তা যাকে জলাশয় মনে করে রাণী তাঁর পায়ের গোছার আবরণ উন্মুক্ত করে ফেলেছিল—এসব দেখেশুনেই রাণীর এ বিশ্বাস হয়েছিল যে, ইনি এক অসাধারণ রাজা। তিনি হযরত সুলায়মানের তাকওয়াপূর্ণ জীবন, তাঁর বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা এবং সত্যের দিকে তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত হন। আর তাই তিনি অগ্রণী হয়ে হযরত সুলায়মানের সাথে সাক্ষাত করতে উদ্বুদ্ধ হন এবং এদিকে ইংগিত করে তিনি বলেন—"আমরাতো (এসব) আগেই জেনেছিলাম ও মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম।

৫৬. সাবা'র রাণী সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এ পর্যন্তই বর্ণনা করেছে। এর পরবর্তী অবস্থা বর্ণনার প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে মুফাস্‌সিরগণের মধ্যে ইবনে আসাকির হযরত ইকরিম থেকে বর্ণনা করেন যে, অতপর সুলায়মান (আ) সাবা'র রাণী বিলকীসের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁর রাজত্ব বহাল রেখে তাঁকে ইয়ামনে পাঠিয়ে দেন।

৩য় রুকূ' (৩২-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অতি প্রাচীনকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোতে রাষ্ট্রের গণ্যমান্য ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত ছিল। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের এ ব্যবস্থা চালু থাকা অত্যন্ত জরুরী। তাই আমাদের কর্তব্য এ পরামর্শ ভিত্তিক ব্যবস্থা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে চালু করা।

২. ইসলাম সকল ব্যাপারে পরামর্শকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে ইরশাদ করেছেন ঃ 'আপনি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করুন।' সুতরাং মুসলিম উম্মাহর জন্য এটা অপরিহার্য কর্তব্য।

৩. কোনো কাফিরের পক্ষ থেকে প্রদত্ত কোনো উপঢৌকন গ্রহণ করা বৈধ নয়। তবে তা গ্রহণ করা দ্বারা যদি দীনী কোনো উপকার সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে বৈধ।

৪. বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাতে বিজয়ী পক্ষ পরাজিতদের উপর যেসব যুলুম-নির্যাতন চালায় ইসলাম তা অনুমোদন করে না। কিন্তু অমুসলিম দেশ ও জাতিগুলো এসব বিধি-বিধান মানে না তাদের মতে যুদ্ধ-বিগ্রহে নীতি-নৈতিকতা বলতে কিছু নেই।

৫. সাবা'র রাণীর উপঢৌকন সুলায়মান (আ) প্রত্যাখ্যান করেছেন। এটা ছিল তাঁর নবীসুলভ সিদ্ধান্ত। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্যই সে এ উপঢৌকন পাঠিয়েছেন। এটাই ছিল তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত।

৬. জিন জাতি ছিল হযরত সুলায়মান (আ)-এর বশীভূত। তিনি তাদের দিয়ে অনেক কঠিন কাজ করিয়ে নিতেন। এটা ছিল অনেক মু'জিযার একটি। এটাকে অস্বীকার করা কুরআন মজীদকে অমান্য করার নামান্তর। সুতরাং এটাকে বিশ্বাস করতে হবে।

৭. সাবা'র রাণীর সিংহাসন চোখের পলকে যে ব্যক্তি ইয়ামন থেকে বায়তুল মাকদিসে নিয়ে এসেছিল তিনি মানুষ ছিলেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানে সমৃদ্ধ মু'মিনের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক অনেক বেশী। সুতরাং আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অর্জন এবং তা বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য।

৮. ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দিয়ে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং আমাদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ এমন নিয়ামত দান করেন, তার উচিত এ নিয়ামতের শোকর আদায় করা।

৯. নিয়ামতের শোকর আদায় করা দ্বারা নিজেরই কল্যাণ লাভ হয়। এর দ্বারা আল্লাহর ক্ষমতা-কর্তৃত্বের কোনো বৃদ্ধি ঘটে না। সুতরাং আমাদের নিজেদের কল্যাণেই আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত।

১০. দুনিয়ার সকল সৃষ্টির শোকরগুজার হওয়া বা না-শোকরী করা দ্বারা আল্লাহর ক্ষমতা-কর্তৃত্বে বিন্দুমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। লাভ-ক্ষতি যা হবার তা সৃষ্টিরই হয়ে থাকে।

১১. মানুষ ও জিন ছাড়া অন্য কোনো সৃষ্টির আল্লাহর অকৃতজ্ঞ হওয়া তথা নাফরমানী করার ক্ষমতা নেই। মানুষ ও জিনকে সীমিত পরিসরে নাফরমানী করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তাই তাদের আনুগত্যের জন্য পুরস্কার এবং নাফরমানীর জন্য শাস্তি দেয়া হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা সকল প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্ত। তিনি নিজ সত্তায় নিজেই প্রশংসিত। তাই কারো প্রশংসার মুখাপেক্ষিতা থেকে তিনি পবিত্র।

১৩. নবীদের মু'জিযা এবং আওলিয়ায়ে কিরামের কারামত অমুসলিমদের দীনী দাওয়াত গ্রহণে সহায়ক হয়ে থাকে। যেমন সুলায়মান (আ)-এর মু'জিযা এবং তাঁর সাথীর সিংহাসন স্থানান্তরের কারামত সাবা'র রাণীর ঈমান আনায় সহায়ক হয়েছিল।

১৪. সুলায়মান (আ) ও সাবা'র রাণী বিলকীসের ঘটনা আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন মনে করেছেন, ততটুকুই কুরআন মাজীদে উল্লেখ করেছেন। আমাদের কর্তব্য কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিষয়ের উপরই পুরোপুরি বিশ্বাসস্থাপন করা। এর অতিরিক্ত বিষয় জানা বা না জানার উপর আমাদের ঈমান নির্ভরশীল নয়।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৯
আয়াত সংখ্যা-১৪

㊺ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَٰلِحًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ

৪৫. আর আমি তো[৫৭] সামূদ জাতির কাছে তাদের ভাই সালেহ-কে পাঠিয়েছিলাম। (এ আদেশ দিয়ে) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, কিন্তু তখন তারা দু দলে ভাগ হয়ে

يَخْتَصِمُونَ ㊻ قَالَ يَٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ

পরস্পর বিবাদ করতে শুরু করলো[৫৮]। ৪৬. তিনি (সালেহ) বললেন—"হে আমার কওম! "তোমরা কল্যাণের আগে অকল্যাণকে তাড়াতাড়ি চাচ্ছো কেন[৫৯]?

㊺ وَ-আর ; لَقَدْ أَرْسَلْنَا-আমিতো পাঠিয়েছিলাম ; إِلَى-কাছে ; ثَمُودَ-সামূদ জাতির কাছে ; أَخَاهُمْ-(اخا+هم)-তাদের ভাই ; صَٰلِحًا-সালেহকে ; أَنِ-(এ আদেশ দিয়ে) যে, اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللَّهَ-আল্লাহর ; فَإِذَا-(ف+اذا)-কিন্তু তখন ; هُمْ-তারা ; فَرِيقَانِ-দু' দলে ভাগ হয়ে ; يَخْتَصِمُونَ-পরস্পর বিবাদ করতে শুরু করলো। ㊻ قَالَ-তিনি (সালেহ) বললেন ; يَٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার কাওম ; لِمَ-. تَسْتَعْجِلُونَ-তোমরা কেন তাড়াতাড়ি চাচ্ছো ; بِالسَّيِّئَةِ-(ب+ال+سيئه)-অকল্যাণকে ; قَبْلَ-আগে ; الْحَسَنَةِ-(ال+حسنة)-কল্যাণের ;

৫৭. সামূদ জাতি সম্পর্কে জানার জন্য কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত স্থানসমূহ দ্রষ্টব্য।

সূরা আল আ'রাফের ৭৩ আয়াত থেকে ৭৯ আয়াত পর্যন্ত সূরা হূদ আয়াত ৬১-৬৮ ; সূরা আশ শু'আরা আয়াত ৪১-৫৯ ; সূরা আল কামার আয়াত ২৩-৩২ এবং সূরা আশ শাম্‌স আয়াত ১১-১৫।

৫৮. অর্থাৎ সালেহ (আ) যখন সামূদ জাতিকে দীনের দাওয়াত দিলেন এবং একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার আহ্বান জানালেন তখন তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। একভাগ সালেহ (আ)-এর উপর বিশ্বাসী মু'মিনদের, আর অপর ভাগটি অবিশ্বাসী কাফিরদের।

যুগে যুগে নবী-রাসূলদের দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া এভাবেই দেখা গেছে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত লাভের পর যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন তখন মক্কায়ও এমন অবস্থা-ই সৃষ্টি হয়েছিল। মক্কার লোকেরা দু'ভাগে ভাগ হয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু করে দিয়েছিল। মূলত সত্যদীনের দাওয়াতের ফল এমনই হয়ে থাকে। যারা সত্যদীনের দাওয়াত গ্রহণ করে তারা একদল। আর যারা দাওয়াত গ্রহণ করে না এবং যারা এ দাওয়াতের সক্রিয় বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়—এ সবই একদল। হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝামাঝি কোনো অবস্থান স্থল নেই।

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٧﴾ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ

তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছো না কেন, যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আশা করা যেতে পারে।"

৪৭. তারা বললো—"আমরা কুলক্ষণে মনে করি তোমাকে ও তোমার সাথে যারা আছে তাদেরকে[৬০];

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ-তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছো না কেন ; اللّٰهَ-আল্লাহর কাছে ; لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-যাতে তোমাদের প্রতি রহমতের আশা করা যেতে পারে। (৪৭) قَالُوا-তারা বললো ; اطَّيَّرْنَا-আমরা কুলক্ষণে মনে করি ; بِكَ-তোমাকে ; وَ-ও ; بِمَنْ-যারা আছে, তাদেরকে ; مَّعَكَ-(مع+ك)-তোমার সাথে ;

মক্কার তৎকালীন অবস্থার সাথে এ আয়াতে বর্ণিত সামূদ জাতির অবস্থার পুরো মিল রয়েছে।

সূরা আ'রাফের ৭৫ ও ৭৬ আয়াতে সালেহ (আ)-এর সামূদ জাতির অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে—"তাঁর সম্প্রদায়ের নেতারা বললো—যারা অহংকারে মেতেছিল—তাদের মধ্যে যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয়েছিল—যারা তাদের মধ্যে ঈমান এনেছিল—"তোমরা কি জানো, সালেহ নিশ্চিত তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত ?' তারা বললো—"আমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি যা প্রেরিত হয়েছে তাতে বিশ্বাসী।" যারা অহংকারে মেতেছিল তারা বললো—"আমরা অবশ্যই তার প্রতি অবিশ্বাসী যাতে তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছো।"

৫৯. অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর কাছে তোমাদের কল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করা স্বাভাবিক ছিল, সেখানে তোমরা অকল্যাণের জন্য তাড়াহুড়া করছো। সূরা আ'রাফের ৭৭ আয়াতে সামূদ জাতির সরদারদের আযাব চাওয়া সংক্রান্ত উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে, তারা বলেছে—"হে সালেহ! আনো সেই আযাব আমাদের উপর যার ধমকী তুমি আমাদের দিয়ে থাকো, যদি তুমি সত্যিই রাসূল হয়ে থাকো।"

৬০. অর্থাৎ আমরা তোমাদেরকে আমাদের সকল অকল্যাণের কারণ বলে মনে করি। কারণ তোমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরুদ্ধে যখন থেকে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছো, তখন থেকেই আমাদের উপর প্রতিনিয়তই কোনো না কোনো বিপদ নেমে আসছে। কারণ আমাদের উপাস্যরা আমাদের উপর নারাজ হয়ে গেছে। সকল যুগেই মুশরিক জাতি-গোষ্ঠী তাদের নবীদেরকে কুলক্ষণে বলে মনে করতো। সূরা ইয়াসীনের ১৮ আয়াতে একটি জাতি তাদের নবীদেরকে বলেছে, "আমরা তোমাদেরকে কুলক্ষণে পেয়েছি।" হযরত মূসা (আ) সম্পর্কেও ফিরআউন ও তার সম্প্রদায় একথাই বলতো—"অতপর তাদের যখন কল্যাণকর কিছু হতো, তারা, বলতো—'এটা আমাদেরই প্রাপ্য'; আর যদি তাদের উপর কোনো অকল্যাণ আপতিত হতো তখন তারা মূসা ও তার সাথীদের সাথে অশুভতা আরোপ করতো।

এরূপ কথা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কেও মক্কার কাফির সরদাররা ও তাদের অনুসারীরা বলতো।

قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِى الْمَدِيْنَةِ

তিনি (সালেহ) বললেন—"তোমাদের কুলক্ষণের ব্যাপার আল্লাহর নিকট (জানা) আছে, বরং তোমরা এমন কওম যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে[৬১]।" ৪৮. আর সে শহরে ছিল

تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا

নয় জনের একটি দল[৬২], তারা দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াতো এবং কোনো গঠনমূলক কাজ তারা করতো না। ৪৯. তারা বললো—"তোমরা পরস্পর শপথ করো

قَالَ-তিনি (সালেহ) বললেন ; طٰٓئِرُكُمْ-(طئر+كم)-তোমাদের কুলক্ষণের ব্যাপার ; عِنْدَ-নিকট (জানা) ; اللّٰهِ-আল্লাহর; بَلْ-বরং ; اَنْتُمْ-তোমরা ; قَوْمٌ-এমন কাওম; تُفْتَنُوْنَ-যাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে। ﴿٤٨﴾ وَ-আর ; كَانَ-ছিল ; فِى الْمَدِيْنَةِ-সেই শহরে ছিল ; تِسْعَةُ-নয় জনের ; رَهْطٍ-একটি দল ; يُفْسِدُوْنَ-তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াতো ; فِى الْاَرْضِ-দেশময় ; وَ-এবং ; لَا يُصْلِحُوْنَ-তারা কোনো গঠনমূলক কাজ করতো না। ﴿٤٩﴾ قَالُوْا-তারা বললো ; تَقَاسَمُوْا-তোমরা পরস্পর শপথ করো ;

তাদের এ জাতীয় কথার উদ্দেশ্য এটাও যে, এ লোকের আবির্ভাবের আগে আমরা একই ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতি ছিলাম ; আমরা ছিলাম ঐক্যবদ্ধ। এ লোক এতই কুলক্ষণে যে, এর আসার সাথে সাথেই আমাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়ে গেলো। ভাই ভাইয়ের দুশমন হয়ে গেলো ; পুত্র পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। আমাদের ঐক্যবদ্ধ জাতির মধ্যে অপর একটি জাতির উদ্ভব ঘটলো, যার পরিণাম আমাদের জন্য ভালো বলে মনে হচ্ছে না। এ অভিযোগ নিয়েই কুরাইশ সরদারদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিবের কাছে এসেছিল। তারা বলেছিল ঃ

"আপনার এ ভাতিজাকে আমাদের হাতে সোপর্দ করে দিন। সে আপনার ও আপনার বাপ-দাদার ধর্মের বিরোধিতা করছে, আপনার জাতির মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং আমাদের জাতির লোকদেরকে বোকা মনে করছে।"

৬১. অর্থাৎ কুলক্ষণে কারা এটা যাঁচাই করার কোনো মানদণ্ড এতোদিন ছিল না, যার কারণে তোমরা নিজেদের মূর্খতা সত্ত্বেও নিজেদেরকে অনেক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মনে করতো। তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোকেরা অনেক উঁচুতে উঠে যাচ্ছিল, আর সবচেয়ে ভালো যোগ্যতাসম্পন্ন লোকেরা মিশে যাচ্ছিল মাটির সাথে। তবে এখন বিচারের একটি মানদণ্ড এসে গেছে। তোমাদের সবাইকে এ মানদণ্ডে যাঁচাই করা হবে। এ মানদণ্ডে প্রত্যেককে তার ওজন অনুসারে পরিমাপ করা হবে। এখন হক ও বাতিল মুখোমুখী আছে। যে হক-কে গ্রহণ করবে সে ওখানে ভারী হয়ে যাবে, যদিও এ যাবত তার কোনো মূল্য না-ই থাকুক না কেন। আবার যে হককে প্রত্যাখ্যান করে বাতিলের উপর অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে সে ওখানে একেবারেই হালকা হয়ে যাবে। যদিও এ যাবত সে সর্বোচ্চ নেতৃত্বের আসনে আসীন থাকুক না কেন। এখানে সত্যের ভিত্তিতেই ফায়সালা হবে। কে কোন্ পরিবারের, কে কতটা ধন-সম্পদের অধিকারী, জনশক্তি কার কত বেশী সেসব এখানে কোনো গুরুত্ব পাবে না।

بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ

আল্লাহর নামে—'আমরা অবশ্যই রাতে তার উপর আক্রমণ চালাবো এবং তার পরিবার পরিজনের উপরও, অতপর আমরা তার অভিভাবককে[৬৩] অবশ্যই বলে দেবো—তার পরিবারের ধ্বংসের সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না,

وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۞ وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۞

আর আমরা তো অবশ্যই সত্যবাদী[৬৪]।" ৫০. আর তারা এক গোপন ষড়যন্ত্র করলো, আর আমরাও এক কৌশল অবলম্বন করলাম অথচ তারা টেরও পেল না[৬৫]।

بِاللّٰهِ-আল্লাহর নামে ; لَنُبَيِّتَنَّهٗ-(لنبيتن+ه)-আমরা অবশ্যই রাতে তার উপর আক্রমণ চালাবো ; وَ-এবং ; اَهْلَهٗ-(اهل+ه)-তার পরিবার পরিজনের উপরও ; ثُمَّ-অতপর ; لَنَقُوْلَنَّ-অবশ্যই আমরা বলে দেবো ; لِوَلِيِّهٖ-(ل+ولى+ه)-তার অভিভাবককে ; مَا شَهِدْنَا-আমরা উপস্থিত ছিলাম না ; مَهْلِكَ-ধ্বংসের সময় ; اَهْلِهٖ-(اهل+ه)-তার পরিবারের ; وَ-আর ; اِنَّا-আমরাতো ; لَصٰدِقُوْنَ-অবশ্যই সত্যবাদী। ৫০ وَ-আর ; مَكَرُوْا-তারা ষড়যন্ত্র করলো ; مَكْرًا-এক গোপন ষড়যন্ত্র ; وَ-আর ; مَكَرْنَا-আমরা অবলম্বন করলাম ; مَكْرًا-এক কৌশল ; وَ-অথচ ; هُمْ-তারা ; لَا يَشْعُرُوْنَ-টেরও পেল না।

৬২. অর্থাৎ নয় জন দলনেতা। 'রাহতুল' দল, এদের প্রত্যেককে 'দল' হিসেবে আখ্যায়িত করার অর্থ তাদের প্রত্যেকের ধন-সম্পদ, জাঁকজমক ও জনশক্তির আধিক্যের কারণে তারা অত্যন্ত প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই এক একটি করে দল ছিল। তাই এদের প্রত্যেককেই এক একটি 'দল' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর নয় জনকে 'নয়টি দল' বলা হয়েছে। তারা ছিল সিরিয়ার 'হিজর' নামক অঞ্চলের অধিবাসী।

৬৩. এখানে 'অভিভাবক' দ্বারা হযরত সালেহ (আ)-এর গোত্রের সরদারকে বুঝানো হয়েছে। কারণ প্রাচীন গোত্রীয় সমাজব্যবস্থায় নিহত ব্যক্তির রক্তের দাবী পেশ করার অধিকার ছিল গোত্রীয় সরদারের। আমাদের প্রিয়নবী (স)-এর সময়েও এ নিয়মই ছিল। সে সময় তাঁর চাচা আবু তালিবের এ অধিকার ছিল বিধায় কুরাইশ বংশীয় কাফিররা এ আশঙ্কায় নবী (স)-এর উপর আক্রোশ থেকে পিছিয়ে আসতো যে, যদি তারা তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে তাহলে তাঁর চাচা গোত্রের নেতা হিসেবে তাঁর খুনের বদলা নেয়ার দাবী নিয়ে এগিয়ে আসবে।

৬৪. ঠিক একই ধরনের ষড়যন্ত্র হয়েছিল আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর বিরুদ্ধে। হিজরতের প্রাক্কালে কুরাইশদের সব গোত্রের লোক একত্র হয়ে তাঁর উপর হামলার চক্রান্ত করলো, যাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর গোত্র বনু হাশিম বিশেষ কোনো একটি গোত্রকে দায়ী করে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য লড়াই চালাতে না পারে। আর সকল গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া বনু হাশিমের পক্ষে সম্ভব নয়।

۝٥١ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ أَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِيْنَ ۝

৫১. অতএব দেখো তাদের ষড়যন্ত্রের পরিণাম কেমন হয়েছিল ; আমি নিশ্চিত ধ্বংস করে দিয়েছি তাদেরকে ও তাদের কওমের সবাইকে।

۝٥٢ فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝

৫২. তাই, তাদের ঐসব ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে কেননা তারা সীমালংঘন করেছে ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন এমন লোকদের জন্য যারা (এ সম্পর্কে) জ্ঞান রাখে[৬৬]।

(৫১) فَانْظُرْ-(ف+انظر)-অতএব দেখো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ- পরিণাম ; مَكْرِهِمْ-(مكر+هم)-তাদের ষড়যন্ত্রের ; أَنَّا-আমি নিশ্চিত ; دَمَّرْنٰهُمْ-ধ্বংস করে দিয়েছি তাদেরকে ; وَ-ও ; قَوْمَهُمْ-(قوم+هم)-তাদের কাওমের ; أَجْمَعِيْنَ- সবাইকে। (৫২) فَتِلْكَ-(ف+تلك)-তাই ঐসব ; بُيُوْتُهُمْ-(بيوت+هم)-তাদের ঘরবাড়ী; خَاوِيَةً-বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে রয়েছে ; بِمَا-কেননা ; ظَلَمُوْا-তারা সীমালংঘন করেছে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-নিশ্চিত নিদর্শন ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমন লোকদের জন্য ; يَعْلَمُوْنَ-যারা (এ সম্পর্কে) জ্ঞান রাখে।

৬৫. হযরত সালেহ (আ)-এর জাতির লোকেরা যখন উটনীর পায়ের রগ কেটে দিল, তখন তিনি তাদেরকে বলে দিলেন যে, "তোমরা তিনদিন তোমাদের ঘরে মজা করে নাও ; এটা এমন একটা ওয়াদা যা মিথ্যা নয়," (সূরা হুদ ; ৬৫ আয়াত)। এ হুমকীর পরই সম্ভবত তারা চিন্তা করেছিল যে, আযাব আসুক বা না আসুক আমরা উটনীর সাথে সাথে সালেহকেও শেষ করে দেই না কেন ; এ চক্রান্ত করে তারা সম্ভবত সে রাতেই সালেহ (আ)-এর উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল যে রাতে আযাব আসার কথা ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর গায়ে হাত দেয়ার সুযোগ তাদেরকে দিলেন না। তার আগেই তাঁর কঠিন হাত দ্বারা তাদেরকে পাকড়াও করে ফেললেন।

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের জ্ঞানসম্পন্ন চিন্তাশীল লোকেরা অবশ্যই জানেন যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জাহানে তাঁর রাজত্ব সম্পর্কে বধির ও অন্ধ নন। বরং তিনি এক পরম বিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ সত্তা। তিনি তাঁর বান্দাহদের ভাগ্য নির্ধারণ করছেন। তাঁর সিদ্ধান্তসমূহ কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন নয় ; বরং প্রাকৃতিক নিয়মই তাঁর সিদ্ধান্তের অধীন। তিনি চোখ বন্ধ করেই জাতিসমূহের উত্থান-পতনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। বরং অত্যন্ত বিজ্ঞতা ও ন্যায় পরায়ণতার সাথেই জাতিসমূহের উত্থান-পতনের ফায়সালা করেন। সুতরাং প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে, এর সাথে মানুষের কর্মকাণ্ড দায়ী নয়—একথা কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ-মূর্খরাই বলতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ন্যায়-ইনসাফের সাথেই দুনিয়াতে প্রতিদান-প্রতিশোধের আইন নির্ধারণ করেছেন। এ আইনের ভিত্তিতেই দুনিয়াতেও যালিমদের যুলুমের শাস্তি দিয়ে

﴿٥٣﴾ وَأَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٤﴾ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ

৫৩. আর আমি তাদেরকে রক্ষা করলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং তারা আল্লাহকে ভয় করতো। ৫৪. আর (স্মরণীয়) লূতের[৬৭] কথা, যখন তিনি নিজের জাতিকে বলেছিলেন—

أَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٥﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ

তোমরা কি এ অশ্লীল কাজ করছো অথচ তোমরা এর পরিণতি জানো[৬৮]।
৫৫. তোমরা কি পুরুষদের সাথে উপগত হচ্ছো

شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ۭ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَمَا كَانَ

কাম চরিতার্থ করার জন্য স্ত্রীলোকদেরকে ছেড়ে ; বরং তোমরা তো এমন কওম যারা মূর্খতায় লিপ্ত রয়েছো[৬৯]। ৫৬. কিন্তু ছিল না

(৫৩) وَ-আর ; اَنْجَيْنَا-আমি রক্ষা করলাম ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছিল ; وَ-এবং ; كَانُوْا يَتَّقُوْنَ-তারা ভয় করতো আল্লাহকে। (৫৪) وَ-আর (স্মরণীয়); لُوْطًا-লূতের কথা ; اِذْ-যখন ; قَالَ-তিনি বলেছিলেন ; لِقَوْمِهٖ-(ل+قوم+ه) -নিজের জাতিকে ; اَتَاْتُوْنَ-তোমরা কি করছো ; الْفَاحِشَةَ-এ অশ্লীল কাজ ; وَ-অথচ ; اَنْتُمْ-তোমরা ; تُبْصِرُوْنَ-এর পরিণতি জানো। (৫৫) اَئِنَّكُمْ-(ا+ان+كم)-তোমরা কি ; لَتَاْتُوْنَ-উপগত হচ্ছো ; الرِّجَالَ-পুরুষদের সাথে ; شَهْوَةً-কাম চরিতার্থ করার জন্য ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; النِّسَآءِ-স্ত্রীলোকদেরকে ; بَلْ-বরং ; اَنْتُمْ-তোমরাতো ; قَوْمٌ-এমন কাওম ; تَجْهَلُوْنَ-মূর্খতায় লিপ্ত রয়েছো। (৫৬) فَمَا كَانَ-(ف+ماكان)-কিন্তু ছিল না ;

থাকেন। সুতরাং সামূদ জাতি যে ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছে, তা তাদের কর্মের-ই ফল। এ সত্য যারা অনুধাবনে সক্ষম তারা ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে এড়িয়ে না গিয়ে এটাকে নিজেদের জন্য সতর্ক-সংকেত মনে করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়।

৬৭. কাওমে লূত সম্পর্কে কুরআন মাজীদের নিম্নে উল্লিখিত সূরাসমূহের নির্দেশিত আয়াতসমূহ ও সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য। সূরা আ'রাফ আয়াত ৮০-৮৪ ; সূরা হূদ আয়াত ৭৪-৮৩ ; সূরা হিজর আয়াত ৫৭-৭৭ ; সূরা আল আম্বিয়া আয়াত ৭১-৭৫ ; সূরা আশ শূ'আরা আয়াত ১৬০-১৭৫ ; সূরা আল আনকাবূত আয়াত ২৮-৩৫ ; সূরা আস সাফ্ফাত আয়াত ১৩৩-১৩৮ ও সূরা আল কামার আয়াত ৩৩-৩৯।

৬৮. অর্থাৎ তোমরা প্রকাশ্যে এ নির্লজ্জ কাজ করে যাচ্ছো এবং তোমাদের মধ্যকার দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন লোকেরাও তা দেখছে। সূরা আল আনকাবূত-এর ২৯ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "আর তোমরা নিজেদের মজলিশেই এ ঘৃণিত কাজ করে থাকো।"

جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ

কোন জওয়াব তার কওমের এছাড়া যে, তারা বললো—তোমরা লূতের পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, তারা তো

اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا

এমন মানুষ যারা পবিত্র হতে চায়। ৫৭. অতপর আমি রক্ষা করলাম তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া ; তাকে সাব্যস্ত করে রেখেছিলাম

مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٨﴾

ধ্বংসপ্রাপ্তদের মধ্যে[৭০]। ৫৮. আর আমি তাদের উপর এক বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম ; অতএব কতইনা নিকৃষ্ট ছিল ভয় প্রদর্শিতদের বৃষ্টি।

جَوَابَ-কোনো জওয়াব ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তার কাওমের ; اِلَّآ-এছাড়া ; اَنْ-যে ; قَالُوْٓا-তারা বললো ; اَخْرِجُوْٓا-তোমরা বের করে দাও ; اٰلَ-পরিবারকে ; لُوْطٍ-লূতের ; مِّنْ-থেকে ; قَرْيَتِكُمْ-(قرية+كم)-তোমাদের জনপদ থেকে; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-তারাতো; اُنَاسٌ-এমন মানুষ ; يَّتَطَهَّرُوْنَ-যারা পবিত্র হতে চায়। ﴿٥٧﴾ فَاَنْجَيْنٰهُ-(ف+انجينا+ه)-অতপর আমি রক্ষা করলাম তাঁকে ; وَ-এবং ; اَهْلَهٗ-(اهل+ه)-তাঁর পরিবারকে ; اِلَّا-ছাড়া ; امْرَاَتَهٗ-(امراة+ه)-তাঁর স্ত্রীকে ; قَدَّرْنٰهَا-(قدرنا+ها)-তাকে সাব্যস্ত করে রেখে ছিলাম مِنَ-মধ্যে ; الْغٰبِرِيْنَ-ধ্বংসপ্রাপ্তদের। ﴿٥٨﴾ وَ-আর ; اَمْطَرْنَا-আমি বর্ষণ করলাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; مَّطَرًا-এক বিশেষ ধরনের বৃষ্টি ; فَسَآءَ-(ف+ساء)-অতএব কতই না নিকৃষ্ট ছিল ; مَطَرُ-বৃষ্টি ; الْمُنْذَرِيْنَ-ভয়প্রদর্শিতদের।

অথবা, এর অর্থ—তোমরা জেনে-বুঝেই এ অশ্লীল কাজ করে যাচ্ছো। অথবা, এ কাজের জন্য যে মেয়েদের সৃষ্টি করা হয়েছে এবং পুরুষরা এ কাজের জন্য নয় তা তোমরা জেনেও এ খারাপ কাজে লিপ্ত রয়েছো। মূলত এ সবগুলো অর্থই এখানে খাটে।

৬৯. অর্থাৎ জেনে-শুনে তোমাদের এমন কাজ করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এর অর্থ এটা হতে পারে যে, এ কাজের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই তোমরা এ কাজে লিপ্ত রয়েছো। শীঘ্রই তোমাদেরকে অশ্লীলতায় হঠকারিতার জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহর আযাব হঠাৎ তোমাদের উপর নেমে আসার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। অথচ সেই কঠিন পরিণামের কথাকে অবিশ্বাস করে এ জঘন্য খেলায় তোমরা মত্ত হয়ে আছো।

৭০. অর্থাৎ আগেই হযরত লূত (আ)-কে তাঁর স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে নিতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

৪র্থ রুকূ' (৪৫-৫৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত সালেহ (আ)-ও তাঁর জাতি 'কাওমে সামূদ'-কে এক আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য দাওয়াত দিয়েছেন। আর সকল নবীর দাওয়াত একই ছিল।

২. দুনিয়াতে যখনই নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সত্যের দাওয়াত এসেছে, তখনই সংশ্লিষ্ট মানুষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একভাগ সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করে সত্যের পক্ষে এসেছে ; আর অপর অংশ সত্যের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

৩. সত্য-বিরোধী পক্ষ সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও হঠকারী মনোভাবের কারণে সকল নিদর্শন অস্বীকার করে সত্য গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

৪. নবী-রাসূল এবং আল্লাহর পথে তাঁদের অনুসারী সত্যপন্থী লোকদের সতর্কীকরণকে উপেক্ষা করে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করে। ফলে তাদের উপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে।

৫. আল্লাহর আযাব নেমে আসার পরও এসব অপশক্তি এটাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ আখ্যায়িত করে দীনের প্রতি এগিয়ে না আসা এবং নিজেদের অপরাধের ক্ষমা লাভের জন্য তাওবা করে আল্লাহর পথে এগিয়ে আসে না। বরং এরা বিপরীত দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

৬. দুনিয়াতে দুঃখ-মসীবত দিয়ে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহকে যেমন পরীক্ষা করেন, তেমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েও তিনি পরীক্ষা করেন। সচেতন ও জ্ঞানী লোক এটাকে পরীক্ষা হিসেবেই গ্রহণ করেন এবং সে হিসেবে কাজ করেন।

৭. সমাজে এমন কিছু নেতৃত্ব রয়েছে যারা শুধুমাত্র সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে বেড়ায়। এরা সমাজের গঠন ও কল্যাণকর কোনো কাজ করে না বা করতে পারে না। এসব অসৎ নেতৃত্বই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে এবং জনগণকেও সতর্ক করতে হবে।

৮. 'কাওমে সামূদে'র অসৎ নেতৃত্বই তাদেরকে সালেহ (আ)-এর আনুগত্য করা থেকে বিরত রেখেছে এবং তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর নবীর নাফরমানী করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

৯. এসব লোকের হঠকারিতা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, আল্লাহর উটনীর রগ কেটে তাকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর নবীকে পর্যন্ত হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে। তাদেরকে সে সুযোগ আল্লাহ দেননি। তার আগেই তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। বাড়াবাড়ির পরিণাম এমনই হয়ে থাকে।

১০. অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ আমাদের সামনে রয়েছে। এসব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তার আলোকে জীবনকে গড়তে হবে।

১১. কুরআন মাজীদে যেসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ইতিহাস উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলো থেকে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং যেসব অপরাধের কারণে সেসব জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, সেসব অপরাধ থেকে সমাজ, দেশ ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে।

১২. সমাজে অপরাধ যখন সাধারণ হয়ে যায় তখন মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক শ্রেণী বে-পরোয়াভাবে অপরাধ করে যেতে থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণী নিজেরা অপরাধ করে না ; কিন্তু তারা নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। তৃতীয় শ্রেণী নিজেরা অপরাধ করে না, এবং অপরাধিদেরকে অপরাধ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যেতে থাকে। আল্লাহর আযাব থেকে এ তৃতীয় শ্রেণীই রক্ষা পায়।

১৩. আসমানী আযাব বর্তমানেও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে নাযিল হচ্ছে, যাকে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে উপেক্ষা করছি। এসব আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল প্রকার অপরাধ থেকে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে তাঁর দীন কায়েমের সংগ্রাম করে যেতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৮

(৫৯) قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ءٰۤاللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○

৫৯. হে নবী![৭১] আপনি বলুন—'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই জন্য, আর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সেসব বান্দাহর উপর যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন; (জিজ্ঞেস করুন তাদেরকে) আল্লাহ-ই কি উত্তম, না-কি সেসব, যাদেরকে তারা (আল্লাহর) শরীক করে[৭২]।

(৫৯) قُلْ-(হে নবী!) আপনি বলুন ; اَلْحَمْدُ-সমস্ত প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর-ই জন্য ; وَ-আর ; سَلٰمٌ-শান্তি বর্ষিত হোক ; عَلٰى-উপর ; عِبَادِهِ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহর ; الَّذِيْنَ-সেসব, যাদেরকে ; اصْطَفٰى-তিনি মনোনীত করেছেন ; ءٰ-(জিজ্ঞেস করুন তাদেরকে) আল্লাহ-ই কি ; خَيْرٌ-উত্তম ; اَمَّا-(ام+ما)-না-কি সেসব যাদেরকে ; يُشْرِكُوْنَ-তারা (আল্লাহর) শরীক করে।

৭১. ইতিপূর্বে পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতদের কিছু কিছু অবস্থা আলোচনার পর এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনি আল্লাহর শোকর আদায় করুন। কারণ, আপনার উম্মতকে দুনিয়ার ব্যাপক আযাব থেকে নিরাপদ করে দেয়া হয়েছে। আর পূর্ববর্তী নবী-রাসূল ও নেক বান্দাহদের প্রতি সালাম প্রেরণ করুন।

এ আয়াত থেকে মুসলমানরা কিভাবে তাদের বক্তব্য শুরু করবে তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। খুতবা তথা বক্তৃতার শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও নবী-রাসূলদের প্রতি দরূদ ও সালাম দ্বারা বক্তৃতা শুরু করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (স) ও সাহাবায়ে কিরামের সকল বক্তৃতা এভাবেই শুরু হয়েছে। এরই ভিত্তিতে ইসলামী চিন্তা-চেতনা সম্পন্ন লোকেরা সবসময় আল্লাহর প্রশংসা, নবী-রাসূলদের প্রতি সালাত ও সালাম এবং নেক বান্দাদের শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করেই তাঁদের বক্তৃতা শুরু করেন।

৭২. আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে লা-জবাব করে দেয়ার জন্যই এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। আসলে আল্লাহর সাথে মুশরিকদের মিথ্যা উপাস্যদের কোনো তুলনা করা যেতে পারে—একথা তারাও ভাবতে পারে না। কারণ, সেসব উপাস্যদের মধ্যে এমন কোনো কল্যাণ নেই যে, আল্লাহর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু মুশরিকরা যাতে নিজের ভুলের ব্যাপারে সচেতন হয়, সেজন্য তাদের সামনে এ প্রশ্নটি রাখা হয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে তাদের এমন কথা বলার হিম্মত ছিল না যে, আল্লাহর চেয়ে আমাদের উপাস্যগুলো ভালো। তাদের উপাস্যদের মধ্যে যে কোনো কল্যাণ নেই তা তারা ভালোভাবেই জানতো। তাই তাদের চেতনাকে জাগ্রত করে দেয়াই এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য। যেসব উপাস্যের পূজা-অর্চনায় যখন কোনো কল্যাণই নেই, তাহলে সেগুলোর উপাসনা তারা কেন করছে। এ বোধটাই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে জাগিয়ে দিতে চেয়েছেন।

٦٠ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ

৬০. অথবা (জিজ্ঞেস করুন) কে তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন এবং তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন আসমান থেকে

مَاءً ۚ فَأَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ۚ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا

পানি ; অতপর তার সাহায্যে আমি মনোরম বাগানসমূহ সৃষ্টি করি ; তোমাদের পক্ষে তো সম্ভব নয় উৎপন্ন করা

شَجَرَهَا ۗ ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ٦١ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ

তার গাছ-গাছালি ; আছে কি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ[৭৩] ? (না) বরং তারা এমন কওম যারা আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। ৬১. অথবা, কে তিনি যিনি যমীনকে করেছেন

৬০ أَمَّنْ-(ام+من)-অথবা (জিজ্ঞেস করুন) কে তিনি যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; أَنْزَلَ-তিনি বর্ষণ করেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءً-পানি ; فَأَنْبَتْنَا-অতপর আমি সৃষ্টি করি ; بِهٖ-তার সাহায্যে ; حَدَائِقَ-বাগানসমূহ ; ذَاتَ بَهْجَةٍ-মনোরম ; مَا كَانَ-সম্ভব নয় ; لَكُمْ-তোমাদের পক্ষে ; أَنْ تُنْبِتُوا-উৎপন্ন করা ; شَجَرَهَا-(شجر+ها)-তার গাছ-গাছালি ; ءَاِلٰهٌ-(ء+اله)-আছে কি অন্য কোনো ইলাহ ; مَعَ-সাথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بَلْ-(না) বরং ; هُمْ-তারা ; قَوْمٌ-এমন কাওম ; يَعْدِلُوْنَ-যারা আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। ৬১ أَمَّنْ-(ام+من)-অথবা কে তিনি যিনি ; جَعَلَ-করেছেন ; الْأَرْضَ-যমীনকে ;

অতপর আল্লাহর কুদরত তথা শক্তিমত্তা এবং তাঁর প্রতিটি সৃষ্টি বৈচিত্রের প্রতি ইশারা করে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, এসব কার কাজ ? এসব কাজে আল্লাহর সাথে কেউ শরীক আছে কিনা ? যদি না থাকে তাহলে তোমাদের উপাস্যগুলোকে কেন তোমরা পূজনীয় মনে করছো ?

রাসূলুল্লাহ (স) যখন এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতেন তখন জবাবে বলতেন— "বরং আল্লাহ-ই উত্তম, চিরস্থায়ী, মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠ।"

৭৩. সুদূর অতীত থেকে নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত কোনো এক যুগের কোনো একজন মুশরিক আল্লাহ তা'আলার এ প্রশ্নের জবাবে একথা বলতে পারেনি যে, 'এ কাজ এক আল্লাহর নয়, বরং তাঁর অন্য কেউ শরীক আছে।' আরবের মুশরিকরা এবং সমগ্র দুনিয়ার সকল মুশরিকরাই একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ-ই বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা ও পরিচালক।

قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلٰلَهَآ اَنْهٰرًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ

বাসের উপযোগী[৭৪] এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদ-নদী, আর তাতে স্থাপন করেছেন পাহাড়-পর্বত এবং সৃষ্টি করেছেন দু-নদীর মাঝে এক অন্তরাল[৭৫];

قَرَارًا-বাসের উপযোগী ; وَّ-এবং ; جَعَلَ-প্রবাহিত করেছেন ; (خلل+ها)-خِلٰلَهَا-তার মাঝে মাঝে ; اَنْهٰرًا-নদ-নদী ; وَّ-আর ; جَعَلَ-স্থাপন করেছেন ; لَهَا-তাতে ; رَوَاسِيَ-পাহাড়-পর্বত ; وَ-এবং ; جَعَلَ-সৃষ্টি করেছেন ; بَيْنَ-মাঝে ; الْبَحْرَيْنِ-দু'নদীর ; حَاجِزًا-একটি অন্তরাল ;

তাই কখনও কোনো হঠকারী মুশরিকও একথা বলেনি যে, আমাদের উপাস্য দেব-দেবীর এসব কাজে আল্লাহর সাথে শরীক আছে।

কুরআন মাজীদে সূরা যুখরুফের ৯ আয়াতে কাফির ও মুশরিক সম্পর্কে বলা হয়েছে—"আপনি যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন যে, আসমান-যমীন কে সৃষ্টি করেছে,' তাহলে তারা অবশ্যই বলবে যে, এসব সৃষ্টি করেছেন এক পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ সত্তা।"

একই সূরার ৮৭ আয়াতে আবার বলা হয়েছে—

"আপনি যদি তাদেরকে প্রশ্ন করেন—'তাদেরকে কে সৃষ্টি করেছে ?' তাহলে তারা অবশ্যই বলবে—'আল্লাহ'।"

সূরা আল-আনকাবূতের ৬৩ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আসমান থেকে কে পানি বর্ষণ করেন এবং মৃত যমীনকে কে জীবিত করেন ? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে 'আল্লাহ'।"

এ ছাড়া সূরা ইউনুসের ৩১ আয়াতেও একথাই বলা হয়েছে।

এখানে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে শুধুমাত্র শিরককেই বাতিল করা হয়নি বরং এর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদের মূলও উপড়ে ফেলা হয়েছে।

৭৪. 'পৃথিবী' নামক এ গ্রহটিকে বাসোপযোগী করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব উপায়-উপাদান প্রয়োগ করেছেন, তা সবই মানবজ্ঞানের আয়ত্তাধীন নয়। এ ব্যাপারে মানুষকে আল্লাহ তা'আলা যতটুকু জানার সুযোগ দিয়েছেন, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এক মুহূর্তের জন্যও কেউ একথা ভাবতে পারে না যে, কোনো পূর্ণ জ্ঞানময় স্রষ্টার পরিকল্পনা ছাড়া এসব উপযোগিতা ও ভারসাম্য নিছক কোনো আকস্মিক ঘটনার ফসল। আর একথাও কেউ ধারণা করতে পারে না যে, এ মহাসৃষ্টির পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং একে বাস্তবে রূপায়ণ ও বিরামহীন ব্যবস্থাপনা কোনো দেব-দেবী, জিন, নবী-ওলী বা কোনো ফেরেশতার হাত আছে।

মানুষ যদি তার সীমিত জ্ঞান দিয়েও পৃথিবীগ্রহটিকে বাসোপযোগী করা এবং রাখার মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার কুদরত তথা শক্তি, ক্ষমতা ও বিজ্ঞানময়তার বিষয় চিন্তা করে

ءَاِلٰـهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦١﴾ اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا

আছে কি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ ? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।
৬২. অথবা, কে তিনি যিনি সাড়া দেন বিপদগ্রস্তের ডাকে, যখন

دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاۗءَ الْاَرْضِ ۭ ءَاِلٰـهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۭ

সে তাঁকে ডাকে এবং দূর করে দেন বিপদ[৭৬], আর করেন তোমাদেরকে যমীনে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত[৭৭]; আছে কি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ ?

ءَاِلٰهٌ-(ء +اله)-আছে কি অন্য কোনো ইলাহ ; مَعَ-সাথে ; اللّٰه-আল্লাহর ; بَلْ-বরং ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-জানে না। ৬২ اَمَّنْ-(ام+من)-অথবা কে তিনি যিনি ; يُجِيْبُ-সাড়া দেন ; الْمُضْطَرَّ-বিপদগ্রস্তের ডাকে ; اِذَا-যখন ; دَعَاهُ-(دعا+ه)-সে তাঁকে ডাকে ; وَ-এবং ; يَكْشِفُ-দূর করে দেন ; السُّوْٓءَ-বিপদ ; وَ-আর ; يَجْعَلُكُمْ-(يجعل+كم)-করেন তোমাদেরকে ; خُلَفَاۗءَ-পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত ; الْاَرْضِ-যমীনে ; ءَاِلٰهٌ-(ء +اله)-আছে কি অন্য কোনো ইলাহ ; مَعَ-সাথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

তাহলে সে বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারে না। সে অনুভব করতে থাকে যে, এমন ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যশীলতা ও সমন্বিত কার্যক্রম একজন সর্বজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ ও পরিপূর্ণ শক্তিমান সত্তার ব্যবস্থাপনা ছাড়া 'পৃথিবী' নামক ভূ-গোলকটি মহাশূন্যে ঝুলে থাকতে পারে না।

৭৫. অর্থাৎ পৃথিবীতে মিঠা ও লোনা পানির যে ভাণ্ডার ভূগর্ভে ও নদী-সমুদ্রে রয়েছে, তা একটা অপরটার সাথে মিশে যায় না। ভূগর্ভে যেমন মিষ্টি পানি ও লোনা পানির স্তর আলাদা দেখা যায়, তেমনি সমুদ্রেও উভয় প্রকার পানির স্রোতধারা পাশাপাশি বয়ে যেতে থাকলেও তা একটার সাথে অপরটা মিশে যায় না। [এ ব্যাপারে অধিক অবগতির জন্য সূরা আল ফুরকান-এর ৫৩ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।]

৭৬. অর্থাৎ কোনো অভাব, অনটন, দুঃখ-দারিদ্র, বিপদ-মসীবতে অসহায়, কোনো দিক থেকে সাহায্যের কোনো আশার আলো নেই, এমতাবস্থায় মানুষ—মুশরিক, কাফির এমনকি চরম নাস্তিকও আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করে। সকল প্রকার বিপদাপদ ও সকল অসুবিধায় একমাত্র রাহমানুর রাহীম, সকল অসহায়ের সহায় মহামহিম আল্লাহ তা'আলাই উদ্ধার করেন।

তাই কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে মুশরিকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যখন তোমরা কঠিন বিপদে পড়, তখন আল্লাহর কাছেই ফরিয়াদ করতে থাকো। আর যখন বিপদ থেকে তিনি তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করতে থাকো। এ বিষয়টি শুধুমাত্র আরবের মুশরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সারা দুনিয়ার মুশরিকদের অবস্থাও একই।

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۝٦٣ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ

তা খুব কমই তোমরা যা উপদেশ গ্রহণ করে থাক। ৬৩. অথবা কে তিনি যিনি স্থলের ও জলের অন্ধকারে তোমাদেরকে পথ দেখান[৭৮] এবং যিনি প্রেরণ করেন

ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

বাতাসকে তার অনুগ্রহের আগেই সুসংবাদবাহী রূপে[৭৯]; আছে কি অন্য কোনো ইলাহ আল্লাহর সাথে? তারা যা শরীক করে আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

قَلِيلًا-খুব কমই তা ; مَّا تَذَكَّرُونَ-(ما+تذكرون)-যা তোমরা উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। ৬৩ أَمَّنْ-(ام+من)-অথবা কে তিনি যিনি ; يَهْدِيكُمْ-(يهدى+كم)-তোমাদেরকে পথ দেখান ; فِي ظُلُمَٰتِ-অন্ধকারে ; الْبَرِّ-স্থলের ; وَ-ও ; الْبَحْرِ-জলের ; وَ-এবং ; مَنْ-যিনি ; يُرْسِلُ-প্রেরণ করেন ; الرِّيَٰحَ-বাতাসকে ; بُشْرًا-সুসংবাদবাহী রূপে ; بَيْنَ يَدَىْ-আগেই ; رَحْمَتِهِ-(رحمة+ه)-তাঁর অনুগ্রহের ; ءَ الَٰهٌ-আছে কি অন্য কোনো ইলাহ ; مَعَ-সাথে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; تَعَٰلَى-বহু উর্ধ্বে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَمَّا-তা থেকে যা ; يُشْرِكُونَ-তারা শরীক করে।

নিঃসহায়ের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এরূপ অসহায় ব্যক্তিকে নিম্নরূপ ভাষায় দোয়া করতে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ اَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ اِلَى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَاَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

"ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার রহমতের আশা করি, অতএব আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের কাছে সমর্পণ করো না, তুমি আমার সবকিছু ঠিক করে দাও, তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।"-কুরতুবী

৭৭. অর্থাৎ এক পুরুষের পর তার পরবর্তী বংশধর এবার তার পরবর্তী বংশধর এভাবে ক্রমান্বয়ে নিচের দিকে এবং এক জাতির পর অপর এক জাতির উত্থান ঘটান। অথবা এর অর্থ দুনিয়ার সম্পদ ভোগ-ব্যবহার ও দুনিয়ার রাজত্ব করার ক্ষমতা দান করেন।

৭৮. অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে তোমাদের গন্তব্যে পৌঁছার জন্য এবং এক দেশ থেকে অন্যদেশে স্থল পথে বা জলপথে সফর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা অনেক দিক-নির্দেশক উপায়-উপকরণ প্রকৃতিতে রেখে দিয়েছেন। রাতে তারকার সাহায্যে তোমরা পথ চিনে নিতে পার। দিনের বেলায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাহায্যে তোমরা পথ চিনে নিতে পার। এ সবই আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা। সূরা আন নহলের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে—

৬৪ أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ط

৬৪. অথবা কে তিনি যিনি সূচনা করেন সৃষ্টির, তারপর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন[৮০] এবং যিনি তোমাদের রিযক দান করেন আসমান ও যমীন থেকে[৮১] ;

৬৪ أَمَّنْ-অথবা, কে তিনি যিনি ; يَبْدَؤُا-সূচনা করেন ; الْخَلْقَ-সৃষ্টির ; ثُمَّ-তারপর ; يُعِيدُهُ-(يعيد+ه)-তিনি তার পুনরাবৃত্তি করবেন ; وَ-এবং ; مَنْ-যিনি ; يَرْزُقُكُمْ-(يرزق+كم)-তোমাদের রিয্ক দান করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীন;

"আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) পথনির্দেশ অনেক চিহ্ন ; আর তারকার সাহায্যেও তারা পথের সন্ধান পায়।"

৭৯. অর্থাৎ রহমতরূপী বৃষ্টিধারা বর্ষণের আগে ঠাণ্ডা বাতাস তার আগমনী খবর পৌঁছে দেয়।

৮০. আল্লাহ তা'আলা প্রথম সৃষ্টি করেছেন এবং তার পুনরাবৃত্তিও তিনিই করবেন। তিনি জীব সৃষ্টির সূচনায় নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করেন। এ নির্জীব পদার্থের সংমিশ্রণের ফলে তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার কিভাবে হয় তা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মানুষের জ্ঞান এখন পর্যন্তও তার রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি। বিজ্ঞানীরা নিষ্প্রাণ পদার্থ থেকে প্রাণী সৃষ্টি করার জন্য আজ পর্যন্ত যত প্রচেষ্টাই চালিয়েছে, তার সব প্রচেষ্টা-ই ব্যর্থ হয়ে গেছে। প্রাণের উদ্ভবের ব্যাপারটা আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। এটা অবশ্যই অলৌকিক ব্যাপার। এটা যে এক মহাবিজ্ঞানী স্রষ্টার হুকুম, ইচ্ছা ও পরিকল্পনার ফসল—এছাড়া কি আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে ?

অতপর স্মরণীয় যে, জীবনের অবিমিশ্র আকার নেই। অগণিত-অসংখ্য আকৃতিতে জীবন বিরাজমান। জীবনের অসংখ্য প্রাণীরূপ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে জীবনের অসংখ্য উদ্ভিদরূপ। জীবনের অসংখ্য বিচিত্র রূপ আমাদেরকে মহান স্রষ্টা মহাবিজ্ঞানী আল্লাহর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

আবার সৃষ্টির পুনরাবৃত্তির কথা সম্পর্কে ভেবে দেখলেও মানব বুদ্ধি হত বিহ্বল হয়ে পড়ে। প্রত্যেক প্রজাতির জীবের মধ্যেই এমন বিস্ময়কর কর্মকৌশল ও উপাদান রয়েছে যার দ্বারা অবিরাম সৃষ্টির ধারা প্রবহমান রয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার মহান আল্লাহ প্রত্যেক প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের গঠনাকৃতি ও গঠন প্রণালীর মধ্যে এমন কর্ম-কৌশল রেখে দিয়েছেন যা তার অসংখ্য এককের মধ্য থেকে ঠিক একই শ্রেণীর আকৃতি-স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হাজারো প্রজন্মের জন্ম দিয়ে যেতে থাকে। আর পুনরাবৃত্তির এ প্রক্রিয়ায় এমন ভুল কখনো হয়নি, যার ফলে একটি প্রজাতির বংশবৃদ্ধির কোনো কারখানায় অন্য প্রজাতির বংশ উৎপাদিত হতে থাকে। একটি গমবীজ থেকে লক্ষ লক্ষ বছর পর্যন্ত গম-ই উৎপাদিত হয়ে আসছে। ঘটনাচক্রেও তা থেকে একটি যব উৎপাদিত হয়নি। মানুষ ও

ءَاِلٰـهٌ مَّعَ اللّٰهِ ۚ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٦٤﴾ قُلْ

আছে কি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ ? আপনি বলুন, "তোমরা তোমাদের প্রমাণ পেশ করো, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো[৮২]। ৬৫. আপনি বলুন—

لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

'আল্লাহ ছাড়া আসমানে ও যমীনে কেউই গায়েবের খবর জানে না[৮৩] ;
আর তারা (এটাও) জানে না যে,

ءَ اِلٰـهٌ-আছে কি অন্য কোনো ইলাহ ; مَّعَ-সাথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; قُلْ-আপনি বলুন; هَاتُوْا-তোমরা পেশ করো ; بُرْهَانَكُمْ-(برهان+كم)-তোমাদের প্রমাণ ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ৬৫ قُلْ-আপনি বলুন ; لَا-জানে না ; مَنْ-কেউই ; فِى السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; يَعْلَمُ-জানে না ; الْغَيْبَ-গায়েবের খবর ; اِلَّا-ছাড়া ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; مَا يَشْعُرُوْنَ-তারা (এটাও) জানে না যে,

পশুর ব্যাপারে একই নিয়ম সক্রিয় রয়েছে। পুনরাবৃত্তির এ প্রক্রিয়া আদি থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সক্রিয় রয়েছে। কখনও কোনো কারণে এ উৎপাদন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়নি।

এ সত্যগুলো একজন মুশরিকের শিরককে যেমন উৎখাত করে দিতে সক্ষম, তেমনি একজন নাস্তিকের আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রবণতারও মূলোৎচ্ছেদ ঘটায়। সুতরাং আর কে-ই বা এমন ধারণা করতে পারে যে, আল্লাহর এ বিশ্ব-পরিচালনায় কোনো ফেরেশতা, জিন, নবী বা অলীর সামান্যতম অংশ থাকতে পারে। আর কোনো বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও এমন বলতে পারে না যে, এ সমস্ত সৃষ্টি ও পুনরাবৃত্তি প্রক্রিয়া এবং প্রকৃতির এ সুশৃংখল পরিচালনা দিয়েই শুরু হয়েছে ও চলমান আছে।

৮১. মানুষ-পশু-পাখি, জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণী এবং হাজারো রকমের উদ্ভিদের আলাদা আলাদা খাদ্য প্রয়োজন। দুনিয়াতে প্রাণী ও উদ্ভিদের সংখ্যা সব মিলিয়ে শত শত কোটি হবে। মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাদের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক খাদ্য বস্তু এত বিপুল পরিমাণে প্রত্যেকের আহরণ ক্ষমতার মধ্যে রেখে দিয়েছেন, যার ফলে কোনো শ্রেণীর কোনো একজনও খাদ্য থেকে বঞ্চিত থাকে না। এ ব্যবস্থাপনায় আসমান-যমীনের এত বিচিত্র শক্তি মিলেমিশে কাজ করে যাদের সংখ্যা গণনা করা কখনও সম্ভব নয়। তাপ, আলো, বাতাস, পানি ও মাটির উপাদানের মধ্যে যদি সঠিক অনুপাতের সমন্বয় না হয়, তাহলে এক বিন্দু পরিমাণ খাদ্যও উৎপন্ন হতে পারে না। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি সজ্ঞানে থেকে সচেতন অবস্থায় এটা বলতে পারে না যে, কোনোরূপ সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া এসব এমনি আকস্মিক ঘটনা দ্বারা সৃষ্টি ও পরিচালিত হতে পারে, অথবা এসবের ব্যবস্থাপনায় কোনো জিন, ফেরেশতা বা কোনো মনীষীর আত্মার প্রভাব রয়েছে।

أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۖ

কখন তাদেরকে পুনরায় (জীবিত করে) উঠানো হবে[৮৪]। ৬৬. বরং আখিরাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান লোপ পেয়েছে ; বরং সে সম্পর্কে তারা সন্দেহে পড়ে রয়েছে ;

بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ ۝

বরং তারা সে বিষয়ে অন্ধ[৮৫]।

أَيَّانَ-কখন ; يُبْعَثُونَ-তাদেরকে (জীবিত করে) উঠানো হবে। (৬৬) بَلِ-বরং ; ادّٰرَكَ-লোপ পেয়েছে ; عِلْمُهُمْ-(علم+هم)-তাদের জ্ঞান ; فِي الْآخِرَةِ-(فى+ال+اخرة)-আখিরাত সম্পর্কে ; بَلْ-বরং ; هُمْ-তারা ; فِي شَكٍّ-সন্দেহে পড়ে রয়েছে ; مِّنْهَا-(من+ها)-সে সম্পর্কে ; بَلْ-বরং ; هُمْ-তারা ; مِّنْهَا-সে বিষয়ে ; عَمُونَ-অন্ধ।

৮২. অর্থাৎ এসব কাজে আল্লাহর সাথে অন্য কেউ শরীক আছে বলে যদি তোমাদের কাছে কোনো প্রমাণ থেকে থাকে, তাহলে তা পেশ করো। তা যদি না পারো তাহলে বুঝিয়ে দাও যে, এসব কাজে আল্লাহর সাথে কেউ শরীক না থাকা সত্ত্বেও ইবাদাত-বন্দেগী লাভের ব্যাপারে এতে অন্যদের অধিকার কোন্ যুক্তিতে থাকবে ?

৮৩. অর্থাৎ আসমান ও যমীনে যেসব অদৃশ্য, প্রচ্ছন্ন বা লুক্কায়িত বিষয় রয়েছে, যেগুলো জানার কোনো উপায়-উপকরণ মানুষের আয়ত্ত্বাধীন নয়। এসব বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই আছে। এ ব্যাপারেও মহান আল্লাহ লা-শরীক যমীনে বা আসমানে ফেরেশতা, জিন, নবী বা আউলিয়া অথবা মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টি সবারই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। অনেক কিছুর জ্ঞান-ই আমাদের কাছে গোপন রয়েছে। সর্বজ্ঞ তথা সবকিছুর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে। তাঁর কাছে বিশ্ব-জাহানের কোনো বিষয়ই গোপন নেই। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। কারণ সবকিছুর তিনিই স্রষ্টা, এমন অনেক বিষয় আছে, যা মানব জাতি কখনও জানতে পারেনি, আজও জানে না এবং ভবিষ্যতেও কখনো জানতে সক্ষম হবে না। জিন, ফেরেশতা ও অন্যান্য সকল সৃষ্টির ব্যাপারেও একই কথা। সূরা আল আনআমের ৫৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"অদৃশ্য বিষয়ের চাবিসমূহ একমাত্র তাঁর কাছেই রয়েছে। সেগুলো তিনি ছাড়া অন্য কেউ-ই জানে না।"

সূরা লুকমানের ৩৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটই কিয়ামতের জ্ঞান এবং তিনি-ই বৃষ্টি বর্ষণ করেন, আর যা কিছু গর্ভাশয়ে আছে তা তিনি-ই জানেন। আর কেউ জানে না। আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ-ই জানে না কোন্ যমীনে সে মৃত্যুবরণ করবে।"

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—

"আগামী কাল কি হবে তা রাসূলুল্লাহ (স) জানেন বলে যে ব্যক্তি দাবী করে, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহর প্রতি মহামিথ্যা আরোপ করে ; কেননা আল্লাহ বলেন—'(হে

নবী) আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনের কোনো সৃষ্টিই-ই অদৃশ্যের কোনো জ্ঞান রাখে না।"

হাদীসে জিব্রীলে উল্লিখিত সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে জিব্রীল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে যে প্রশ্নগুলো করেছিলেন তন্মধ্যে এ প্রশ্নটিও ছিল যে, 'কিয়ামত কবে হবে।' রাসূলুল্লাহ (স) জবাবে বলেছিলেন—'জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞেসিত ব্যক্তি এ ব্যাপারে অধিক জানে না।'

অতপর রাসূলুল্লাহ (স) সূরা লুকমানের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং বলেন—এ পাঁচটি বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই।

৮৪. অর্থাৎ তারা গায়েব বা অদৃশ্যের অন্যান্য খবর কি জানাবে, তারাতো এটাও জানে না যে, কিয়ামত কবে হবে এবং তাদেরকে কবে আবার উঠিয়ে হাশরের মাঠে দাঁড় করানো হবে।

৮৫. অর্থাৎ তারা আখিরাতের জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা সন্দিহান, তাই তারা কখনও গুরুত্ব সহকারে আখিরাত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেনি। তারা আখিরাতের চিন্তা থেকে বেপরোয়া ভাব পোষণ করে মারাত্মক গুমরাহীর মধ্যে পড়ে আছে। তারা এ বিশ্ব-জাহান ও নিজেদের জীবনের মূল সমস্যাবলীর প্রতি কোনো গুরুত্বই আরোপ করে না। প্রকৃত সত্যের সাথে তাদের জীবনের কোনো সামঞ্জস্য আছে কি নেই সে সম্পর্কে তারা কোনো তোয়াক্কা-ই করে না। তাদের ধারণা আস্তিক, নাস্তিক বা সংশয়বাদী সবাই মরে গিয়ে মাটি হয়ে যাবে এবং কোনো জিনিসেরই চূড়ান্ত পরিণাম ফল বলতে কিছুই নেই। আখিরাত অবিশ্বাসের কারণেই তাদের এ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।

৫ম রুকূ' (৫৯-৬৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে খুতবা তথা দীনী বক্তব্য রাখার রীতিনীতি এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরাম ও পরবর্তী সকল ইসলামী ব্যক্তিত্ব সবাই এ রীতি অনুসরণ করেই বক্তব্য পেশ করেছেন।

২. বক্তব্যের শুরুতে মহান আল্লাহর প্রশংসা, নবী-রাসূলদের উপর দরূদ ও সালাম এবং আল্লাহর নেক বান্দাহদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া করা কর্তব্য।

৩. অতীত বা বর্তমানের কোনো মুশরিক-ই আল্লাহর চেয়ে তাদের উপাস্যরা—তা মানুষ, জ্বিন বা ফেরেশতা যাই হোক না কেন—উত্তম একথা বলতে পারে না।

৪. "আল্লাহ ভালো অথবা সেসব মিথ্যা ইলাহ যাদের তারা তাঁর শরীক করে।" এ প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদেরকে লা-জবাব ও অসহায় করে দিয়েছেন। বর্তমান কালের মুশরিকদেরকে এ প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের বিবেককে সজাগ-সচেতন করে দেয়া সম্ভব।

৫. সূরার ৬০ আয়াত থেকে শুরু করে ৬৬ আয়াত পর্যন্ত উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে মুশরিকদেরকে তাদের মুশরিকী কর্মকাণ্ডের অসারতাকে তাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কোনো মুশরিক-ই উল্লিখিত বিষয়সমূহ তাদের উপাস্যদের কোনো দূরতম সংশ্লিষ্টতাও আছে বলতে পারবে না।

৬. সকল মানুষ-ই এটা মানতে বাধ্য যে, আসমান-যমীন আল্লাহর-ই সৃষ্টি এবং তিনি-ই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে যমীনকে শস্য-শ্যামল করে তোলেন। এতে অন্য কোনো সত্তার কোনোই অংশ নেই।

৭. আল্লাহ তা'আলা-ই এ ভূ-গোলকটিকে তাঁর সৃষ্টির বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন। তিনি-ই নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, নদী-সাগরে ও ভূগর্ভে মিষ্টি পানি ও লোনা পানির ধারা প্রবাহিত করেছেন। এসব কাজে তাঁর কোনো শরীক নেই।

৮. সকল দিক থেকে নিরাশ হয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষ যখন আল্লাহকে ডাকে তখন আল্লাহ-ই তার ডাকে তখন সাড়া দেন এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এতেও কেউ তাঁর শরীক নেই।

৯. মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ও জাতির পর জাতি তিনিই পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করে আসছেন। এতেও তাঁর কোনো শরীক নেই।

১০. রাতের অন্ধকারে এক দেশ থেকে অন্যদেশে বা দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতিতে এমন দিক চিহ্ন রেখে দিয়েছেন যাতে করে আমরা দিক চিনে চলতে পারি। এতেও তাঁর কোনো শরীক নেই।

১১. তিনি বৃষ্টিরূপ রহমত বর্ষণের আগে সুসংবাদবাহী শীতল বাতাস প্রবাহিত করেন। এতেও তাঁর কোনো শরীক নেই।

১২. আসমান-যমীনের মধ্যকার সবকিছু এবং এ দুয়ের মধ্যকার বা তার বাইরের আমরা যা কিছু দেখি বা না দেখি সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। তিনিই আবার এ সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি করবেন। তাঁর সৃষ্টির রিযকদাতা তিনিই। এতেও তাঁর কোনো শরীক নেই।

১৩. যদি কেউ বলে যে, এসব কাজে তাঁর শরীক কেউ আছে। তাহলে সে তার দাবীর প্রমাণ দিক। আসলে কেউ-ই কোনো দিন এরূপ প্রমাণ পেশ করতে পারবে না।

১৪. সকল প্রকার অদৃশ্যের খবর একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে অনেক কিছুই রয়েছে, যার খবর কোনো জ্বিন, ফেরেশতা, মানুষ কেউ-ই জানে না। তবে আল্লাহ কাউকে কোনো গায়েবের খবর কিছু জানান তিনি ততটুকুই মাত্র জানতে পারেন।

১৫. অদৃশ্যের সংবাদ কোনো নবী-রাসূল এমনকি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মাদ (স) পর্যন্তও জানেন না।

১৬.মানুষ, জিন বা ফেরেশতাদের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জানা তো দূরের কথা, কিয়ামত কখন হবে এবং কখন তাদেরকে পুনরায় উঠিয়ে ময়দানে হাশরে একত্র করা হবে তা-ও তারা জানে না।

১৭. মানুষের গুমরাহীর সবচেয়ে বড় কারণ হলো আখিরাতে অবিশ্বাস, আখিরাতে বিশ্বাস-ই মানুষের সকল কাজের নিয়ন্ত্রক।

১৮. এ রুকূ'তে উল্লিখিত মৌলিক বিষয়গুলোতে যখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার কোনো অংশীদারিত্ব নেই ; সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কোনো শক্তির হুকুমও মানা যাবে না। সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা যার হুকুমও তাঁরই মানতে হবে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১৬

٦٧ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوٓا ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّاٰبَآؤُنَآ اَئِنَّا لَمُخْرَجُوْنَ ○

৬৭.আর যারা কুফরী করে তারা বলে—আমরা যখন মাটি হয়ে যাবো এবং আমাদের বাপ-দাদারাও তখন কি নিশ্চিত আমরা পুনর্জীবিত হবো ?

٦٨ لَقَدْ وُعِدْنَا هٰذَا نَحْنُ وَاٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ

৬৮. নিঃসন্দেহে এ বিষয়ে ইতিপূর্বেও ভয় দেখানো হয়েছে আমাদেরকে ও আমাদের বাপ-দাদাদেরকে ; এটাতো কল্পকথা ছাড়া কিছু নয়—

الْاَوَّلِيْنَ ٦٩ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ○

পূর্ববর্তীদের। ৬৯. (হে নবী !) আপনি বলুন—'তোমরা দুনিয়াতে ভ্রমণ করো এবং দেখো অপরাধীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল[৮৬]।'

(৬৭) وَ-আর ; قَالَ-বলে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ; ءَاِذَا-(ء+اذا)-যখন ; كُنَّا-হয়ে যাবো ; تُرٰبًا-মাটি ; وَّ-এবং ; اٰبَآؤُنَا-(اباؤ+نا)-আমাদের বাপ-দাদারাও ; اَئِنَّا-তখন কি আমরা নিশ্চিত ; لَمُخْرَجُوْنَ-পুনর্জীবিত হবো। (৬৮) لَقَدْ وُعِدْنَا-(ل+قد وعدنا)-নিঃসন্দেহে ভয় দেখানো হয়েছে ; هٰذَا-এ বিষয়ে ; نَحْنُ-আমাদেরকে ; وَ-ও ; اٰبَآؤُنَا-আমাদের বাপ-দাদাদেরকে ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; اِنْ-নয় ; هٰذَآ-এটাতো ; اِلَّآ-ছাড়া ; اَسَاطِيْرُ-কল্প কথা ; الْاَوَّلِيْنَ-পূর্ববর্তীদের। (৬৯) قُلْ-(হে নবী) আপনি বলুন ; سِيْرُوْا-তোমরা ভ্রমণ করো ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; فَانْظُرُوْا-(ف+انظروا)-এবং দেখো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْمُجْرِمِيْنَ-(ال+مجرمين)-অপরাধিদের।

৮৬. এখানে আখিরাতকে মেনে নেয়ার পক্ষে দুটো জোরালো যুক্তি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমত, দুনিয়াতে যেসব জাতি আখিরাতকে অস্বীকার করেছে তারা অবশ্যম্ভাবী রূপে অপরাধী হয়ে গেছে। কারণ আখিরাতে জবাবদিহিতার কোনো সম্ভাবনা না থাকায় তারা যুলুম নির্যাতনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। নীতি-নৈতিকতার কোনো বালাই তাদের মধ্যে না থাকায় তারা ফাসেকী ও অশ্লীলতায় ডুবে গেছে। যার ফলে তারা সদলবলে ধ্বংস হয়ে গেছে। এসব জাতির ধ্বংসাবশেষগুলো এ সাক্ষ্যই দিচ্ছে এবং এটা মানবেতিহাসের একটি ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। আখিরাতকে মানা না মানার সাথে মানুষের

﴿٧٠﴾ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧١﴾ وَيَقُولُونَ

৭০. আর আপনি তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তারা যে চক্রান্ত করছে তার জন্য আপনি মনোক্ষুণ্ন হবেন না[৮৭]। ৭১. আর তারা বলে—

مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧٢﴾ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ

(বলো) 'এ ওয়াদা কখন পূরণ হবে—তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৮৮]
৭২. আপনি বলুন—"সম্ভবত নিকটেই এসে গেছে

(৭০) وَ-আর ; لَا تَحْزَنْ-আপনি দুঃখ করবেন না ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; وَ-এবং ; لَا تَكُنْ-আপনি হবেন না ; فِي ضَيْقٍ-মনোক্ষুণ্ন ; مِمَّا-(من+ما)-তার জন্য যে, يَمْكُرُونَ-তারা চক্রান্ত করছে। (৭১) وَ-আর ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; مَتَىٰ-(বলো) কখন পূরণ হবে ; هَٰذَا-এ ; الْوَعْدُ-(ال+وعد)-ওয়াদা ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ -তোমরা হয়ে থাকো ; صَادِقِينَ-সত্যবাদী। (৭২) قُلْ-আপনি বলুন ; عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ-সম্ভবত ; رَدِفَ-নিকটেই এসে গেছে ;

মনোভাব ও কর্মনীতির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। আখিরাতকে মেনে নিলে তার মনোভাব ও কর্মনীতি সঠিক থাকে। আর আখিরাতকে না মানলে তার মনোভাব ও কর্মনীতি ভুল ও অশুদ্ধ হয়ে যায়। আখিরাতকে মেনে নিলেই মানুষের জীবন সঠিক পথে চলে এটা প্রকৃত সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

দ্বিতীয়ত, অপরাধী জাতিসমূহের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ বিশ্ব-জাহানে কোনো অন্ধ ও বধির শাসকের শাসন চলছে না ; বরং এখানে চালু আছে একটি সুবিজ্ঞ ও বিজ্ঞানসম্মত শাসনব্যবস্থা। এখানে একটি অভ্রান্ত প্রতিদান ও প্রতিবিধানমূলক আইন সক্রিয় আছে। বিশ্বের বিভিন্ন জাতিসমূহের উপর সেই পরাক্রমশালী সুবিজ্ঞ ও সর্বজ্ঞ শাসক তাঁর শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। আর এরকম হওয়াটাই বিবেক ও যুক্তির দাবী।

আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত দুটো যুক্তির সাথে একটি উপদেশ মানুষের জন্য রয়েছে। আর তাহলো—পূর্ববর্তী অপরাধীদের পরিণতি দেখে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। আখিরাত অস্বীকার করার ফলে তারা যেমন অপরাধী হয়ে দুনিয়াতে ও আখিরাতে বরবাদীর শিকার হয়েছে, তোমরা তেমন হয়ো না।

৮৭. অর্থাৎ তারা যদি আপনার কথা মেনে না নেয়, সেজন্য আপনি মনে কষ্ট নেবেন না, কারণ আপনার দায়িত্ব তো আপনি পালন করেছেন। আর তারা যে সত্য-বিরোধী হয়ে আপনার আন্তরিক সংশোধন প্রচেষ্টাকে বাধা দেয়ার জন্য হীন ষড়যন্ত্র করছে, তাতেও আপনার মনক্ষুণ্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই। কারণ আপনার পেছনে আছে আল্লাহর

لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ

তোমাদের জন্য তার কিছু অংশ যা তোমরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছো[৮৯]।" ৭৩. আর নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক বড়ই অনুগ্রহশীল মানুষের প্রতি

وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

কিন্তু তাদের অধিকাংশই শোকর করে না[৯০]। ৭৪. আর অবশ্যই আপনার প্রতিপালক নিশ্চিত জানেন তা, যা গোপন করে

صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

তাদের অন্তর, এবং যা তারা প্রকাশ করে[৯১]। ৭৫. আর আসমানে ও যমীনে এমন গোপন বিষয় নেই

لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; بَعْضُ-তার কিছু অংশ ; الَّذِي-যা ; تَسْتَعْجِلُونَ-তোমরা তাড়াতাড়ি চাচ্ছো। ৭৩ وَ-আর ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; لَذُو فَضْلٍ-বড়ই অনুগ্রহশীল ; عَلَى-প্রতি ; النَّاسِ-মানুষের ; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَشْكُرُونَ-শোকর করে না। ৭৪ وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لَيَعْلَمُ-নিশ্চিত জানেন ; مَا-তা, যা ; تُكِنُّ-গোপন করে ; صُدُورُهُمْ-(صدور+هم)-তাদের অন্তর ; وَ-এবং ; مَا-যা ; يُعْلِنُونَ-তারা প্রকাশ করে। ৭৫ وَ-আর ; مَا-নেই ; مِنْ غَائِبَةٍ-এমন গোপন বিষয় ; فِي-আসমানে ; السَّمَاءِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনে ;

শক্তি। তারা যদি আপনার কথা মেনে চলে তাহলে তাদের লাভ, আর যদি না মানে তাহলে তাদের ক্ষতি। আপনার কোনো ক্ষতি তারা করতে পারবে না।

৮৮. অর্থাৎ অতীতের অপরাধিদের পরিণাম দেখিয়ে আমাদের যে শাস্তির ভয় দেখানো হচ্ছে, তা কবে আসবে ? আমরা তো তোমাকে অমান্য করছি এবং তোমাকে নাজেহাল করার চেষ্টা করেই যাচ্ছি। তোমার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে শাস্তি নিয়ে এসো।

৮৯. অর্থাৎ তোমরা যদি সঠিক পথে ফিরে না আসো তাহলে তোমাদের উপরও ধ্বংস অবশ্যই নেমে আসবে। এখন 'সম্ভবত নিকটেই এসে গেছে' সন্দেহের কোনো অর্থ প্রকাশ করে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে অবিশ্বাসীদের প্রতি যা বলার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন, তাতে সন্দেহ সংশয়ের কোনো ব্যাপার নেই ; বরং এটাকে নিশ্চিত মনে করতে হবে।

৯০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো চরম অপরাধিকেও অপরাধ করার সাথে সাথেই পাকড়াও করে শাস্তি দিয়ে দেন না ; বরং তাকে সংশোধনের জন্য এবং অপরাধ ক্ষমা করিয়ে

إِلَّا فِي كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ

একটি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখিত ছাড়া[৯২]। ৭৬. নিশ্চয়ই এ কুরআন বনী ইসরাঈলের কাছে বর্ণনা করে

أَكْثَرَ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّهٗ لَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٧٧﴾

তার অধিকাংশই, যার মধ্যে তারা মতপার্থক্য করে[৯৩]। ৭৭. আর অবশ্যই তা (কুরআন) মু'মিনদের জন্য নিশ্চিত হিদায়াত ও রহমত[৯৪]।

اِلاَّ-ছাড়া ; فِيْ كِتٰبٍ-কিতাবে লিখিত ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ⑦৬ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এ ; الْقُرْاٰنَ-কুরআন ; يَقُصُّ-বর্ণনা করে ; عَلٰى-কাছে ; بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলের; اَكْثَرَ-অধিকাংশই ; الَّذِيْ-তার, যার ; هُمْ-তারা ; فِيْهِ-মধ্যে ; يَخْتَلِفُوْنَ - মতপার্থক্য করে। ⑦৭ وَ-আর ; اِنَّهٗ-(اِنَّ+ه)-অবশ্যই তা ; لَهُدًى-নিশ্চিত হিদায়াত ; وَ-ও ; رَحْمَةٌ-রহমত ; لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের।

নেয়ার জন্য অবকাশ দেন। কিন্তু অধিকাংশ অপরাধী এটাকে গনিমত মনে করে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয় না এবং এ অবকাশ নিজের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ মনে করে কাজে লাগায়নি। বরং শাস্তি আসতে দেরী হওয়ায় তারা ধরে নেয় যে, কোনো শাস্তিদাতা আদৌ নেই। সুতরাং যেমন খুশী তেমন তারা চলতে থাকে।

৯১. অর্থাৎ অপরাধিদের প্রকাশ্য তৎপরতা সম্পর্কেই তিনি শুধুমাত্র খবর রাখেন তা নয়, বরং তারা মনে মনে যেসব কূট-কৌশল আঁটতে থাকে তার খবরও তিনি রাখেন। তাই যখন তাদের শাস্তির সময় এসে যাবে তখন তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সকল অপরাধের জন্যই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

৯২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট আসমান ও যমীনের মধ্যকার ছোট-বড় এমন কি ক্ষুদ্র থেকেও ক্ষুদ্রতর সকল বিষয়ই সংরক্ষিত আছে।

৯৩. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আলেমগণ তাদের নিজেদের ইতিহাসের যেসব বিষয়ে মতভেদ করছে সেসব বিষয় একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মুখ নিঃসৃত কুরআন ফায়সালা করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বিষয় যেভাবে ফায়সালা করে দিয়েছেন, তেমনি মুহাম্মাদ (স)-ও তাঁর বিরোধিদের মধ্যে যে মতবিরোধ চলছে তারও ফায়সালা করে দেবেন। তাদের মধ্যে কারা সত্যের উপর আছে আর কারা মিথ্যার উপর আছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ হয়ে যাবে।

বাস্তবে তা প্রকাশ হয়েই গেছে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার কয়েক বছর পরেই এ ফায়সালা দুনিয়ার মানুষের সামনে এসে গেছে। কুরাইশরা সবিস্ময়ে দেখেছে এবং মেনে নিয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স)-ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীতে কুরাইশদের সন্তান-সন্ততিরাও মেনে নিয়েছে যে, তাদের বাপ-দাদারা মিথ্যা ও ভুলের উপর ছিল। আর

⑱ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ⑲ فَتَوَكَّلْ

৭৮. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক তাঁর নিজ হুকুমে তাদের মধ্যে[৯৫] ফায়সালা করে দেবেন এবং তিনি পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ[৯৬]। ৭৯. অতএব আপনি ভরসা রাখুন

عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ⑳ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ

আল্লাহর উপর ; নিশ্চয়ই আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর আছেন। ৮০. আপনি তো মৃতকে শোনাতে পারেন না,[৯৭] আর না আপনি শোনাতে পারেন

الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ㉑ وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ

আহ্বান বধিরকে[৯৮], যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। ৮১. আর আপনি অন্ধজনের পথ প্রদর্শকও হতে পারেন না।

(৭৮) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبَّكَ-আপনার প্রতিপালক ; يَقْضِىْ-ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَهُمْ-(بين+هم)-তাদের মধ্যে ; بِحُكْمِهٖ-(ب+حكم+ه)-তাঁর নিজ হুকুমে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْعَلِيْمُ-সর্বজ্ঞ। (৭৯) فَتَوَكَّلْ-(ف+توكل)-অতএব আপনি ভরসা রাখুন ; عَلَى-উপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয়ই আপনি আছেন ; عَلَى-উপর ; الْحَقِّ-সত্যের ; الْمُبِيْنِ-সুস্পষ্ট। (৮০) اِنَّكَ-আপনিতো ; لَا-না ; تُسْمِعُ-শোনাতে পারেন না ; الْمَوْتٰى-(ال+موتى)-মৃতকে ; وَ-আর ; لَا تُسْمِعُ-না শোনাতে পারেন ; الصُّمَّ-(ال+صم)-বধিরকে ; الدُّعَاءَ-(ال+دعاء)-আহ্বান ; اِذَا-যখন ; وَلَّوْا-তারা চলে যায় ; مُدْبِرِيْنَ-পিঠ ফিরিয়ে। (৮১) وَ-আর ; مَا-না হতে পারেন ; اَنْتَ-আপনি ; بِهٰدِى-(ب+هادى)-পথপ্রদর্শক ; الْعُمْىِ-অন্ধজনের ;

কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তারাও মুহাম্মাদ (স)-এর বিরোধিদেরকে মিথ্যার উপর ছিল বলেই জানবে।

৯৪. অর্থাৎ কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী লোকদের জন্য এ কুরআন পথ প্রদর্শক ও রহমত বলেই প্রমাণিত হবে। তাদের জাতি যে গুমরাহিতে ডুবে আছে, তারা তা থেকে রক্ষা পাবে। কুরআনের বদৌলতে তারা যে সহজ সরল পথ ও পন্থা লাভ করবে, তা হবে তাদের জন্য রহমত স্বরূপ। বাস্তবে দেখা গেছে এর কয়েকবছর পরই আরব মরুভূমির অজ্ঞাত-অখ্যাত যাযাবর লোকেরা এ কুরআনের বদৌলতে সহসাই দুনিয়ার নেতা, দুনিয়ার যাবতীয় জ্ঞান ও সম্পদের পরিচালক, মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির শিক্ষক এবং দুনিয়ার এক বিশাল অংশের শাসকে পরিণত হয়ে গেছে।

৯৫. অর্থাৎ কুরাইশ কাফির ও মুসলমানদের মধ্যে ফায়সালা করে দেবেন।

عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ۭ اِنْ تُسْمِعُ اِلَّا مَنْ يُّؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

তাদের গুমরাহী থেকে[৯৯], আপনি তাদেরকে ছাড়া কাউকে শোনাতে পারেন না যারা আমার আয়াতকে বিশ্বাস করে আর তারাই মুসলিম।

٨٢ وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاۗبَّةً مِّنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ۙ

৮২. আর যখন তাদের কাছে (আমার) কথা (সত্য হওয়ার সময়) সমাগত হবে[১০০], আমি যমীন থেকে তাদের জন্য একটি প্রাণী বের করবো সে তাদের সাথে কথা বলবে,

اَنَّ النَّاسَ كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا لَا يُوْقِنُوْنَ ○

কেননা মানুষ এমন ছিল যে, আমার নিদর্শনে তারা বিশ্বাস রাখতো না[১০১]।

عَنْ-থেকে ; ضَلٰلَتِهِمْ-(ضلالة+هم)-তাদের গুমরাহী ; اِنْ تُسْمِعُ-আপনি শোনাতে পারেন না ; اِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-তাদেরকে যারা ; يُّؤْمِنُ-বিশ্বাস করে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতকে ; فَهُمْ-(ف+هم)-আর তারাই ; مُّسْلِمُوْنَ-মুসলিম। (৮২) وَ-আর ; اِذَا-যখন ; وَقَعَ-সমাগত হবে (সত্য হওয়ার সময়) ; الْقَوْلُ-(আমার) কথা; عَلَيْهِمْ-তাদের কাছে ; اَخْرَجْنَا-আমি বের করবো ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; دَاۗبَّةً-একটি প্রাণী ; مِّنَ-থেকে ; الْاَرْضِ-যমীন ; تُكَلِّمُهُمْ-(تكلم+هم)-সে তাদের সাথে কথা বলবে ; اَنَّ-কেননা ; النَّاسَ-মানুষ ; كَانُوْا-এমন ছিল যে, بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনে ; لَا يُوْقِنُوْنَ-তারা বিশ্বাস রাখতো না।

৯৬. অর্থাৎ তাঁর ফায়সালায় কেউ বাধা দিতে পারবে না, যেহেতু তিনি পরাক্রমশালী। আবার তাঁর ফায়সালায় ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনাও নেই, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ।

৯৭. অর্থাৎ আপনিতো আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন। আপনি সুস্পষ্ট সত্যের উপর আছেন। তারা আপনার কথা শোনে না, এজন্য তারাই দায়ী। তাদের বিবেকের মৃত্যু ঘটেছে। হঠকারিতা ও রসম-রেওয়াজের পূজা তাদের সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার যোগ্যতা খতম করে দিয়েছে। সুতরাং তারা মৃত মানুষের সমান হয়ে গেছে।

৯৮. অর্থাৎ তারা সেই বধিরের মতো, যে বধির হওয়ার সাথে সাথে কোনো কথা শুনতেও অনিচ্ছুক। আবার কেউ তাকে কিছু শোনাতে চাইলে সে পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়।

৯৯. অর্থাৎ তারাতো অন্ধের মতো। অন্ধকে কেউ পথ দেখাতে চাইলেও সে পথ দেখতে পায় না। তাদের হাত ধরে টেনে-হেঁচড়ে পথ চলা আপনার কাজ নয়। আপনি তো আপনার কথা ও কাজ দ্বারা তাদের জানিয়ে দিতে পারেন যে, এটা সরল সঠিক পথ আর এটা বাঁকা ও ভুল পথ। এখন যে দেখতে রাজী নয় তাকে আপনি কি করে পথ দেখাবেন ? এখানে 'শোনা' ও 'দেখা' দ্বারা 'বিশ্বাস করা' বুঝানো হয়েছে।

১০০. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় নিকটে এসে পড়বে। যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়েছে।

১০১. অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় যখন নিকটবর্তী হবে তখন ভূগর্ভ থেকে আল্লাহ তা'আলা একটি প্রাণীর উদ্ভব ঘটাবেন। এ প্রাণীটি বাকশক্তি সম্পন্ন হবে।

মানুষ যখন সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ বন্ধ করে দেবে অর্থাৎ এ কাজ করার মতো কোনো লোক থাকবে না তখন কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সমাগত হবে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব যখন মানুষ পালন করবে না, তখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আগে একটি প্রাণীর মাধ্যমে শেষ মামলা দায়ের করবেন। প্রাণীটি মানুষের সাথে কথা বলবে। সে যা বলবে তাহলো—আল্লাহ তা'আলার যেসব নিদর্শনের মাধ্যমে কিয়ামত আসার এবং আখিরাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ জানানো হয়েছিল, মানুষ সেগুলো বিশ্বাস করেনি, কিন্তু এখন কিয়ামত আসার সময় নিকটে এসে গেছে, এখন দেখো আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সত্য ছিল।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও ইরশাদ করেছেন যে, "সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে এবং একদিন দুপুর বেলা এ প্রাণীটি বের হয়ে আসবে। এর মধ্যে যে নিদর্শনটি আগে দেখা যাবে, তার পরপরই অন্যটি প্রকাশ পাবে।" তিনি আরও বলেছেন যে, "কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, ভূগর্ভের প্রাণী বের হবে, ধুঁয়া দেখা দেবে এবং পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। আর এসব নিদর্শনই একের পর এক প্রকাশ পাবে।"

অন্য একটি হাদীস থেকে এটাও জানা যায় যে, ভূগর্ভের এ প্রাণী মক্কার সাফা পর্বত থেকে বের হবে। সে মাথার মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে মসজিদে হারামের 'কাল পাথর' ও 'মাকামে ইবরাহীমের' মাঝখানে হাজির হবে। মানুষ তাকে দেখে পালাতে থাকবে। একদল মানুষ সেখানে থেকে যাবে। এ প্রাণী তাদের মুখমণ্ডলকে তারকার মতো উজ্জ্বল করে দেবে। এরপর সে ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করতে থাকবে এবং প্রত্যেক কাফিরের মুখমণ্ডলে কুফরীর চিহ্ন এঁকে দেবে। কেউ তার নাগালের বাইরে থাকতে পারবে না। সে প্রত্যেক মু'মিন ও কাফিরকে চিনবে।–ইবনে কাসীর

এ ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা হলো—কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে যতটুকু জানা যায় ততটুকুর উপর বিশ্বাস রাখা জরুরী। এর অতিরিক্ত কিছু জানা জরুরী নয় এবং তাতে কোনো উপকারও নেই।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৬৭-৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল যুগেই কাফির-মুশরিকদের আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস ছিল। তাদের বক্তব্য ছিল—এরকম কথা আমাদের বাপ-দাদাদেরকেও বলা হয়েছিল। কিন্তু আখিরাত, হাশর-বিচার এ পর্যন্ত যখন হয়নি, তখন এসব কখন হবে? আসলে আখিরাত বিশ্বাস বা অবিশ্বাস-ই মানুষের দুনিয়ার জীবনের নিয়ন্ত্রক।

২. আখিরাত-অবিশ্বাসী অপরাধিদের পরিণাম সম্পর্কে অবহিত হতে হলে তাদের বিধ্বস্ত এলাকাসমূহ সফর করতে হবে। তাহলেই তাদের পরিণাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যাবে।

৩. আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের দায়িত্ব হলো, দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। যারা দাওয়াত পেয়েও তা গ্রহণ করতে আগ্রহী না হয় তাদের জন্য আহ্বানকারীদেরকে দায়ী করা হবে না।

৪. কিয়ামত অবশ্যাম্ভবী, তবে তা সংঘটিত হওয়ার সময় একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। কোনো ফেরেশতা, জিন, নবী-রাসূল কেউই তা জানে না।

৫. অপরাধিকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও না করা মানুষের প্রতি আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। এ অনুগ্রহকে গনীমত মনে করে যারা অপরাধ থেকে তাওবা করে ফিরে আসে তারাই বুদ্ধিমান।

৬. আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করা এবং তাঁর নিষেধ থেকে বেঁচে থাকা এবং আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের জন্য শোকর আদায় করাই মু'মিনের কাজ।

৭. মানুষ যা প্রকাশ করে এবং যা অন্তরের গভীরে গোপন করে রাখে সবই আল্লাহ জানেন এবং তাঁর নিকট তা সংরক্ষিত আছে। যথাসময়ে তা তিনি বের করে দেবেন এবং প্রকাশ্য ও গোপন সব অপরাধই তুলে ধরে শাস্তি বলবত করবেন। সুতরাং একথা মনে রেখেই জীবনযাপন করতে হবে।

৮. বনী ইসরাঈলের আলেমদের মধ্যে তাদের শরীয়াতের যেসব বিষয়ে মতভেদ ছিল, তা কুরআনই ফায়সালা করে দিয়েছে। এটাও কুরআনের সত্যতার একটি প্রমাণ।

৯. আল কুরআনে যারা বিশ্বাসী, তাদের জন্যই আল কুরআন পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ। তাই কুরআন থেকে হিদায়াত পেতে হলে, প্রথমেই নিঃসন্দেহে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করতে হবে।

১০. আল্লাহর ফায়সালায় বাধা দেয়ার ক্ষমতা কারো নেই, যেহেতু তিনি পরাক্রমের অধিকারী।

১১. আল্লাহর ফায়সালায় ভুল-ভ্রান্তির আশংকা নেই, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ।

১২. আল্লাহর সাক্ষ্য অনুসারে মুহাম্মাদ (স) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং যারা কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকবে। তারাও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, এতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

১৩. মু'মিনদেরকে অবশ্যই আল্লাহর উপর নিঃসন্দেহে ভরসা রেখেই দীনের পথে মজবুতভাবে এগিয়ে যেতে হবে।

১৪. মানুষকে দীনের দাওয়াত শোনা এবং মানা থেকে ফিরিয়ে রাখে বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা সামাজিক রসম-রেওয়াজ ও জিদ। সুতরাং দীনের মুকাবিলায় এসব পরিহার করতে হবে।

১৫. যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা শুনতে অনিচ্ছুক তাদের পেছনে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। যারা শুনতে আগ্রহী তাদের পেছনেই সময় দিতে হবে। তবে যারা অনিচ্ছুক তাদের কানেও দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে।

১৬. যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা শোনে ও বিশ্বাস করে তাদেরকেই 'মুসলিম' বলে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন। অপরদিকে যারা শুনতে ও বিশ্বাস করতে চায় না তারা আল্লাহর সাক্ষ্যে 'মুসলিম' নয়।

১৭. কিয়ামতের নির্ধারিত সময় সমাগত হলে আল্লাহ তা'আলা ভূগর্ভ থেকে একটি অদ্ভুত প্রাণী বের করবেন, যা বাকশক্তি সম্পন্ন হবে। হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে যতটুকু বর্ণনা এসেছে ততটুকুর উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের দাবী। এর বেশী জানা ঈমানের জন্য প্রয়োজন নেই।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-১১

وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ ﴿٨٣﴾

৮৩. আর (স্মরণ করো) যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে এমন একটি দলকে একত্র করবো যারা আমার আয়াতকে অস্বীকার করতো—এবং তাদেরকে

يُوزَعُونَ ﴿٨٤﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا

শ্রেণী মতো সাজানো হবে। ৮৪. এমন কি তারা যখন সকলেই এসে পড়বে, তিনি (আল্লাহ) বলবেন—'তোমরা কি আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিলে ? অথচ তোমরা আয়ত্ব করোনি

بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ

সেগুলো সম্পর্কে কোনো জ্ঞান[১০২], নয়তো তোমরা আর কি করছিলে ?[১০৩] ৮৫. এবং তাদের উপর (আযাবের) ওয়াদা পুরো হয়ে যাবে, কেননা তারা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তখন তারা

৮৩ وَ-আর (স্মরণ করো) ; يَوْمَ-যেদিন ; نَحْشُرُ-আমি একত্র করবো ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; أُمَّةٍ-সম্প্রদায় ; فَوْجًا-এমন একটি দলকে ; مِمَّنْ-(من+من)-যারা ; يُكَذِّبُ-অস্বীকার করতো ; بِآيَاتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতকে ; فَهُمْ-(ف+هم)-এবং তাদেরকে ; يُوزَعُونَ-শ্রেণীমত সাজানো হবে। ৮৪ حَتَّىٰ-এমন কি ; إِذَا-যখন ; جَاءُوا-তারা সকলে এসে পড়বে ; قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; أَكَذَّبْتُمْ-তোমরা কি অস্বীকার করেছিলে ; بِآيَاتِي-(ب+ايت+ى)-আমার আয়াতসমূহকে ; وَ-অথচ ; لَمْ تُحِيطُوا-তোমরা আয়ত্ব করোনি ; بِهَا-সেগুলো সম্পর্কে ; عِلْمًا-কোনো জ্ঞান ; أَمَّاذَا-নয়তো কি ; كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করছিলে। ৮৫ وَ-এবং ; وَقَعَ-পুরো হয়ে যাবে ; الْقَوْلُ-(আযাবের) ওয়াদা ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; بِمَا-কেননা ; ظَلَمُوا-তারা সীমা ছাড়িয়ে গেছে ; فَهُمْ-(ف+هم)-তখন তারা ;

১০২. অর্থাৎ তোমরা কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করোনি, বরং কোনো চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান-গবেষণা ছাড়াই আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছো। কারণ তোমরা যদি এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণা করতে তাহলে কখনও আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করতে পারতে না।

১০৩. অর্থাৎ যদি তা না হয়, তাহলে তোমরা কি গবেষণার মাধ্যমে আয়াতে বর্ণিত বিষয়গুলোকে মিথ্যা বলে কোনো প্রমাণ পেয়েছিলে ?

لَا يَنْطِقُوْنَ ﴿٨٥﴾ اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ لِيَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۭ

কিছুই বলতে পারবে না। ৮৬. তারা কি লক্ষ করেনি আমি-ই বানিয়েছিলাম রাতকে যেন তারা তাতে বিশ্রাম নিতে পারে এবং (বানিয়েছিলাম) দিনকে সমুজ্জ্বল[১০৪] ;

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ

অবশ্যই এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য যারা ঈমান রাখে[১০৫]।
৮৭. আর (স্মরণীয় সেদিন) যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে,

فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ۭ

তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে সবাই—যারা আছে আসমানে এবং যারা আছে যমীনে[১০৬], আল্লাহ যাদেরকে (রক্ষা করতে) চাইবেন তারা ছাড়া ;

لَا يَنْطِقُوْنَ-কিছুই বলতে পারবে না। (৮৬) اَلَمْ يَرَوْا-(ا+لم يروا)-তারা কি লক্ষ করেনি ; اَنَّا-আমি-ই ; جَعَلْنَا-বানিয়েছিলাম ; الَّيْلَ-রাতকে ; لِيَسْكُنُوْا-যেন তারা বিশ্রাম নিতে পারে ; فِيْهِ-তাতে; وَ-এবং ; النَّهَارَ-দিনকে ; مُبْصِرًا-সমুজ্জ্বল; اِنَّ-অবশ্যই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-(ل+ايت)-নিশ্চিত নিদর্শন ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমন সম্প্রদায়ের জন্য ; يُؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান রাখে। (৮৭) وَ-আর (স্মরণীয় সেদিন) ; يَوْمَ-যেদিন ; يُنْفَخُ-ফুঁক দেয়া হবে ; فِي الصُّوْرِ-(فى+ال+صور)-শিঙ্গায় ; فَفَزِعَ-(ف+فزع)-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে সবাই ; مَنْ-যারা আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَنْ-যারা আছে ; فِي الْاَرْضِ-যমীনে ; اِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-যাদেরকে তারা ; شَآءَ-(ক্ষমা করতে) চাইবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

১০৪. অর্থাৎ তারা যদি অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে শুধুমাত্র রাত ও দিন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতো তাহলে প্রকৃত সত্য তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যেতো। কারণ রাত ও দিনের উপযোগিতা তারা প্রতিমুহূর্তেই লাভ করছে। রাতে তারা নিদ্রার মাধ্যমে প্রশান্তি লাভ করছে এবং দিনের উজ্জ্বল আলোতে তারা জীবিকা উপার্জন করার জন্য দৌড়-ঝাঁপ করার সুযোগ পাচ্ছে। এ দুটো নিদর্শন থেকে তারা অবশ্যই প্রমাণ পেয়ে যায় যে, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যকার সুষ্ঠু এবং সম্পর্কের মাধ্যমই এই যে, রাত-দিনের আবর্তন হচ্ছে, এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা হতে পারে না। এটা কোনো প্রাকৃতিক ঘটনাও হতে পারে না। আবার এ সুশৃঙ্খল কার্যপ্রণালী একাধিক স্রষ্টার কাজও হতে পারে না ; বরং কোনো একক স্রষ্টা, মালিক ও ব্যবস্থাপক-ই চন্দ্র সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের উপর কর্তৃত্ব করছেন। শুধুমাত্র এ দিন-রাতের নিদর্শনের মাধ্যমেই তারা জানতে পারতো যে, সেই একক স্রষ্টা তাঁর রাসূল ও কিতাবে যে সত্য বর্ণনা করেছেন, তার সত্যতা এ রাত-দিনের আবর্তনই প্রমাণ করে।

وَكُلٌّ اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّهِيَ

আর প্রত্যেকে তাঁর (আল্লাহর) সামনে এসে দাঁড়াবে লাঞ্ছিত অবস্থায়। ৮৮. আর তুমি দেখে থাক পাহাড়-পর্বতগুলোকে—মনে করো সেগুলো স্থির-অটল অথচ সেগুলো

تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ؕ صُنْعَ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ؕ اِنَّهٗ

মেঘের উড়ে চলার মতো চলমান হবে ; (এটা হবে) আল্লাহর সৃষ্টি-নিপুণতা, যিনি প্রত্যেকটি বস্তুকে সুষম-সুসংহত করেছেন ; তিনি অবশ্যই

خَبِيْرٌۢ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا ۚ وَهُمْ

তোমরা যা কিছু করছো সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত[১০৭]। ৮৯. (সেদিন) যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে হাজির হবে, তবে তার জন্য তার (সৎকাজের) চেয়ে উত্তম বিনিময় থাকবে[১০৮]; এবং তারা

وَ-আর ; كُلٌّ-প্রত্যেক ; اَتَوْهُ-(اتوا+ه)-তার সামনে এসে দাঁড়াবে ; دٰخِرِيْنَ-লাঞ্ছিত অবস্থায়। (৮৮) وَ-আর ; تَرَى-দেখে থাক ; الْجِبَالَ-পাহাড়-পর্বতগুলোকে ; تَحْسَبُهَا-(تحسب+ها)-মনে করো সেগুলোকে ; جَامِدَةً-স্থির-অটল ; وَّ-অথচ ; هِيَ-সেগুলো ; تَمُرُّ-চলমান হবে ; مَرَّ-উড়ে চলার মতো ; السَّحَابِ-মেঘের ; صُنْعَ-(এটা হবে) সৃষ্টি নিপুণতা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الَّذِيْ-যিনি ; اَتْقَنَ-সুষম-সুসংহত করেছেন ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বস্তুকে ; اِنَّهٗ-তিনি অবশ্যই ; خَبِيْرٌ-ভালোভাবে অবগত ; بِمَا-সে সম্পর্কে যাকিছু ; تَفْعَلُوْنَ-তোমরা করছো। (৮৯) مَنْ-(সেদিন) যে ব্যক্তি ; جَآءَ-হাজির হবে ; بِالْحَسَنَةِ-(ب+ال+حسنة)-সৎকাজ নিয়ে ; فَلَهٗ-(ف+ل+ه)-তবে তার জন্য থাকবে ; خَيْرٌ-উত্তম বিনিময় ; مِّنْهَا-(من+ها)-তার চেয়ে ; وَّ-এবং ; هُمْ-তারা ;

১০৫. অর্থাৎ রাত ও দিনের আবর্তনের যে নিদর্শন রয়েছে তা কোনো কঠিন বিষয় নয় যা বুঝা অসম্ভব। কারণ, যারা এ নিদর্শন দেখে ঈমান এনেছে, তারাতো ওদের মতই মানুষ। তারাতো এসব নিদর্শন দেখেই মেনে নিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (স) যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও একত্ববাদের দিকে আহ্বান জানাচ্ছেন, তা নিশ্চিত সত্য।

১০৬. শিঙ্গায় ফুঁক-এর ব্যাপারে কুরআন মাজীদ ও সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, শিঙ্গায় দু'বার ফুঁক দেয়া হবে। প্রথম ফুঁকে সবাই অস্থির ও অজ্ঞান হয়ে মারা যাবে, আর দ্বিতীয় ফুঁকে সকল মৃত পুনর্জীবন লাভ করবে এবং হাশরের ময়দানে সমবেত হবে।—কুরতুবী, ইবনে কাসীর

ইবনে মুবারক হাসান বসরী (র) থেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্তি বর্ণনা করেন যে, উভয় ফুঁকের মাঝে চল্লিশ বছরের ব্যবধান হবে।—কুরতুবী

مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ اٰمِنُوْنَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاۤءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوْهُهُمْ

ভয়াবহ আতঙ্ক থেকে সেদিন নিরাপদ থাকবে[১০৭]। ৯০. আর যারা মন্দকাজ নিয়ে আসবে, তখন তাদের মুখমণ্ডলগুলোকে নিম্নমুখী করে ফেলে দেয়া হবে

مِنْ-থেকে ; فَزَعٍ-ভয়াবহ আতঙ্কে ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; اٰمِنُوْنَ-নিরাপদ থাকবে। ﴿৯০﴾ وَ-আর ; مَنْ-যারা ; جَاۤءَ-আসবে ; بِالسَّيِّئَةِ-(ب+ال+سيئة)-মন্দ কাজ নিয়ে ; فَكُبَّتْ-(ف+كبت)-তখন ফেলে দেয়া হবে নিম্নমুখী করে ; وُجُوْهُهُمْ-(وجوه+هم)-তাদের মুখমণ্ডলগুলোকে ;

শিঙ্গায় ফুঁকের কারণে ভীতি-বিহ্বলতা থেকে কিছু লোককে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ রাখবেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা হবেন শহীদ। হাশর, কিয়ামত ও পুনর্জীবন লাভের সময় তাঁরা মোটেই অস্থির হবেন না।–কুরতুবী

সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা) বলেন যে, তাঁরা হবে শহীদগণ। তাঁরা হাশরের সময় তরবারী বাধা অবস্থায় আরশের চারদিকে সমবেত হবেন।

কুশায়রী বলেন, হাশরের ভীতি-বিহ্বলতা থেকে আম্বিয়ায়ে কিরামও নিরাপদ থাকবেন। কারণ তাঁদের জন্য রয়েছে শহীদের মর্যাদা এবং এর উপর নবুওয়াতের মর্যাদাও।–কুরতুবী

১০৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য রাত-দিন সৃষ্টি করেছেন, তাঁর নির্দেশে যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখন কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে হাশরের মাঠে একত্র করা হবে। যে আল্লাহ উল্লিখিত গুণ-বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা প্রতিপত্তির অধিকারী—সেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমরা কিভাবে ধারণা করতে পারো যে, তিনি তোমাদের বুদ্ধি-জ্ঞান, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার যোগ্যতা এবং তাঁর দেয়া সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতা তোমাদেরকে দান করার পর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেখবর থাকবেন এমন ধারণা তাঁর সম্পর্কে তোমরা কেমন করে করতে পারো।

১০৮. অর্থাৎ 'হাসানা' সহকারে যে আখিরাতে উপস্থিত হবে, সে তার কর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট প্রতিদান পাবে। এখানে 'হাসানা' দ্বারা ঈমান ও সৎকর্ম তথা সকল ইবাদাতকে বুঝানো হয়েছে। কেননা ঈমান ছাড়া কোনো সৎকর্মই গ্রহণযোগ্য হয় না। আর উত্তম বিনিময় দ্বারা জান্নাতের অক্ষয় নিয়ামত লাভ এবং জাহান্নামের আযাব ও যাবতীয় কষ্ট থেকে চিরমুক্তি লাভকেই বুঝানো হয়েছে। কারো কারো মতে উত্তম বিনিময়-এর অর্থ একটি সৎকর্মের বিনিময়ে দশগুণ থেকে সাতশতগুণ প্রতিদান পাওয়া যাবে।–মাযহারী

আবার এদিক দিয়েও সৎকর্মের বিনিময় উত্তম হবে যে, দুনিয়াতে যেসব সৎকর্ম করা হয় তাতো সাময়িক এবং তার প্রভাবও সীমিত সময়ের জন্য ; কিন্তু তার বিনিময় হবে চিরন্তন ও চিরস্থায়ী।

فِي النَّارِ ۚ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أُمِرْتُ

আগুনে ; (তাদেরকে বলা হবে) তোমরা যা করতে তা ছাড়া অন্য প্রতিদান কি তোমাদের দেয়া হচ্ছে[১১০] ?

৯১. (হে রাসূল আপনি বলে দিন) আমি তো আদিষ্ট হয়েছি শুধুমাত্র

أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ

এ নগরীর প্রতিপালকের ইবাদাত করতে, যিনি তাকে করেছেন সম্মানিত ; আর সবকিছু তাঁরই[১১১] ;

فِي النَّارِ-(فى+ال+نار)-আগুনে ; هَلْ تُجْزَوْنَ-(তাদেরকে বলা হবে) তোমাদেরকে কি অন্য প্রতিদান দেয়া হচ্ছে ; إِلَّا-ছাড়া ; مَا-যা, তা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করতে। ⑨১ إِنَّمَا أُمِرْتُ-(ان+ما+امرت)-আমিতো আদিষ্ট হয়েছি শুধুমাত্র ; أَنْ أَعْبُدَ-ইবাদাত করতে ; رَبَّ-প্রতিপালকের ; هَٰذِهِ-এ ; الْبَلْدَةِ-নগরীর ; الَّذِي-যিনি ; حَرَّمَهَا-(حرم+ها)-করেছেন সম্মানিত; وَ-আর ; لَهُ-তাঁরই ; كُلُّ-সব ; شَيْءٍ-কিছু ;

১০৯. অর্থাৎ সত্য অস্বীকারকারীরা কিয়ামত, হাশর এবং বিচারের ভয়াবহতা ইত্যাদি বাস্তবে দেখে ভীত, সন্ত্রস্ত ও হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাবে। কারণ এ সবই তাদের জন্য অপ্রত্যাশিত এবং এজন্য তাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। অপরদিকে সৎকর্মশীল মু'মিনদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সব ঘটবে বিধায় তাদের আতঙ্কও কম থাকবে। কারণ তারা এ কঠিন সময়ের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকবে। তারা মনে করবে যেদিনের জন্য আমরা অবৈধ লাভ-আনন্দ পরিত্যাগ করেছিলাম এবং বিপদাপদ ও কষ্ট-কাঠিন্যে সবর অবলম্বন করেছিলাম, সে দিনটিই তো আমাদের সামনে উপস্থিত। এখনতো আমাদের ফল ভোগ করার সময়।

১১০. আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে অসৎকাজের প্রতিদান কাজের সমপরিমাণ দেবেন। আর সৎকাজের প্রতিদান কাজের তুলনায় যে অনেক বেশী দেবেন এ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। অধিকতর অবগতির জন্য সূরা ইউনুস ২৬ ও ২৭ আয়াত, সূরা আল কাসাস ৮৪ আয়াত, আনকাবূত ৭ আয়াত, সূরা সাবা ৩৭ ও ৩৮ আয়াত এবং আল মু'মিন ৪ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

১১১. 'আল বালদাহ' দ্বারা পবিত্র শহর মক্কা মুয়ায্‌যমাকে বুঝানো হয়েছে। এ সূরা যখন নাযিল হয়েছিল তখন ইসলামের দাওয়াত শুধু মক্কাতে সীমাবদ্ধ ছিল, তাই তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আমাকে এ পবিত্র শহরের প্রতিপালকের ইবাদাত করার জন্যই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।' অতপর মক্কার কাফিরদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে, অশান্ত, যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ও রক্তস্নাত আরব ভূখণ্ডের এ শহরটিকে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি একান্ত দয়া পরবশ হয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত করেছেন এবং সমগ্র আরবের মধ্যে মক্কা শহরটিকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার কেন্দ্রে পরিণত করেছেন। তোমরা সেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে তাঁর সাথে

وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْاٰنَ ۚ

আর আমি (আরও) আদিষ্ট হয়েছি আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের শামিল হই ;
৯২. এবং আমি যেন পাঠ করে শুনাই কুরআন ;

فَمَنِ اهْتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا

অতপর যে হিদায়াত গ্রহণ করবে সে তো শুধুমাত্র নিজের (কল্যাণের) জন্যই হিদায়াত গ্রহণ করবে ; আর যে গুমরাহ হয়ে যাবে, (তাকে) আপনি বলে দিন—"আমি তো শুধুমাত্র

مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ فَتَعْرِفُوْنَهَا ۚ

সতর্ককারীদের শামিল'। ৯৩. আর আপনি বলুন—সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, তিনি শীঘ্রই তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদেরকে দেখাবেন তখন তোমরা তা চিনতে পারবে ;

وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে তোমার প্রতিপালক গাফিল নন।

وَ-আর ; أُمِرْتُ-(আরও) আদিষ্ট হয়েছি ; أَنْ أَكُوْنَ-আমি যেন হই ; مِنَ-শামিল ; الْمُسْلِمِيْنَ-আত্মসমর্পণকারীদের। ⑨২ وَ-এবং ; أَنْ-যেন ; أَتْلُوَا-আমি পাঠ করে শুনাই ; الْقُرْاٰنَ-কুরআন ; فَمَنْ-(ف+من)-অতপর যে, اهْتَدٰى-হিদায়াত গ্রহণ করবে ; فَإِنَّمَا-শুধুমাত্র ; يَهْتَدِىْ-সেতো হিদায়াত গ্রহণ করবে ; لِنَفْسِهٖ-(ل+نفس+ه)-নিজের (কল্যাণের) জন্যই ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; ضَلَّ-গুমরাহ হয়ে যাবে ; فَقُلْ-(ف+قل)-(তাকে) তবে আপনি বলে দিন ; إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; أَنَا-আমি তো ; مِنَ-শামিল ; الْمُنْذِرِيْنَ-সতর্ককারীদের। (৯৩) وَ-আর ; قُلِ-আপনি বলুন ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; سَيُرِيْكُمْ-(سيرى+كم)-তিনি শীঘ্রই তোমাদেরকে দেখাবেন ; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনসমূহ ; فَتَعْرِفُوْنَهَا-(ف+تعرفون+ها)-তখন তোমরা তা চিনতে পারবে ; وَ-আর ; مَا-নন ; رَبُّكَ-তোমার প্রতিপালক ; بِغَافِلٍ-(ب+غافل)-গাফিল ; عَمَّا-(عن+ما)-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করো।

তোমাদের বানানো উপাস্যগুলোকে শরীক করে চরম অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছ। অথচ তোমাদের উপাস্যদের কোনো ক্ষমতাই নেই তোমাদের যুদ্ধপ্রিয় ও লুটেরা গোত্রগুলোকে এ শহরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে বাধ্য করার ও এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার। অতএব

তোমাদের কর্তব্য হবে এসব মিথ্যা উপাস্যদের বাদ দিয়ে এ ঘরের প্রকৃত মালিকের ইবাদাত করা এবং তাঁর সামনেই বিনত হওয়া।

৭ম রুকূ' (৮৩-৯৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন হাশরের মাঠে প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যকার কাফিরদেরকে একত্র করবেন। অতপর তাদেরকে বিভিন্ন দলে সাজিয়ে দেবেন এবং আল্লাহর নিদর্শনসমূহ দেখেও ঈমান না আনার কারণ জিজ্ঞেস করবেন।

২. তারা যে স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে, একান্ত অবহেলা করে আল্লাহর দীনকে অস্বীকার করেছে এ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাবাদে তারা কোনো সদুত্তর দিতে পারবে না।

৩. আল্লাহর অনেক নিদর্শনের মধ্যে শুধুমাত্র রাত ও দিনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে। এ দুটো নিদর্শন সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তারা আল্লাহর পরিচয় পেয়ে যেতো। ঈমান আনার জন্য আর কোনো নিদর্শনের প্রয়োজন হয় না।

৪. যারা আল্লাহর রাসূল ও তাঁর দীনের প্রতি ঈমান এনেছে তারাতো উল্লিখিত প্রকাশ্য ও সদা বিরাজমান এ নিদের্শনগুলো দেখেই ঈমান এনেছে। আজও আল্লাহর দীনের প্রতি ঈমান আনার জন্য কোনো অলৌকিকতার প্রয়োজন হয় না। আল্লাহর অসীম কুদরত আমাদের সামনে সদা প্রকাশমান রয়েছে।

৫. যারা ঈমান আনার তারা দিন-রাতের আবর্তন দেখেই ঈমান আনছে, আর এসব নিদর্শন যাদের মনকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় না, তাদের প্রতি যত বড় মু'জিযা-ই নাযিল করা হোক না কেন, তারা হিদায়াত লাভ করতে সক্ষম হয় না।

৬. তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে যারা বিশ্বাস করে না তাদের জন্য কিয়ামত হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। অপরদিকে মু'মিন ও নেক্কার লোকদের জন্য কিয়ামতের ভয়াবহতা ততো চরম আকার হয়ে দেখা দেবে না। কেননা এ ব্যাপারে তারা আগেই বিশ্বাসী ছিল এবং তাদের বিশ্বাসের অনুকূলেই এসব ঘটবে।

৭. অবিশ্বাসীরা অত্যন্ত লাঞ্ছিত অবস্থায় আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হবে। কেননা এ অবস্থার মুখোমুখী হওয়ার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না।

৮. ঈমানদার নেক আমলকারীরা অনেকটা স্বাভাবিক থাকবে। তারা এর ভয়াবহতা সম্পর্কে দুনিয়াতে যা জানতে পেরেছে তাতে তারা বিশ্বাস করে সেজন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল।

৯. কুরআন-হাদীসের আলোকে শিঙ্গায় দু'বার ফুঁক দেয়া হবে। প্রথম ফুঁকের পর মানুষ অস্থির ও অজ্ঞান হয়ে মারা যাবে। তারপরে দ্বিতীয় ফুঁক হলে আগে-পরের সকল মানুষ জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে দৌড়াতে থাকবে।

১০. হাশরের ময়দানের অস্থিরতা থেকে নবী-রাসূলগণ ও শহীদগণ নিরাপদ থাকবে।

১১. কিয়ামতের সময় পাহাড়-পর্বতগুলো মেঘের মতো উড়তে থাকবে, যদিও আমরা এখন সেগুলোকে স্থির-অটল দেখছি।

১২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি নিপুণতা দ্বারা সকল বস্তুকে সুসংহত ও মজবুতভাবে তৈরী করেছেন। কেননা তিনি অসীম শক্তি ও অসীম জ্ঞানের অধিকারী সত্তা।

১৩. পাহাড়-পর্বতগুলোর মেঘের মতো উড়ে চলাও কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ এটা হলো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার কারিগরী, যিনি সবই করতে সক্ষম।

১৪. যারা ঈমান ও সৎকর্ম নিয়ে আখিরাতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের চেয়ে অনেক বেশী ও উৎকৃষ্ট প্রতিদান দেবেন।

১৫. আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশতগুণ পর্যন্ত দেবেন।

১৬. নেক্‌কার মু'মিনরা হিসাব-নিকাশ শেষে সর্বপ্রকার ভয় ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত ও প্রাণবন্ত হয়ে যাবে।

১৭. আখিরাতের বিচার শেষে অপরাধিদেরকে নিম্নমুখী করে জাহান্নামের আগুনে ফেলে দেয়া হবে।

১৮. আল্লাহর ঘর কা'বার সম্মানার্থে মক্কা নগরীকে আল্লাহ তা'আলা নিরাপদ শহর বলে ঘোষণা করেছেন। আর এ শহরের প্রতিপালকের ইবাদাতের নির্দেশ দিয়ে মক্কার মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন।

১৯. মক্কার মর্যাদা রক্ষার্থে সেখানে কোনো হত্যাকাণ্ড বৈধ নয়। তাই কোনো চরম অপরাধিও মক্কায় আশ্রয় নিলে তাকে সেখানে হত্যা করা যায় না।

২০. মক্কা নগরীর হেরেমে কোনো পশু-পাখি শিকার করাও বৈধ নয়।

২১. রাসূল এবং তাঁর অনুসারী দাওয়াত দানকারীদের দায়িত্ব হলো মানুষকে আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদ পাঠ করে বুঝিয়ে দেয়া।

২২. কুরআন মাজীদের হিদায়াত গ্রহণকারী নিজের কল্যাণেই হিদায়াত গ্রহণ করবে। আর যে তা থেকে গুমরাহ হয়ে থাকবে তার দায়িত্ব সে নিজেই বহন করবে।

২৩. আল্লাহ বান্দাহর সকল কর্মকাণ্ডের খবর রাখেন। আখিরাতে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সকল কথার সত্যতা প্রমাণ হয়ে যাবে।

সূরা আন নাম্‌ল শেষ

সূরা আল কাসাস-মাক্কী
আয়াত ঃ ৮৮
রুকূ' ঃ ৯

নামকরণ

'কাসাস' শব্দের অর্থ কোনো ঘটনা ধারাবাহিক বর্ণনা করা। সূরার ২৫ আয়াতে এ শব্দটি রয়েছে। এ শব্দটিকেই নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্যই এ সূরায় হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনা বিস্তারিত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। সেদিক থেকে এ শব্দটিকে সূরায় আলোচিত বিষয়ের শিরোনামও বলা যেতে পারে।

নাযিলের সময়কাল

মক্কায় অবতীর্ণ সূরাগুলোর মধ্যে সূরা কাসাস সর্বশেষ সূরা। হিজরতের সময় মক্কা ও জুহফা-এর মাঝখানে সূরাটি নাযিল হয়েছে। হিজরতের সফরে রাসূলুল্লাহ (স) যখন জুহফা (রাবেগ)-এর কাছাকাছি পৌঁছেন, তখন জিবরাঈল (আ) আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেন—'হে মুহাম্মাদ! আপনার মাতৃভূমির কথা আপনার মনে পড়ে কি ?' তিনি উত্তর দিলেন—'হাঁ, মনে পড়ে বৈকি ।' অতপর জিবরাঈল (আ) তাঁকে সূরা 'আল কাসাস' পাঠ করে শোনান। সূরার ৮৫ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, অবশেষে মক্কা বিজিত হয়ে আপনার অধিকার ভুক্ত হয়ে যাবে। বলা হয়েছে—"যিনি আপনার প্রতি আল কুরআনের বিধান নাযিল করেছেন, তিনি অবশ্যই আপনাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনবেন।"

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে তাঁর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য দেখিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর রিসালাতের বিরুদ্ধে যেসব সন্দেহ ও আপত্তি তোলা হয়েছে সেগুলো দূর করা হয়েছে এবং ঈমান আনার ব্যাপারে কুরাইশ কাফিরদের পক্ষ থেকে যেসব অজুহাত তোলা হয়েছে সেগুলো নাকচ করে দেয়া হয়েছে।

এ সূরায় আলোচিত হযরত মূসা (আ)-এর ঘটনাবলীর সাথে সূরাটি নাযিলের সময়কালীন অবস্থা মিলিয়ে দেখলে যে সত্যটি পাঠকদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায়, তাহলো আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর ঘটনা আলোচনার মাধ্যমে নিম্নে উল্লিখিত কতিপয় সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন—

১. আল্লাহ যা করতে চান তার জন্য সবার অগোচরে তিনি প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের ব্যবস্থাপনা করেই যেতে থাকেন। যেমন যে ব্যক্তির দ্বারা ফিরআউনের পতন ঘটাবেন তাকে শিশুকাল থেকে ফিরআউনের ঘরেই লালন-পালনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ফিরআউন জানতেই পারলো না সে কাকে তার ঘরে লালন-পালনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর কৌশলের সাথে মুকাবিলায় কার কৌশল সফল হতে পারে ?

২. আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে নবুওয়াত দেয়ার ইচ্ছা করলে সেজন্য ব্যাপক প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে নবুওয়াত দান করেন না ; এমনকি যাঁকে নবুওয়াত দান করবেন, সে নিজেও এক মুহূর্ত আগেও তা জানতে পারে না। হযরত মূসা (আ) নবুওয়াত পাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও যেমন তা জানতেন না, তেমনি মুহাম্মাদ (স)-ও নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্ব মুহূর্তেও তা জানতেন না।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে বান্দাহর মাধ্যমে যে কাজ করাবেন, তা কোনো প্রকার সহায়ক শক্তি ছাড়াই তা করিয়ে নিতে পারেন। ফিরআউন ও মূসা (আ)-এর মধ্যে পার্থিব শক্তির এতো বিরাট পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মূসা (আ)-এর কাছে ফিরআউনের ধন-সম্পদ, লোক-লস্কর ও সৈন্য-সামন্ত সবই অকার্যকর প্রমাণ হয়ে গেছে। ঠিক তেমনি কুরাইশদের ও মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে পার্থক্য যা-ই থাকুক আল্লাহ তা'আলা তাকেই জয়ী করবেন—এটা নিশ্চিত। কেননা কুরাইশদের ও তাঁর মধ্যকার পার্থক্য মূসা (আ) ও ফিরআউনের মধ্যকার পার্থক্যের চেয়ে অনেক কম। কারণ তারা শক্তি-সামর্থের দিক থেকে সমকক্ষ নয়।

৪. হযরত মূসা (আ)-কে যেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিল, সেসব মু'জিযা দেখার পরও যারা ঈমান আনেনি তারা একেবারেই ধ্বংস হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে যারা অনুরূপ মু'জিযা দাবী করছে তারাও যদি সেরূপ মু'জিযা দেখানোর পর ঈমান না আনে তবে তারাও একই পরিণতির শিকার হবে।

ফিরআউন ও মূসা (আ)-এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘটিত হয়েছে, সেরূপ দ্বন্দ্ব-সংঘাত মুহাম্মাদ (স) ও মক্কার কুরাইশদের মধ্যে তৎকালীন সময়ে বিরাজমান ছিল। এ অবস্থায় উভয় ঘটনাই একে অপরের সাথে মিলে যায়। ঘটনা দু'টোর কোন্‌টার কোন্ অংশ অপরটার কোন্ অংশের সাথে মিলে তা বলে দেয়া না হলেও একজন পাঠক তা সহজে বুঝতে পারবে।

অতপর পঞ্চম রুকূ' থেকে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মাদ (স) একজন নিরক্ষর মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দু'হাজার বছর আগে সংঘটিত ঘটনা এভাবে হুবহু বর্ণনা করে যাচ্ছেন, অথচ তারা সবাই জানতো যে, তাঁর কাছে এসব তথ্য সংগ্রহ করার মতো কোনো উৎস নেই। তাই এ বিষয়টিকে নবুওয়াতের প্রমাণ গণ্য করা হয়েছে।

এরপর নবুওয়াতের ব্যাপারে মুহাম্মাদ (স)-কে বাছাই করাটাকে তাদের জন্য আল্লাহর রহমত হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা গাফলতির অন্ধকারে তারা ডুবে ছিল, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (স)-এর মাধ্যমে তাদেরকে হিদায়াতের আলোতে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন।

অতপর মূসা (আ)-এর উদাহরণ দেখিয়ে মুহাম্মাদ (স)-এর কাছে মু'জিযা দাবী-কারীদের অভিযোগের জবাব দিয়ে বলা হয়েছে যে, মূসা (আ) মু'জিযা দেখিয়ে নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন ; কিন্তু তাকেই কি তোমরা মান ? তাকে যদি তোমরা

মানতে তাহলে এ নবীর কাছে মু'জিযা দাবী করতে না। কেননা মূসা (আ) এ নবী সম্পর্কে তওরাতে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আসলে তোমরা নিজের কামনা-বাসনার পূজারী। সুতরাং কোনো মু'জিযা দ্বারাই তোমাদের চোখ খুলবে না।

এরপর বলা হয়েছে যে, মক্কায় অবস্থান করেও হিদায়াতের এ নিয়ামতকে কাফিররা গ্রহণ করতে পারলো না, অথচ বাইরে থেকে এসেও হিদায়াতের আলোয় নিজেদেরকে আলোকিত করলো। এ প্রসঙ্গে সূরার ৫২ ও ৫৩ আয়াতে একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। আবিসিনিয়া থেকে আগত ২০ জনের একটি খৃস্টান প্রতিনিধি দল মক্কায় আসে এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখে কুরআন পাঠ শুনে তারা মুসলমান হয়ে যায়। আবু জেহেল প্রকাশ্যে তাদের অপমান করে।

অবশেষে কুরাইশ কাফিরদের ঈমান না আনার পেছনে যে মূল কারণ সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারা বলতো যে, আমরা যদি আমাদের বাপ-দাদাদের পৌত্তলিক ধর্ম ত্যাগ করে তাওহীদ ধর্ম-গ্রহণ করি, তাহলে এদেশে আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব খতম হয়ে যাবে। আমরা আরবের প্রভাবশালী গোত্র হিসেবে যে মর্যাদার অধিকারী তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিরোধিতার মূল কারণ। অন্যান্য আপত্তিগুলো জনগণকে প্রতারিত করার জন্য তারা সময়মতো তৈরী করে নিতো। আল্লাহ তা'আলা সূরার শেষ পর্যন্ত এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং তাদের এমন সব মৌলিক রোগের চিকিৎসা করেছেন, যেগুলোর কারণে তারা পার্থিব ও বৈষয়িক স্বার্থের আলোকেই সত্য-মিথ্যার সমাধান পেশ করতো।

❐

রুকূ'-৯ | ২৮. সূরা আল কাসাস-মাক্কী | আয়াত-৮৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

①طٰسٓمٓ① تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ② نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى

১. ত্বা–সী–ন–মী–ম। ২. এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। ৩. আমি আপনাকে পাঠ করে শোনাচ্ছি কিছু বিবরণ[১] মূসা

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ③ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْاَرْضِ

ও ফিরআউনের যথার্থভাবে—এমন লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে[২]। ৪. ফিরআউন অবশ্যই তার দেশে উদ্ধত হয়ে উঠেছিল[৩]

① طٰسٓمٓ-ত্ব-সীন-মীম। (এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন)। ② تِلْكَ-এগুলো ; اٰيٰتُ-আয়াত ; الْكِتٰبِ-কিতাবের ; الْمُبِيْنِ-সুস্পষ্ট। ③ نَتْلُوْا-আমি পাঠ করে শোনাচ্ছি ; عَلَيْكَ-আপনাকে ; مِنْ نَّبَا-কিছু বিবরণ ; مُوْسٰى-মূসা ; وَ-ও ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথার্থভাবে ; لِقَوْمٍ-(ل+قوم)-এমন লোকদের জন্য ; يُّؤْمِنُوْنَ-যারা বিশ্বাস করে। ④ اِنَّ-অবশ্যই ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন ; عَلَا-উদ্ধত হয়ে উঠেছিল ; فِي الْاَرْضِ-(তার) দেশে ;

১. হযরত মূসা (আ)-এর কাহিনী সমগ্র কুরআনে কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। বিভিন্ন সূরায় আলোচিত অংশ পাঠ করে নিলে পুরো ঘটনা সুস্পষ্টভাবে জানা সহজ হবে। এতদুদ্দেশ্যে নিম্নে উল্লিখিত সূরাসমূহের উল্লিখিত আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দেখে নেয়া যেতে পারে।

[সূরা আল বাকারা আয়াত ৪৭ থেকে ৭৩ আয়াত ; সূরা আল আ'রাফ আয়াত ১০৩-১৫৬; ইউনুস, আয়াত ৭৫-৯২ ; হূদ আয়াত ৯৬-১০০ ; বনী ইসরাঈল, আয়াত ১০১-১০৪ ; মারইয়াম আয়াত ৫১-৫৫ ; ত্ব-হা, আয়াত ৯-৯৭ ; আল মু'মিনূন, আয়াত ৪৫-৫০ ; আশ শু'আরা, আয়াত ১০-৬৮, আল নামল আয়াত ৭-১৪ ; আল আনকাবূত, আয়াত ৩৯-৪০ ; আল মু'মিন আয়াত, ২৩-৪৬ ; আয যুখরুফ, আয়াত ৪৬-৫৫ ; আদ দুখান আয়াত ১৭-৩১, আন নাযিয়াত, আয়াত ১৫-২৬।]

২. অর্থাৎ মূসা ও ফিরআউনের এ ঘটনা শোনা তাদের জন্যই ফলপ্রসূ হবে যারা এটা বিশ্বাস করতে মানসিকভাবে প্রস্তুত। আর যারা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নয়, তাদেরকে এটা শুনিয়ে কোনো লাভ নেই।

৩. অর্থাৎ ফিরআউন পৃথিবীতে নিজের আসল অবস্থান থেকে তথা দাসত্বের স্থান থেকে বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রভুর রূপ ধারণ করছে। সে স্বৈরাচারী ও অহংকারী হয়ে উঠেছে।

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ

এবং সে তার (দেশের) বাসিন্দাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে নিয়েছিল[৪], তাদের মধ্যে একটি দলকে দুর্বল করে রেখে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে সে হত্যা করতো

وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ

এবং তাদের মেয়েদেরকে জীবিত রেখে দিত[৫] ; নিশ্চয়ই সে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের শামিল ছিল। ৫. আর আমি চাইলাম যে, অনুগ্রহ করি

وَ-এবং ; جَعَلَ-সে করে নিয়েছিল; أَهْلَهَا-(اهل+ها)-তার (দেশের) বাসিন্দাদেরকে; شِيَعًا-বিভিন্ন দলে বিভক্ত ; يَسْتَضْعِفُ-দুর্বল করে রেখে ; طَائِفَةً-একটি দলকে ; مِّنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; يُذَبِّحُ-সে হত্যা করতো ; أَبْنَاءَ هُمْ-(ابناء+هم)-তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে ; وَ-এবং ; يَسْتَحْيِي-জীবিত রেখে দিতো ; نِسَاءَ هُمْ-(نساء+هم)-তাদের মেয়েদেরকে ; إِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই সে ; كَانَ-ছিল ; مِنَ-শামিল ; الْمُفْسِدِينَ-বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের।⑤وَ-আর ; نُرِيدُ-আমি চাইলাম ; أَنْ-যে ; نَّمُنَّ-আমি অনুগ্রহ করি ;

অথচ তারাতো স্বীয় রবের অধীন হয়ে থাকার কথা ছিল। সে তার অধিকারে সীমালংঘন করেছে।

৪. অর্থাৎ ফিরআউনের রাজত্বে শাসনতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে দেশের সকল অধিবাসীর অধিকার সমান ছিল না। বরং সে এ ক্ষেত্রে এমন নীতি-পদ্ধতি চালু করেছিল, যার মাধ্যমে অধিবাসিদের বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করে রেখেছিল। একটা শ্রেণীকে সে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও বিশেষ বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করে নিয়েছিল। আর অন্য শ্রেণীগুলোকে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্ত লোকেরা ফিরআউনের সকল কর্মকাণ্ডের অন্ধ সমর্থকে পরিণত হয়েছিল। অপরদিকে বনী ইসরাঈল পরাধীন দাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের কোনো অধিকারই স্বীকৃত ছিলো না। রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার তো দূরের কথা তাদের মৌলিক মানিবক অধিকারও ছিলো না। এমনকি জীবিত থাকার অধিকারও তাদের ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল।

৫. অর্থাৎ ফিরআউনের বংশধররা বনী ইসরাঈলের উপর এমন নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছিল যে, তাদেরকে তাদের উর্বর কৃষিক্ষেত, বাসগৃহ ও সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছিল। তাদেরকে বিভিন্ন সরকারী পদ থেকে বেদখল করে লাঞ্ছিত ও হীনবল করে ফেলেছিল। তাদের থেকে কঠিন শারীরিক শ্রমের কাজ সামান্য পারিশ্রমিকে বা বিনা পারিশ্রমিকে করিয়ে নিত। অবশেষে তাদের শক্তিহীন করার জন্য শাসক গোষ্ঠী তাদের পুত্র সন্তান জন্ম নিলে তাকে মেরে ফেলতো এবং মেয়ে সন্তান হলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতো।

عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ

তাদের উপর—যাদেরকে সে দেশে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল আর (চাইলাম) তাদেরকে নেতা বানাই[৬] এবং করে দেই তাদেরকে

الْوٰرِثِيْنَ ۝٥ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ

(দেশের) উত্তরাধিকারী[৭]। ৬. আর (চাইলাম) তাদেরকে দান করি দেশের শাসন-ক্ষমতা এবং দেখিয়ে দেই (তা) ফিরআউন ও হামানকে[৮]

وَجُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ۝٦ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰٓى أُمِّ مُوْسٰٓى

এবং তাদের উভয়ের সেনাবাহিনীকে—তাদের (বনী ইসরাঈলের) তরফ থেকে যা তারা আশংকা করতো। ৭. আর আমি[৯] মূসার মায়ের প্রতি ইংগীত করলাম

عَلٰى-ওপর ; الَّذِيْنَ-তাদের যাদেরকে ; اسْتُضْعِفُوْا-দুর্বল করে রাখা হয়েছিল ; فِي-সে দেশে ; الْأَرْضِ ; وَ-আর ; نَجْعَلَهُمْ-(نجعل+هم)-(চাইলাম) তাদেরকে বানাই ; أَئِمَّةً-নেতা ; وَّ-এবং ; نَجْعَلَهُمُ-(نجعل+هم)-করে দেই তাদেরকে ; الْوٰرِثِيْنَ-(দেশের) উত্তরাধিকারী। ⑥ وَ-আর ; نُمَكِّنَ-(চাইলাম) শাসন-ক্ষমতা দান করি ; لَهُمْ-তাদেরকে ; فِي الْأَرْضِ-দেশের ; وَ-এবং ; نُرِيَ-দেখিয়ে দেই (তা) ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনকে ; وَ-ও ; هَامٰنَ-হামানকে ; وَ-এবং ; جُنُوْدَهُمَا-(جنود+هما)-তাদের উভয়ের সেনাবাহিনীকে ; مِنْهُمْ-তাদের (বনী ইসরাঈলের) তরফ থেকে ; مَّا-যা ; كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ-তারা আশংকা করতো। ⑦ وَ-আর ; أَوْحَيْنَآ-আমি ইংগীত করলাম ; إِلٰى-প্রতি ; أُمِّ-মায়ের ; مُوْسٰى-মূসার ;

যাতে করে মেয়েরা ধীরে ধীরে ফিরআউনের গোষ্ঠী কিবতীদের হস্তগত হয়ে যায় এবং তাদের থেকে ইসরাঈলের পরিবর্তে কিবতীদের বংশ বিস্তার লাভ করে।

হযরত ইউসুফ (আ)-এর একশত বছর পরে মিসরে বনী ইসরাঈল এক জাতীয়তাবাদী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ক্ষমতাচ্যুত হয়। এ বিপ্লবের ফলে জাতীয়তাবাদী কিবতীরা মিসরের ক্ষমতা দখল করে। এ কিবতীরা ছিল ফিরআউনের গোষ্ঠী। এরাই বনী ইসরাঈলের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল।

৬. অর্থাৎ তাদেরকে পৃথিবীর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করতে চাইলাম।

৭. অর্থাৎ তাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকার দান করতে চাইলাম এবং তাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালক ও শাসনকর্তা বানাতে চাইলাম।

৮. এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মূসা (আ)-এর যুগে মিসরের শাসক ফিরআউনের

أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي

যে, তুমি তাকে দুধ খাওয়াতে থাকো ; অতপর যখন তুমি তার বিপদের ভয় করবে, তখন তাকে ফেলে দেবে নদীতে আর ভয় করবে না

وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

এবং চিন্তাও করবে না ; নিশ্চয় আমি তাকে তোমার কাছে ফেরতদানকারী এবং আমি তাকে রাসূলদের মধ্যে শামিলকারী[১০]।

أَنْ-যে. أَرْضِعِيهِ-(ارضعی+ه)-তুমি তাকে দুধ খাওয়াতে থাকো ; فَإِذَا-অতপর যখন; خِفْتِ-বিপদের ভয় করবে ; عَلَيْهِ-তার ; فَأَلْقِيهِ-(ف+القی+ه)-তখন তাকে ফেলে দেবে ; فِي الْيَمِّ-(ف+ال+يم)-নদীতে ; وَ-আর ; لَا تَخَافِي-ভয় করবে না ; وَ-এবং ; لَا تَحْزَنِي-চিন্তাও করবে না ; إِنَّا-নিশ্চয় আমি ; رَادُّوهُ-(رادو+ه)-তাকে ফেরতদানকারী ; إِلَيْكِ-তোমার কাছে ; وَ-এবং ; جَاعِلُوهُ-(جاعلو+ه)-আমি তাকে শামিলকারী ; مِنَ-মধ্যে ; الْمُرْسَلِينَ-রাসূলদের।

প্রধান মন্ত্রী ছিল 'হামান'। এ হামান ছিল মূসা (আ)-এর চরম 'দুশমন' ও ফিরআউনের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ট সাথী।–লুগাতুল কুরআন

৯. বাইবেল ও তালমূদের বর্ণনায় জানা যায় যে, মূসা (আ)-এর পিতার নাম ছিল 'ইমরাম' কিন্তু কুরআন মাজীদে ' ইমরান' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মূসা (আ)-এর আগে তাঁর এক বোন ও এক ভাই জন্মগ্রহণ করেছিল। বোনটির নাম ছিল 'মারইয়াম' এবং ভাইটির নাম ছিল হারূন। হারূন-কেও নবুওয়াত দান করা হয়েছিল। বনী ইসরাঈলের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে হত্যা করার ফিরআউনী বিধান সম্ভবত হারূন জন্মের পরে জারী হয়েছিল। তাই তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। অতপর উক্ত বিধান জারী হয় এবং এ কঠিন পরিস্থিতিতে মূসা (আ)-এর জন্ম হয়।

১০. মূসা (আ)-এর জন্মের পর তাকে সাথে সাথেই নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়নি ; বরং যতদিন গোপনীয়তা রক্ষা করে তাকে দুধ খাওয়ানো যায় ততদিন তাকে কাছে রাখার জন্য আল্লাহর হুকুম ছিল। অতপর যখন তার খবর প্রকাশ হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয় তখন তাকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল নদে ভাসিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। এ সবই আল্লাহর নির্দেশে হয়েছিল। কুরআন মাজীদের সূরা ত্ব-হা'র ৩৮ ও ৩৯ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আমি গায়েবী নির্দেশ দিয়ে তোমার মাকে যা জানাবার তা জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, তুমি মূসাকে সিন্দুকের মধ্যে রাখো, তারপর তাকে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও।"

মূসার মাতা আল্লাহর ইশারায় এসব করেছিলেন এবং তিনি মূসার মাতাকে এ নিশ্চয়তা দান করেছিলেন যে, এরূপ করলে তোমার ছেলের জীবন রক্ষা পাবে। শুধু তাই নয়,

⑧ فَالْتَقَطَهٗٓ اٰلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَّحَزَنًا ؕ اِنَّ فِرْعَوْنَ

৮. অবশেষে তাকে উঠিয়ে নিল ফিরআউনের পরিবারের লোকেরা, যেন সে হয়ে যেতে পারে তাদের জন্য শত্রু ও দুঃখের কারণ[১১] ; নিশ্চয় ফিরআউন

وَهَامٰنَ وَجُنُوْدَهُمَا كَانُوْا خٰطِـِٕيْنَ ⑨ وَقَالَتِ امْرَاَتُ فِرْعَوْنَ

ও হামান এবং তাদের সেনাবাহিনী ছিল অপরাধী।

৯. আর ফিরআউনের স্ত্রী বললো—

قُرَّتُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ ؕ لَا تَقْتُلُوْهُ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

(এতো) আমার ও তোমার চক্ষু শীতলকারী একে হত্যা করো না ; হতে পারে যে, সে আমাদের উপকারে আসবে কিংবা আমরা তাকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিতে পারি[১২],

⑧ فَالْتَقَطَهٗٓ-(ف+التقط+ه)-অবশেষে তাকে উঠিয়ে নিল; اٰلُ-পরিবারের লোকেরা ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; لِيَكُوْنَ-যেন সে হয়ে যেতে পারে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَدُوًّا-শত্রু ; وَّ-ও ; حَزَنًا-দুঃখের কারণ ; اِنَّ-নিশ্চয় ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন ; وَ-ও ; هَامٰنَ-হামান ; وَ-এবং ; جُنُوْدَهُمَا-(جنود+هما)-তাদের সেনাবাহিনী ; كَانُوْا-ছিল ; خٰطِـِٕيْنَ-অপরাধী। ⑨ وَ-আর ; قَالَتِ-বললো ; امْرَاَتُ-স্ত্রী ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউনের ; قُرَّتُ-(এতো) শীতলকারী ; عَيْنٍ-চক্ষু ; لِّيْ-আমার ; وَ-ও ; لَكَ-তোমার ; لَا تَقْتُلُوْهُ-(لاتقتلوا+ه)-একে হত্যা করো না ; عَسٰى-হতে পারে ; اَنْ-যে ; يَّنْفَعَنَا-সে আমাদের উপকারে আসবে ; اَوْ-কিংবা ; نَتَّخِذَهٗ-(نتخذ+ه)-আমরা তাকে গ্রহণ করে নিতে পারি ; وَلَدًا-পুত্র হিসেবে ;

তোমার ছেলেকে আমি আবার তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেবো এবং ভবিষ্যতে তাকে আমি রাসূলের মর্যাদায় ভূষিত করবো। বাইবেল ও তালমূদে এ বিষয়টির উল্লেখ নেই।

১১. অর্থাৎ এ শিশুটি যে শেষ পর্যন্ত তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও ধ্বংসের কারণ হবে এটা তাদের জানা ছিল না ; কিন্তু এটা ছিল তাদের সীমালংঘনের পরিণাম, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। তারা এমন একটি শিশুকে উঠিয়ে নিয়ে লালনপালন করেছিল, যার হাতে শেষ পর্যন্ত তাদের ধ্বংস হতে হলো।

১২. কুরআন মাজীদের বর্ণনায় এ ঘটনার যে চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে, তাতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, শিশু মূসাকে বহনকারী সিন্দুকটি যখন ভাসতে ভাসতে ফিরআউনের রাজ দরবারের নিকট পৌঁছে, তখন ফিরআউনের লোকেরা তা ধরে উপরে উঠিয়ে নিয়ে আসে। সম্ভবত ফিরআউন ও তার বেগম তখন নদীর তীরে ভ্রমণরত ছিল। আর সিন্দুকটি তাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর তাদের নির্দেশেই সিন্দুকটি উঠিয়ে আনা হয়েছে। সিন্দুকে

وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑩ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوْسٰى فٰرِغًا ۖ إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِىْ بِهٖ

মূলত তারা (প্রকৃত ব্যাপার) জানতো না। ১০. আর মূসার মাতার ভোর হলো
বিচলিত অন্তরে এবং উপক্রম হয়েছিল যে, সে প্রকাশ করে দেবে তা

لَوْلَآ أَنْ رَّبَطْنَا عَلٰى قَلْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⑪ وَقَالَتْ لِأُخْتِهٖ

যদি না আমি দৃঢ় রাখতাম তার অন্তর, যাতে সে মু'মিনদের শামিল থাকে।
১১. আর সে (মূসার মাতা) বললো তার (মূসার) বোনকে—

قُصِّيْهِ ۫ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ⑫ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ

এর পেছনে পেছনে যাও, তাই সে দূর থেকে তাকে দেখে যেতে থাকলো[১৩], এমতাবস্থায় যে, তারা যেন বুঝতে
না পারে। ১২. আর আমি তার জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম

وَ-মূলত ; هُمْ-তারা ; لَا يَشْعُرُوْنَ-(প্রকৃত ব্যাপার) জানতো না। ⑩ وَ-আর ; أَصْبَحَ-
ভোর হলো ; فُؤَادُ-অন্তরে ; أُمِّ-মাতার ; مُوْسٰى-মূসার ; فٰرِغًا-বিচলিত ; اِنْ كَادَتْ
-উপক্রম হয়েছিল যে, لَتُبْدِىْ-সে প্রকাশ করে দেবে ; بِهٖ-তা ; لَوْلَآ-যদি না ; أَنْ
رَّبَطْنَا-আমি দৃঢ় রাখতাম ; عَلٰى قَلْبِهَا-(على+قلب+ها)-তার অন্তর ; لِتَكُوْنَ -
যাতে সে থাকে ; مِنَ-শামিল ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের। ⑪ وَ-আর ; قَالَتْ -সে
(মূসার মাতা) বললো ; لِأُخْتِهٖ-(ل+اخت+ه)-তার (মূসার) বোনকে ; قُصِّيْهِ -
(قصى+ه)-এর পেছনে পেছনে যাও ; فَبَصُرَتْ-(ف+بصرت)-তাই সে দেখে যেতে
থাকলো ; بِهٖ-তাকে ; عَنْ-থেকে ; جُنُبٍ-দূর ; وَّ-এমতাবস্থায় যে ; هُمْ-তারা ;
لَا يَشْعُرُوْنَ-যেন বুঝতে না পারে। ⑫ وَ-আর; حَرَّمْنَا-আমি হারাম করে
দিয়েছিলাম; عَلَيْهِ-তার জন্য ;

একটি শিশু দেখে তা যে বনী ইসরাঈলের কোনো লোকের সন্তান তা বুঝতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কারণ সিন্দুকটি ইসরাঈলী বসতির দিক থেকে ভেসে এসেছিল। আর সেসময় ইসরাঈলীদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করা হচ্ছিল। ফিরআউন তার লোকদের পরামর্শে শিশুটিকে হত্যা করতে চেয়েছিল ; কিন্তু তার স্ত্রী সম্ভবত নিঃসন্তান ছিল এবং শিশুটির চেহারাও ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়, তাই তিনি শিশুটি হত্যা না করার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং বলেছেন—'একে তোমরা হত্যা করো না, একে আমরা লালনপালন করবো পুত্র হিসেবে। বড় হলে এতো জানতেই পারবে না যে, সে ইসরাঈলীদের সন্তান। সে আমাদের পরিবারে থেকে আমাদের মন-মানসিকতায় গড়ে উঠবে এবং আমাদের উপকারে আসবে। শিশু মূসার চেহারা যে মনোমুগ্ধকর ছিল তা আল্লাহ্ নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন—সূরা ত্ব-হা'র ৩৯ আয়াতে। আল্লাহ বলেন—"আর আমি তোমার উপর

الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ

আগেই ধাত্রীদের দুধপান[১৪] তাই (অবস্থা দেখে) সে (মূসার বোন) বললো—'আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ঘরের বাসিন্দাদের সন্ধান দেবো, যারা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে

لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ

তোমাদের জন্য এবং তারা হবে এর কল্যাণকামী[১৫]। ১৩. অতপর (এভাবে) আমি তাঁকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম[১৬], যাতে তার চোখ জুড়ায় এবং সে চিন্তিত না থাকে

الْمَرَاضِعَ-ধাত্রীদের দুধপান ; مِنْ قَبْلُ-আগেই ; فَقَالَتْ-(ف+قالت)-তাই (অবস্থা দেখে) সে (মূসার বোন) বললো ; هَلْ أَدُلُّكُمْ-(هل+ادل+كم)-আমি কি তোমাদেরকে সন্ধান দেবো ? عَلَىٰ أَهْلِ-বাসিন্দাদের ; بَيْتٍ-এমন এক ঘরের ; يَكْفُلُونَهُ-(يكفلوا+ه)-যারা এর প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা হবে ; لَهُ-এর ; نَاصِحُونَ-কল্যাণকামী। ﴿١٣﴾ فَرَدَدْنَاهُ-(ف+رددنا+ه)-অতপর (এভাবে) আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম ; إِلَىٰ-কাছে ; أُمِّهِ-(ام+ه)-তার মায়ের ; كَيْ-যাতে ; تَقَرَّ-জুড়ায় ; عَيْنُهَا-(عين+ها)-তার চোখ ; وَ-এবং ; لَا تَحْزَنَ-সে চিন্তিত না থাকে ;

আমার পক্ষ থেকে ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছিলাম, যাতে তুমি আমার তত্ত্বাবধানে পালিত হও।" অর্থাৎ তোমাকে এমন প্রিয় দর্শন ও মনোমুগ্ধকর চেহারা দান করেছিলাম যে, তোমাকে যারা দেখতো তারাই আদর করতো।

১৩. অর্থাৎ মূসার মাতা সিন্দুকটি ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে ঠেকে তা দূর থেকে দেখার জন্য তার মেয়ে তথা মূসার বোনকে পাঠালো। সে দূর থেকে ভেসে যেতে থাকা সিন্দুকটির উপর নজর রেখে সাথে সাথে চলতে থাকলো, অবশেষে সে বুঝতে পারে যে, তা ফিরআউনের মহলে পৌঁছে গেছে। ইসরাঈলী বর্ণনা অনুসারে তার বয়স তখন যদিও দশ-বারো বছর ছিল, কিন্তু সে খুব বুদ্ধিমতি ছিল বলে ধারণা করা যায়।

১৪. অর্থাৎ ফিরআউনের স্ত্রী শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর জন্য যে ধাত্রী নিয়োজিত করেছিল, শিশুটি তার স্তনে মুখ লাগাতো না ; কেননা আল্লাহই অন্য কোনো ধাত্রীর দুধ খাওয়া থেকে তাকে বিরত রেখেছিলেন।

১৫. এ পর্যায়ে ঘটনার যোগসূত্র অনুমান করা যায় যে, শিশু মূসা-কে যখন ফিরআউনের রাজমহলে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তার বোন—যার নাম বাইবেলে 'মারইয়াম' বলে উল্লেখিত হয়েছে—রাজমহলের কাছাকাছি থেকে মহলের ভেতরের খবরা-খবর রাখছিল। যখন সে জানতে পারলো যে, তার ভাই কোনো ধাত্রীর স্তন মুখে নিচ্ছে না এবং বাদশাহ ও বেগম পছন্দনীয় ধাত্রীর সন্ধানে পেরেশান হয়ে গেছেন, তখন এ বুদ্ধিমতি মেয়ে রাজ মহলে পৌঁছে যায় এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে বলে যে, আমি একজন ভাল ধাত্রীর সন্ধান দিতে পারি যে অত্যন্ত স্নেহ-মমতা দিয়ে এ শিশুর লালন-পালন করতে পারবে।

وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ⭘

আর সে যেন জানতে পারে যে, অবশ্যই আল্লাহর ওয়াদা সত্য[১৭], কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।

وَ-আর ; لِتَعْلَمَ-সে যেন জানতে পারে যে ; أَنَّ-অবশ্যই ; وَعْدَ-ওয়াদা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; حَقٌّ-সত্য ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশই ; هُمْ-তাদের ; لَا يَعْلَمُوْنَ-জানে না।

প্রাচীন অভিজাত পরিবারে সন্তান লালনপালনের এটাই ছিল নিয়ম। সন্তান নিজের কাছে রেখে লালনপালনের পরিবর্তে ধাত্রীদের হাতে সোপর্দ করা হতো এবং ধাত্রীরাই নিজেদের কাছে রেখে শিশুকে লালনপালন করতো। আমাদের প্রিয়নবী (স)-কেও ধাত্রীমাতা হালীমা সা'দিয়া লালনপালন করেছিলেন। তৎকালীন মিসরেও এ নিয়ম-ই ছিল। আর তাই মূসার বোন মারইয়াম বাদশাহ ও বেগমকে "আমি একজন ভাল ধাত্রী এনে দিচ্ছি।" না বলে একথা বলেছিল যে, "আমি এমন একটা ঘরের খোঁজ দিতে পারি যে ঘরের বাসিন্দারা এ শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব নিতে এবং খুব ভালোভাবে একে লালন-পালন করতে পারবে।"

১৬. 'মূসা' শব্দের অর্থ 'পানি থেকে উদ্ধার প্রাপ্ত'। শব্দটি 'কিবতী' ভাষার শব্দ। ফিরআউনের জাতির নাম ছিল 'কিবতী'। এ জাতির ভাষাও কিবতী ছিল। এ থেকে অনুমিত হয় যে, 'মূসা' নামটি ফিরআউনের পরিবারেই রাখা হয়েছিল বাইবেল ও তালমূদের ভাষ্যও এমনই।

১৭. আল্লাহ তা'আলা মূসার মাতার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, তার সন্তান তার কাছেই ফিরিয়ে দেয়া হবে। তাই তিনি সুকৌশলে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যবস্থার ফলে মূসা তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, ধর্ম ও জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি। নিজের মন-মানসিকতার দিক থেকে তিনি বনী ইসরাঈলের-ই এক সদস্যে পরিণত হন। আর মূসার মাতাও আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশ অনুসারে কাজ করে উভয় দিক থেকে লাভবান হয়েছেন। একদিকে নিজেদের আদরের সন্তানকে নিজে লালন-পালনের সুযোগ লাভ করে স্বীয় চক্ষুকে শীতল করেছেন, অপরদিকে দুধ পান করানোর বিনিময়ও লাভ করেন।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি নিজের রুজী-রোজগারের জন্য কাজ করে এবং তাতে তার লক্ষ থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন সে মূসার মায়ের মতো, তিনি নিজের সন্তানকেই দুধ পান করান, আবার বিনিময়ও লাভ করেন।"

অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা নিজ পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য ঈমানদারীর সাথে হক আদায় করে এ কাজকে ইবাদাত মনে করে এবং তার লক্ষ্য থাকে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন, তখন নিজের জীবিকা উপার্জনের জন্যও আল্লাহর নিকট সে পুরস্কার

লাভের অধিকারী হয়। অর্থাৎ একদিকে নিজের জীবিকাও অর্জিত হয়, অন্যদিকে আল্লাহর দরবারে সওয়াব ও প্রতিদান লাভ করাও হয়।

১ম রুকূ' (১-১৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কুরআন মাজীদে উল্লিখিত ঘটনাসমূহ থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে লাভবান হতে হলে সর্বপ্রথম নিঃশর্তভাবে কুরআনের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে।

২. উদ্ধত ও সীমালংঘনকারী ব্যক্তি বা জাতি দুনিয়াতেও আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পারে না। এটা আল্লাহর স্থায়ী নীতি যেমন রেহাই পায়নি ফিরআউন ও তার জাতি।

৩. স্বৈরাচারী যালিম শাসকরা সহজে শাসন ও শোষণ করার জন্য বিভিন্ন দল- উপদলে জনগণকে বিভক্ত করে নেয়। এ ব্যাপারে প্রাচীন স্বৈরাচার ও নব্য স্বৈরাচার সবাই একই পথ অবলম্বন করে।

৪. ফিরআউন চাইলো বনী ইসরাঈলকে ধ্বংস করে দিতে, আর আল্লাহ চাইলেন তাদেরকে দেশের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে। আল্লাহর ইচ্ছা-ই বাস্তব রূপ লাভ করেছে, ফিরআউন সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে।

৫. ফিরআউন ও তার প্রধান উজীর হামান বনী ইসরাঈলের পক্ষ থেকেই তাদের ধ্বংসের আশংকা করতো, অথচ তারা জানতেই পারলো না যে, বনী ইসরাঈলের যে সন্তানকে তারা তাদের ঘরেই লালনপালন করছে, সে-ই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এটাই আল্লাহর কৌশলে।

৬. আল্লাহ তা'আলা জীবন-মৃত্যুর মালিক। তিনি যাকে জীবিত রাখতে চান, তাকে মারার ক্ষমতা কারো নেই। তার বাস্তব প্রমাণ মূসা (আ)।

৭. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সুকৌশলেই শিশু মূসাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে এনেছেন। আবার ফিরআউনের উপরই তার যাবতীয় ব্যয়ভার-এর দায়িত্ব ন্যস্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর কৌশলের মুকাবিলা করা কারো সাধ্য নেই।

৮. ফিরআউনের স্ত্রী নিঃসন্তান, নেক মহিলা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে স্নেহমমতা সৃষ্টি করে দিয়ে তার মাধ্যমে শিশু মূসাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করেছেন।

৯. আল্লাহ তা'আলা অন্য সকল ধাত্রীর দুধপান শিশু মূসার জন্য হারাম করে দিয়ে তাঁর কুদরতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং সুকৌশলে শিশু মূসাকে আবার তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়েছেন। এতে আল্লাহর ওয়াদা পরিপূর্ণ হয়েছে।

১০. মূসা-কে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া থেকে নিয়ে ভাসমান অবস্থায় দূর থেকে সতর্ক নজর রেখে সিন্দুকের সাথে সাথে যাওয়া, রাজ বাড়ীতে পৌছা, একজন কল্যাণকামী ধাত্রীর সন্ধান দেয়ার ব্যাপারে মূসার বোনের প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন—সবই আল্লাহর রহমতের স্পষ্ট প্রমাণ।

১১. সন্তানের জন্য মায়ের চেয়ে অধিকতর কল্যাণকামী মানুষের মধ্যে আর কেউ হতে পারে না। মায়ের আদর ও স্নেহের ছোঁয়ায় শিশু সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। যার কোনো বিকল্প নেই।

১২. সর্বশেষ কথা হলো, আল্লাহ যাকে বাঁচাতে চান, তাকে দুনিয়ার কোনো শক্তি মারতে পারে না। আবার যাকে আল্লাহ মারতে চান, দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে বাঁচাতে পারে না।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৮

⑭وَلَمَّا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنٰهُ حُكْمًا وَّعِلْمًا ؕ وَكَذٰلِكَ نَجْزِى

১৪. আর যখন তিনি (মূসা) তার যৌবনে পৌঁছলেন এবং পূর্ণতা পেলেন[১৮], আমি তাকে হিকমত ও জ্ঞান দান করলাম[১৯] ; আর এভাবেই আমি পুরস্কার দিয়ে থাকি

الْمُحْسِنِيْنَ ⑮وَدَخَلَ الْمَدِيْنَةَ عَلٰى حِيْنِ غَفْلَةٍ مِّنْ اَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا

নেক্‌কারদের। ১৫. আর তিনি (মূসা) শহরে প্রবেশ করলেন তার বাসিন্দাদের উদাসীনতার সময়[২০]। তখন তিনি সেখানে দেখতে পেলেন

⑭وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; بَلَغَ-তিনি (মূসা) পৌঁছলেন ; اَشُدَّهٗ-তার যৌবনে ; وَ-এবং ; اسْتَوٰى-পূর্ণতা পেলেন ; اٰتَيْنٰهُ-(اتينا+ه)-আমি তাকে দান করলাম ; حُكْمًا-হিকমত ; وَّ-ও ; عِلْمًا-জ্ঞান ; وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এভাবেই ; نَجْزِىْ-আমি পুরস্কার দিয়ে থাকি ; الْمُحْسِنِيْنَ-নেককারদেরকে। ⑮وَ-আর ; دَخَلَ-তিনি (মূসা) প্রবেশ করলেন ; الْمَدِيْنَةَ-শহরে ; عَلٰى حِيْنِ-সময় ; غَفْلَةٍ-উদাসীনতার ; مِّنْ اَهْلِهَا-(من+اهل+ها)-তার বাসিন্দাদের ; فَوَجَدَ-(ف+وجد)-তখন তিনি দেখতে পেলেন ; فِيْهَا-সেখানে ;

১৮. অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক অবস্থা পূর্ণ বিকশিত হওয়া। মোটামুটি তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের শারীরিক-মানসিক প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। একেই পরিণত বয়স বলা হয়। অতপর তেত্রিশ থেকে নিয়ে চল্লিশ পর্যন্ত বিরতিকাল। এরপর আবার অবনতি ও দুর্বলতা দেখা দিতে থাকে। (রূহুল মাআনী, কুরতুবী)

১৯. এখানে 'হুকুম' অর্থ বুদ্ধিমত্তা, ধী-শক্তি, বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধি বুঝানো হয়েছে, আর 'ইলম' বা জ্ঞান দ্বারা দীন-দুনিয়ার তত্ত্বজ্ঞান বুঝানো হয়েছে। কারণ নিজের পিতা-মাতার সাথে থাকার ফলে তিনি হযরত ইউসুফ, ইয়াকূব, ইসহাক (আ) প্রমুখ নবীদের শিক্ষার সাথে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। আবার বাদশাহর মহলে 'রাজপুত্র' হিসেবে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে মিসরীয়দের মধ্যে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করতেও সক্ষম হয়েছিলেন।

তালমূদের বর্ণনা মতে, তিনি ফিরআউনের রাজমহলে একজন সুদর্শন যুবকে পরিণত হন। তিনি রাজপুত্রদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করতেন, রাজপুত্রের মতো বসবাসও করতেন। লোকেরা তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করতো এবং ভালোবাসতো। তিনি প্রায়ই ইসরাঈলী বসতীতে যেতেন। কিবতী সরকারের রাজকর্মচারীরা ইসরাঈলীদের

رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلٰنِ ۫ هٰذَا مِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَا مِنْ عَدُوِّهٖ ۚ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِيْ

দু-ব্যক্তিকে লড়াইরত অবস্থায় ; এদের একজন ছিল তার নিজের দলের, আর অন্যজন ছিল তাঁর শত্রু দলের ; অতপর সে তাঁর সাহায্য চাইল, যে ছিল

مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِيْ مِنْ عَدُوِّهٖ ۙ فَوَكَزَهٗ مُوْسٰى فَقَضٰى عَلَيْهِ ۫

তাঁর নিজের দলের তার বিরুদ্ধে, যে ছিল তাঁর শত্রু দলের ; তখন মূসা তাঁকে ঘুসি মারলেন[২১] এবং তাতে সে মারা গেলো

قَالَ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ

তিনি (মূসা) বললেন—'এটাতো শয়তানের কাজের অন্তর্ভুক্ত ; নিশ্চয়ই সে বিভ্রান্তকারী প্রকাশ্য শত্রু[২২]। ১৬. তিনি বললেন—'হে আমার প্রতিপালক! আমি অবশ্যই

رَجُلَيْنِ-দু' ব্যক্তিকে ; يَقْتَتِلٰنِ-লড়াইরত অবস্থায় ; هٰذَا-এদের একজন ছিল ; مِنْ
شِيْعَتِهٖ-(من+شيعة+ه)-তার নিজের দলের ; وَ-আর ; هٰذَا-অন্যজন ছিল ; مِنْ عَدُوِّهٖ-
(من+عدو+ه)-তার শত্রুদলের ; فَاسْتَغَاثَهُ-(ف+استغاث+ه)-অতপর সে তাঁর
সাহায্য চাইলো ; الَّذِيْ-যে ছিল ; مِنْ شِيْعَتِهٖ-(من+شيعة+ه)-তাঁর নিজের দলের ;
عَلٰى-বিরুদ্ধে ; الَّذِيْ-যে ছিল ; مِنْ عَدُوِّهٖ-(من+عدو+ه)-তাঁর শত্রুদলের ; فَوَكَزَهٗ-
(ف+وكز+ه)-তখন তাকে ঘুষি মারলেন ; مُوْسٰى-মূসা ; فَقَضٰى-(ف+قضى)-এবং
সে মারা গেল ; عَلَيْهِ-তাতে ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; هٰذَا-এটাতো ; مِنْ-এর;
عَمَلِ-কাজ ; الشَّيْطٰنِ-শয়তানের ; اِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয় সে ; عَدُوٌّ-শত্রু ; مُّضِلٌّ-
বিভ্রান্তকারী ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ⑯قَالَ-তিনি বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ;
اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ;

সাথে যে দুর্ব্যবহার করতো, তিনি তা স্বচোক্ষে দেখতেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ফিরআউন ইসরাঈলীদের জন্য সপ্তাহে একদিনের ছুটির বিধান করে। তিনি ফিরআউনকে বলেছিলেন যে, একাধারে কাজ করলে এরা দুর্বল হয়ে পড়বে, ফলে সরকার-ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এদের শক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সপ্তাহে একদিন তাদেরকে বিশ্রাম দেয়া দরকার। এভাবে বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তিনি আরও অনেক কাজ করেছিলেন, ফলে সারা দেশে তার সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল।

২০. শহরের মানুষ সাধারণত একেবারে ভোরবেলা অথবা গরমের সময় দুপুরবেলা, কিংবা শীতের সময় রাতের বেলা পথে ঘাটে কম বেরোয়, পথঘাট কোলাহল মুক্ত এবং সারা শহর নীরব থাকে।

ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ فَغَفَرَ لَهٗ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○

যুলুম করেছি আমার নিজের প্রতি, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন'[২৩], অতপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন ; নিশ্চয়ই তিনি—তিনিই একমাত্র ক্ষমাশীল, একমাত্র দয়াবান[২৪]

⑰ قَالَ رَبِّ بِمَآ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ اَكُوْنَ ظَهِيْرًا لِّلْمُجْرِمِيْنَ ○

১৭. তিনি (মূসা) বললেন—"হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন[২৫], এরপর আমি আর কখনো অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষক হবো না[২৬]।

ظَلَمْتُ-যুলম করেছি ; نَفْسِىْ-আমার নিজের প্রতি ; فَاغْفِرْ-(ف+اغفر)-অতএব ক্ষমা করুন ; لِىْ-আমাকে ; فَغَفَرَ-(ف+غفر)-অতপর তিনি (আল্লাহ) ক্ষমা করে দিলেন ; لَهٗ-তাঁকে ; اِنَّهٗ-নিশ্চয় তিনি ; هُوَ-তিনিই ; الْغَفُوْرُ-একমাত্র ক্ষমাশীল ; الرَّحِيْمُ-একমাত্র দয়াবান। ⑰قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; بِمَا-যে ; اَنْعَمْتَ-অনুগ্রহ আপনি করেছেন ; عَلَىَّ-আমার প্রতি ; فَلَنْ اَكُوْنَ-(ف+لن اكون)-এরপর আমি আর কখনো হবো না ; ظَهِيْرًا-পৃষ্ঠপোষক ; لِّلْمُجْرِمِيْنَ-অপরাধিদের।

সম্ভবত রাজপ্রাসাদ শহরের সাধারণ জনবসতি থেকে একটু দূরে ছিল। আর মূসা (আ) যেহেতু রাজপ্রাসাদে থাকতেন, তাই বলা হয়েছে 'শহরে প্রবেশ করলেন'।

২১. 'ওয়াকাযা' অর্থ 'ঘুষি মারলো'। অবশ্য এর অর্থ চড় মারাও হতে পারে। তবে চড় দ্বারা মানুষের মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক নয়। মূসা (আ)-এর ঘুষিতে লোকটির মৃত্যু হলো।

২২. হযরত মূসা (আ) ইচ্ছাকৃতভাবে কিবতীকে হত্যা করেননি। তিনি বনী ইসরাঈলী লোকটিকে তার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে একটি মাত্র ঘুষি মেরেছিলেন। আর এটা স্পষ্ট যে, এক ঘুষিতে মানুষ মরে না; কিবতী মারা যাওয়ায় মূসা (আ) অনুভব করলেন যে, লোকটিকে বিরত রাখার জন্য ঘুষিটা আরও আস্তে দিলেই চলতো। কাজেই এ বাড়াবাড়ি তার জন্য বৈধ ছিল না। তাই তিনি এটাকে শয়তানের কাজ বলে অভিহিত করলেন। তিনি ভাবলেন যে, শয়তান এর দ্বারা কোনো বড় ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আমার হাত দিয়ে এ কাজ করিয়ে নিয়েছে। ফলে আমার বিরুদ্ধে একজন ইসরাঈলীকে সাহায্য করার জন্য একজন কিবতীকে হত্যা করার অভিযোগ আসবে এবং শুধু আমার বিরুদ্ধে নয় বরং সমগ্র ইসরাঈলীদের বিরুদ্ধে একটা হাঙ্গামা সৃষ্টি হবে।

২৩. মূসা (আ)-এর এ কাজটা যেহেতু তাঁর ইচ্ছাকৃত ছিল না, তাই এটা অবৈধও ছিল না। কিন্তু নবীগণ বৈধ কাজও আল্লাহর ইশারা ছাড়া করেন না। মূসা (আ) যেহেতু আল্লাহর ইশারা ছাড়াই পদক্ষেপ নিয়েছেন তাই তিনি নিজেই এটাকে গোনাহ সাব্যস্ত করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। 'মাগফিরাত' শব্দের অর্থ ক্ষমা করে দেয়া এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা

⑱ فَاَصْبَحَ فِي الْمَدِيْنَةِ خَائِفًا يَّتَرَقَّبُ فَاِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهٗ بِالْاَمْسِ

১৮. অতপর তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় রাত অতিবাহিত করলেন, সতর্ক হয়ে তিনি শহরের মধ্যে চলছিলেন ; তখন আগের দিন যে তাঁর সাহায্য চেয়েছিল হঠাৎ

يَسْتَصْرِخُهٗ ۚ قَالَ لَهٗ مُوْسٰٓى اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِيْنٌ ⑲ فَلَمَّآ اَنْ اَرَادَ

(তিনি শুনলেন) সে তার সাহায্যার্থে চীৎকার করছে ; মূসা তাকে বললেন—'তুমি নিশ্চয়ই প্রকাশ্য বিভ্রান্ত ব্যক্তি[২৭]। ১৯. তারপর যখন তিনি (মূসা) ইচ্ছা করলেন

⑱ فَاَصْبَحَ-(ف+اصبح)-অতপর তিনি রাত অতিবাহিত করলেন ; فِي الْمَدِيْنَةِ-(فى+ال+مدينة)-মধ্যে শহরের ; خَائِفًا-ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ; يَتَرَقَّبُ-সতর্ক হয়ে তিনি চলছিলেন ; فَاِذَا-(ف+اذا)-তখন হঠাৎ ; الَّذِيْ-যে ; اسْتَنْصَرَهٗ-(استنصر+ه)-তাঁর সাহায্য চেয়েছিল ; بِالْاَمْسِ-(ب+ال+امس)-আগের দিন ; يَسْتَصْرِخُهٗ-(يستصرخ+ه)-সে তাঁর সাহায্যার্থে চীৎকার করছে ; قَالَ-বললেন ; لَهٗ-তাকে ; مُوْسٰى-মূসা ; اِنَّكَ-তুমি নিশ্চয়ই ; لَغَوِيٌّ-(ل+غوى)-বিভ্রান্ত ব্যক্তি ; مُبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ⑲ فَلَمَّا-তারপর যখন ; اَنْ اَرَادَ-তিনি (মূসা) ইচ্ছা করলেন ;

উভয়টাই হতে পারে। তাই তাঁর দোয়ার অর্থ এটাও হতে পারে যে, আমাকে মাফ করে দিন এবং এর উপর আবরণ দিয়ে ঢেকে দিন, যাতে শত্রুরা জানতে না পারে।

২৪. এখানেও মাগফিরাতের দু'টো অর্থই প্রযোজ্য। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং গোপন করে রেখেছেন। অর্থাৎ কিবতীদের কোনো লোকের বা কোনো সরকারী লোকের গমনাগমন তখনও সেখানে হয়নি। ফলে এ হত্যাকাণ্ড তখন কেউ দেখেনি। তাই তিনি নিরাপদে সরে পড়তে পেরেছেন।

২৫. অর্থাৎ আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন। আমার এ কাজটি গোপন ছিল, শত্রুদের কেউ যে আমাকে দেখতে পায়নি এবং আমার সরে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। —এটা আমার প্রতি আপনার বিরাট অনুগ্রহ।

২৬. মূসা (আ) সেই দিনই অংগীকার করলেন যে, আমি কোনো অপরাধির সহায়ক হবো না। অর্থাৎ আমার সাহায্য-সহায়তা কখনো এমন লোকের পক্ষে যাবে না যারা দুনিয়াতে যুলুম-নিপীড়ন চালায়। তিনি ফিরআউন ও তার সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার অংগীকার করেন। ফিরআউন আল্লাহর যমীনে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কোনো ঈমানদার এ ধরনের যালিম সরকারের যুলুমের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

ওলামায়ে কেরাম মূসা (আ)-এর এ অংগীকার থেকে প্রমাণ করেন যে, ব্যক্তি, দল, সরকার বা রাষ্ট্র যে-ই যুলুমে লিপ্ত থাকুক, কোনো মু'মিনের পক্ষে সেই যালিমকে সাহায্য করা জায়েয হতে পারে না।

أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۙ قَالَ يٰمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي

তাকে ধরতে যে, তাদের উভয়ের দুশমন[২৮], সে (মূসার নিজ দলের লোকটি) বললো[২৯]—'হে মূসা! তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও,

كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ۖ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا

যেভাবে তুমি গতকাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছো ? তুমি তো এছাড়া অন্যকিছু চাচ্ছো না যে, তুমি স্বৈরাচারী হয়ে থাকবে

أَنْ يَبْطِشَ-ধরতে ; بِالَّذِي-তাকে যে, هُوَ-সে ; عَدُوٌّ-দুশমন ; لَّهُمَا-তাদের উভয়ের ; قَالَ-সে (মূসার নিজ দলের লোকটি) বললো ; يٰمُوسَىٰ-(يا+موسى)-হে মূসা ; أَتُرِيدُ-তুমি কি চাও ; أَنْ تَقْتُلَنِي-(ان تقتل+نى)-আমাকে হত্যা করতে ; كَمَا-যেভাবে ; قَتَلْتَ-তুমি হত্যা করেছো ; نَفْسًا-এক ব্যক্তিকে ; بِالْأَمْسِ-(ب+ال+امس)-গতকাল ; إِنْ تُرِيدُ-তুমিতো চাচ্ছো না ; إِلَّا-এছাড়া অন্য কিছু ; أَنْ-যে, تَكُونَ-তুমি হয়ে থাকবে ; جَبَّارًا-স্বৈরাচারী ;

২৭. অর্থাৎ তুমিতো বিভ্রান্ত লোক, ঝগড়া বাধানোই তোমার কাজ। গতকাল একজনের সাথে বাধিয়েছো আজ আবার আরেকজনের সাথে।

২৮. কুরআন মাজীদের ভাষ্য অনুসারে এ দ্বিতীয় দিনের ঝগড়াও আগের দিনের ইসরাঈলী ও একজন কিবতীর মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিল। কারণ কোনো ইসরাঈলী-ই নিজের জাতির পালক-রাজপুত্রের হত্যাকাণ্ডের অপরাধের কথা তাৎক্ষণিকভাবে ফিরআউনের সরকারের কাছে প্রকাশ করতো না। সুতরাং এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, দ্বিতীয় দিনে উক্ত ইসরাঈলীর বিপক্ষ লোকটি কিবতী ছিল, সে-ই পূর্ব দিনের হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা জেনেছিল এবং ফিরআউনের দরবারে জানিয়ে দিয়েছিল।

২৯. অর্থাৎ মূসা (আ) যাকে সাহায্য করার জন্য গিয়েছিলেন এটা সেই ইসরাঈলীর কথা। তাকে দিয়ে যখন তিনি মিসরীয় কিবতী লোকটিকে মারতে উদ্যত হলেন তখন ইসরাঈলী লোকটি মনে করলো যে, মূসা (আ) তাকে মারতে আসছেন ; তাই সে চিৎকার করতে থাকলো এবং নিজের বোকামীর জন্য আগের দিনের হত্যার ঘটনা প্রকাশ করে দিলো। অথচ সে ঘটনা এ লোকটি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ জানতো না। মূলত এ লোকটি ঝগড়াটে ছিল এবং তৎসঙ্গে বোকাও ছিল। ঝগড়া করাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। মূসা (আ) যখন বললেন, "আমি ভবিষ্যতে কোনো অপরাধীকে সাহায্য করবো না।"—এ কথা থেকে বুঝা যায় যে, সে-ই অপরাধী ছিল। ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা মতে, 'মুজরিমীন'-এর ব্যাখ্যা 'কাফিরীন' শব্দ দ্বারা করা হয়েছে। কাতাদাও এর কাছাকাছি বক্তব্য দিয়েছেন। এ তাফসীরের ভিত্তিতে মনে হয়, মূসা (আ) যাকে সাহায্য করেছিলেন সেই ইসরাঈলী আদৌ মুসলমান ছিল না, তবে মাযলুম মনে করেই মূসা (আ) তাকে সাহায্য করেছিলেন।

فِى الْاَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ رَجُلٌ

এদেশে, অথচ তুমি মীমাংসাকারীদের শামিল হতে চাচ্ছো না।

২০. তারপর এক ব্যক্তি আসলো

مِّنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ يَسْعٰى ز قَالَ يٰمُوْسٰى اِنَّ الْمَلَاَ يَاْتَمِرُوْنَ

শহরের দূরপ্রান্ত থেকে দৌড়াতে দৌড়াতে[৩০] ; সে বললো—'হে মূসা! নিশ্চয়ই (ফিরআউনের) সভাষদবর্গ পরামর্শ করছে

بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّىْ لَكَ مِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿٢٠﴾ فَخَرَجَ مِنْهَا

আপনার সম্পর্কে যে, তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে, সুতরাং আপনি চলে যান ; আমি অবশ্যই আপনার কল্যাণকামীদের শামিল। ২১. অতপর তিনি সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন

فِى الْاَرْضِ-এ দেশে ; وَ-অথচ ; مَا تُرِيْدُ-তুমি চাচ্ছো না ; اَنْ تَكُوْنَ-হতে ; مِنَ-শামিল ; الْمُصْلِحِيْنَ-মীমাংসাকারীদের। (২০) وَ-তারপর ; جَاءَ-আসলো ; رَجُلٌ-এক ব্যক্তি ; مِنْ-থেকে ; اَقْصَا-দূরপ্রান্ত ; الْمَدِيْنَةِ-শহরের ; يَسْعٰى-দৌড়াতে দৌড়াতে ; قَالَ-সে বললো ; يٰمُوْسٰى-হে মূসা ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمَلَاَ-(ফিরআউনের) সভাষদবর্গ; يَاْتَمِرُوْنَ-পরামর্শ করছে ; بِكَ-আপনার সম্পর্কে ; لِيَقْتُلُوْكَ-যে, তারা আপনাকে হত্যা করে ফেলবে ; فَاخْرُجْ-(ف+اخرج)-সুতরাং আপনি চলে যান ; اِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; لَكَ-আপনার ; مِنَ-শামিল ; النّٰصِحِيْنَ-কল্যাণকামীদের। (২১) فَخَرَجَ-(ف+خرج)-অতপর তিনি বের হয়ে গেলেন ; مِنْهَا-সেখান থেকে ;

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, (১) মাযলুম কাফির-ফাসিক হলেও তাকে সাহায্য করা উচিত। (২) কোনো যালিম অপরাধিকে সাহায্য করা জায়েয নয়।

'ওলামায়ে কেরাম' এ আয়াত অনুযায়ী অত্যাচারী শাসনকর্তার চাকুরীকেও অবৈধ সাব্যস্ত করেছেন। এতে যুলুমে অংশ গ্রহণ করা হয়। একজন মু'মিনের কোনো যালিমকে সাহায্য করা থেকে দূরে থাকা উচিত।

হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (র) যিনি একজন প্রখ্যাত তাবিঈ ছিলেন। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে যে, আমার ভাই উমাইয়া সরকারের অধীনে কূফার গভর্নরের কাতিব (সচিব), কোনো বিষয় ফায়সালা করা তার কাজ নয়, তবে যেসব ফায়সালা করা হয় সেগুলো তার কলমের সাহায্যে জারী হয়। এ চাকরী না করলে সে না খেয়ে মারা যাবে। হযরত আতা (র) জবাবে এ আয়াতটি পাঠ করে শোনান এবং বলেন—'তোমার ভাইয়ের নিজের কলম ছুঁড়ে ফেলে দেয়া উচিত। রিযকদাতা হলেন আল্লাহ।'

ফিকাহর কিতাবে এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান বিশদভাবে উল্লিখিত আছে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৭

㉒ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسٰى رَبِّىٓ أَنْ يَهْدِيَنِى سَوَاءَ السَّبِيلِ ○

২২. আর যখন তিনি (মূসা) মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা হলেন[৩১] (তখন) তিনি বললেন—আশা করা যায় যে, আমাকে আমার প্রতিপালক সহজ-সরল পথ দেখাবেন[৩২]।

㉓ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ۚ

২৩. অতপর যখন তিনি মাদইয়ানের পানির কূপের কাছে পৌঁছলেন[৩৩], সেখানে তিনি লোকদের একটি দলকে দেখতে পেলেন, তারা (নিজ নিজ জন্তুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছে

(২২) وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; تَوَجَّهَ-তিনি (মূসা) রওয়ানা হলেন ; تِلْقَاءَ-দিকে ; مَدْيَنَ-মাদইয়ানের قَالَ-(তখন) তিনি বললেন ; عَسٰى-আশা করা যায় ; رَبِّىٓ-আমার প্রতিপালক ; أَنْ-যে ; يَهْدِيَنِى-(يهدى+نى)-আমাকে পথ দেখাবেন ; سَوَاءَ-সহজ-সরল ; السَّبِيلِ-পথ। (২৩) وَ-অতপর ; لَمَّا-যখন ; وَرَدَ-তিনি পৌঁছলেন ; مَاءَ-পানির কূপের কাছে ; مَدْيَنَ-মাদইয়ানের ; وَجَدَ-তিনি দেখতে পেলেন ; عَلَيْهِ-সেখানে ; أُمَّةً-একটি দলকে ; مِّنَ النَّاسِ-লোকদের ; يَسْقُونَ-তারা (নিজনিজ জন্তুগুলোকে) পানি পান করাচ্ছে ;

৩১. 'মাদইয়ান' ছিল প্রাচীন শাম দেশের একটি শহরের নাম। ইবরাহীম (আ)-এর এক পুত্র মাদইয়ান-এর নামানুসারে এ শহরের 'মাদইয়ান' নামকরণ করা হয়েছে। এ অঞ্চলটি ফিরআউনের রাজত্বের বাইরে ছিল। মিসর থেকে মাদইয়ানের দূরত্ব আট মনযিল তথা পদব্রজে আট দিনের পথ। মূসা (আ) ফিরআউনের সীমান্তরক্ষীদের এবং পেছনে ফিরআউনের সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ার আশংকা নিয়েই রওয়ানা হলেন। এ আশংকাবোধ নবুওয়াত ও তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়। মাদইয়ানের দিকে যাওয়ার কারণ সম্ভবত এটাই ছিল যে, সেখানেও ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের বসতী ছিল। আর মূসা (আ)-ও এ বংশেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৩২. এ সফরে মূসা (আ)-এর গন্তব্যে পৌঁছার পথ জানা ছিল না, তদুপরি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসম্বল অবস্থায়। এ সংকটময় অবস্থায় তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলেন। তিনি বললেন—

"আমি আশা করি, আমার প্রতিপালক আমাকে সোজা পথ দেখাবেন।" আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ দোয়া কবুল করেছেন, তাঁকে নিরাপদে মাদইয়ানে পৌঁছে দিয়েছেন।

وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا

এবং তাদের পেছনে দুজন স্ত্রীলোককে তিনি দেখতে পেলেন তারা আগলে রাখছে (তাদের জন্তুগুলোকে); তিনি (মূসা) জিজ্ঞেস করলেন—'তোমাদের অবস্থা কি ? তারা বললো—

لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٢٣﴾ فَسَقَىٰ لَهُمَا

'আমরা পানি পান করাতে পারি না যতক্ষণ না এ রাখালরা দূরে সরে যায়, আর আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ[৩৪]। ২৪. তারপর তিনি (মূসা) তাদের পক্ষে পানি পান করিয়ে দিলেন

وَ-এবং ; وَجَدَ-তিনি দেখতে পেলেন ; مِنْ دُونِهِمُ-(من+دون+هم)-তাদের পেছনে ; امْرَأَتَيْنِ-দুজন স্ত্রীলোককে ; تَذُودَانِ-তারা আগলে রাখছে (তাদের জন্তুগুলোকে) ; قَالَ-তিনি (মূসা) জিজ্ঞেস করলেন ; مَا-কি ; خَطْبُكُمَا-(خطب+كما)-তোমাদের অবস্থা ; قَالَتَا-তারা বললো ; لَا نَسْقِي-আমরা পানি পান করাতে পারি না ; حَتَّىٰ-যতক্ষণ না ; يُصْدِرَ-দূরে সরে যায় ; الرِّعَاءُ-রাখালরা ; وَ-আর ; أَبُونَا-(ابو+نا)-আমাদের পিতা ; شَيْخٌ-বৃদ্ধ ; كَبِيرٌ-অত্যন্ত। ﴿২৪﴾ فَسَقَىٰ-(ف+سقى)-তারপর তিনি পান করিয়ে দিলেন ; لَهُمَا-তাদের পক্ষে ;

এ সফরে মূসা (আ)-এর খাদ্য ছিল গাছের পাতা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন—"এটা ছিল মূসা (আ)-এর প্রথম পরীক্ষা।"

মূসা (আ) মিসর থেকে বের হয়ে মাদইয়ানের দিকে রওয়ানা দেয়ার আরও একটি কারণ ছিল—মিসরের নিকটতম স্বাধীন জনবসতী এটাই ছিল।

৩৩. 'মায়ে মাদইয়ান' দ্বারা একটি কূপকে বুঝানো হয়েছে। যে কূপ থেকে এতদঞ্চলের অধিবাসীরা গৃহপালিত পশুগুলোকে পানি পান করাতো।

মূসা (আ) সেখানে পৌঁছে দেখলেন যে, একদল রাখাল কূপ থেকে পানি উঠিয়ে তাদের ছাগল-বকরীগুলোকে পান করাচ্ছে। অপরদিকে দু'জন রমণী তাদের ছাগলগুলোকে আগলে রাখছে, যাতে অন্য ছাগলের সাথে সেগুলো মিশে না যায়।

মূসা (আ) যেখানে পৌঁছেছিলেন সেই স্থানটি বর্তমানে আকাবা উপসাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত, যা বর্তমানে 'আল বিদ'আ' নামে পরিচিত। মূসা (আ) যে কূপ থেকে তাদের ছাগলগুলোকে পানি পান করিয়েছিলেন, স্থানীয় লোকদের বিবরণ মতে তা এখনও বর্তমান রয়েছে। বংশ পরম্পরা এ বর্ণনা শত শত বছর থেকে চলে আসছে এবং এর বিপরীত কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি। সুতরাং বলা যায় যে, কুরআনে যে স্থানটির কথা বলা হয়েছে তা এটাই।

৩৪. মূসা (আ) রমণী দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমাদের কি সমস্যা ? তারা জবাবে বললো যে, পুরুষরা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করিয়ে চলে গেলে আমরা

خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ ۫ قَالَ رَبِّ نَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়—তিনি সতর্ক হয়ে চললেন ; তিনি বললেন—“হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে যালিম সম্প্রদায়ের (কবল) থেকে রক্ষা করুন।”

خَآئِفًا-ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ; يَّتَرَقَّبُ-তিনি সতর্ক হয়ে চললেন ; قَالَ-তিনি বললেন; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; نَجِّنِيْ-(نج+نى)-আমাকে রক্ষা করুন ; مِنَ-কবল থেকে ; الْقَوْمِ-সম্প্রদায়ের ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিম।

৩০. অর্থাৎ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত ইসরাঈলী যখন মূসাকে বললো যে, তুমি কি আমাকেও মেরে ফেলবে যেমন তুমি গতকাল একটি লোককে মেরে ফেলেছো, তখন মিসরীয় কিবতী লোকটি গোপন থাকা হত্যার ব্যাপারটা জেনে গেলো এবং তৎক্ষণাৎ সে গিয়ে ফিরআউনের দরবারে জানিয়ে দিল। আর তখনই শহরের দূরপ্রান্ত থেকে আসা লোকটি মূসাকে সেখান থেকে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন এবং আল্লাহর কাছে যালিমদের যুলুম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

২য় রুকূ' (১৪-২১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মূসা (আ) দীন ও দুনিয়ার উভয় প্রকার জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেয়েছিলেন। শৈশবে মাতা-পিতার সাহচর্যে দীনী শিক্ষা পেয়েছিলেন। পরে রাজ-পরিবারে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে তৎকালীন সময়ে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন করেছিলেন। সুতরাং দীন-দুনিয়ার উভয় প্রকার জ্ঞান-ই অর্জন করা অপরিহার্য।

২. মূসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে বাঁচিয়েছেন, চরম শত্রুর ঘরেই তার লালন-পালন-এর ব্যবস্থা করেছেন এবং শত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বদিক থেকে পরিপূর্ণতায় পৌছে দিয়েছেন, এটা আল্লাহর অনুপম দয়ার পরিচায়ক। আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাহকে এভাবেই প্রতিদান দেন।

৩. জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অত্যাচারিত ও নিপীড়িতের সাহায্যার্থে এগিয়ে যাওয়া মু'মিনের দায়িত্ব।

৪. মাযলুমের প্রতি যুলুমের প্রতিবিধান করতে গিয়ে সীমালংঘন করা উচিত নয়।

৫. যদি কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ী হয়ে যায়, মনে করতে হবে যে, এটা শয়তানের কাজ, আর তখনই আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে।

৬. আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুতপ্ত বান্দাহকে অবশ্যই ক্ষমা করে দেন। এ বিশ্বাসকে মনে মজবুতভাবে গেঁথে রেখে, নিজের অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

৭. কোনো মু'মিনের পক্ষে কোনো যালিমকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো মতে সাহায্য করা জায়েয নয়।

৮. কোনো যালিম সরকারের অধীনে যে কোনো স্তরে চাকুরী করাও যালিমের সহায়তা করার শামিল।

৯. যালিম আত্মীয়-প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব বা নিজ দলীয় লোক হলেও তাকে যুলুমে সহায়তা করা জায়েয নয়।

১০. ভুলক্রমে কোনো মু'মিন যদি কাউকে সাহায্য করে, অতপর জানতে পারে যে, সাহায্যপ্রাপ্ত লোকটি অন্যায়ের উপর ছিল, তখনই সাহায্য বন্ধ করতে হবে এবং ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

১১. আল্লাহর উপর ভরসাকারী নেক বান্দাহদেরকে গায়েবী মদদ দিয়ে আল্লাহ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

১২. সকল বিপদে আল্লাহর নেক বান্দাহগণ একমাত্র আল্লাহর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেন। অবশ্য আল্লাহ ছাড়া বিপদ থেকে উদ্ধার করার মতো অন্য কোনো শক্তিই কোথাও নেই।

❐

ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ

"তারপর ফিরে গিয়ে ছায়ায় বসলেন এবং দোয়া করলেন—'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমার প্রতি যে কল্যাণ-ই নাযিল করবেন

فَقِيرٌ ﴿٢٤﴾ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ

আমি অবশ্যই তার মুখাপেক্ষী। ২৫. অতপর তাদের (স্ত্রীলোকদের) একজন লজ্জাবনত অবস্থায় ধীর পায়ে হেঁটে তাঁর কাছে আসলো[৩৫]—বললো—

إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ

"অবশ্যই আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন, যাতে আপনাকে তার বিনিময় দিতে পারেন, আপনি যে আমাদের পক্ষে (আমাদের পশুগুলোকে) পানি পান করিয়েছেন[৩৬]; তারপর যখন তিনি তাঁর (স্ত্রীলোকটির পিতার) কাছে আসলেন এবং বর্ণনা করলেন

ثُمَّ-তারপর ; تَوَلَّىٰ-ফিরে গিয়ে বসলেন ; إِلَى الظِّلِّ-ছায়ায় ; فَقَالَ-(ف+قال)-এবং দোয়া করলেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; إِنِّي-আমি অবশ্যই ; لِمَا-যে, তার ; أَنزَلْتَ-আপনি নাযিল করবেন ; إِلَيَّ-আমার প্রতি ; مِنْ خَيْرٍ-কল্যাণ ; فَقِيرٌ-মুখাপেক্ষী। ﴿২৫﴾ فَجَاءَتْهُ-(ف+جاء ت+ه)-অতপর আসলো তাঁর কাছে ; إِحْدَاهُمَا-(احدى+هما)-তাদের (স্ত্রীলোকদের) একজন ; تَمْشِي-ধীর পায়ে হেঁটে ; عَلَى اسْتِحْيَاءٍ-লজ্জাবনত অবস্থায় ; قَالَتْ-বললো ; إِنَّ-অবশ্যই ; أَبِي-আমার পিতা ; يَدْعُوكَ-(يدعو+ك)-আপনাকে ডাকছেন ; لِيَجْزِيَكَ-(ليجزى+ك)-যাতে আপনাকে দিতে পারেন ; أَجْرَ-বিনিময় ; مَا-তার যে, سَقَيْتَ-পানি পান করিয়েছেন (আমাদের জন্তুগুলোকে) ; لَنَا-আমাদের পক্ষে ; فَلَمَّا-তারপর যখন ; جَاءَهُ-(جاء+ه)-তিনি তাঁর (স্ত্রীলোকটির পিতার) কাছে আসলেন ; وَ-এবং ; قَصَّ-বর্ণনা করলেন ;

আমাদের পশুগুলোকে পানি পান করাই। এরপর রমণীদ্বয় আরেকটা সম্ভাব্য প্রশ্নের জবাবও দিয়ে দিয়েছে। আর তাহলো—তারা কেন পশুকে পানি পান করাতে এসেছে এ উহ্য প্রশ্নের জবাবে তারা বললো যে, আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, তিনি ছাড়া আমাদের পরিবারে অন্য কোনো পুরুষ নেই। তাই আমরা মেয়েরাই একাজ করতে বের হয়েছি।

৩৫. অর্থাৎ মেয়েদের দু'জনের মধ্যে একটি মেয়ে তার মুখ ঘোমটার আড়ালে ঢেকে সলজ্জ পদক্ষেপে ও ধীরপায়ে মূসা (আ)-এর কাছে তার পিতার অনুরোধের কথা জানালে তিনি তার সাথে সাথে চললেন। কিন্তু তিনি মেয়েটিকে পেছনে রেখে আগে আগে চললেন এবং বললেন যে, তুমি পেছন থেকে পথ বলে দাও। বালিকার প্রতি দৃষ্টিকে সংযত রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ করলেন।

عَلَيْهِ الْقَصَصَ ۙ قَالَ لَا تَخَفْ ۫ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ○

তাঁর কাছে পুরো ঘটনা, তিনি বললেন—ভয় করো না,
যালিম কওমের থেকে তুমি রক্ষা পেয়ে গেছো।

㉖ قَالَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰۤاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ ۫ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيُّ

২৬. তাদের (স্ত্রীলোকদের) একজন বললো—"হে পিতা! আপনি তাকে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করুন ;
নিশ্চয়ই যাকে আপনি কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করবেন সে-ই উত্তম হবে, যে হবে শক্তিশালী

الْاَمِيْنُ ㉗ قَالَ اِنِّيْۤ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتَيَّ هٰتَيْنِ

বিশ্বস্ত[৩৭]। ২৭. তিনি বললেন[৩৮]—"আমি অবশ্যই আমার এ কন্যা দু'জনের
একজনকে তোমার কাছে বিয়ে দিতে চাই

عَلَيْهِ-তাঁর কাছে ; الْقَصَصَ-পুরো ঘটনা ; قَالَ-তিনি বললেন ; لَا تَخَفْ-ভয় করো না ; نَجَوْتَ-তুমি রক্ষা পেয়ে গেছো ; مِنَ-থেকে ; الْقَوْمِ-কওমের ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিম। ㉖ قَالَتْ-বললো ; اِحْدٰىهُمَا-(احدى+هما)-তাদের (দু'মেয়ের) একজন ; يٰۤاَبَتِ-হে পিতা; اسْتَاْجِرْهُ-(استاجر+ه)-আপনি তাকে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করুন; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; خَيْرَ-উত্তম হবে ; مَنِ-সে-ই যাকে ; اسْتَاْجَرْتَ-আপনি কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করবেন ; الْقَوِيُّ-যে হবে শক্তিশালী ; الْاَمِيْنُ-বিশ্বস্ত। ㉗ قَالَ-তিনি বললেন ; اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; اُرِيْدُ-চাই ; اَنْ اُنْكِحَكَ-(ان انكح+ك)-তোমার কাছে বিয়ে দিতে ; اِحْدَى-একজনকে ; ابْنَتَيَّ-কন্যা দু'জনের ; هٰتَيْنِ-এই ;

৩৬. মেয়েটি একথাও বলেছে লজ্জার কারণে। কেননা একজন ভিন্ন পুরুষের কাছে একাকী একটি মেয়ের আসাটার একটি যুক্তিসংগত কারণ থাকা চাই। তবে এটাও স্পষ্ট কথা যে, কোনো লোক যদি কোনো মেয়েকে অসহায় দেখে কিছু উপকার করেই থাকে, তাহলে তাকে তার বিনিময় দেয়ার কথা বলাটাও সৌজন্যের বিরোধী। তারপর এ প্রতিদানের কথা শুনেই মূসা (আ)-এর মতো একজন ব্যক্তিত্ব সংগে সংগে উঠে রওয়ানা হওয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি সে সময় চরম দুরবস্থায় পড়েছিলেন। কারণ তিনি মিসর থেকে আকস্মিক বের হওয়ার কারণে শূন্যহাতে বের হয়ে পড়েছিলেন। মিসর থেকে মাদইয়ান পর্যন্ত পৌঁছতে প্রায় আটদিনের পথ। এ দীর্ঘ সফরে ক্ষুধা-পিপাসায় তিনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। বিদেশে অচেনা জায়গায় কোথাও কোনো আশ্রয় পাওয়া যায়-কিনা এ চিন্তায় তিনি সম্ভবত অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। এমতাবস্থায় মেয়েটির পিতার আহ্বানে দেরী না করে তার সাথে রওয়ানা হয়ে যান। আর সামান্য সেবার বিনিময় দেয়ার জন্য ডাক দেয়া হলে তিনি তাতে সাড়া দেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, আল্লাহর দরবারে এখনই আমি যে প্রার্থনা জানিয়েছি তা আল্লাহ কবুল করেই এ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

عَلٰٓى اَنْ تَاْجُرَنِىْ ثَمٰنِىَ حِجَجٍ ۚ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۚ

এ শর্তে যে তুমি আট বছরকাল আমার চাকুরী করবে তবে যদি তুমি দশ (বছর) পূর্ণ করো, তবে তা তোমার কাছে ;

وَمَآ اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ ؕ سَتَجِدُنِىْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

আর আমি (এ ব্যাপারে) তোমার প্রতি কড়াকড়ি করতে চাই না, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাইলে) তুমি অবশ্যই আমাকে সৎলোকদের শামিল পাবে।

⑳ قَالَ ذٰلِكَ بَيْنِىْ وَبَيْنَكَ ؕ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ

২৮. তিনি (মূসা) বললেন—'এটাই আপনার ও আমার মধ্যে (চূড়ান্ত হয়ে গেলো); দু-মেয়াদের যেটাই আমি পূর্ণ করবো, তারপর কোনো চাপ থাকবে না

عَلٰٓى-এ শর্তে যে ; اَنْ-এ শর্তে যে ; تَاْجُرَنِىْ-(تاجر+نى)-তুমি আমার চাকুরী করবে ; ثَمٰنِىَ-আট ; حِجَجٍ-বছরকাল ; فَاِنْ-তবে যদি; اَتْمَمْتَ-তুমি পূর্ণ করো; عَشْرًا-দশ (বছর); فَمِنْ عِنْدِكَ-(ف+من+عند+ك)-তবে তা তোমার কাছে ; وَ-আর ; مَآ اُرِيْدُ-আমি চাই না ; اَنْ اَشُقَّ-কড়াকড়ি করতে (এ ব্যাপারে) ; عَلَيْكَ-তোমার প্রতি ; سَتَجِدُنِىْ-(ستجد+نى)-তুমি অবশ্যই আমাকে পাবে ; اِنْ شَآءَ اللّٰهُ-ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ চাইলে) ; مِنَ-শামিল ; الصّٰلِحِيْنَ-সৎলোকদের। ⑳ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; ذٰلِكَ-এটাই (চূড়ান্ত হয়ে গেলো) ; بَيْنِىْ-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكَ-(بين+ك)-আপনার মধ্যে ; اَيَّمَا-যেটাই ; الْاَجَلَيْنِ-দু'মেয়াদের ; قَضَيْتُ-আমি পূর্ণ করবো ; فَلَا-তারপর থাকবে না ; عُدْوَانَ-কোনো চাপ ;

৩৭. অর্থাৎ আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। আমাদের কাজ-কর্মের জন্য একজন কর্মঠ ও বিশ্বস্ত লোক প্রয়োজন। না হলে আমাদেরকে বাইরে যেতে হয়। এ লোকটি সুঠাম ও কর্মঠ হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বস্তও। আমরা ইতিপূর্বে তার প্রমাণ পেয়েছি। সে নিজের আভিজাত্যের কারণে আমাদেরকে অসহায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমাদের সাহায্য করেছে, আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি। আবার কাছে আসার সময়ও সে আমাকে পেছনে রেখে আগে আগে হেঁটে এসেছে। এতে তার উন্নত নৈতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং একে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করা যায়।

৩৮. অর্থাৎ মেয়ে দু'টোর পিতা মেয়েদের পরামর্শ শোনার পর চিন্তা করে দেখেছেন যে, লোকটি ভদ্র ও উচ্চবংশীয় ; কিন্তু ঘরে দু'টো যুবতী মেয়ে থাকাবস্থায় একজন সুস্থ-সবল যুবককে কর্মচারী হিসেবে রাখা সঠিক হবে না। তবে সে যখন ভদ্র, শিক্ষিত ও নীতিবান [যেমন তিনি মূসা (আ)-এর মুখে তাঁর কাহিনী শুনে স্থির করেছেন], তখন একে জামাতা

عَلَىَّ ۖ وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ۝

আমার উপর ; আর আমরা যা কথাবার্তা বলছি আল্লাহ-ই তার উপর তত্ত্বাবধায়ক[৩৯]।

عَلَىَّ-আমার উপর ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; عَلٰى-তার উপর ; مَا-যা ; نَقُوْلُ-কথাবার্তা আমরা বলছি ; وَكِيْلٌ-তত্ত্বাবধায়ক।

করেই ঘরে রাখা যায়। তিনি মনে মনে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছার পরই মূসা (আ)-কে বললেন যে, আমার দু'মেয়ের একজনকে আমি তোমার কাছে বিবাহ দিতে চাই।

৩৯. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, এটা কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল না। বরং এটা ছিল প্রাথমিক একটা কথাবার্তা মাত্র। বিয়ের আগে দুনিয়াতে এ ধরনের কথাবার্তার নিয়ম প্রচলিত আছে। এটা বিয়ের ইজাব-কবুল কিভাবে হতে পারে ? অথচ এখন পর্যন্ত কোন্ মেয়েটি মূসা (আ)-এর কাছে বিয়ে দেয়া হবে তা-ও নির্ণয় করা হয়নি। আর কথাবার্তাও শুধু এতটুকু হয়েছে যে, আমার দু'মেয়ের মধ্যে একটির সাথে আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই। তবে শর্ত হলো—তোমাকে আট-দশ বছর আমার এখানে থেকে আমার কাজে সাহায্য করতে হবে। কারণ আমার দু'টো মেয়ে মাত্র। আমার কোনো ছেলে নেই। যার জন্য প্রয়োজনে মেয়েদেরকে বাইরে বের হতে হয়। আমি চাই যে, তুমি আমার সাহায্যকারী হিসেবে এ সময়টা এখানে থেকে আমার সাহায্য করবে। এ শর্তে যদি তুমি রাজী থাকো তাহলে আমি তোমার সাথে এক মেয়ের বিয়ে দিতে পারি। হযরত মূসা (আ) নিজেই এ ধরনের একটা আশ্রয়স্থল মনে মনে চাচ্ছিলেন। তাই তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। এটা ছিল বরপক্ষ ও কনে পক্ষের মধ্যে যেসব চুক্তি হয়ে থাকে সে ধরনের একটি চুক্তি।

৩য় রুকূ' (২২-২৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মূসা (আ) অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতেও ঘাবড়ে না গিয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে অনিশ্চিতের পথে যাত্রা করলেন। মু'মিনদেরও কর্তব্য কোনো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হলে একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা রাখা।

২. কোনো অসহায় মানুষ—সে নারী হোক বা পুরুষ তার ধর্ম-বর্ণ যা-ই হোক না কেন, তার সাহায্যে নিজ সাধ্যমত এগিয়ে আসা মু'মিনদের উচিত।

৩. পরিবারে কোনো সমর্থ পুরুষ না থাকলে প্রয়োজনের তাগিদে মেয়েরাও পর্দা রক্ষা করে বাড়ির বাইরের কাজকর্ম করতে পারবে। ইচ্ছা ও সচেতনতা থাকলে বাইরের কাজও পর্দায় থেকে করা সম্ভব।

৪. সকল পরিস্থিতিতে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করতে হবে, সাহায্য চাইতে হবে একমাত্র আল্লাহর কাছে।

৫. উপকার ছোট হোক বা বড় হোক উপকারীর উপকারকে মূল্যায়ন করা, সম্ভব হলে তার বিনিময় প্রদান করা, তা না হলে অন্তত মৌখিকতার স্বীকৃতি দেয়া কর্তব্য।

৬. কোনো মেয়েলোককে যদি একান্ত প্রয়োজনে কোনো ভিন্ন পুরুষের সাথে কথা বলতেই হয় তবে যথাসম্ভব কম কথার মাধ্যমে আলোচনা শেষ করতে হবে।

৭. কোনো পুরুষের জন্যও কোনো বেগানা স্ত্রীলোকের সাথে প্রয়োজনে কথা বলা কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়, যদি না কোনো অঘটন ঘটার আশংকা হয়।

৮. বাড়ির বাইরের কাজের জন্য কোনো কালেই মেয়েদের বাইরে যাওয়ার নিয়ম ছিল না। তাই মেয়ে দু'টো তাদের পিতার বার্ধক্যের কথা উল্লেখ করেছে।

৯. সামান্য উপকারের বিনিময় পাওয়ার জন্য মেয়েটির পিতার আহ্বানে মূসা (আ)-এর তাৎক্ষণিক যাওয়াটা মূসার ব্যক্তিত্বের সাথে সামাঞ্জস্যহীন মনে হলেও তখনকার পরিস্থিতির আলোকে তাঁর সেই কাজগুলো বিচার করতে হবে।

১০. একজন বিপদগ্রস্ত, অসহায় ও আশ্রয়হীন মানুষকে সম্ভাব্য সকল প্রকার মৌখিক সান্ত্বনা এবং কার্যত আশ্রয়দান করা একজন মু'মিনের দায়িত্ব।

১১. কোনো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলা সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণীয় হলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে কোনো দোষ নেই।

১২. যথাযোগ্য পাত্র পেলে কন্যার অভিভাবকের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে কোনো দোষ নেই।

১৩. উপযুক্ত পাত্র পেলে কন্যার অভিভাবকদের উচিত পাত্রপক্ষ থেকে প্রস্তাবের অপেক্ষা না করা। বরং নিজের পক্ষ থেকেও প্রস্তাব উত্থাপন করা পয়গম্বরগণের সুন্নাত।

১৪. কন্যার বিবাহকার্য সম্পন্ন করার দায়িত্ব কন্যার পিতার উপর থাকাই বাঞ্ছনীয়। কন্যা নিজে তা করবে না। তবে কোনো মেয়ে একান্ত প্রয়োজন ও বাধ্য-বাধকতার পরিস্থিতিতে নিজের বিবাহ নিজে করলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে।

১৫. একান্ত নিরাশ্রয় মূসা (আ)-এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহেই তাঁর আশাতীত ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এটা ছিল আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাসের ফল।

১৬. মানুষের জন্য সর্বোত্তম আশ্রয়স্থল হলো আল্লাহর দরবার। কারণ তিনিই একমাত্র আদি, তিনিই অন্ত এবং তিনিই একমাত্র চিরঞ্জীব। সর্বকালে সর্বাবস্থায় তিনি মানুষের একমাত্র বন্ধু ও সাহায্যকারী।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-১৪

٢٩ فَلَمَّا قَضٰى مُوْسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهٖٓ اٰنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّوْرِ

২৯. অতপর মূসা যখন পূর্ণ করলেন (তার) মেয়াদকাল[৪০] এবং তার পরিবার-পরিজন নিয়ে রওয়ানা দিলেন তখন তিনি দেখলেন তূর পর্বতের দিকে

نَارًا ۚ قَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا

আগুন[৪১], তিনি (মূসা) তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন—'তোমরা অপেক্ষা করো, আমি অবশ্যই আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি সেখান থেকে নিয়ে আসতে পারবো তোমাদের জন্য

(২৯) فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; قَضٰى-পূর্ণ করলেন ; مُوْسَى-মূসা ; الْاَجَلَ-(তার) মেয়াদকাল ; وَ-এবং ; سَارَ-রওয়ানা দিলেন ; بِاَهْلِهٖ-(ب+اهل+ه)-তার পরিবার-পরিজন নিয়ে ; اٰنَسَ-তিনি দেখলেন ; مِنْ جَانِبِ-(من+جانب)-দিকে ; الطُّوْرِ-তূর পর্বতের ; نَارًا-আগুন ; قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; لِاَهْلِهِ-(ل+اهل+ه)-তাঁর পরিবারবর্গকে ; امْكُثُوْا-তোমরা অপেক্ষা করো ; اِنِّيْ-আমি অবশ্যই ; اٰنَسْتُ-দেখেছি ; نَارًا-আগুন ; لَعَلِّيْ-(لعل+ى)-সম্ভবত আমি ; اٰتِيْكُمْ-(اتى+كم)-আসতে পারবো তোমাদের জন্য ; مِنْهَا-সেখান থেকে ;

৪০. **অর্থাৎ মূসা (আ) তাঁর জন্য নির্ধারিত বাধ্যতামূলক মেয়াদ আট বছর এবং ঐচ্ছিক মেয়াদ দুই বছর পূর্ণ করলেন।** সহীহ বুখারীতে আছে যে, ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন যে, "মূসা (আ) দশ বছর মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। কেননা নবী রাসূলগণ যা বলেন তা পূর্ণ করেন।" রাসূলুল্লাহ (স) প্রাপককে তার প্রাপ্যের চেয়েও বেশী দিতেন। আর তিনি উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছেন যে, চাকুরী, পারিশ্রমিক ও ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

৪১. 'তূর' পাহাড়ের অবস্থান হলো—মাদইয়ান থেকে মিসরের দিকে যে পথ চলে গেছে তার পাশে। সুতরাং এটা অনুমান করা যায় যে, তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে মিশরের দিকে যাচ্ছিলেন। যে ফিরআউনের পরিবারে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং যার আমলে তিনি মিসর থেকে বের হয়েছিলেন, মাদইয়ানে দশ বছর অবস্থানকালে তার মৃত্যু হয়েছিল। তারপর অন্য একজন ফিরআউনের শাসন মিসরে চলছিল, তাই মূসা (আ) মনে করেছিলেন যে, আমি যদি নীরবে পরিবার-পরিজন নিয়ে মিসরে গিয়ে নিজের পরিবারের লোকদের মধ্যে অবস্থান করতে থাকি তাহলে কেউ জানতে পারবে না।

بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ﴿৩০﴾ فَلَمَّا أَتٰهَا نُوْدِيَ

কোনো খবর অথবা আগুনের জ্বলন্ত কয়লা যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পার। ৩০. তারপর যখন তিনি সেখানে (আগুনের কাছে) পৌছলেন (তখন) তাঁকে ডেকে বলা হলো,

مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبٰرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ

উপত্যকার ডান কিনারার[৪২] পবিত্র স্থানটির[৪৩] গাছটি থেকে

أَنْ يّٰمُوْسٰٓى إِنِّيْٓ أَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿৩১﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۭ فَلَمَّا

যে, 'হে মূসা! নিশ্চয়ই আমি—আমিই আল্লাহ, জগতসমূহের প্রতিপালক। ৩১. আর (বলা হলো) যে, আপনি আপনার লাঠি নিক্ষেপ করুন ; তারপর যখন

رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ ۭ يٰمُوْسٰٓى أَقْبِلْ

তিনি যখন তাকে (লাঠিকে) দেখলেন তা মোচড়াচ্ছে যেন তা একটি সাপ—তিনি পিঠ ফিরিয়ে ছুটে পালালেন এবং পেছনে ফিরে দেখলেন না ; (তাঁকে বলা হলো) "হে মূসা! এগিয়ে আসুন

بِخَبَرٍ-(ب+خبر)-কোনো খবর নিয়ে ; أَوْ-অথবা ; جَذْوَةٍ-জ্বলন্ত কয়লা ; مِنَ النَّارِ-আগুনের ; لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَصْطَلُوْنَ-আগুন পোহাতে পার। (৩০) فَلَمَّا-তারপর যখন ; أَتٰهَا-(اتى+ها)-তিনি সেখানে পৌছলেন ; نُوْدِيَ-(তখন) তাঁকে ডেকে বলা হলো ; مِنْ شَاطِئِ-কিনারার ; الْوَادِ-উপত্যকার ; الْأَيْمَنِ-ডান ; فِي ; الْبُقْعَةِ-স্থানটির ; الْمُبٰرَكَةِ-পবিত্র ; مِنَ-থেকে ; الشَّجَرَةِ-গাছটি ; أَنْ-যে ; يّٰمُوْسٰٓى-হে মূসা ; إِنِّيْ-অবশ্যই আমি ; أَنَا-আমিই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّ-প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-জগতসমূহের। (৩১) وَ-আর ; أَنْ-(বলা হলো) যে, أَلْقِ-আপনি নিক্ষেপ করুন ; عَصَاكَ-(عصا+ك)-আপনার লাঠি ; فَلَمَّا-তারপর যখন ; رَاٰهَا-(را+ها)-তাকে (লাঠিকে) দেখলেন ; تَهْتَزُّ-তা মোচড়াচ্ছে ; كَأَنَّهَا-(ك+ان+ها)-যেন তা ; جَانٌّ-একটি সাপ ; وَلّٰى-তিনি ছুটে পালালেন ; مُدْبِرًا-পিঠ ফিরিয়ে ; وَ-এবং ; لَمْ يُعَقِّبْ-পেছনে ফিরে দেখলেন না ; يٰمُوْسٰٓى-(তাঁকে বলা হলো) হে মূসা ; أَقْبِلْ-এগিয়ে আসুন ;

৪২. অর্থাৎ মূসা (আ)-এর ডান হাতের দিকে উপত্যকার যে কিনারা ছিল, সেই কিনারায়।

৪৩. 'তূর' পর্বতের এ স্থানটিকে বরকতময় বলা হয়েছে। এ স্থানটি বরকতময় হওয়ার কারণ হলো—আল্লাহর তাজাল্লী যা আগুনের আকারে এ স্থানে প্রদর্শিত হয়েছিল। এ থেকে জানা গেলো যে, যে স্থানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানটিও বরকতময় হয়ে যায়।

وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ

এবং ভয় করবেন না ; নিশ্চয়ই আপনি নিরাপদদের শামিল।
৩২. আপনার হাত আপনার বগলে ঢোকান

تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

বের হয়ে আসবে তা উজ্জ্বল হয়ে কোনো প্রকার মন্দ ছাড়াই[৪৪], এবং ভয়মুক্তির জন্য আপনি আপনার বাহু দুটো, আপনার (বগলের) সাথে মিলিয়ে চেপে ধরুন[৪৫]

فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا

আর ঐ দুটো হলো দুটো প্রমাণ আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ফিরআউন ও তার সভাষদদের জন্য ; নিশ্চয়ই তারা ছিল

قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ○

পাপাচারী সম্প্রদায়[৪৬]। ৩৩. তিনি (মূসা) বললেন—'হে আমার প্রতিপালক, আমি তো তাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলাম, তাই আমি ভয় করছি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে[৪৭]।

وَ-এবং ; لَا تَخَفْ-ভয় করবেন না ; اِنَّكَ-নিশ্চয়ই আপনি ; مِنَ-শামিল ; الْاٰمِنِيْنَ-নিরাপদদের। ৩২ اُسْلُكْ-ঢোকান ; يَدَكَ-(يد+ك)-আপনার হাত ; فِيْ جَيْبِكَ-(فى+جيب+ك)-আপনার বগলে ; تَخْرُجْ-বের হয়ে আসবে ; بَيْضَاءَ-উজ্জ্বল হয়ে ; مِنْ ; غَيْرِ-ছাড়াই ; سُوْءٍ-কোনো প্রকার মন্দ ; وَ-এবং ; اُضْمُمْ-মিলিয়ে চেপে ধরুন ; اِلَيْكَ-আপনার বগলের সাথে ; جَنَاحَكَ-আপনার বাহু দুটো ; مِنَ-জন্য ; الرَّهْبِ-ভয় মুক্তির ; فَذٰنِكَ-(ف+ذانك)-আর এ দুটো হলো ; بُرْهَانٰنِ-দুটো প্রমাণ ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; اِلٰى-জন্য ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন ; وَ-ও ; مَلَائِه-(ملاء+ه)-তার সভাষদদের ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوْا-ছিল; قَوْمًا-সম্প্রদায় ; فٰسِقِيْنَ-পাপাচারী। ৩৩ قَالَ-তিনি (মূসা) বললেন ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اِنِّيْ-আমি তো ; قَتَلْتُ-হত্যা করেছিলাম ; مِنْهُمْ-তাদের ; نَفْسًا-এক ব্যক্তিকে ; فَاَخَافُ-(ف+اخاف)-তাই আমি ভয় পাচ্ছি ; اَنْ-যে, يَقْتُلُوْنِ-তারা আমাকে হত্যা করবে।

৪৪. এ মু'জিযা দুটো মূসা (আ)-কে দেয়ার কারণ হলো, যাতে তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মে যে, তিনি যথার্থ-ই বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর সাথে কথা বলছেন। তাছাড়া তাঁর মনে যেন এ বিশ্বাসও দৃঢ় হয় যে, তিনি ফিরআউনের দরবারে একেবারে নিরস্ত্র হয়ে যাচ্ছে না, বরং আল্লাহ প্রদত্ত দুটো শক্তিশালী অস্ত্র তাঁর কাছে রয়েছে।

৩৪ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ز

৩৪. আর আমার ভাই হারূন—সে আমার চেয়ে অধিকতর বাকপটু ভাষার দিক থেকে, অতএব তাকে আমার সাথে সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করুন, সে আমার সত্যতার প্রমাণ দেবে

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا

আমি অবশ্য ভয় করি যে, তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে। ৩৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন—"শীঘ্রই আমি তোমার ভাইকে দিয়ে তোমার বাহুকে শক্তিশালী করে দেবো এবং দান করবো তোমাদেরকে

سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِآيَاتِنَا ۚ أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ○

প্রাধান্য, ফলে তারা তোমাদের কাছে পৌছতে পারবে না, আমার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তোমরা উভয়ে এবং যারা তোমাদের অনুসরণ করবে, তারাই হবে বিজয়ী[৪৮]।"

৩৪ وَ-আর ; أَخِي-(اخ+ى)-আমার ভাই ; هَارُونَ-হারূন ; هُوَ-সে ; أَفْصَحُ- অধিকতর বাকপটু ; مِنِّي-(من+نى)-আমার চেয়ে ; لِسَانًا-ভাষার দিক থেকে ; فَأَرْسِلْهُ-(ف+ارسل+ه)-অতএব তাকে প্রেরণ করুন ; مَعِيَ-আমার সাথে ; رِدْءًا-সাহায্যকারী রূপে ; يُصَدِّقُنِي-(يصدق+نى)-সে আমার সত্যতার প্রমাণ দেবে; إِنِّي-আমি অবশ্য; أَخَافُ-ভয় করি ; أَنْ-যে ; يُكَذِّبُونِ-তারা আমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে। ৩৫ قَالَ- তিনি (আল্লাহ) বললেন ; سَنَشُدُّ-(س+نشد)-শীঘ্রই আমি শক্তিশালী করে দেবো ; عَضُدَكَ-তোমার বাহুকে ; بِأَخِيكَ-(ب+اخى+ك)-তোমার ভাইকে দিয়ে ; وَ-এবং ; نَجْعَلُ-দান করবো ; لَكُمَا-তোমাদেরকে ; سُلْطَانًا-প্রাধান্য ; فَلَا يَصِلُونَ-(ف+لا يصلون)-ফলে তারা পৌছতে পারবে না ; إِلَيْكُمَا-তোমাদের কাছে ; بِآيَاتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে ; أَنْتُمَا-তোমরা উভয়ে ; وَ-এবং ; مَنِ-যারা ; اتَّبَعَكُمَا-(اتبع+كما)-তোমাদের অনুসরণ করবে ; الْغَالِبُونَ-তারাই হবে বিজয়ী।

৪৫. অর্থাৎ ভয়কালীন সময়ে নিজের দু'বাহুকে নিজের বগলের সাথে চেপে রাখলে অথবা এক হাতকে অন্য হাতের বগলে রেখে বাহু দিয়ে চেপে রাখলে ভয়ের মাত্রা কমে যায় এবং মন শক্তিশালী হয়।

হযরত মূসা (আ)-কে যেহেতু কোনো প্রকার পার্থিব সাজ-সরঞ্জাম ছাড়াই তৎকালীন সময়ের এক শক্তিশালী শাসকের মুকাবিলায় পাঠানো হয়েছিল, তাই তাঁকে আশংকামুক্ত থাকার জন্য এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছিল।

৪৬. এখানে মূসা (আ)-কে নবী হিসেবে নিযুক্ত করা হচ্ছে এবং ফিরআউনের বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করে দিয়ে তাকে সতর্ক করে দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা

﴿٣٦﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَ

৩৬. অতপর যখন আমার স্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে মূসা তাদের কাছে আসলেন, তারা বললো—'এটা তো অলীক যাদু ছাড়া কিছু নয়[৪৯] এবং

مَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ

আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদের মধ্যে এটা সম্পর্কে শুনিনি'[৫০]। ৩৭. আর মূসা বললেন—'আমার প্রতিপালক খুব ভালো জানেন

(৩৬) فَلَمَّا-অতপর যখন ; جَاءَ-আসলেন ; هُمْ-তাদের কাছে ; مُوسَىٰ-মূসা ; بِآيَاتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলী নিয়ে ; بَيِّنَاتٍ-স্পষ্ট ; قَالُوا-তারা বললো ; مَا-নয় ; هَٰذَا-এটাতো ; إِلَّا-ছাড়া কিছু ; سِحْرٌ-যাদু ; مُفْتَرًى-অলীক ; وَ-এবং ; مَا-(নয়) ; سَمِعْنَا-আমরা শুনিনি ; بِهَٰذَا-এটা সম্পর্কে ; فِي-মধ্যে ; آبَائِنَا-(اباء+نا)-আমাদের বাপ-দাদাদের ; الْأَوَّلِينَ-পূর্ববর্তী। (৩৭) وَ-আর ; قَالَ-বললেন ; مُوسَىٰ-মূসা; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; أَعْلَمُ-খুব ভালো জানেন ;

ত্ব-হা-র ২৪ আয়াতে যেমন বলা হয়েছে—"ফিরআউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে।" সূরা আশ-শুআরায় বলা হয়েছে—"আর যখন তোমার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন,—"যালিম সম্প্রদায়ের কাছে—ফিরআউনের সম্প্রদায়ের কাছে যাও।"

৪৭. একথার অর্থ এটা নয় যে, "যেহেতু আমাকে তারা হত্যা করতে পারে, সুতরাং আমি নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে পারবো না"—বরং এর অর্থ হলো—নবুওয়াতের দায়িত্ব পালন করার আগেই তারা যেন আমাকে হত্যা করে ফেলতে না পারে, সেজন্য আগে থেকে কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাতে আমাকে হত্যা করার মাধ্যমে তারা নবুওয়াতের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিতে না পারে। পরবর্তী বাক্য থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

৪৮. আল্লাহর সাথে মূসা (আ)-এর বিস্তারিত কথোপকথন সূরা ত্ব-হার ১১ আয়াত থেকে ৪৮ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

৪৯. 'অলীক' অর্থ মিথ্যা, অসার। অর্থাৎ লাঠি সাপে পরিণত হওয়া এবং হাত থেকে উজ্জ্বল আলো বিকীরণ করা মূল জিনিসের মধ্যে প্রকৃত পরিবর্তন নয় ; বরং এটা একটা প্রতারণাপূর্ণ কৌশল, যাকে 'মুজিযা' বলে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে।

৫০. অর্থাৎ মূসা যা বলছে এসব কথা আমাদের বাপ-দাদারাও কখনো শোনেনি। মূসা (আ) ফিরআউনকে যা যা বলেছিল কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে সেসব বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আন নাযিয়াতের ১৮ ও ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমার কি পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে ? আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ দেখাচ্ছি। যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো।"

بِمَنْ جَآءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهٗ عَاقِبَةُ الدَّارِ ؕ

তার সম্পর্কে যে নিয়ে এসেছে তাঁর কাছ থেকে হিদায়াত এবং তাকেও যার আখিরাতের পরিণতি হবে তার জন্য (শুভ) ;

اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَاُ مَا عَلِمْتُ

নিশ্চয় যালিমরা সফলকাম হয় না[৫১]। ৩৮. আর ফিরআউন বললো—"হে সভাষদবৃন্দ! আমি তো জানি না

لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ ۚ فَاَوْقِدْ لِيْ يٰهَامٰنُ عَلَى الطِّيْنِ فَاجْعَلْ لِّيْ

আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহকে[৫২], অতএব হে হামান ! আমার জন্য মাটি পোড়াও (ইট বানাও), তারপর আমার জন্য তৈরী করো

- بِمَنْ-তার সম্পর্কে, যে ; جَآءَ-এসেছে ; بِالْهُدٰى-(ب+ال+هدى)-হিদায়াত নিয়ে ; مِنْ-থেকে ; عِنْدِهٖ-(عند+ه)-তাঁর কাছে ; وَ-এবং ; مَنْ-তাকেও যার ; تَكُوْنُ-হবে ; لَهٗ-তার জন্য (শুভ) ; عَاقِبَةُ-পরিণতি ; الدَّارِ-আখিরাতের ; اِنَّهٗ-নিশ্চয়ই ; لَا يُفْلِحُ-সফলকাম হয় না ; الظّٰلِمُوْنَ-যালিমরা। ﴿۳۸﴾ وَ-আর ; قَالَ-বললো ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউন ; يٰۤاَيُّهَا-হে ; الْمَلَاُ-সভাষদবৃন্দ ; مَا عَلِمْتُ-আমিতো জানি না ; لَكُمْ-তোমাদের ; مِّنْ-অন্য কোনো ; اِلٰهٍ-ইলাহকে ; غَيْرِيْ-(غير+ى)-আমি ছাড়া ; فَاَوْقِدْ-(ف+اوقد)-অতএব পোড়াও ; لِيْ-আমার জন্য ; يٰهَامٰنُ-হে হামান ; عَلَى الطِّيْنِ-মাটি (ইট বানাও) ; فَاجْعَلْ-(ف+اجعل)-তারপর তৈরী করো ; لِّيْ-আমার জন্য ;

সূরা ত্ব-হার ৪৭ ও ৪৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বলো—আমরা উভয়ে তোমার প্রতিপালকের রাসূল, সুতরাং বনী ইসরাঈলকে আমাদের সাথে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না ; আমরা তো তোমার কাছে তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আর সালাম তার প্রতি যে সৎপথ অনুসরণ করে। অবশ্যই আমাদের প্রতি ওহী পাঠানো হয়েছে যে, শাস্তিতো তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

৫১. অর্থাৎ যালিমরা কখনো বিজয় লাভ করতে পারে না, তাদের মুক্তি নেই। এটা চিরন্তন সত্য। যে ব্যক্তি রিসালতের মিথ্যা দাবীদার সে যেমন যালিম, তেমনি যে ব্যক্তি সত্য রাসূলকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে এবং ধোঁকাবাজদের সাহায্যে রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বাধা দান করে সে-ও যালিম। সে কখনো মুক্তি ও সফলতা লাভ করতে পারে না। আমিতো আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছি, আমার

صَرْحًا لَّعَلِّىٓ اَطَّلِعُ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوسٰى وَاِنِّىْ لَاَظُنُّهٗ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ○

একটি সুউচ্চ প্রাসাদ, যাতে আমি 'উঁকি মেরে মূসার ইলাহকে দেখতে পারি, আর আমি তো অবশ্যই তাকে মিথ্যাবাদীদের শামিল মনে করি[৫৩]।

صَرْحًا-সুউচ্চ প্রাসাদ ; لَّعَلِّىْ-(لعل+ى)-যাতে আমি ; اَطَّلِعُ-উঁকি মেরে দেখতে পারি ; اِلٰٓى اِلٰهِ-ইলাহকে ; مُوْسٰى-মূসার ; وَ-আর ; اِنِّىْ-আমিতো অবশ্যই ; لَاَظُنُّهٗ-(ل+اظن+ه)-তাকে মনে করি ; مِنَ-শামিল ; الْكٰذِبِيْنَ-মিথ্যাবাদীদের।

অবস্থা তিনিই ভালো জানেন। তাঁর পক্ষ থেকে যাকে রাসূল মনোনীত করা হয়েছে, তাকে তিনিই ভালো করে জানেন। আর পরিণামের ফায়সালা তো তাঁরই হাতে।

৫২. অর্থাৎ মিসরের সার্বভৌম ক্ষমতা আমার। আমি-ই মিসরের মালিক। সুতরাং এখানে অন্য 'ইলাহ' তথা হুকুম দানকারী অন্য কোনো সত্তার কোনো অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার জানা নেই। আসলে ফিরআউন নিজেকে আসমান-যমীনের স্রষ্টা দাবী করতো না এবং এটাও দাবী করতো না যে, আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো 'মাবূদ' বা উপাস্য নেই। কারণ মিসরবাসীরা বহুদেবতার পূজারী ছিল। স্বয়ং ফিরআউন বহু দেবতার পূজারী ছিল। কুরআন মাজীদে সূরা আ'রাফের ১২৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "ফিরআউনের জাতির সরদাররা বললো, আপনি কি মূসা ও তার কাওমকে এভাবে ছেড়ে দেবেন যে, তারা দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আপনাকে ও আপনার দেব-দেবীকে বর্জন করবে।

ফিরআউনের নিজেকে 'ইলাহ' দাবী করার অর্থ হলো—মিসরে আমার হুকুম-ই চলবে, আমার আইনকেই এখানে আইন বলে মেনে নিতে হবে। অন্য কোনো সত্তার আইন এখানে চলবে না। সূরা যুখরুফের ৫১ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে তার দরবারের লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল—"হে আমার জাতি! মিসরের রাজত্ব কি আমার নয় এবং এ নদীগুলো কি আমার হুকুমে প্রবাহিত নয়?" ফিরআউন যে নিজেকে 'ইলাহ' দাবী করে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বুঝাতে চেয়েছে, তার কথা থেকেই বুঝা যায়। সূরা ইউনুসের ৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, সে মূসাকে বলেছিল—"তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো এজন্য যে, আমাদেরকে সে পথ থেকে বিচ্যুত করবে, যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি? আর তোমাদের দু'জনের আধিপত্য এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়?"

সূরা ত্ব-হা'র ৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, "হে মূসা! তুমি কি আমাদের কাছে এসেছো তোমার যাদুর জোরে আমাদের দেশ থেকে আমাদেরকে বের করে দেয়ার জন্য?"

সূরা আল মু'মিনের ২৬ আয়াতে বলা হয়েছে—"আমি আশংকা করছি, এ ব্যক্তি তোমাদের দীন পরিবর্তীত করে দেবে অথবা দেশে একটা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।"

এদিক থেকে চিন্তা করলে বর্তমানকালের যেসব দেশ আল্লাহর নবী-প্রদত্ত শরীয়াতের আইনের পরিবর্তে নিজেদের রচিত রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের দাবীদার তারাও ফিরআউনের চেয়ে ভিন্নতর কিছু নয়।

৩৯ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا

৩৯. আর সে (ফিরআউন) ও তার বাহিনী কোনো অধিকার ছাড়াই পৃথিবীতে অহংকার করেছিল[৫৪], এবং তারা ভেবেছিল যে, তাদেরকে কখনও আমার কাছে

لَا يُرْجَعُونَ ٤٠ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ

ফিরে আসতে হবে না[৫৫]। ৪০. সুতরাং আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং নিক্ষেপ করলাম তাদেরকে সাগরে[৫৬], অতএব দেখো কেমন হয়েছিল

(৩৯) وَ-আর ; اسْتَكْبَرَ-অহংকার করেছিল ; هُوَ-সে (ফিরআউন) ; وَ-ও ; جُنُودُهُ-(جنود+ه)-তার বাহিনী ; فِى الْأَرْضِ-পৃথিবীতে ; بِغَيْرِ-ছাড়া-ই ; الْحَقِّ-কোনো অধিকার ; وَ-এবং ; ظَنُّوا-তারা ভেবেছিল ; أَنَّهُمْ-কখনো তাদেরকে ; إِلَيْنَا-আমার কাছে ; لَا يُرْجَعُونَ-ফিরে আসতে হবে না। (৪০) فَأَخَذْنَاهُ-(ف+اخذنا+ه)-সুতরাং আমি পাকড়াও করলাম তাকে ; وَ-ও ; جُنُودَهُ-(جنود+ه)-তার বাহিনীকে ; فَنَبَذْنَاهُمْ-(ف+نبذنا+هم)-এবং নিক্ষেপ করলাম তাদেরকে ; فِى الْيَمِّ-সাগরে ; فَانْظُرْ-(ف+انظر)-অতএব দেখো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ;

৫৩. কুরআন মাজীদের আয়াত থেকে এটা প্রমাণিত হলো যে, ফিরআউন সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল এবং সে প্রাসাদের উপরে উঠে আল্লাহকে দেখার চেষ্টা করেছিল। আর সে সত্যিই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করতো, না-কি জিদ ও হঠকারিতা বশে নাস্তিক্যবাদী কথা বলতো তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে সে কখনো মানসিক অস্থিরতা বশত বলতো যে, আমি উপরে উঠে দেখেছি—মূসার আল্লাহ কোথাও নেই। আবার কখনো বলতো যে, "মূসা যদি সত্যিই আল্লাহর প্রেরিত হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সোনার কাঁকন নাযিল হয়নি কেন, অথবা ফেরেশতারা তার সঙ্গী-সাথী হয়ে আসেনি কেন?"

৫৪. আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া আর কারো পক্ষে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করার অধিকার নেই। ফিরআউন ও তার বাহিনী দুনিয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশের মালিক হয়ে নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী মনে করে বসলো। এটা নিতান্ত অন্যায় ও সীমালংঘনমূলক কাজ।

৫৫. অর্থাৎ তারা এমন স্বেচ্ছাচারী হয়ে বসলো যে, যেন তাদেকে কোথাও কখনো কারো নিকট জবাবদিহি করতে হবে না।

৫৬. অর্থাৎ তাদেরকে দেয়া সংশোধনের অবকাশের সময় যখন শেষ হয়ে গেলো, তখন ফিরআউন ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম এবং খড়কুটার মতো সাগরে ছুঁড়ে ফেললাম—আল্লাহ তাআলার একথা দ্বারা ফিরআউন ও তার বাহিনীর হীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

عَاقِبَةُ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٤١﴾ وَجَعَلْنٰهُمْ اَئِمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

যালিমদের পরিণতি। ৪১. আর আমি তো তাদেরকে নেতা বানিয়েছিলাম। তারা ডাকতো (লোকদেরকে) জাহান্নামের দিকে[৫৭] ; আর কিয়ামতের দিন

لَا يُنْصَرُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَاَتْبَعْنٰهُمْ فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

তাদেরকে কোনো সাহায্য করা হবে না। ৪২. আর এ দুনিয়াতেও আমি তাদেরকে পেছনে লা'নত লাগিয়ে দিয়েছি এবং কিয়ামতের দিনও

هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوْحِيْنَ ۟

তারা অত্যন্ত ধিকৃতদের শামিল হবে[৫৮]।

عَاقِبَةُ-পরিণতি ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিমদের। ﴿٤١﴾ وَ-আর ; جَعَلْنٰهُمْ-(جعلنا+هم)-আমিতো তাদেরকে বানিয়েছিলাম ; اَئِمَّةً-নেতা ; يَدْعُوْنَ-তারা ডাকতো (লোকদেরকে) ; اِلَى-দিকে ; النَّارِ-জাহান্নামের ; وَ-আর ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; لَا يُنْصَرُوْنَ-তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। ﴿٤٢﴾ وَ-আর ; اَتْبَعْنٰهُمْ-(اتبعنا+هم)-আমি তাদের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছি ; فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا-এ দুনিয়াতেও ; لَعْنَةً-লা'নত ; وَ-এবং ; يَوْمَ-দিনও ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; هُمْ-তারা ; مِنَ-শামিল হবে ; الْمَقْبُوْحِيْنَ-অত্যন্ত ধীকৃতদের।

৫৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ফিরআউন ও তার বাহিনীকে দেশের নেতৃত্ব দান করেছিলেন, কিন্তু সেসব বিভ্রান্ত নেতারা মানুষকে সৎপথে পরিচালনা করার পরিবর্তে এমন পথে পরিচালিত করেছে, যার ফলে মানুষ জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছে। ফিরআউন ও তার বাহিনী তাদের কৃতকর্মের একটি দৃষ্টান্ত উত্তরসূরীদের জন্য রেখে গেছে। আর তাহলো সত্যকে অস্বীকার করা ও তার উপর অবিচল থাকা, সত্যের মুকাবিলায় কিরূপ কৌশল গ্রহণ করতে হবে ইত্যাদি। উত্তরসূরীরা তাদের দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করে সত্যের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

৫৮. 'মাকবূহ' শব্দের বহুবচন 'মাকবূহীন' অর্থ বিকৃত ও ধিকৃত। কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা বিকৃত করে দেয়া হবে, ফলে তারা অত্যন্ত ধিকৃত অবস্থায় পতিত হবে। তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত শোচনীয়।

৪র্থ রুকূ' (২৯-৪২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'নবুওয়াত' মহান আল্লাহর এক অনুপম দান। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। এটা চেয়ে নেয়ারও কোনো জিনিস নয়।

২. যাকে আল্লাহ 'নবুওয়াত' দান করবেন, তিনি তা পাওয়ার এক মুহূর্ত আগেও তা জানতে পারেন না যে, তাঁর উপর এমন একটি গুরুদায়িত্ব অর্পিত হচ্ছে। যেমন মূসা (আ)-ও তা জানতে পারেননি।

৩. আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর উপর নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব দান করার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে দশ বছর ছাগল চড়ানোর মতো কঠিন কাজ করিয়ে তাঁকে তৈরি করে নিয়েছিলেন।

৪. মূসা (আ)-ও মানুষ ছিলেন। তাই মানবিক বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে বিরাজমান ছিল। তাই লাঠি সাপের মতো মোচড়াতে দেখে তিনিও ভয় পেয়ে ছুটে পালাচ্ছিলেন। এভাবে সকল নবীই মানুষ ছিলেন।

৫. বগলে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনার পর তা উজ্জ্বল আলো বিকীরণ করতে লাগলো। এটা মূসা (আ)-কে দেয়া দ্বিতীয় মু'জিযা। আল্লাহ তা'আলা মু'জিযার মাধ্যমে নবীদেরকে মানসিক দিক থেকে শক্তিশালী করে দেন, যাতে তারা সাহসিকতার সাথে দীনের দাওয়াত দিতে পারেন।

৬. ফিরআউন ছিল মিসরের এক পাপাচারী যালিম, স্বৈরশাসক। তার সভাষদগণ ও সৈন্যবাহিনী ছিল তার যুলুম পাপাচারের সহায়ক। তাই তারাও একই অপরাধে অপরাধী ছিল। তাই যুলুমের সাহায্যকারীরাও যালিম।

৭. যে স্থানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সৎকর্ম অনুষ্ঠিত হয় উক্ত স্থান বরকতময় স্থানে পরিণত হয়। যেমন তূর পাহাড়ের উপত্যকার ডান পাশের স্থান। যেখানে মূসা (আ) নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, সে স্থানকে আল্লাহ 'বরকতময় ভূখণ্ড' বলে অভিহিত করেছেন।

৮. মূসা (আ) তাঁর অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের অপরাধের জন্য তাঁর নিজের প্রাণনাশের আশংকা করছিলেন, এটা তাঁর মানবীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। সুতরাং নবীরা মানুষ-ই ছিলেন।

৯. দীনের প্রচার কাজে ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রশংসনীয় বর্ণনাভঙ্গি কাম্য। সুতরাং এ দুটো গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক।

১০. মূসা (আ) ফিরআউনের দরবারে একাকী যেতে ভয় পাচ্ছিলেন, তাই তাঁর ভাই হারূন (আ)-কে সাথী হিসেবে পেতে আল্লাহর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এটাও মানবিক বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত। এটাও প্রমাণ করে যে, নবীগণ মানুষই ছিলেন।

১১.সত্য ও মিথ্যার সংগ্রামে সত্যপন্থীরা-ই শেষ পর্যন্ত বিজয় লাভ করে, যেমন মূসা (আ) ফিরআউনের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেছিলেন। এটা আল্লাহর-ই কথা।

১২. ফিরআউন ও তার জাতির লোকেরা ছিল চরম হঠকারী, তাই মূসা (আ)-এর উপস্থাপিত সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখেও ঈমান আনার সৌভাগ্য তাদের হয়নি।

১৩. সত্যের মুকাবিলায় বাতিল পন্থীরা বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে সত্যপথ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। এটা তাদের চিরাচরিত কৌশল।

১৪. ফিরআউন বিশ্বজাহানের স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহকে অস্বীকার করতো না। সে নিজেকে উপাস্য দেবতা বলেও মনে করতো না। সে নিজেকে মিসরের 'ইলাহ' তথা সার্বভৌম শাসক বলে মনে করতো।

১৫. অহংকারী যালিমদের পরিণতি দুনিয়াতেও কখনো শুভ হয় না। আর আখিরাতেতো তাদের সকল কর্মকাণ্ডই ব্যর্থ।

১৬. মানুষকে দীনের দিকে তথা জান্নাতের দিকে ডাকার জন্যই আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার নেতৃত্ব ও শাসন কর্তৃত্ব দান করেন ; কিন্তু যারা তা ভুলে গিয়ে মানুষকে আল্লাহর নাফরমানীর দিকে ডাকে, তারা প্রকারান্তরে জাহান্নামের দিকেই ডাকে।

১৭. এসব নেতাগণ দুনিয়াতেও অভিশপ্ত অবস্থায় থাকবে, আর আখিরাতে তাদের চেহারাকে বিকৃত করে দিয়ে জাহান্নামের ধিকৃত ও লাঞ্ছিত জীবনে কাল কাটাতে বাধ্য করা হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-৬

﴿٤٣﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ

৪৩. আর আমি নিঃসন্দেহে মূসাকে কিতাব দিয়েছি তারপর—যখন আমি ধ্বংস করে দিয়েছি পূর্ববর্তী অনেক মানব গোষ্ঠীকে—

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾ وَمَا كُنتَ

(যা ছিল) মানুষের জন্য প্রকাশ্য উপদেশবাণী ও হিদায়াত এবং রহমত স্বরূপ, যাতে তারা (তা থেকে) উপদেশ নিতে পারে[৫৯]। ৪৪. আর আপনি তো ছিলেন না

بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٤٤﴾

(তূর পর্বতের) পশ্চিম পার্শ্বে যখন আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠিয়ে শরীয়ত দান করেছিলাম[৬০] এবং আপনি সাক্ষীদের অন্তর্ভুক্তও ছিলেন না।[৬১]

(৪৩) وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-আমি নিঃসন্দেহে দিয়েছি ; مُوْسَى-মূসাকে ; الْكِتٰبَ-কিতাব; مِنْ بَعْدِ-তারপরে ; مَآ-যখন ; اَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; الْقُرُوْنَ-অনেক মানব গোষ্ঠীকে ; الْاُوْلٰى-পূর্ববর্তী ; بَصَآئِرَ-(যা ছিল) প্রকাশ্য উপদেশ বাণী ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; وَ-ও ; هُدًى-হিদায়াত ; وَ-এবং ; رَحْمَةً-রহমত স্বরূপ ; لَعَلَّهُمْ-যাতে তারা ; يَتَذَكَّرُوْنَ-(তা থেকে) উপদেশ নিতে পারে। (৪৪) وَ-আর ; مَا كُنْتَ-আপনিতো ছিলেন না ; بِجَانِبِ-পার্শ্বে ; الْغَرْبِيِّ-পশ্চিম ; اِذْ-যখন ; قَضَيْنَا-আমি ওহী পাঠিয়ে দান করেছিলাম ; اِلٰى-প্রতি ; مُوْسَى-মূসার ; الْاَمْرَ-শরীয়ত ; وَ-এবং ; مَا كُنْتَ-আপনি ছিলেন না ; مِنَ-অন্তর্ভুক্ত ; الشّٰهِدِيْنَ-সাক্ষীদের।

৫৯. 'পূর্ববর্তী মানবগোষ্ঠী' এখানে নূহ, হূদ, সালেহ ও লূত (আ)-এর কাওমকে বুঝানো হয়েছে। এসব জাতি মূসা (আ)-এর আগে তাদের অবাধ্যতার কারণে আল্লাহর গযবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। মূসা (আ)-কে প্রদত্ত কিতাব 'তাওরাত' তখনকার মানবগোষ্ঠীর জন্য জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, হিদায়াত তথা সৎপথের দিশারী ও রহমতস্বরূপ ছিল। মূসা (আ)-কে তাওরাত দেয়া হয়েছিল ফিরআউন ও তার কাওমকে ধ্বংস করে দেয়ার পর। যাতে করে পরবর্তী মানব গোষ্ঠী হিদায়াত লাভ করে এক নবযুগের সূচনা করতে পারে।

৬০. অর্থাৎ সেই পাহাড়ের পশ্চিম পার্শ্বে যেখানে মূসা (আ)-কে শরয়ী বিধান দেয়া হয়েছিল। এটা হেজাযের পশ্চিমে সীনাই উপদ্বীপে অবস্থিত।

﴿٤٥﴾ وَلٰكِنَّآ اَنْشَاْنَا قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا

৪৫. বরং আমি (তারপরে) সৃষ্টি করেছিলাম অনেক মানব গোষ্ঠী, অতপর তাদের উপর অতিবাহিত হয়ে গেছে অনেক দীর্ঘ সময়[৬২] (আপনার যুগ পর্যন্ত) ; আর আপনি অবস্থানকারীও ছিলেন না

فِيْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۙ وَلٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَ

মাদইয়ানের অধিবাসীদের মধ্যে (যাতে) আপনি আমার আয়াতসমূহ তাদের কাছে পাঠ করতেন[৬৩], কিন্তু আমি-ই ছিলাম (তখন) রাসূল প্রেরণকারী। ৪৬. আর

مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّوْرِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ

আপনি (তখনও) তূর পর্বতের পাশে ছিলেন না যখন আমি (মূসাকে) ডেকেছিলাম ; কিন্তু এটা আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ[৬৪], যাতে আপনি সতর্ক করে দিতে পারেন

(৪৫) وَلٰكِنَّا-বরং ; اَنْشَاْنَا-আমি সৃষ্টি করেছিলাম (তারপরে) ; قُرُوْنًا -অনেক মানবগোষ্ঠী ; فَتَطَاوَلَ-(ف+تطاول)-অতপর অতিবাহিত হয়েছে অনেক দীর্ঘ ; عَلَيْهِمْ-তাদের উপর ; الْعُمُرُ-সময় (আপনার যুগ পর্যন্ত) ; وَ-আর ; مَا كُنْتَ-আপনি ছিলেন না ; ثَاوِيًا-অবস্থানকারীও ; فِيْٓ-মধ্যে ; اَهْلِ-অধিবাসীদের ; مَدْيَنَ-মাদইয়ানের ; تَتْلُوْا-(যাতে) আপনি পাঠ করতেন ; عَلَيْهِمْ-তাদের কাছে ; اٰيٰتِنَا-আমার আয়াতসমূহ ; وَلٰكِنَّا-কিন্তু ; كُنَّا-আমি-ই ছিলাম (তখন) ; مُرْسِلِيْنَ-রাসূল প্রেরণকারী। (৪৬) وَ-আর ; مَا كُنْتَ-আপনি (তখন) ছিলেন না ; بِجَانِبِ-পাশে; الطُّوْرِ-তূর পর্বতের ; اِذْ-যখন; نَادَيْنَا-আমি (মূসাকে) ডেকেছিলাম ; وَلٰكِنْ-কিন্তু; رَّحْمَةً-(এটা) অনুগ্রহ ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; لِتُنْذِرَ-যাতে আপনি সতর্ক করে দিতে পারেন ;

৬১. অর্থাৎ মূসা (আ)-এর সাথে বনী ইসরাঈলের যে পঞ্চাশজন প্রতিনিধিকে শরীয়ত মেনে চলার অঙ্গীকার নেয়ার জন্য ডাকা হয়েছিল, সেখানেও আপনি সাক্ষী হিসেবেও উপস্থিত ছিলেন না। এ ঘটনা সূরা আ'রাফের ১৫৫ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

৬২. অর্থাৎ এ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর এসব ঘটনা সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান লাভের কোনো সুযোগ আপনার ছিল না ; কিন্তু আল্লাহর ওহীর সাহায্যে এসব ব্যাপারগুলো আপনাকে জানানো হয়েছে বলেই চাক্ষুষ দেখার মতই আপনি তাদের কাছে বর্ণনা করছেন।

৬৩. অর্থাৎ মূসা (আ) যখন মাদইয়ানে দশটি বছর অতিবাহিত করেছেন, তখনতো আপনার কোনো অস্তিত্ব ছিল না যে, আপনি তাদেরকে আমার আয়াত শোনাতে পারতেন ; আপনিতো মক্কার অলি-গলিতে দাওয়াতের কাজ করছেন। অথচ মাদইয়ানের ঘটনা-

قَوْمًا مَّآ أَتٰهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْلَآ

এমন এক কওমকে যাদের কাছে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি[৬৫], যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। ৪৭. আর যদি না (রাসূল পাঠাতাম)

قَوْمًا-এমন এক কাওমকে ; مَّآ أَتٰهُمْ-(ما اتى+هم)-আসেনি যাদের কাছে ; مِّنْ-নَّذِيرٍ-কোনো সতর্ককারী ; مِّنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার আগে ; لَعَلَّهُمْ-যেন তারা ; يَتَذَكَّرُونَ-উপদেশ গ্রহণ করে। ৪৭ وَ-আর ; لَوْلَآ-যদি না (রাসূল পাঠাতাম) ;

প্রবাহ আপনি এদেরকে শোনাচ্ছেন। এটা একমাত্র আমার ওহীর মাধ্যমেই আপনার এ জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

৬৪. আগের ৪৪, ৪৫, ৪৬ এ তিনটি আয়াতে যে তিনটি বিষয় রাসূলুল্লাহ (স)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, সে বিষয়গুলো তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবেই পেশ করা হয়েছে। কারণ সে সময় মক্কার কাফির সরদাররা, ইয়াহুদী আলেমরা ও খৃস্টান রাহিবরা তাঁর নবুওয়াতের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে ইরশাদ করেছেন যে, মুহাম্মাদ (স)-এর নিকট ওহী ছাড়া এসব তথ্য পাওয়ার কোনো সূত্রই ছিল না। সুতরাং যারা তাঁর নবুওয়াতকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য চেষ্টারত আছে, তাদের এসবের বিকল্প তথ্যসূত্র জানা থাকলে পেশ করুক।

কুরআন মাজীদ বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনার পর এ ধরনের চ্যালেঞ্জ বিভিন্ন স্থানে দিয়েছে। হযরত যাকারিয়া (আ) ও মারইয়ামের কাহিনী বর্ণনার পর সূরা আলে ইমরানের ৪৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"এসব হলো গায়েবী সংবাদ, তা আমি আপনার নিকট ওহী করেছি ; আর আপনিতো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা নিজ নিজ কলম নিক্ষেপ করছিলেন যে, তাদের মধ্যে মারইয়ামের অবিভাবক কে হবে ; আর আপনি তখনও ছিলেন না যখন তারা পরস্পর ঝগড়া করছিল।"

হযরত ইউসুফের কাহিনী বর্ণনার পরও সূরা ইউসুফের ১০২ আয়াতে "এটা গায়েবী ঘটনাসমূহের একটি যা আমি আপনার কাছে ওহী করছি ; আর আপনিতো তাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, তখন তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছিল এবং তারা ষড়যন্ত্র করছিল।"

একইভাবে হযরত নূহ (আ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর সূরা হূদ-এর ৪৯ আয়াতে বলা হয়েছে—

"এসব গায়েবের খবর আমি আপনার প্রতি ওহী করছি; এর আগে না আপনি এসব জানতেন, আর না আপনার কাওম (এসব জানতে) ; অতএব সবর করুন, শুভ পরিণাম অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্য।"

এসব কথার মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মুহাম্মাদ (স) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী এবং আল কুরআন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ কিতাব। নচেৎ একজন 'উম্মী'

أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا

তখন তাদের হাতগুলো যা করে আগে পাঠিয়েছে সেজন্য (অর্থাৎ তাদের কৃতকর্মের জন্য) তাদের উপর কোনো বিপদ আপতিত হলে তারা বলতো—"হে আমাদের প্রতিপালক ! কেন

أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○

আপনি আমাদের প্রতি কোনো রাসূল পাঠালেন না ? তাহলে (পাঠালে) আমরা আপনার নিদর্শন মেনে চলতাম এবং আমরা মু'মিনদের শামিল হয়ে যেতাম[৬৬]।"

أَنْ تُصِيبَهُمْ-(ان تصيب+هم)-তাদের উপর আপতিত হলে ; مُصِيبَةٌ-কোনো বিপদ ; بِمَا-যা, সেজন্য ; قَدَّمَتْ-করে আগে পাঠিয়েছে ; أَيْدِيهِمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাতগুলো ; فَيَقُولُوا-তখন তারা বলতো ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; لَوْلَا-কেননা ; أَرْسَلْتَ-আপনি পাঠালেন ; إِلَيْنَا-আমাদের প্রতি ; رَسُولًا-কোনো রাসূল ; فَنَتَّبِعَ-(ف+نتبع)-তাহলে (পাঠালে) আমরা মেনে চলতাম ; آيَاتِكَ-(ايت+ك)-আপনার নিদর্শন ; وَ-এবং ; نَكُونَ-আমরা হয়ে যেতাম ; مِنَ-শামিল ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের।

তথা নিরক্ষর মানুষ কি করে হাজার হাজার বছর আগে ঘটে যাওয়া কাহিনীসমূহের নির্ভুল বিবরণ পেশ করতে পারে ?

৬৫. অর্থাৎ হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর আরবদেরকে। হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পর থেকে শেষ নবী (স) পর্যন্ত এ বংশে হযরত শোয়াইব (আ) ছাড়া অন্য কোনো নবী আসেনি। প্রায় দু'হাজার বছরের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অবশ্যই বাইরের নবীদের দাওয়াত তাদের কাছে পৌঁছেছে। যেমন হযরত মূসা (আ), হযরত সুলাইমান (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত আরবদের নিকট পৌঁছেছে ; কিন্তু নির্দিষ্টভাবে তাদের মধ্যে কোনো নবীর আবির্ভাব হয়নি।

৬৬. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে নবী পাঠানোর কারণ হিসেবে ইরশাদ করেছেন যে, মানুষ যেন অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে যে, তাদের কাছে নবী পাঠানো হয়নি তথা তাদের হিদায়াত লাভের কোনো উপায়-উপকরণ না থাকায় তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। এ থেকে এটা মনে করা উচিত হবে না যে, সব জায়গায় একজন করে নবী পাঠানো উচিত। আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নবী পাঠান না যতক্ষণ পর্যন্ত একজন নবীর দাওয়াতের কার্যক্রম সঠিক আকৃতিতে বিরাজমান থাকে এবং লোকদের কাছে তা পৌঁছাবার মাধ্যমও বর্তমান থাকে। ইতিপূর্বেকার নবীর শরীয়তে কোনো সংযোজন বা পরিবর্ধনের প্রয়োজন হলেই তখন নতুন নবী পাঠানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে নবীদের শিক্ষা যখন বিলুপ্ত হয়ে যায়, অথবা তার সাথে গুমরাহী এমনভাবে মিশ্রিত হয়ে যায় যে, তা থেকে হিদায়াত লাভ সম্ভব না হয়, তখনই আল্লাহ নবী পাঠিয়ে থাকেন। যাতে করে কোনো লোক

٤٨ فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا لَوْلَآ أُوْتِيَ مِثْلَ مَآ أُوْتِيَ

৪৮. অতপর যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের নিকট সত্য এসে পৌছল, তারা বললো—'তাকে সেরূপ কেনো দেয়া হলো না যেরূপ দেয়া হয়েছিল

مُوْسٰى ۚ أَوَلَمْ يَكْفُرُوْا بِمَآ أُوْتِيَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ۚ قَالُوْا

মূসাকে[৬৭] ? তবে কি তারা তা অস্বীকার করেনি, যা দেয়া হয়েছিল ইতিপূর্বে মূসাকে[৬৮] ? তারা বলেছিল—

سِحْرٰنِ تَظٰهَرَا ۚ وَقَالُوْٓا إِنَّا بِكُلٍّ كٰفِرُوْنَ ٤٩ قُلْ فَأْتُوْا

'উভয়ই যাদু[৬৯] (যা) একে অপরকে সাহায্য করে' ; তারা আরও বলেছে—'আমরা অবশ্যই প্রত্যেকটাতেই অবিশ্বাসী।' ৪৯. আপনি বলে দিন—'তাহলে তোমরা নিয়ে এসো

(৪৮) فَلَمَّا-অতপর যখন ; جَآءَ-এসে পৌছল ; هُمُ-তাদের নিকট ; الْحَقُّ-সত্য ; مِنْ-থেকে ; عِنْدِنَا-(عند+نا)-আমার পক্ষ ; قَالُوْا-তারা বললো ; لَوْلَآ أُوْتِيَ-কেন দেয়া হলো না ; مِثْلَ-সেরূপ ; مَآ-যেরূপ ; أُوْتِيَ-দেয়া হয়েছিল ; مُوْسٰى-মূসাকে ; أَوَ-তবে কি ; لَمْ يَكْفُرُوْا-তারা অস্বীকার করেনি ; بِمَا-তা যা ; أُوْتِيَ-দেয়া হয়েছিল; مُوْسٰى-মূসাকে ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; قَالُوْا-তারা বলেছিল ; سِحْرٰنِ-উভয়ই যাদু ; تَظٰهَرَا-(যা) একে অপরকে সাহায্য করে ; وَ-আরও ; قَالُوْا-তারা বলেছে ; إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; بِكُلٍّ-প্রত্যেকটাতেই ; كٰفِرُوْنَ-অবিশ্বাসী। (৪৯) قُلْ-আপনি বলে দিন ; فَأْتُوْا-(ف+اتوا)-তাহলে তোমরা নিয়ে এসো ;

এ অজুহাত পেশ করতে না পারে যে, আমাদেরকে হক ও বাতিলের পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন করায় এবং সঠিক পথ দেখাবার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় আমরা গুমরাহ হয়ে গেছি।

৬৭. অর্থাৎ মূসা (আ)-কে যেসব মু'জিযা দেয়া হয়েছিল সেসব মু'জিযা মুহাম্মাদ (স)-কে দেয়া হলো না কেন ? লাঠি, উজ্জ্বল হাত, অস্বীকারকারীদের উপর তুফান, যমিনী বালা-মসীবত ও পাথরে লিখিত কিতাব ইত্যাদি মু'জিযা তাঁকে যদি দেয়া হতো, তাহলেইতো তাঁর নবুওয়াতের সত্যতা প্রমাণিত হতো।

৬৮. কাফিরদের উপরোক্ত প্রশ্নের জবাবে এখানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, মূসা (আ)-এর মু'জিযা দেখার পর কি তারা তাঁর উপর ঈমান এনেছিল ? তোমরাও কি মূসা (আ)-কে নবী হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর শরীয়ত অনুযায়ী নিজেদের জীবন গড়তে রাজী হয়েছো ? যদি তা না মেনে থাকো, তাহলে মুহাম্মাদ (স)-কে সেসব মু'জিযা দিলে তোমরা তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নিতে এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়। আসলে এসব ছিল কাফিরদের মিথ্যা আপত্তি মাত্র। সূরা সাবার ৩১ আয়াতে মক্কার কাফিরদের

بِكِتٰبٍ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ هُوَ اَهْدٰى مِنْهُمَآ اَتَّبِعْهُ اِنْ كُنْتُمْ

আল্লাহর নিকট থেকে এমন একটি কিতাব যা এ দুটোর চেয়ে অধিক হিদায়াত দানকারী হবে আমিও তার অনুসরণ করবো[৭০] ; যদি তোমরা হয়ে থাকো

صٰدِقِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ

সত্যবাদী। ৫০. তারপর তারা যদি আপনার কথায় সাড়া না দেয় তবে আপনি জেনে রাখুন, তারা শুধুমাত্র অনুসরণ করে

اَهْوَآءَهُمْ ۗ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوٰىهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللّٰهِ ۗ

নিজেদের খেয়াল-খুশীর ; আর তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে হতে পারে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো হিদায়াত ছাড়াই নিজের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ?

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥٠﴾

আল্লাহ অবশ্যই যালিম লোকদেরকে সঠিক পথ দেখাম না।

بِكِتٰبٍ-(ب+كتب)-এমন একটি কিতাব ; مِنْ-থেকে ; عِنْدِ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; هُوَ-যা ; اَهْدٰى-অধিক হিদায়াত দানকারী হবে ; مِنْهُمَآ-এ দুটোর চেয়ে ; اَتَّبِعْهُ-(اتبع+ه)-আমিও তার অনুসরণ করবো ; اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿৫০﴾ فَاِنْ-তারপর যদি ; لَمْ يَسْتَجِيْبُوْا-তারা সাড়া না দেয় ; لَكَ-আপনার কথায় ; فَاعْلَمْ-(ف+اعلم)-তবে আপনি জেনে রাখুন ; اَنَّمَا-শুধুমাত্র ; يَتَّبِعُوْنَ-তারা অনুসরণ করে ; اَهْوَآءَهُمْ-(اهواء+هم)-নিজের খেয়াল খুশীর ; وَ-আর; مَنْ-কে ; اَضَلُّ-অধিক পথভ্রষ্ট হতে পারে ; مِمَّنِ-(من+من)-তার চেয়ে যে, اتَّبَعَ-অনুসরণ করে ; هَوٰىهُ-(هوى+ه)-নিজের খেয়াল-খুশীর ; بِغَيْرِ-(ب+غير)-ছাড়াই ; هُدًى-কোনো হিদায়াত ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ; لَا يَهْدِى-সঠিক পথ দেখান না ; الْقَوْمَ-লোকদেরকে ; الظّٰلِمِيْنَ-যালিম।

কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, "আর কাফিররা বলে, 'আমরা কখনো এ কুরআন-কে বিশ্বাস করবো না এবং তার সামনে বিদ্যমান আগেকার কিতাবগুলোকেও বিশ্বাস করবো না।"

৬৯. অর্থাৎ তাওরাত ও কুরআন উভয়ই যাদু, যা একটা অপরটার সহায়ক মাত্র। সুতরাং আমরা কোনোটাই মানি না।

৭০. অর্থাৎ ঠিক আছে তোমরা যদি তাওরাত ও কুরআন কোনোটাই মানতে না চাও তাহলে আল্লাহর নিকট থেকে অপর একটি কিতাব তোমরা নিয়ে এসো যা এ দুটোর চেয়ে

উত্তম পথ-নির্দেশনা দিতে সক্ষম এবং মানুষের সামনে তা উপস্থাপন করো। তা যদি এ দুটোর চেয়ে উত্তম পথ নির্দেশক হয়, তাহলে আমিও তা মেনে নেবো।

৫ম রুকূ' (৪৩-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মূসা (আ)-এর প্রতি তাওরাত নাযিল হওয়ার আগে আল্লাহ তা'আলা অনেক মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

২. ধ্বংসপ্রাপ্ত মানবগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যাদের নাম কুরআন মাজীদে এসেছে, সেগুলো হলো—নূহ (আ)-এর জাতি, হুদ (আ)-এর জাতি, সালেহ (আ)-এর জাতি এবং লূত (আ)-এর জাতি।

৩. কুরআন মাজীদে অতীতের আম্বিয়ায়ে কিরামের ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনা এসেছে, এমন কাহিনী সন্দেহাতীতভাবে নির্ভরযোগ্য। কেননা এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে তাঁর সর্বশেষ রাসূলের নিকট এসেছে।

৪. যেহেতু ওহী ছাড়া এসব ঘটনা জানার অন্য কোনো সূত্র রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট ছিল না এবং তিনি নিজেই ছিলেন নিরক্ষর, অতএব একজন নিরক্ষর নবীর মুখে এসব ঘটনার বিবরণ পেশ করতে পারাই তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ।

৫. হযরত মূসা (আ)-কে শরীয়ত সম্বলিত কিতাব তাওরাত দান করা হয়েছিল হিজাযের পশ্চিমে সিনাই উপদ্বীপে।

৬. তাওরাত ছিল সেই সময়ের মানুষের জন্য সুস্পষ্ট উপদেশ বাণী, হিদায়াত তথা জীবনযাপনের দিক নির্দেশনা এবং রহমত স্বরূপ।

৭. হযরত ইসমাঈল (আ)-এর পরে এ বংশে হযরত শোয়াইব (আ) ছাড়া সুদীর্ঘকাল কোনো নবী আসেননি। এর মধ্যে যেসব নবী আল্লাহ তা'আলা পাঠিয়েছেন সবাই ছিলেন হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশে।

৮. অতপর ইসমাঈল (আ)-এর বংশে আল্লাহ তা'আলা আখেরী নবী, নবীদের সরদার, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (স)-কে পাঠিয়ে দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের জন্য ইসলামকে একমাত্র জীবনব্যবস্থা নির্ধারণ করে দেন।

৯. যুগে যুগে নবীদের মাধ্যমে এবং শেষ নবীর পরে নবীর ওয়ারিস ওলামায়ে কিরামের মাধ্যমে দুনিয়ার সকল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যাবে। যাতে করে কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ দীনের দাওয়াত না পাওয়ার অভিযোগ তুলতে না পারে।

১০. দুনিয়াতে সকল যুগেই এমন কিছু লোক থাকবে, যারা আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখার পরও বিভিন্ন খোঁড়া অজুহাত তুলে দীন গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এসব লোকের নসীবে আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত লিখেননি। এরা হবে চিরস্থায়ী জাহান্নামের বাসিন্দা।

১১. যারা আল্লাহর কিতাবকে বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশী মতো জীবনযাপন করে এবং আল্লাহর কিতাবের বিধানকে খেয়াল-খুশী অনুসারে পরিবর্তন করে, আল্লাহর বান্দাহদেরকে তাঁর বিধান পালনে বাধা সৃষ্টি করে, তাদের উপর দুনিয়াতে অবধারিত আল্লাহর গযব পড়বে এবং আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠোর আযাব।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-১০

﴿٥١﴾ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٢﴾ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ

৫১. আর আমি নিঃসন্দেহে তাদের কাছে অনবরত বাণী পৌঁছে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে[৭১]। ৫২. যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا

কিতাব এর (কুরআনের) আগে, তারা এতে (কুরআনে) বিশ্বাস করে[৭২]। ৫৩. আর যখন তাদের সামনে তা পাঠ করা হয় (তখন) তারা বলে—'আমরা ঈমান আনলাম

(৫১) وَ-আর ; لَقَدْ وَصَّلْنَا-নিসন্দেহে আমি অনবরত পৌঁছে দিয়েছি; لَهُمُ-তাদের কাছে; الْقَوْلَ-বাণী ; لَعَلَّهُمْ-(لعل+هم)-যাতে তারা ; يَتَذَكَّرُونَ-উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (৫২) الَّذِينَ-যাদেরকে ; آتَيْنَاهُمُ-(اتينا+هم)-দিয়েছিলাম তাদেরকে ; الْكِتَابَ-কিতাব ; مِنْ قَبْلِهِ-(من+قبل+ه)-এর (কুরআনের) আগে ; هُمْ-তারা ; بِهِ-এতে (কুরাআনে) ; يُؤْمِنُونَ-বিশ্বাস করে। (৫৩) وَ-আর ; إِذَا-যখন ; يُتْلَى-তা পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; قَالُوا-(তখন) তারা বলে ; آمَنَّا-আমরা ঈমান আনলাম ;

৭১. 'ওয়াসসাল্‌না' শব্দটি 'তাওসীল' শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ রশির সুতার সাথে আরও সুতা মিলিয়ে রশিকে আরো মজবুত করা। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে অনবরত হিদায়াত দান অব্যাহত রেখেছেন এবং অনেক উপদেশমূলক বিষয়বস্তুর বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, যাতে শ্রোতাগণ প্রভাবান্বিত হন। সুতরাং যারা জিদে ও একগুয়েমী পরিহার করে সহজ-সরলভাবে হিদায়াত গ্রহণ করতে সম্মত হয় সে-ই তা থেকে লাভবান হবে।

৭২. এখানে আহলি কিতাবের যেসব লোক কুরআন মাজীদ শোনার পর ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছে সেদিকে ইংগীত করা হয়েছে। এসব লোক কুরআন মাজীদ নাযিলের আগেও তাওরাত ও ইঞ্জিলের ভবিষ্যদ্বাণী থেকে কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতে বিশ্বাসী ছিল। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) ও কুরআন মাজীদের আবির্ভাবের পর তারা মুসলমান হয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর পরিষদ বর্গের মধ্য থেকে চল্লিশজনের একটি প্রতিনিধিদল যখন মদীনায় উপস্থিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ (স) খায়বর যুদ্ধে রত ছিলেন। ৪০ জনের এ প্রতিনিধি দলও জিহাদে অংশ গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ আহত হলেও কেউ নিহত হননি। তাঁরা যখন সাহাবায়ে কিরামের আর্থিক দুর্দশা দেখলেন, তখন

بِهٖٓ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّنَآ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهٖ مُسْلِمِيْنَ ﴿٥٣﴾ اُولٰٓئِكَ يُؤْتَوْنَ

এর প্রতি, অবশ্যই এটা সত্য আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, আমরা তো এর আগেও মুসলিম-ই ছিলাম[৭৩]। ৫৪. তাদেরকে দেয়া হবে

اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

তাদের বিনিময় দুবার[৭৪], কেননা তারা সবর করেছে[৭৫], আর তারা ভালো দিয়ে মন্দের মুকাবিলা করে[৭৬] এবং যে রিয্ক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে

بِهٖ-এর প্রতি ; اَنَّهُ-অবশ্যই এটা ; الْحَقُّ-সত্য مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّنَا-(رب+نا)-আমার প্রতিপালকের ; اِنَّا-আমরাতো ; كُنَّا-ছিলাম ; مِنْ قَبْلِهٖ-(من+قبل+ه)-এর আগেও ; مُسْلِمِيْنَ-মুসলিম। ﴿٥٤﴾ اُولٰٓئِكَ-তাদেরকে ; يُؤْتَوْنَ-দেয়া হবে ; اَجْرَهُمْ-(اجر+هم)-তাদের বিনিময় ; مَرَّتَيْنِ-দুবার ; بِمَا-কেননা ; صَبَرُوْا-তারা সবর করেছে ; وَ-আর ; يَدْرَءُوْنَ-তারা মুকাবিলা করে ; بِالْحَسَنَةِ-(ب+ال+حسنة)-ভালো দিয়ে ; السَّيِّئَةَ-মন্দের ; وَ-এবং ; مِمَّا-(من+ما)-যা, তা থেকে ; رَزَقْنٰهُمْ-(رزقنا+هم)-রিয্ক তাদেরকে আমি দিয়েছি ;

রাসূলুল্লাহ (স)-কে অনুরোধ জানালেন যে, আল্লাহর রহমতে আমরা ধনাঢ্য ও সম্পদশালী লোক। আপনি অনুমতি দিলে আমরা দেশে ফিরে গিয়ে সাহাবায়ে কিরামের জন্য কিছু অর্থ-সম্পদের ব্যবস্থা করতে পারি। এ উপলক্ষ্যে 'আল্লাযীনা আ-তাইনাহুম' থেকে নিয়ে 'ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকূন' পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে মাযহারী)

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা) থেকে বর্ণিত যে, মদীনায় হিজরতের আগে জাফর (রা)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং নাজ্জাশীর দরবারে ইসলামের শিক্ষা পেশ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে ঈমান সৃষ্টি করে দেন। তারা ছিল খৃস্টান এবং তাওরাত ও ইনজীলে উল্লিখিত কুরআন ও শেষ নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জ্ঞাত। (তাফসীরে মাযহারী)

৭৩. অর্থাৎ আমাদের কিতাবের মাধ্যমে কুরআন ও আখেরী নবী সম্পর্কে আমাদের যে জ্ঞান অর্জিত হয়েছে তার ভিত্তিতেই আমরা আগেও 'মুসলিম' ছিলাম। আর এখন যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন নিয়ে এসেছেন তাকে মেনে নেয়ার কারণেও আমরা 'মুসলিম' আছি। এ আয়াত এবং আরও অনেক আয়াত থেকে জানা যায় যে, 'মুসলিম' শব্দটি শুধুমাত্র মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মত বা অনুসারীদের জন্যই প্রযোজ্য নয় বরং সকল যুগে সকল নবীর উম্মতই 'মুসলিম' ছিলেন এবং সকল নবীর দীন-ই 'ইসলাম' ছিল। এসব 'মুসলিম' যদি তাদের পরবর্তীতে আগত কোনো নবীকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র তখনই তারা কাফির হয়ে যাবে। আর যারা পূর্বের নবীকেও মানতো এবং পরে আগত নবীকেও মেনে নেয় তাহলে তাদের ইসলামে কোনো ছেদ পড়েনি। তারা আগেও 'মুসলিম' ছিল এবং পরবর্তী নবীকে মেনে নিয়ে পরেও তারা 'মুসলিম'-ই থেকে গেছে।

কুরআন মাজীদের বহুস্থানেই এ বিষয়টি বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে। কুরআন মাজীদের আলোকে মূল দীন হলো 'ইসলাম' তথা স্রষ্টার আনুগত্য। আর আল্লাহর বিশ্ব-জাহানের সকল সৃষ্টির জন্য এছাড়া অন্য কোনো দীন হতেই পারে না। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সকল সৃষ্টি এ ইসলাম-ই মেনে চলছে এবং সকল নবীর দীন-ই এ ইসলাম ছিল। তাঁরা নিজেরাও 'মুসলিম' থেকেছেন এবং নিজেদের অনুসারীদেরকেও মুসলিম থেকে জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

এখানে যে বিষয়টি বিবেচ্য তাহলো অতীতের আম্বিয়ায়ে কিরামের আনীত দীন এবং তার অনুসারীরা 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' নামে অভিহিত না হলেও শব্দদ্বয়ের মূল অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ অতীতের নবীদের দীন ছিল আল্লাহর পূর্ণ আনুগত্যের ভাবধারায় সমৃদ্ধ। তাই-সেই দীনসমূহ ছিল 'ইসলাম' এবং সেই দীনসমূহের অনুসারীরা আল্লাহ ও তাঁর নবীর অনুগত ছিল বিধায় তাঁরা ছিলেন 'মুসলিম'।

মোটকথা, সব নবীর অভিন্ন দীন 'ইসলাম' এবং তাঁদের অনুসারীদের অভিন্ন উপাধি 'মুসলিম'। তবে তা হতে পারে ভিন্ন কোনো ভাষায় এবং ভিন্ন কোনো শব্দে।

এ প্রসংগে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে এর সমর্থন মেলে—

সূরা আলে ইমরানের ১৯ আয়াতে আল্লাহ বলেন—"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে মনোনীত দীন হলো ইসলাম।"

একই সূরার ৮৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন—"আর যে লোক 'ইসলাম' ছাড়া অন্য কোনো দীন খুঁজে ফেরে তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না।"

হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে সূরা ইউনুসের ৭২ আয়াতে বলেন—

"আমার প্রতিদান তো আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে নেই এবং আমাকে মুসলিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাওয়ার নির্দেশ-ই দেয়া হয়েছে।"

সূরা বাকারার ১৩১ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

"তার প্রতিপালক যখন তাকে বললেন—'আপনি মুসলিম তথা অনুগত হয়ে যান.' তিনি বললেন, 'আমি জগতসমূহের প্রতিপালকের অনুগত তথা মুসলিম হয়ে গেলাম।"

অতপর হযরত ইবরাহীম ও ইয়াকূব (আ) তাঁদের সন্তানদের যে অসীয়ত করেছেন তা উক্ত ১৩২ আয়াতে বলা হয়েছে—

"হে আমার সন্তানগণ! আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের জন্যে এ দীন মনোনীত করেছেন, অতপর তোমরা মুসলিম তথা অনুগত না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

একই সূরার ১৩৩ আয়াতে হযরত ইয়াকূব (আ)-এর মৃত্যুশয্যায় তার পুত্রদেরকে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নে বলা হয়েছে—

"যখন তিনি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন, 'তোমরা আমার পরে কার ইবাদাত করেব'? তারা বললো, 'আমরা ইবাদাত করবো আপনার ইলাহ, আপনার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম

ও ইসমাঈল এবং ইসহাক এর ইলাহ্—একক ইলাহ হিসেবে, আর আমরা তাঁরই অনুগত—মুসলিম।" .

সূরা আলে ইমরানের ৬৭ আয়াতে আহলি কিতাবের ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ বলেন—

"ইবরাহীম ইয়াহুদীও ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠভাবে মুসলিম তথা আল্লাহর অনুগত।"

সূরা আল বাকারার ১২৮ আয়াতে হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর দোয়ায় উল্লিখিত হয়েছে—

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে আপনার অনুগত তথা মুসলিম করুন এবং আমাদের বংশধরদের থেকেও আপনার অনুগত তথা মুসলিম একটি উম্মাহ সৃষ্টি করুন।"

সূরা আয যারিয়াতের ৩৬ আয়াতে কাওমে লূতের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

"আমরা সেই জনপদে একটি ঘর ব্যতীত আর কোনো মুসলিম (ঘর) পাইনি।"

সূরা ইউসুফের ১০১ আয়াতে আল্লাহর দরবারে হযরত ইউসুফ (আ)-এর দোয়ায় উল্লিখিত হয়েছে—

"আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যুদিন এবং নেকলোকদের দলভুক্ত করুন।"

সূরা ইউনুস-এর ৮৪ আয়াতে মূসা (আ) তাঁর জাতিকে বলা কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে—

"হে আমার কাওম! তোমরা যদি আল্লাহর উপর ঈমান এনে থাকো, তাহলে তাঁর উপরই তোমরা ভরসা করো, যদি তোমরা মুসলিম হয়ে থাকো।"

বনী ইসরাঈলের আসল দীন যে 'ইসলাম' ছিল তা তাদের শত্রু ফিরআউনেরও জানা ছিল। তাই ফিরআউন সাগরে ডোবার সময় যা বলেছিল, তা সূরা ইউনুসের ৯০ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—

"আমি ঈমান আনলাম যে, বনী ইসরাঈল যার উপর ঈমান এনেছে, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং আমি মুসলিমদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলাম।"

বনী ইসরাঈলের মধ্যে যত নবী এসেছিলেন সকলের দীন 'ইসলাম'-ই ছিল। সূরা আল মায়েদার ৪৪ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

"নিশ্চয় আমি নাযিল করেছি 'তাওরাত' তাতে ছিল হিদায়াত ও আলো, তদনুযায়ী যারা মুসলিম ছিল, সেই নবীগণ তাদের ফায়সালা করতো, যারা হয়ে গিয়েছিল ইয়াহুদী।"

সূরা নামলের ৪৪ আয়াতে সুলায়মান (আ)-এর দীন 'ইসলাম' গ্রহণের সময় সাবা'র রাণীর বক্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে—

"আমি সুলায়মানের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনুগত (মুসলিম) হয়ে গেলাম।"

يُنْفِقُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

তারা খরচ করে[৭৭]। ৫৫. আর যখন তারা বাজে কথাবার্তা শোনে[৭৮] তখন তারা তা থেকে এড়িয়ে চলে এবং বলে আমাদের জন্য আমাদের কাজ আর তোমাদের জন্য

يُنْفِقُوْنَ-তারা খরচ করে। ﴿٥٥﴾ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; سَمِعُوْا-তারা শোনে ; اللَّغْوَ-বাজে কথাবার্তা ; أَعْرَضُوْا-তারা এড়িয়ে চলে ; عَنْهُ-(عن+ه)-তা থেকে ; وَ-এবং ; قَالُوْا-বলে ; لَنَا-আমাদের জন্য ; أَعْمَالُنَا-(اعمال+نا)-আমাদের কাজ ; وَ-আর ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ;

হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর হাওয়ারীদের দীনও ইসলাম-ই ছিল। সূরা আল মায়েদার ১১১ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

"আর (স্মরণ করুন), আমি যখন হাওয়ারীদের প্রতি ওহী করলাম যে, আমার প্রতি ঈমান আনো এবং আমার রাসূলের প্রতিও, তারা বললো, আমরা ঈমান আনলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন—আমরা মুসলিম।"

৭৪. অর্থাৎ আহলি কিতাবের মু'মিনদেরকে দুবার পুরস্কৃত করা হবে। কুরআন মাজীদে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্রা স্ত্রীগণের ব্যাপারেও এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, সূরা আহযাবের ৩১ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্রা স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

"আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত থাকবে ও নেক কাজ করবে তাকে আমি দুবার পুরস্কার দেবো।"

সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে তিন ব্যক্তির জন্য দুবার পুরস্কার দানের কথা উল্লেখিত হয়েছে—(১) আহলি কিতাবের যে ব্যক্তি নিজের নবীর প্রতি ঈমান রাখতো, অতপর মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতিও ঈমান এনেছে ; (২) এমন গোলাম যে আপন মনিবের আনুগত্য করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলেরও আনুগত্য করে ; (৩) এমন ব্যক্তি যার মালিকানায় কোনো বাঁদী ছিল। এ বাঁদীর সাথে বিবাহ ছাড়াই সহবাস করা তার জন্য বৈধ ছিল, কিন্তু সে বাঁদীকে আযাদ করে দিয়ে পরে বিবাহ করে নিয়েছে।

৭৫. আহলি কিতাব তথা ঈসায়ী দুবার পুরস্কার লাভের কারণ হলো—তারা জাতিগত, বংশগত, দলগত ও স্বদেশীয় স্বার্থপ্রীতি থেকে মুক্ত থেকে আল্লাহ ও তাঁর নবীর আনুগত্যে অটল ছিল। অতপর শেষ নবীর আগমনে তারা আল্লাহর আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে তারা শেষ নবীর প্রতি আনুগত্য পোষণ করেছে। তারা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা ব্যক্তি ঈসার আনুগত্য করেনি বরং তারা আল্লাহর দীনেরই আনুগত্য করেছে। তাই ঈসা (আ)-এর পর যখন একই দীন নিয়ে মুহাম্মাদ (স) আগমন করলেন তখন তাঁরা দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁর আনীত দীন ইসলামের আনুগত্যে নিজেদেরকে সপে দিয়েছে এবং খৃষ্টবাদের পথ পরিহার করেছে।

أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَهِلِينَ ﴿٥٥﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ

তোমাদের কাজ ; তোমাদের প্রতি সালাম ; আমরা মূর্খদের (সাথে জড়াতে) চাই না। ৫৬. (হে নবী!) আপনি কখনো তাকে হিদায়াত দান করতে পারেন না যাকে

أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○

আপনি ভালোবাসেন, তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে হিদায়াত দান করতে পারেন ; এবং হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে তিনি (আল্লাহ) ভালো জানেন[৭৯]।

أَعْمَالُكُمْ-(اعمال+كم)-তোমাদের কাজ ; سَلَمٌ-সালাম ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)- তোমাদের প্রতি ; لَا نَبْتَغِي-আমরা (সাথে জড়াতে) চাই না ; الْجَهِلِينَ-মূর্খদের। ৫৬ إِنَّكَ-(ان+ك)-আপনি কখনো ; لَا تَهْدِي-হিদায়াত দান করতে পারেন না ; مَنْ-তাকে, যাকে ; أَحْبَبْتَ-আপনি ভালোবাসেন ; وَلَكِنَّ-তবে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يَهْدِي-হিদায়াত দান করতে পারেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি (আল্লাহ) ; أَعْلَمُ-ভাল জানেন ; بِالْمُهْتَدِينَ-(ب+ال+مهتدين)-হিদায়াত প্রাপ্তদের সম্পর্কে।

৭৬. অর্থাৎ তারা ইবাদাত দ্বারা গুনাহকে মুকাবিলা করে ; কেননা ইবাদাত গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে বলেন, গুনাহ হয়ে গেলে তার কাফ্ফারা স্বরূপ নেক কাজ করো। নেক্কাজ গুনাহকে মিটিয়ে দেবে। অথবা এর অর্থ, কারো মন্দ আচরণের জবাব ভালো আচরণ দ্বারা দেয়া, অথবা মিথ্যার মুকাবিলা সত্য দ্বারা করা ; অথবা যুলুমের মুকাবিলা ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে করা। প্রকৃত পক্ষে এসব উক্তির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কেননা এগুলো সবই ভালো মন্দের অন্তর্ভুক্ত।

৭৭. অর্থাৎ তারা দৈহিক ইবাদাত দ্বারা গুনাহের মুকাবিলা করার সাথে সাথে আল্লাহর দেয়া সম্পদও আল্লাহর পথে খরচ করে।

এখানে হাবশা থেকে আগত প্রতিনিধি দলের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তারা হাবশা থেকে মক্কা সফর করেছে কোনো বৈষয়িক স্বার্থে নয় ; বরং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যে, তাঁরা সশরীরে এসে যদি প্রমাণ পান যে, তিনি সত্যিকার অর্থে একজন সত্য নবী, তাহলে তাঁরা যেন তাঁর উপর ঈমান আনা ও তাঁর পথ-নির্দেশনা লাভ করা থেকে বঞ্চিত না হন। তাই তাঁরা সত্যের সন্ধানে অর্থ ব্যয় করে সুদীর্ঘ পথ সফর করেছেন।

৭৮. এখানে হাবশার প্রতিনিধি দলের সাথে আবু জেহেল ও তার সাথীদের অভদ্র আচরণের দিকে ইংগীত করা হয়েছে।

৭৯. 'হিদায়াত' দ্বারা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দীনের পথ দেখিয়ে দিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়া বুঝানো হয়েছে। এ ধরনের হিদায়াত নবী-রাসূলদের সাধ্যাতীত বিষয় এবং এটা তাঁদের দায়িত্বও নয়। তাই রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, আপনার মনের চাহিদা হলো, আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা, আপনার

⑰ وَقَالُوٓا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا ؕ اَوَلَمْ نُمَكِّنْ

৫৭. আর তারা বলে—'আমরা যদি আপনার সাথে সৎপথ অনুসরণ করি, আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হবে[৮০]; আমি কি প্রতিষ্ঠিত করিনি

⑰ وَ-আর ; قَالُوٓا-তারা বলে ; اِنْ-যদি ; نَتَّبِعِ-আমরা অনুসরণ করি ; الْهُدٰى-সৎ পথ ; مَعَكَ-(مع+ك)-আপনার সাথে ; نُتَخَطَّفْ-আমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হবে ; مِنْ-থেকে ; اَرْضِنَآ-(ارض+نا)-আমাদের দেশ ; اَوَلَمْ نُمَكِّنْ-(ا+و+لم نمكن)-আমি কি প্রতিষ্ঠিত করিনি ;

ভাই-বন্ধুরা এবং আপনার আত্মীয়-স্বজনরা ঈমান এনে ইসলামী জীবনযাপন করুক, কিন্তু এ হিদায়াত তো আল্লাহর হাতে। যাদের মধ্যে তিনি এ হিদায়াত গ্রহণের আগ্রহ দেখতে পান তাদেরকে তিনি তা দান করবেন। আপনার কাঙ্খিত লোকদের মধ্যে আল্লাহ যদি এ আগ্রহ দেখতে না পান তাহলে তারা কিভাবে হিদায়াত প্রাপ্ত হবে ?

সহীহ মুসলিম ও বুখারীতে বর্ণিত হাদীস অনুসারে এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালিব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল চাচা আবু তালিব যেন মুসলমান হয়ে যান; তাই তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর প্রতি ঈমান আনানোর জন্য নিজের সাধ্যমত চেষ্টা চালান ; কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টা-ই নিষ্ফল হয়। আবু তালিব আবদুল মুত্তালিবের অনুসৃত ধর্মের উপরই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর আন্তরিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সবচেয়ে আপনজন আবু তালিবকে হিদায়াত দান করার শক্তি যখন তিনি লাভ করতে পারলেন না, তখনতো পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, কাউকে হিদায়াত দানের এবং হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করার কাজ নবীর নয়। এ বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে। আর আল্লাহর এ হিদায়াত দান তাঁর সেসব বান্দাদেরকে যারা সত্যের প্রতি অনুরাগী, সত্য প্রিয় এবং সত্যের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে। কোনো প্রকার মানবিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আল্লাহ এটা কাউকে দান করেন না।

৮০. কুরাইশ কাফিরদের ঈমান না আনার সবচেয়ে বড় কারণ এটাই ছিল যে, তারা আশংকা করতো এবং প্রকাশ্যে বলতো যে, আমরা যদি আপনার দাওয়াত গ্রহণ করে আপনার সাথে একাত্ম হয়ে যাই তাহলে সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে যাবে, আমাদের সামাজিক মান-মর্যাদা হানী হবে এবং সমগ্র আরববাসী একত্র হয়ে আমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে দেবে।

কুরাইশ কাফিরদের এ আশংকার কারণ ছিল তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক মর্যাদা হারানোর ভয়। সমগ্র আরবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ ছিল, তারা যে ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর এটা ছিল প্রমাণিত সত্য। আর এ জন্যই তারা কা'বার মুতাওয়াল্লী ও পরিচালক মনোনীত হয়েছিল। মক্কায় তাদের বসবাস হওয়ার কারণে

لَهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰٓى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا

তাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তা বিশিষ্ট হারামে ? সেখানে আমার নিকট থেকে রিয্ক হিসাবে আমদানী করা হয় সব রকমের ফল-ফলাদি

وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍۭ بَطِرَتْ

কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না[৮১]। ৫৮. আর আমি এমন অনেক জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা অহংকার করতো

مَعِيْشَتَهَا ۚ فَتِلْكَ مَسٰكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِّنْۢ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۗ وَ

নিজেদের জীবন-উপকরণের ; ঐগুলোই তো তাদের ঘড়বাড়ী, তাদের পরে তাতে কেউ বসবাস করেনি নিতান্ত কম সংখ্যক লোক ছাড়া ; আর

لَهُمْ-তাদেরকে ; حَرَمًا-হারামে ; اٰمِنًا-শান্তি ও নিরাপত্তা বিশিষ্ট ; يُجْبٰى-আমদানী করা হয় ; اِلَيْهِ-সেখানে ; ثَمَرٰتُ-ফল-ফলাদি ; كُلِّ-সব ; شَيْءٍ-রকমের ; رِزْقًا-রিয্ক হিসেবে ; مِنْ-থেকে ; لَدُنَّا-নিকট ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-জানে না। ⑤৮ وَ-আর ; كَمْ-অনেক ; اَهْلَكْنَا-ধ্বংস করে দিয়েছি ; مِنْ قَرْيَةٍ-জনপদ ; بَطِرَتْ-তারা অহংকার করতো ; مَعِيْشَتَهَا-(معيشة+ها)-নিজেদের জীবন-উপকরণের ; فَتِلْكَ-(ف+تلك)-ঐগুলোতো ; مَسٰكِنُهُمْ-(مسكن+هم)-তাদের ঘরবাড়ী ; لَمْ تُسْكَنْ-কেউ বসবাস করেনি ; مِنْ بَعْدِهِمْ-(من+بعد+هم)-তাদের পরে ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-নিতান্ত কম সংখ্যক লোক ; وَ-আর ;

তাদের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেলো। তাছাড়া সমগ্র আরবের ব্যবসা-বাণিজ্যের চাবিকাঠিও তাদের হাতে ছিল। তাই তারা মনে করতে লাগলো যে, মুহাম্মাদ (স)-এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তার সাথে একাত্ম হলে আরবের সমস্ত মূর্তীপূজক গোত্রগুলো আমাদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে যাবে। আমাদেরকে কা'বার মুতাওয়াল্লীর মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেবে এমন কি সবাই একত্র হয়ে আমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়াও বিচিত্র নয়। আল্লাহ তাদের আপত্তির তিনটি জবাব দিয়েছেন।

৮১. কাফির কুরাইশরা যেসব অজুহাতে মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত দীন গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, তার প্রথম জবাব হলো—

তোমরা যে মক্কার বুকে শান্তি, নিরাপত্তা, সামাজিক মান-মর্যাদা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি ভোগ করছো তা কি তোমাদের কোনো যোগ্যতা ও কৌশল অবলম্বনের ফলে অর্জিত হয়েছে ? আমি-ইতো তোমাদেরকে এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছি। আমার বান্দাহ ইবরাহীম (আ)-এর দোয়ার ফলে তোমরা এ মর্যাদায় উন্নীত হয়েছো। কুফর, শিরক ও

كُنَّا نَحْنُ الْوٰرِثِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ

(শেষ পর্যন্ত) আমি-ই হয়েছি (এসবের) উত্তরাধিকারী[৮২]। ৫৯. আর আপনার প্রতিপালক জনপদসমূহের ধ্বংসকারী নন যে পর্যন্ত না তিনি পাঠান

فِيْٓ اُمِّهَا رَسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرٰٓى

কোনো রাসূল তার কেন্দ্রস্থলে, যিনি আমার আয়াতসমূহ তাদের সামনে পাঠ করেন ; এবং আমি কোনো জনপদের ধ্বংসকারী হই না

اِلَّا وَاَهْلُهَا ظٰلِمُوْنَ ۞ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

তার অধিবাসীদের সীমালংঘনকারী হওয়া ছাড়া[৮৩]। ৬০. আর যা কিছু দ্রব্য-সম্ভার তোমাদেরকে দান করা হয়েছে, তাতো দুনিয়ার জীবনের ভোগের উপকরণ

كُنَّا-(শেষ পর্যন্ত) হয়েছি ; نَحْنُ-আমিই ; الْوٰرِثِيْنَ-(এসবের) উত্তরাধিকারী। ৫৯ وَ-আর ; مَا كَانَ-নন ; رَبُّكَ-(رب+ك)-আপনাদের প্রতিপালক ; مُهْلِكَ-ধ্বংসকারী ; الْقُرٰى-জনপদসমূহের ; حَتّٰى-যে পর্যন্ত না ; يَبْعَثَ-তিনি পাঠান ; فِيْٓ اُمِّهَا-(فى+ام+ها)-তার কেন্দ্রস্থলে ; رَسُوْلًا-কোনো রাসূল ; يَّتْلُوْا-যিনি পাঠ করেন ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; اٰيٰتِنَا-(ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহ ; وَ-এবং ; مَا كُنَّا-আমি হই না ; مُهْلِكِي-ধ্বংসকারী ; الْقُرٰى-কোনো জনপদের ; اِلَّا-ছাড়া ; وَاَهْلُهَا-(و+اهل+ها)-তার অধিবাসীদের ; ظٰلِمُوْنَ-সীমালংঘনকারী হওয়া। ৬০ وَ-আর ; مَا-যা কিছু ; اُوْتِيْتُمْ-তোমাদের দান করা হয়েছে ; مِنْ شَيْءٍ-দ্রব্য সম্ভার ; فَمَتَاعُ-(ف+متاع)-তাতো ভোগের উপকরণ ; الْحَيٰوةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ;

পারস্পরিক শত্রুতা সত্ত্বেও তোমরা সকলেই কা'বার হারাম তথা নিরাপত্তাজনিত মর্যাদার ব্যাপারে একমত। তোমাদেরকে এ নিয়ামত তো আমি-ই দিয়েছি। এখন তোমরা কুফরীর মধ্যে ডুবে থেকে সমৃদ্ধশালী থাকবে, আর ঈমান গ্রহণ করলে আমি তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেবো, এটা তোমাদের মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

৮২. মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত দীন গ্রহণে কাফির-মুশরিকদের আপত্তির দ্বিতীয় জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—তোমাদের কর্তব্য অতীতের কাফির মুশরিকদের পরিণতির প্রতি দৃষ্টিপাত করা। তাদের কৃতকর্মের কারণে তারা কিভাবে নিপাত হয়েছে। তাদের বসতবাড়ী, সুদৃঢ় দুর্গ ও প্রতিরক্ষার সাজ-সরঞ্জাম মাটিতে মিশে গেছে। অতএব কুফর ও শিরক-ই হচ্ছে আশংকার বিষয় এবং ধ্বংসের কারণ। অথচ তোমরা এতই নির্বোধ যে, বিপদের আসল কারণকে বাদ রেখে ঈমান ও নেক কাজকেই বিপদের কারণ ভাবছো।

وَزِيْنَتُهَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۚ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

ও তার সৌন্দর্য-শোভা মাত্র ; আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা সবচেয়ে উত্তম ও সবচেয়ে স্থায়ী ; তবুও কি তোমরা বুঝতে চেষ্টা করবে না[৮৪] ?

وَ-ও ; زِيْنَتُهَا-(زينت+ها)-তার শোভা মাত্র ; وَ-আর ; مَا-যা আছে ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; خَيْرٌ-সবচেয়ে উত্তম ; وَّ-ও ; اَبْقٰى-সবচেয়ে স্থায়ী ; اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-(ا+ف+لاتعقلون)-তবুও কি তোমরা বুঝতে চেষ্টা করবে না।

৮৩. কাফির-মুশরিকদের দীন গ্রহণে আপত্তির তৃতীয় জবাবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন যে, তোমাদের ধারণা সঠিক নয়—দীন গ্রহণের জন্য কেউ ধ্বংস হয় না, আগে যেসব জাতিগোষ্ঠী ধ্বংস হয়েছে তারা নিজেরা সীমালংঘন করেছিল বলেই ধ্বংস হয়েছে। আমি কোনো রাসূল তথা সতর্ককারী না পাঠিয়ে কোনো জাতিকে ধ্বংস করি না। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিরা যেসব অসৎ ও ভ্রষ্টতামূলক কাজ করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে, তোমরা সেসব কাজ করে এবং তার উপর অবিচল থেকে কিভাবে রক্ষা পেতে পারো।

৮৪. অর্থাৎ তোমাদেরকে যেসব ভোগের উপকরণ দেয়া হয়েছে তা-তো নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী বিষয়। এ জগতের ধন-দৌলত, আরাম-আয়েশ যেমন ক্ষণস্থায়ী, তেমনি এখানকার ক্ষয়ক্ষতি এবং কষ্টও ক্ষণস্থায়ী। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো সেই কষ্ট ও সুখের চিন্তা করা যা চিরস্থায়ী। চিরস্থায়ী শান্তির খাতিরে ক্ষণস্থায়ী কষ্ট সহ্য করা-ই বুদ্ধিমানের পরিচায়ক।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৫১-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির নিকট সকল যুগেই কোনো না কোনোভাবে হিদায়াত আসতে থেকেছে। অবশেষে পূর্ণাংঙ্গ হিদায়াত হিসেবে এসেছে আল কুরআন। কিয়ামত পর্যন্তই এটা কার্যকর থাকবে।

২. কুরআন-এর সংলগ্ন আগের কিতাব তথা ইনজীলের অনুসারী আহলি কিতাবদের মধ্যে যারা তাদের কিতাবের প্রতি যথার্থ অর্থে বিশ্বাসী ছিল, কুরআন নাযিল হওয়ার পর তারাই কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

৩. ইনজীলের প্রতি ঈমান রাখলে কুরআনের প্রতিও আবশ্যিকভাবে ঈমান আনতে হবে ; কেননা, ইনজীলেই কুরআন নাযিলের পর তার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ রয়েছে।

৪. কুরআন নাযিলের আগে ঈসা (আ) ও ইনজীলের প্রতি যারা বিশ্বাসী ছিল এবং কুরআন নাযিলের পর ইনজীলের নির্দেশেই কুরআনের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আখিরাতে দুবার বিনিময় দেবেন।

৫. এসব লোক হযরত ঈসা (আ) ও ইনজীলের প্রতি ঈমান রাখার জন্য একবার বিনিময় এবং মুহাম্মাদ (স) এবং কুরআনের প্রতি ঈমান আনার জন্য একবার বিনিময় লাভ করবে।

৬. খাঁটি মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য হলো আজেবাজে কথা ও কাজ থেকে এড়িয়ে থাকা। কোনো বাজে

লোক যদি তাদেরকে বাজে কথা ও কাজে জড়াতে চায়, তাহলে তারা সালাম দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ে। আমাদেরকে এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

৭. খাঁটি মু'মিনরা গুনাহের মুকাবিলা করে নেক কাজ দিয়ে, মন্দ আচরণের মুকাবিলা করে ভালো আচরণ দিয়ে ; তারা মিথ্যার মুকাবিলা করে সত্য দ্বারা। আমাদেরকেও এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

৮. সত্যিকার মু'মিনরা দৈহিক ইবাদাতের সাথে সাথে আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

৯. মু'মিনদের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো মূর্খদের সাথে অনর্থক বিতর্ক এড়িয়ে চলা।

১০.নবী-রাসূল এবং আল্লাহর পথের আহ্বানকারীদের দায়িত্ব হলো দীনের দাওয়াত সর্বস্তরে পৌঁছে দেয়া। হিদায়াত সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর করায়াত্বে রয়েছে।

১১. নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের ঈমানদার বান্দাহগণ কোনো লোকের হিদায়াত চাইলেই হিদায়াত করতে পারেন না। বরং আল্লাহর ইচ্ছায়-ই কোনো লোক হিদায়াত প্রাপ্ত হয়।

১২. যারা মনে করে যে, দীন মেনে চললে দুনিয়াতে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তাদের এ ধারণা অজ্ঞতা প্রসূত। মূলত শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা একমাত্র সত্য দীন অনুসরণের মধ্যেই বিরাজিত।

১৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানীতে ধ্বংসের বীজ নিহিত রয়েছে। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি-গোষ্ঠীগুলো তার সাক্ষী। তাদের পরিত্যক্ত বাসস্থানগুলো ধ্বংসের নীরব সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। এ থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

১৪. কোনো বিদ্রোহী জনপদকে ধ্বংস করার আগে আল্লাহ তাদের নিকট সতর্ককারী পাঠান। তারা যদি সতর্ককারীর কথা মেনে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয় তাহলে ধ্বংস থেকে রেহাই পেয়ে যায়। অন্যথায় তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

১৫. ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার সামান্য ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও সম্পদের মোহে আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তিকে উপেক্ষা করা চরম বোকামী। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক লাভ-ক্ষতি বুঝার তাওফীক দিন।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-১৫

٦١ أَفَمَنْ وَّعَدْنٰهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيْهِ كَمَنْ مَّتَّعْنٰهُ مَتَاعَ

৬১. যাকে আমি ওয়াদা দিয়েছি উত্তম ওয়াদা এবং সে তা পাবেই, সে কি তার মতো হতে পারে, যাকে আমি দিয়েছি ভোগ-সম্ভার

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ٦٢ وَيَوْمَ

দুনিয়ার জীবনের, পরে কিয়ামতের দিন সে অপরাধীরূপে উপস্থিতদের মধ্যে শামিল হবে[৮৫]। ৬২. আর সেদিন

(৬১) أَفَمَنْ-(ا+ف+من)-সে কি হতে পারে ; وَّعَدْنٰهُ-(وعدنا+ه)-যাকে আমি ওয়াদা দিয়েছি ; وَعْدًا-ওয়াদা ; حَسَنًا-উত্তম ; فَهُوَ-(ف+هو)-এবং সে ; لَاقِيْهِ-(لاقى+ه)-তা পাবেই ; كَمَنْ-(ك+من)-তার মতো ; مَّتَّعْنٰهُ-(متعنا+ه)-যাকে আমি দিয়েছি ; مَتَاعَ-ভোগসম্ভার ; الْحَيٰوةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; ثُمَّ-পরে ; هُوَ-সে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; مِنَ-শামিল হবে ; الْمُحْضَرِيْنَ-অপরাধিরূপে উপস্থিতদের। (৬২) وَ-আর ; يَوْمَ-সেদিন ;

৮৫. মুহাম্মাদ (স)-এর দীন গ্রহণে কাফির-মুশরিকদের আপত্তির আল্লাহর পক্ষ থেকে অপর একটি জবাব। এখানে দুটো বিষয় চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন ঃ

প্রথমত, দুনিয়ার জীবন নির্দিষ্ট কয়েকটি বছর মাত্র। অপরদিকে আখিরাতের জীবন সুদীর্ঘ ও চিরস্থায়ী। মানুষকে অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী কয়েক বছরের জীবন শেষে ধন-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব সবই ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত জীবনকালের আরাম-আয়েশের বিনিময়ে আখিরাতে অনন্তকালের জীবনকে দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত করা কোনো বুদ্ধিমান মানুষের কাজ হতে পারে না। বরং একজন বুদ্ধিমান দুনিয়ার এ জীবনটাকে কোনো না কোনোভাবে কাটিয়ে দিয়ে আখিরাতের চিরন্তন সুখ লাভের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এজন্য সে সেসব কাজই করবে যা তার আরাম-আয়েশের সহায়ক হবে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর দীন মানুষের কাছে এটা দাবী করে না যে, দুনিয়ার রূপ-সৌন্দর্যকে উপেক্ষা করে দুনিয়াত্যাগী দরবেশ হতে হবে। তার দাবী শুধু এতটুকু যে, দুনিয়ার জীবনের উপর আখিরাতের জীবনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। কারণ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আর আখিরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়ার সুখ-সম্পদ অবিমিশ্র নয়, এর সাথে বিপরীত বিষয় মিশ্রিত। যেমন সুখ-দুঃখ, ভালো-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর ; কিন্তু আখিরাতের সুখ যেমন অবিমিশ্র তেমনি দুঃখও অবিমিশ্র। তাই মানুষকে দুনিয়াতে এমন সম্পদ-সৌন্দর্য হাসিল

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ○

তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডাকবেন, অতপর জিজ্ঞেস করবেন—'আমার সেই শরীকরা কোথায় যাদেরকে তোমরা (আমার শরীক) মনে করতে[৮৬] ?

⑥৩ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا ۚ

৬৩. যাদের উপর নির্ধারিত হয়ে গেছে (আল্লাহর) বাণী[৮৭] তারা বলবে—'হে আমাদের প্রতিপালক ! এরাই তারা যাদেরকে আমরা গুমরাহ করেছিলাম ;

-(ف+يقول)-فَيَقُولُ-তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডাকবেন ; (ينادى+هم)-يُنَادِيهِمْ- অতপর জিজ্ঞেস করবেন ; أَيْنَ-কোথায় ; (شركاء+ى)-شُرَكَاءِيَ-আমার সেই শরীকরা ; الَّذِينَ-যাদেরকে ; كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ-তোমরা (আমার শরীক) মনে করতে। ⑥৩ قَالَ-বলবে ; الَّذِينَ-তারা ; حَقَّ-নির্ধারিত হয়ে গেছে ; عَلَيْهِمُ-যাদের উপর ; الْقَوْلُ-(আল্লাহর) বাণী ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; هَٰؤُلَاءِ-এরাই তারা ; الَّذِينَ-যাদেরকে ; أَغْوَيْنَا-আমরা গুমরাহ করেছিলাম ;

করতে হবে, যার মাধ্যমে আখিরাতের চিরন্তন জীবনে সফলতা লাভের আশা করা যেতে পারে। অথবা অন্ততপক্ষে সেখানকার চিরন্তন ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়ার আশা করা যেতে পারে। কিন্তু যেখানে আখিরাতের সফলতা এবং দুনিয়ার সফলতা একে অন্যের বিরোধী হয়ে পড়ে সেখানে বুদ্ধিমান মানুষ আখিরাতের সফলতাকেই অগ্রাধিকার দেয় এবং সে দুনিয়ার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যের জন্য এমন পথ অবলম্বন করে না, যার ফলে তার আখিরাত চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা তাই ইরশাদ করেছেন যে, দুনিয়ার যে সম্পদের জন্য তোমরা পাগলপারা হয়ে ছুটে চলছো তাতো অতি নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী। অপর দিকে আল্লাহর নিকট তোমাদের জন্য যে সম্পদ সঞ্চিত আছে তা গুণগত ও পরিমাণগতভাবে অনেক উচ্চমানের এবং চিরস্থায়ী। সুতরাং তোমরা বিবেচনা করে দেখো কোন্টা তোমরা গ্রহণ করবে, আর কোন্টা বর্জন করবে।

৮৬. অর্থাৎ তোমরা যে, শিরক, মূর্তিপূজা ও নবুওয়াত অস্বীকার করার মধ্যে লিপ্ত হয়ে আছো। সেজন্য আখিরাতের চিরন্তন জীবনে তোমাদেকে অবশ্যই অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। মনে করো. দুনিয়ার জীবনে তোমাদেরকে কোনো বিপদের মুখোমুখী হতে হলো না, কিন্তু এখানকার এ সংক্ষিপ্ত জীবনতো একদিন শেষ হয়ে যাবেই, তখন আখিরাতের জীবনে যদি তোমাদেরকে মন্দ পরিণতির সম্মুখীন হতেই হয়, তাহলে তা থেকে বাঁচার কি উপায় তোমাদের আছে ? এটা কি কখনো ভেবে দেখেছো ?

৮৭. এখানে সেসব জিন ও মানুষ শয়তানদের কথা বলা হয়েছে যাদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহর সত্তা এবং গুণাবলীতে শরীক করা হয়েছিল। যাদের প্ররোচনায় আল্লাহর সরল-সঠিক পথ ত্যাগ করে ভুল পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। এদেরকে 'ইলাহ' বা 'রব'

أَغْوَيْنٰهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ۚ تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ ز مَا كَانُوٓا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ○

এদেরকে আমরা গুমরাহ করেছিলাম, যেমন আমরা নিজেরা গুমরাহ হয়েছিলাম ; আমরা আপনার সামনে নিজেদেরকে (এদের) দায় (থেকে) মুক্ত বলে ঘোষণা করছি[৮৮] তারা তো আমাদের পূজা করতো না[৮৯]।

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا ۞

৬৪. আর (তখন) তাদেরকে বলা হবে—'তোমরা তোমাদের সাথীদেরকে ডাকো'[৯০], তখন তারা তাদেরকে ডাকবে কিন্তু তারা তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং তারা দেখতে পাবে

الْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ

আযাব ; হায় ! যদি তারা নিশ্চিত সৎপথে চলতো। ৬৫. আর সেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডাকবেন, অতপর জিজ্ঞেস করবেন—'কি

أَغْوَيْنٰهُمْ-(اغوينا+هم)-আমরা তাদেরকে গুমরাহ করেছিলাম ; كَمَا-যেমন ; غَوَيْنَا-আমরা নিজেরা গুমরাহ হয়েছিলাম ; تَبَرَّأْنَا-আমরা নিজেদেরকে (এদের) দায় (থেকে) মুক্ত বলে ঘোষণা করছি ; إِلَيْكَ-আপনার সামনে ; مَا كَانُوا-না তারা ; إِيَّانَا-আমাদের ; يَعْبُدُونَ-পূজা করতো। ⑥④ وَ-আর (তখন) ; قِيلَ-তাদেরকে বলা হবে ; ادْعُوا-তোমরা ডাকো ; شُرَكَآءَكُمْ-(شركاء+كم)-তোমাদের সাথীদেরকে ; فَدَعَوْهُمْ-(ف+دعوا+هم)-তখন তারা তাদেরকে ডাকবে ; فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا-(ف+لم)-(يستجيبوا)-কিন্তু তারা সাড়া দেবে না ; لَهُمْ-তাদের ডাকে ; وَ-এবং ; رَأَوُا-তারা দেখতে পাবে ; الْعَذَابَ-আযাব ; لَوْ-হায়! যদি ; أَنَّهُمْ-তারা নিশ্চিত ; كَانُوا يَهْتَدُونَ-সৎপথে চলতো। ⑥⑤ وَ-আর ; يَوْمَ-সেদিন ; يُنَادِيهِمْ-(ينادى+هم)-তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ডাকবেন ; فَيَقُولُ-(ف+يقول)-অতপর জিজ্ঞেস করবেন ; مَاذَآ-কি ;

বলা হোক বা না হোক এদের আনুগত্য এমনভাবে করা হয়েছিল যেমন আনুগত্য আল্লাহর জন্য হওয়া উচিত ছিল। মোট কথা সেসব জিন ও মানব শয়তানকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বে শরীক করা হয়েছিল।

৮৮. অর্থাৎ মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করতো—তারাই আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরে জবাব দেবে যে, আমরাতো এদেরকে জোর করে হাত ধরে গুমরাহীর পথে টেনে নেইনি ; বরং এরা নিজেরাই স্বেচ্ছায় এ পথে এসেছে যেমন আমরা স্বেচ্ছায় এ ভুল পথ বেছে নিয়েছিলাম। তবে আমরা তাদের সামনে ভুল পথটা তুলে ধরেছিলাম। কিন্তু তাদেরকে এ পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য করিনি। সুতরাং এদের কোনো দায়-দায়িত্ব আমাদের উপর নেই। আমরা যেমন আমাদের কাজের জন্য দায়ী, তেমনি এরাও এদের কাজের জন্য দায়ী।

أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ

জবাব তোমরা রাসূলদেরকে দিয়েছিলে ? ৬৬. তখন তাদের থেকে সব তথ্য সেদিন উবে যাবে এবং তারা

لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ

পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। ৬৭. তবে অবশ্যই যে ব্যক্তি তাওবা করেছে ও ঈমান এনেছে আর করেছে নেককাজ, আশা করা যায়

أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ

সফলকামদের মধ্যে তার শামিল হওয়ার। ৬৮. আর আপনার প্রতিপালক যা তিনি চান সৃষ্টি করেন এবং (যাকে চান) তিনি মনোনিত করেন ;

مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾

এ মনোনয়ন তাদের কাজ নয়[৯১]; আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র মহান এবং তারা যে শরীক করে তিনি তার বহু ঊর্ধ্বে।

أَجَبْتُمْ-জবাব তোমরা দিয়েছিলে ; الْمُرْسَلِينَ-রাসূলদেরকে। ৬৬ فَعَمِيَتْ-(ف+عميت)-তখন উবে যাবে ; عَلَيْهِمُ-তাদের থেকে ; الْأَنْبَاءُ-সব তথ্য ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন; فَهُمْ-(ف+هم)-এবং তারা ; لَا يَتَسَاءَلُونَ-পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না। ৬৭ فَأَمَّا-তবে অবশ্য ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; تَابَ-তাওবা করেছে ; وَ-ও ; آمَنَ-ঈমান এনেছে ; وَ-আর ; عَمِلَ-করেছে ; صَالِحًا-নেক কাজ ; فَعَسَىٰ-(ف+عسى)-আশা করা যায় ; أَنْ يَكُونَ-হওয়ার ; مِنَ-শামিল ; الْمُفْلِحِينَ-সফলকামদের। ৬৮ وَ-আর ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; يَخْلُقُ-তিনি সৃষ্টি করেন ; مَا-যা ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يَخْتَارُ-(যাকে চান) তিনি মনোনীত করেন ; مَا كَانَ-নয় ; لَهُمُ-তাদের কাজ ; الْخِيَرَةُ-এ মনোনয়ন ; سُبْحَانَ-অত্যন্ত পবিত্র মহান ; اللَّهِ-আল্লাহ ; وَ-এবং ; تَعَالَىٰ-তিনি বহু ঊর্ধ্বে ; عَمَّا-(عن+ما)-তারা, যে ; يُشْرِكُونَ-তার শরীক করে।

৮৯. অর্থাৎ আমাদের গোলামী করতো না, এরা তাদের নিজেদের ইচ্ছার গোলামী করতো। যখন যা ইচ্ছে হয়েছে এরা তা-ই করেছে। সুতরাং এদের থেকে আমরা দায়মুক্ত।

৯০. অর্থাৎ তোমাদের দুনিয়ার সেই সঙ্গী-সাথী ও নেতা-নেতৃদের ডাকো যাদের প্রতি ভরসা রেখে দুনিয়াতে আমার হুকুমকে উপেক্ষা করেছিলে। এখন তাদেরকে বলো, তারা যেন এখানে এসে তোমাদেরকে আমার আযাব থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।

٦٩ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ٧٠ وَهُوَ اللّٰهُ

৬৯. আর আপনার প্রতিপালক জানেন যা কিছু তাদের অন্তর লুকিয়ে রাখে এবং যা কিছু তারা প্রকাশ করে[৯২]। ৭০. আর তিনিই আল্লাহ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ؕ لَهُ الْحَمْدُ فِى الْاُوْلٰى وَالْاٰخِرَةِ ز وَلَهُ الْحُكْمُ

তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, দুনিয়াতে ও আখিরাতে সকল প্রশংসা তাঁরই এবং বিধানও তাঁর

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ٧١ قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا

তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৭১. আপনি বলুন—'তোমরা ভেবে দেখেছো কি আল্লাহ যদি তোমাদের উপর রাতকে প্রলম্বিত করেন

اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَاءٍ ؕ اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ ○

কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, (তবে) কে আছে এমন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, যে তোমাদেরকে আলো এনে দিতে পারে ? তবুও কি তোমরা শুনবে না ?

৬৯ وَ-আর ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-যা কিছু ; تُكِنُّ-লুকিয়ে রাখে ; صُدُوْرُهُمْ-(صدور+هم)-তাদের অন্তর ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ; يُعْلِنُوْنَ-তারা প্রকাশ করে। ৭০ وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَآ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; لَهُ-তাঁরই ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; فِى الْاُوْلٰى-(فى+ال+اولى)-দুনিয়াতে; وَ-ও ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতে ; وَ-এবং ; لَهُ-তাঁর ; الْحُكْمُ-বিধানও; وَ-আর ; اِلَيْهِ-তাঁরই কাছে ; تُرْجَعُوْنَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ৭১ قُلْ-আপনি বলুন ; اَرَءَيْتُمْ-তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; اِنْ-যদি ; جَعَلَ-করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْكُمُ-তোমাদের উপর ; الَّيْلَ-রাতকে ; سَرْمَدًا-প্রলম্বিত ; اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; مَنْ-(তবে) কে আছে ; اِلٰهٌ-এমন ইলাহ ; غَيْرُ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; يَاْتِيْكُمْ-(ياتى+كم)-তোমাদেরকে দিতে পারে ; بِضِيَاءٍ-(ب+ضياء)-আলো এনে ; اَفَلَا تَسْمَعُوْنَ-তবুও কি তোমরা শুনবে না।

৯১. অর্থাৎ আমার সৃষ্টি ফেরেশতা, জিন ও মানুষের মধ্য থেকে আমি যাকে ইচ্ছা, যতটুকু ইচ্ছা শক্তি-সাহস ও যোগ্যতা দান করে তার দ্বারা যে কাজ আমার ইচ্ছা হয় নিয়ে থাকি। অতএব আমার বান্দাহদের মধ্যে কেউই বিপদ থেকে উদ্ধারকারী, অন্নদাতা বা ফরিয়াদ শ্রবণকারী হতে পারে না। মুশরিকরা এদেরকে কিভাবে এসব বিশেষণে বিশেষিত

(৭২) قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ

৭২. আপনি বলুন—'তোমরা ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি তোমাদের উপর দিনকে প্রলম্বিত করেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত

مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○

(তবে) কে আছে এমন ইলাহ আল্লাহ ছাড়া, যে তোমাদেরকে রাত এনে দিতে পারে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পার ? তবুও কি তোমরা চিন্তা করে দেখবে না ?

(৭৩) وَمِن رَّحْمَتِهِۦ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا۟ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟

৭৩. আর (এটাও) তাঁরই দয়া—তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য রাত ও দিন, যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম নিতে পারো এবং তালাশ করে নিতে পারো

مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (৭৪) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ

তাঁর অনুগ্রহ থেকে এবং সম্ভবত তোমরা শোকর করবে। ৭৪. আর সেদিন তিনি তাদেরকে ডাকবেন আর বলবেন—'কোথায়

(৭২) قُلْ-আপনি বলুন ; أَرَءَيْتُمْ-(ا+رءيتم)-তোমরা ভেবে দেখছো কি ? إِنْ-যদি ; جَعَلَ-করেন ; ٱللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَيْكُمُ-তোমাদের উপর ; ٱلنَّهَارَ-দিনকে ; سَرْمَدًا-প্রলম্বিত ; إِلَىٰ-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিন ; ٱلْقِيَٰمَةِ-কিয়ামতের ; مَنْ-(তবে) কে আছে; إِلَٰهٌ-এমন ইলাহ; غَيْرُ-ছাড়া ; ٱللَّهِ-আল্লাহ ; يَأْتِيكُمْ-(ياتى+كم)-তোমাদেরকে দিতে পারে; بِلَيْلٍ-(ب+ليل)-রাত এনে ; تَسْكُنُونَ-যেন তোমরা বিশ্রাম করতে পারো ; فِيهِ-তাতে ; أَفَلَا تُبْصِرُونَ-তবুও কি তোমরা চিন্তা করে দেখবে না ? (৭৩) وَ-আর ; مِنْ-রَحْمَتِهِ-(من+رحمة+ه)-(এটাও) তাঁরই দয়া ; جَعَلَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمُ-তোমাদের জন্য ; ٱلَّيْلَ-রাত ; وَ-ও ; ٱلنَّهَارَ-দিন ; لِتَسْكُنُوا-যেন তোমরা বিশ্রাম নিতে পারো ; فِيهِ-তাতে ; وَ-এবং ; لِتَبْتَغُوا-যেন তালাশ করে নিতে পারো ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِهِ-(فضل+ه)-তার অনুগ্রহ থেকে ; وَ-এবং ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تَشْكُرُونَ-তোমরা শোকর করবে। (৭৪) وَ-আর ; يَوْمَ-সেদিন ; يُنَادِيهِمْ-(ينادى+هم)-তিনি তাদেরকে ডাকবেন ; فَيَقُولُ-(ف+يقول)-আর বলবেন ; أَيْنَ-কোথায় ;

করলো, তাদের সব গুণাবলীতো আমারই দেয়া। সুতরাং তারাতো আমার অংশীদার হতে পারে না। আমার সার্বভৌম ক্ষমতার-অংশীদারও তারা হতে পারে না।

৯২. অর্থাৎ আল্লাহর সামনে এমন কোনো ছল-চাতুরী চলবে না, যা দুনিয়ার মানুষের সামনে চলে। দুনিয়ার মানুষের সামনে গুমরাহীর পক্ষে অনেক ক্ষুরধার যুক্তি পেশ করে তাকে

شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٧٤﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ

আমার শরীকরা যাদেরকে তোমরা (শরীক হিসেবে) গণ্য করতে। ৭৫. আর আমি বের করে নেবো প্রত্যেক উম্মত থেকে

شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم

একজন করে সাক্ষী[৯৩] এবং বলবো (তাদেরকে)—'তোমরা তোমাদের প্রমাণ হাজির করো[৯৪]। তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর নিকটই রয়েছে, আর তা হারিয়ে যাবে তাদের থেকে।

مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾

যা কিছু তারা মিথ্যামিথ্যি বানিয়ে রেখেছিল।

شُرَكَاءِيَ-(شركاء+ى)-আমার শরীকরা ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; كُنْتُمْ تَزْعُمُوْنَ-তোমরা (শরীক হিসেবে) গণ্য করতে।(৭৫) وَ-আর ; نَزَعْنَا-আমি বের করে নেবো ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; أُمَّةٍ-উম্মত ; شَهِيْدًا-একজন করে সাক্ষী ; فَقُلْنَا-(ف+قلنا)-এবং বলবো (তাদেরকে) ; هَاتُوْا-তোমরা হাজির করো ; بُرْهَانَكُمْ-(برهان+كم)-তোমাদের প্রমাণ ; فَعَلِمُوْا-(ف+علموا)-তখন তারা জানতে পারবে ; أَنَّ-যে, সত্য ; الْحَقَّ ; لِلّٰهِ-আল্লাহর নিকট-ই রয়েছে ; وَ-আর ; ضَلَّ-তা হারিয়ে যাবে ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; مَا-যাকিছু ; كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-তারা মিথ্যামিথ্যি বানিয়ে রেখেছিল।

হয়তো যুক্তিসংগত বলে প্রমাণের চেষ্টা করা যেতে পারে। নিজের আসল উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে বাইরে সদুদ্দেশ্যের লেবেল লাগানো যেতে পারে ; কিন্তু আল্লাহর সামনে এসব কখনো চলবে না। কারণ তিনি কেবল বাহিরেরটাই দেখেন না, তাঁর সামনে মানুষের মন-মগজের প্রত্যেকটি অংশই উন্মুক্ত। তিনি মানুষের জ্ঞান, অনুভূতি, আবেগ-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা-সংকল্প সবই সরাসরি জানেন। কাদেরকে কোন্ উপায়ে সতর্ক করা হয়েছে, কোন্ উপায়ে কার কাছে সত্যের দাওয়াত পৌঁছেছে। বাতিল যে বাতিল, একথা তার কাছে কিভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে এবং যেসব কারণে সে সত্যকে উপেক্ষা করে বাতিলের প্রতি ঝুঁকেছে—এসবই সুস্পষ্টভাবেই জানেন।

৯৩. অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে এমন সাক্ষী দাঁড় করানো হবে, যাতে সেই জাতি তাদের নিকট যে দীনের দাওয়াত পৌঁছেছে এটা অস্বীকার করতে না পারে। সেই সাক্ষী হয়তো সংশ্লিষ্ট উম্মতের কাছে প্রেরিত নবী স্বয়ং হবেন অথবা তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তি হবেন যিনি সংশ্লিষ্ট উম্মতের নবীর পদ্ধতিতে দীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করেছেন অথবা এ সাক্ষী কোনো প্রচার মাধ্যমও হতে পারে যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উম্মতের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছেছিল।

৯৪. অর্থাৎ তোমরা যে শিরক ও কুফরি করেছিলে এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতকে অস্বীকার করেছিলে তা যুক্তিসংগত ছিল অথবা তোমাদের কাছে কোনো সতর্ককারী পৌঁছেনি এবং তোমাদের সত্যের বাণী পৌঁছানোর কোনো ব্যবস্থা হয়নি এ ব্যাপারে তোমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কি কি প্রমাণ তোমাদের কাছে আছে সেগুলো পেশ করো যার ভিত্তিতে তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া যেতে পারে।

৭ম রুকূ' (৬১-৭৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাব কুরআন মাজীদে এবং তাঁর রাসূল (স)-এর মাধ্যমে যেসব ওয়াদা দান করেছেন তা বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

২. আল্লাহ তা'আলার অনুগত এবং নাফরমান, এ উভয় প্রকার মানুষ কখনো সমান হতে পারে না। কারণ, আল্লাহর অনুগত বান্দাহগণ তাঁর পক্ষ থেকে পুরস্কারের ওয়াদাপ্রাপ্ত; অপরদিকে নাফরমান তথা বিদ্রোহিগণকে আখিরাতে শাস্তির জন্য একত্র করা হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা সেসব লোকদেরকে আখিরাতে ডেকে তাদের দেব-দেবী ও পথভ্রষ্ট নেতা-নেতৃদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যাদের পূজা তারা করতো এবং যাদের আনুগত্য তারা করতো।

৪. দেব-দেবী ও পথভ্রষ্ট নেতা-নেতৃগণ নিজেদের অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে এদের পথভ্রষ্টতা থেকে দায়মুক্তী ঘোষণা করবে। কেননা তারাতো এদের পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করেনি।

৫. আখিরাতে কাফির-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী এবং পথভ্রষ্ট নেতা-নেতৃ ও অপকর্মের সঙ্গী-সাথীদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকবে; কিন্তু তারা এদের ডাকে কোনো সাড়া দেবে না।

৬. অপরাধিরা সেদিন আল্লাহ তা'আলার জিজ্ঞাসার কোনো জবাব দিতে পারবে না; কারণ তাদের মন থেকে সকল তথ্য উধাও হয়ে যাবে এবং পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমেও জানার কোনো সুযোগ তাদের থাকবে না।

৭. শিরক ও কুফর-এর অপরাধ থেকে মুক্তি পেতে হলে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ঈমান আনতে হবে ও নেক কাজ করতে হবে।

৮. ফেরেশতা, মানুষ ও জিন আল্লাহর সৃষ্টি। তাদের মধ্যে যাকে আল্লাহ যে কাজের জন্য মনোনীত করেন সে অনুসারে তাকে ততটুকু সার্বিক যোগ্যতা দান করেন। এতে কারো কোনো হাত নেই।

৯. আল্লাহর সৃষ্টিকূলের কেউ-ই অন্য কোনো সৃষ্টির জন্য বিপদ উদ্ধার, অন্নদাতা ও ফরিয়াদ শ্রবণকারী হতে পারে না।

১০. কোনো ফেরেশতা, জিন বা মানুষকে বিপদ উদ্ধারকারী, অন্নদাতা বা ফরিয়াদ শ্রবণকারী বলে মনে করা আল্লাহর সাথে সরাসরি শিরক। এ ধরনের শিরক থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে।

১১. আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রকাশ্য তৎপরতা যেমন দেখেন, তেমনি তার অন্তরে এ তৎপরতার পেছনে কোন্ উদ্দেশ্য সে লুকিয়ে রেখেছে তাও তিনি জানেন। তাই তাঁর সঙ্গে কোনো ছল-চাতুরী করার চেষ্টা করা নিতান্ত মূর্খতা।

১২. আল্লাহ ছাড়া ইলাহ তথা হুকুম দেয়ার মালিক কেউই নেই, তিনিই ইবাদাত পাওয়ার একমাত্র হকদার। আর আইন-বিধান দাতাও একমাত্র তিনি।

১৩. রাত ও দিনের আবর্তনে আল্লাহ যদি রাতকে দীর্ঘ করে দেন তাহলে তাকে খাটো করে দিনের আলোকে ত্বরান্বিত করার মতো কোনো ইলাহ নেই।

১৪. অপরদিকে অনুরূপভাবে আল্লাহ যদি দিনকে দীর্ঘ করে দেন, তাহলেও এমন কোনো ইলাহ নেই, যে দিনকে খাটো করে দিয়ে রাতের আগমনকে এগিয়ে নিয়ে আসতে পারে। সুতরাং সবই তাঁর হাতে, তখন আইনও চলবে তাঁর।

১৫. রাত-দিনের সৃষ্টি—সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত। রাত-দিন না থাকলে পৃথিবী সৃষ্টিকূলের জন্য বসবাস উপযোগী থাকতো না।

১৬. আল্লাহ তা'আলা রাতকে মানুষের জন্য বিশ্রামের সময় এবং দিনকে তাদের জন্য জীবিকা উপার্জনের সময় করে দিয়েছেন। এজন্য মানুষের উচিত আল্লাহর শোকর আদায় করা।

১৭. আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন প্রত্যেক নবীর উম্মত থেকে সে-ই নবীকে অথবা তাঁর অনুসারীদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষ বেছে নেবেন, যাতে করে দীনের দাওয়াত পাওয়ার ব্যাপারে তারা অস্বীকার না করতে পারে।

১৮. এসব সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সত্য চরমভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে এবং মিথ্যা নির্মূল হয়ে যাবে। মিথ্যা তো নির্মূল হয়েই থাকে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৭

⑯ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَآتَيْنَاهُ

৭৬. নিশ্চয়ই কারূন মূসা'র সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল[৯৫], কিন্তু সে তাদের সামনে বড়াই করলো[৯৬] ; আর আমি তাকে দিয়েছিলাম

مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ

এতো ধনভাণ্ডার যে, নিশ্চয়ই যার চাবিগুলো বহন করা কষ্টকর ছিল একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে[৯৭]

(৭৬) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; قَارُوْنَ-কারূন ; كَانَ-ছিল ; مِنْ قَوْمِ-সম্প্রদায়ভুক্ত ; مُوْسٰى-মূসার ; فَبَغٰى-(ف+بغى)-কিন্তু সে বড়াই করলো ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; وَ-আর ; اٰتَيْنٰهُ-(اتينا+ه)-আমি তাকে দিয়েছিলাম ; مِنَ الْكُنُوْزِ-(من+ال+كنوز)-এতো ধনভাণ্ডার ; مَا-যে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; مَفَاتِحَهُ-(مفاتح+ه)-তাঁর চাবিগুলো ; لَتَنُوْٓاُ-বহন করা কষ্টকর ছিল ; بِالْعُصْبَةِ-(ب+ال+عصبة)-একদল লোকের পক্ষে ; اُولِى الْقُوَّةِ-শক্তিশালী ;

৯৫. সূরা আল-কাসাসের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মূসা (আ)-এর সাথে ফিরআউনের এবং ফিরআউন বংশীয় লোকদের সাথে দ্বন্দ্বের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ভুক্ত 'কারূনের' সাথে তার দ্বন্দ্বের ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল যে, দুনিয়ার ধন-সম্পদ ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এর মহব্বতে ডুবে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আর কারূনের ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারূন ধন-সম্পদের আধিক্যে আল্লাহকে ভুলে বসেছিল। গরীব-দুঃখীদের অধিকার দিতেও সে অস্বীকার করেছিল, সে মনে করেছিল ধন-সম্পদের প্রাচুর্য তার নিজের যোগ্যতা ও সাধনার ফল। সে অহংকারে মেতে উঠেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাই কারূনকে তার ধন-সম্পদসহ ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দেন।

৯৬. 'কারূন' শব্দটি যথাসম্ভব হিব্রু ভাষার শব্দ। কুরআন মাজীদে তার সম্পর্কে যা উল্লিখিত আছে তা হলো—সে বনী ইসরাঈলের সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর রেওয়ায়াত অনুসারে সে মূসা (আ)-এর চাচাতো ভাই ছিল।-কুরতুবী রুহুল মাআনী

কারূন ইসরাঈলী এবং মূসা (আ)-এর চাচাতো ভাই হওয়ার পরও সে ফিরআউনের সাথে হাত মিলিয়েছিল। ফিরআউনের পরে মূসা (আ)-এর বিরোধিতায় যে দু'জন দলপতি সোচ্চার ছিল তারা ছিল কারূন ও হামান। কুরআন মাজীদের সূরা আল মু'মিনের ২৩ ও ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغِ

(স্মরণীয়) যখন তার কওম তাকে বলেছিল—'দম্ভ করো না, আল্লাহ কখনো দম্ভকারীদের ভালোবাসেন না। ৭৭. আর খুঁজে নাও

فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

তাতে আখিরাতের বাসস্থান যা আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেও না।

وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ

আর ইহসান করো যেমন আল্লাহ ইহসান করেছেন তোমার প্রতি এবং দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে চেয়ো না ; কখনো

إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিল ; لَهُ-তাকে ; قَوْمُهُ-(قوم+ه)-তার কাওম ; لَا تَفْرَحْ-দম্ভ করো না ; إِنَّ-কখনো ; اللَّهَ-আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ-ভালোবাসেন না ; الْفَرِحِينَ-দম্ভকারীদের। ⑦⑦ وَ-আর ; ابْتَغِ-খুঁজে নাও ; فِيمَا-(فى+ما)-তাতে, যা ; آتَاكَ-(اتى+ك)-তোমাকে দিয়েছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; الدَّارَ-বাসস্থান ; الْآخِرَةَ-আখিরাতের ; وَ-এবং ; لَا تَنسَ-ভুলে যেও না ; نَصِيبَكَ-(نصيب+ك)-তোমার অংশ ; مِنَ-থেকে ; الدُّنْيَا-দুনিয়া ; وَ-আর ; أَحْسِنْ-ইহসান করো; كَمَا-যেমন ; أَحْسَنَ-ইহসান করেছেন; اللَّهُ-আল্লাহ ; إِلَيْكَ-(الى+ك)-তোমার প্রতি ; وَ-এবং ; لَا تَبْغِ-চেয়ো না ; الْفَسَادَ-ফাসাদ সৃষ্টি করতে ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-দুনিয়াতে ; إِنَّ-কখনো ;

"আর আমিতো মূসাকে পাঠিয়েছিলাম আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও প্রকাশ্য প্রমাণ সহকারে। ফিরআউন, হামান ও কারূনের কাছে ; তখন তারা বলেছিল, এ ব্যক্তি যাদুকর, মিথ্যাবাদী।"

কারূন সম্পর্কে সূরা আনকাবূতের ৩৯ আয়াতেও কারূনের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

৯৭. কারূনের ধন-সম্পদ সম্পর্কে কুরআন মাজীদের এ আয়াতের বর্ণনামতে তার ধনাগারের চাবিগুলোই একদল শক্তিশালী মানুষের পক্ষে বহন করে নেয়া কষ্টকর ছিল। বাইবেলে বলা হয়েছে যে, তার ধনাগারের চাবিগুলো তিনশ খচ্চরের বোঝা ছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, তার ধন-সম্পদের পরিমাণ কত ছিল। তাছাড়া রুহুল মাআনীতে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে, সে তাওরাতের হাফেয ছিল। অন্য সব লোকের চেয়ে তাওরাত তার বেশী মুখস্থ ছিল। কিন্তু ধন-সম্পদ ও জাঁক-জমকের প্রতি অগাধ মোহ এবং মূসা ও হারূন (আ)-এর নবুওয়াত লাভ ও বনী

اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۚ

আল্লাহ ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পসন্দ করেন না। ৭৮. সে (কারূন) বললো—'আমাকে তো তা (সম্পদ) দেয়া হয়েছে আমার নিজের জ্ঞানের কারণেই ;[৯৮]

أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ

সে কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ তার আগে নিশ্চিত ধ্বংস করে দিয়েছেন অনেক জাতি-গোষ্ঠীকে যারা ছিল

أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ

তার চেয়ে অধিক মজবুত শক্তির দিক থেকে এবং অনেক বেশী জনবলের দিক থেকে[৯৯] ; আর জিজ্ঞেস করা হবে না তাদের গুনাহ সম্পর্কে

اللهَ-আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ-পসন্দ করেন না ; الْمُفْسِدِيْنَ-ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের। ৭৮ قَالَ-সে (কারূন) বললো ; إِنَّمَا أُوتِيتُهُ-(ان+ما+اوتيت+ه)-আমাকেতো তা (সম্পদ) দেয়া হয়েছে ; عَلَىٰ-কারণেই ; عِلْمٍ-জ্ঞানের ; عِندِي-(عند+ى)-আমার নিজের ; أَوَلَمْ يَعْلَمْ-(ا+و+لم يعلم)-সে কি জানতে পারেনি ; أَنَّ-যে ; اللهَ-আল্লাহ ; قَدْ أَهْلَكَ-নিশ্চত ধ্বংস করে দিয়েছেন ; مِن قَبْلِهِ-(من+قبل+ه)-তার আগে ; مِنَ الْقُرُونِ-(من+ال+قرون)-অনেক জাতি-গোষ্ঠীকে ; مَنْ هُوَ-যারা ছিল ; أَشَدُّ-অধিক মজবুত ; مِنْهُ-(من+ه)-তার চেয়ে ; قُوَّةً-শক্তির দিক থেকে ; وَ-এবং ; أَكْثَرُ-অনেক বেশী ; جَمْعًا-জনবলের দিক থেকে ; وَ-আর ; لَا يُسْأَلُ-জিজ্ঞেস করা হবে না ; عَن-সম্পর্কে ; ذُنُوبِهِمُ-(ذنوب+هم)-তাদের গুনাহ ;

ইসরাঈলের নেতৃত্ব লাভের কারণে সে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল। সে মূসা (আ)-এর কাছে জানতে চেয়েছিল যে, এ নেতৃত্বে আমার অংশীদারিত্ব নেই কেন ? আমিও তো তোমার ভাই ?

উত্তরে মূসা (আ) বলেছিলেন—নবুওয়াত আল্লাহ প্রদত্ত বিষয়। এতে আমার কোনো হাত নেই। কিন্তু এ উত্তরে সে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তাই সে মূসা (আ)-এর প্রতি হিংসাপরায়ন হয়ে উঠে।

৯৮. অর্থাৎ এসব ধন-সম্পদ আমি আমার জ্ঞান ও যোগ্যতা বলেই পেয়েছি। এ সম্পদ কারো দয়ার দান নয়। তাই কারও প্রতি এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করারও প্রয়োজন নেই। আমার থেকে এ সম্পদ যেন ছিনিয়ে নেয়া না হয় সেজন্য কিছু দান-খয়রাত করে দেয়ারও প্রয়োজন নেই। অথবা এর অর্থ এই যে, এ ধন-সম্পদ যে আমাকে দেয়া হয়েছে তা আমার যোগ্যতা ও গুণাবলীর জন্যই দেয়া হয়েছে। আল্লাহর দৃষ্টিতে আমি যদি

الْمُجْرِمُونَ ﴿৭৮﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ

অপরাধীদেরকে[১০০]। ৭৯. অতপর সে (কারূন) বের হলো (একদা), তার কওমের সামনে তার জাঁক-জমক সহকারে ; তারা বললো যারা কামনা করতো

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ

দুনিয়ার জীবন—'আহা কতই না উত্তম হতো যদি আমাদেরও অনুরূপ থাকতো যা দেয়া হয়েছে কারূনকে, নিশ্চয়ই সে

لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿৭৯﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ

বড়ই ভাগ্যবান। ৮০. আর তারা বললো যাদেরকে দেয়া হয়েছিল জ্ঞান—তোমাদের জন্য ধ্বংস, আল্লাহর সাওয়াবই

خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ○

তার জন্য উত্তম, যে ঈমান আনে ও সৎকাজ করে ; আর তা ধৈর্যশীলগণ ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না[১০১]।

الْمُجْرِمُونَ-অপরাধিদেরকে। (৭৯) فَخَرَجَ-(ف+خرج)-অতপর সে (কারূন) বের হলো (একদা) ; عَلَىٰ-সামনে ; قَوْمِهِ-(قوم+ه)-তার কাওমের ; فِي-সহকারে ; زِينَتِهِ-(زينة+ه)-তার জাঁকজমক ; قَالَ-বললো ; الَّذِينَ-যারা, তারা ; يُرِيدُونَ-কামনা করতো ; الْحَيَاةَ-জীবন ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; يَا لَيْتَ-(يا+ليت)-আহা কতই না উত্তম হতো ; لَنَا-আমাদেরও যদি থাকতো ; مِثْلَ-অনুরূপ ; مَا-যা ; أُوتِيَ-দেয়া হয়েছে ; قَارُونُ-কারূনকে ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই সে ; لَذُو حَظٍّ-ভাগ্যবান ; عَظِيمٍ-বড়ই। (৮০) وَ-আর ; قَالَ-বললো ; الَّذِينَ-তারা, যারা ; أُوتُوا-দেয়া হয়েছিল ; الْعِلْمَ-জ্ঞান ; وَيْلَكُمْ-(ويل+كم)-তোমাদের জন্য ধ্বংস ; ثَوَابُ-সাওয়াব-ই ; اللَّهِ-আল্লাহর ; خَيْرٌ-উত্তম; لِمَنْ-(ل+من)-তার জন্য যে ; آمَنَ-ঈমান আনে ; وَ-ও ; عَمِلَ-কাজ করে ; صَالِحًا-সৎ ; وَ-তার ; لَا يُلَقَّاهَا-(لايلقى+ها)-তা লাভ করতে পারে না ; إِلَّا-ছাড়া ; الصَّابِرُونَ-ধৈর্যশীলগণ।

পছন্দনীয় না হতাম তাহলে আমাকে এ সম্পদ তিনি দিতেন না। আমার প্রতি তাঁর নিয়ামত বর্ষণ দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, আমি তাঁর প্রিয়পাত্র এবং আমার কর্মনীতি তিনি পছন্দ করেন।

৯৯. অর্থাৎ সে কি জানে না যে, তার চেয়েও অর্থ সম্পদ, শান-শওকত ও জনবলে বলীয়ান লোকও ইতিপূর্বে দুনিয়াতে এসেছিল ; কিন্তু তাদের গর্ব-অহংকারের কারণে

৮১ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ قف فَمَا كَانَ لَهٗ مِنْ فِئَةٍ

৮১. অতপর আমি ধ্বসিয়ে দিলাম তাকেসহ এবং তার বাসগৃহ সহ যমীনে ; তখন তার পক্ষে এমন কোনো দল ছিল না

يَّنْصُرُوْنَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ق وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِيْنَ ৮২ وَ

আল্লাহ ছাড়া যারা তাকে সাহায্য করতে পারতো ; আর সে-ও নিজেকে রক্ষাকারীদের শামিল হতে পারলো না। ৮২. আর

اَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهٗ بِالْاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ وَيْكَاَنَّ اللّٰهَ

যারা আগের দিন তার (কারূনের) মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছিল তাদের ভোর হলো—তারা বলতে লাগলো—আরে দেখলে তো ! আল্লাহ

৮১ فَخَسَفْنَا-(ف+خسفنا)-অতপর আমি ধ্বসিয়ে দিলাম ; بِهٖ-তাকে সহ ; وَ-এবং ; بِدَارِهِ-(ب+دار+ه)-তার বাসগৃহ সহ ; الْاَرْضَ-যমীনে ; فَمَا كَانَ-(ف+ما كان)-তখন ছিল না ; لَهٗ-তার পক্ষে ; مِنْ فِئَةٍ-এমন কোনো দল ; يَنْصُرُوْنَهٗ-(ينصرون+ه)-যারা তাকে সাহায্য করতে পারতো ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; وَ-আর ; مَا كَانَ-সে-ও হতে পারলো না ; مِنَ-শামিল ; الْمُنْتَصِرِيْنَ-নিজেকে রক্ষাকারীদের। ৮২ وَ-আর ; اَصْبَحَ-ভোর হলো ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; تَمَنَّوْا-আকাঙ্ক্ষা করেছিল ; مَكَانَهٗ-(مكان+ه)-তার (কারূনের) মতো হওয়ার ; بِالْاَمْسِ-(ب+ال+امس)-আগের দিন ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলতে লাগলো ; وَيْكَاَنَّ-আরে দেখলে তো ; اللّٰهَ-আল্লাহ ;

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পরেনি।

১০০. অপরাধিদেরকে পাকড়াও করার সময় তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তারা অপরাধ করেছে কি না। কেননা তারা তো দাবী করে যে, তারা কোনো অপরাধ করেনি। সুতরাং তাদের শাস্তি তাদের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করবে না।

১০১. অর্থাৎ যারা ঈমান ও সৎকাজের উপর সবরের সাথে অটল থাকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে শুভ প্রতিদান পাওয়ার সৌভাগ্য তারাই লাভ করে। এখানে 'আল্লাহর সওয়াব' বলে এমন মর্যাদাসম্পন্ন রিযিক বুঝানো হয়েছে, যা আল্লাহর সীমার মধ্যে অবস্থান করে চেষ্টা ও শ্রমের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে অর্জন করে। আর 'সবর' দ্বারা নিজের আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ রাখাকে বুঝানো হয়েছে। লোভ-লালসার বিপরীতে ঈমানদারী ও বিশ্বস্ততার উপর অবিচল থাকা, সততা, ন্যায় পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার ফলে যে

يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ ۚ لَوْلَآ اَنْ مَّنَّ اللّٰهُ

তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে চান রিযিক বাড়িয়ে দেন এবং কমিয়েও দেন[১০২], যদি না আল্লাহ অনুগ্রহ করতেন

عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۖ وَيْكَاَنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

আমাদের উপর তাহলে আমাদেরকে সহ ধ্বসিয়ে দিতেন ; দেখলে তো ! কাফিররা কখনো সফলকাম হয় না[১০৩]।

يَبْسُطُ-বাড়িয়ে দেন ; الرِّزْقَ-রিযিক ; لِمَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-চান ; مِنْ-থেকে; عِبَادِهٖ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; وَ-এবং ; يَقْدِرُ-কমিয়েও দেন ; لَوْلَآ-যদি না ; اَنْ مَّنَّ-অনুগ্রহ করতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْنَا-আমাদের ; لَخَسَفَ-তাহলে ধ্বসিয়ে দিতেন ; بِنَا-আমাদেরকে সহ ; وَيْكَاَنَّهٗ-দেখলে তো কখনো ; لَا يُفْلِحُ-সফলকাম হয় না ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফিররা।

ক্ষতি হয় অথবা যে লাভ হাতছাড়া হয়ে যায়, তা বরদাশত করে নেয়াও সবরের মধ্যে শামিল। অন্যায়-অবৈধ তদবীরের মাধ্যমে সম্ভাব্য লাভকে প্রত্যাখ্যান করা এবং হালাল রোজগার যত সমান্যই হোক তার উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং অবৈধভাবে অর্জিত অন্যের সম্পদের জৌলুস দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়ার পরিবর্তে প্রশান্ত অন্তরে একথা মনে করা যে, এসব অবৈধ আবর্জনার আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা-ই আল্লাহর বড় নিয়ামত। এ ধরনের মানসিকতা দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে যে প্রশান্তি লাভ করা যায়, তা-ই আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। আর তা সবরকারীরা ছাড়া অন্য কেউ লাভ করতে পারে না।

১০২. অর্থাৎ দুনিয়াতে কোনো বান্দাহর রিযিক প্রশস্ত করে দেয়া বা সংকুচিত করে দেয়া আল্লাহর ইচ্ছাক্রমেই হয়ে থাকে। কারো রিযিক বাড়িয়ে দেয়ার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আবার কারো রিযিক সংকুচিত করে দেয়ার অর্থও তেমনি এটা নয় যে, আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত নারাজ হয়ে গেছেন, তাই তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। আল্লাহর অধিকাংশ নেক বান্দাহরা আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার পরও অভাব অনটনের মধ্যে দিন গুজরান করে গেছেন। অনেক সময় দেখা যায় অভাব-অনটন তাদের জন্য রহমত হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সত্যটি না বুঝার ফলে আল্লাহর গযবের উপযুক্ত লোকদের দুনিয়াবী সুখ-সম্পদকে অনেকে ঈর্ষার চোখে দেখে।

১০৩. অর্থাৎ কারূনের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখে আমরা এ ভুল ধারণায় পড়েছিলাম যে, এটাই বুঝি আসল সফলতা ; কিন্তু এখন বুঝতে পারলাম যে আসল সফলতা ধন-সম্পদের প্রাচুর্য নয়। কাফিরদের ভাগ্যে ধন-সম্পদ জুটলেও আসল সফলতা জুটে না।

বাইবেল ও তালমূদ থেকে জানা যায় যে, বনী ইসরাঈল যখন মিসর থেকে বের হয়, তখন দলবলসহ কারূনও তাদের সাথে বের হয়। কিন্তু সে মূসা ও হারূনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে

লিপ্ত হয়। আড়াইশ লোক তার সাথে এ ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করে। অবশেষে তার উপর আল্লাহর গযব পড়ে। তার ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ীসহ সে মাটিতে ধ্বসে যায়।

৮ম রুকূ' (৭৬-৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষকে ধন-সম্পদ দিয়ে আল্লাহ পরীক্ষা করেন। কারূনকে আল্লাহ বিপুল ধন-রত্ন দিয়েছিলেন ; কিন্তু সেজন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে অহংকার করে আল্লাহর দানকে অস্বীকার করেছিল, ফলে আল্লাহ তাকে তার ধন-রত্নসহকারে ভূগর্ভে প্রোথিত করে দেন।

২. আল্লাহ তা'আলা যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তার উচিত আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথে তা ব্যয় করা, আর তা হলেই সে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারবে।

৩. দুনিয়ার ধন-সম্পদের মাধ্যমে আখিরাতের বাসস্থানকে মজবুত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৪. দুনিয়ার ভোগ-সম্ভার কামনা করা এবং এটাকে দুনিয়ার জীবনের লক্ষ্য স্থির করে নেয়া জ্ঞানী লোকের কাজ নয়। জ্ঞানীদের দৃষ্টি আখিরাতের চিরস্থায়ী সুখের প্রতি নিবদ্ধ থাকা কর্তব্য।

৫. দুনিয়াতে আল্লাহ আমাদেরকে যে হায়াত দান করেছেন, এর মধ্যেই আখিরাতের কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৬. ধন-সম্পদ ছাড়া আল্লাহ আমাদেরকে আরও অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন, যেমন জীবন কাল, শক্তি, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি এগুলোকে আখেরাতের কাজে লাগাতে হবে।

৭. দুনিয়ার জীবনে যথার্থ প্রয়োজন অনুসারে হালাল রুজী কামাই করাও প্রয়োজন। হালাল উপায়ে কামাই করা তাওয়াক্কুলের বিরোধী নয়। বরং ফরয ইবাদাতের পরে হালাল রোজগার করাও ফরযের শামিল।

৮. কারূন তাওরাতের হাফেজ ও আলেম ছিল ; মূসা (আ) যে সত্তরজনকে তূর পর্বতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মনোনীত করেছিলেন তার মধ্যে সে-ও ছিল, কিন্তু ধন-সম্পদ ও জ্ঞান-গরিমা সত্ত্বেও গর্ব-অহংকারের কারণে তার সব যোগ্যতা ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং গর্ব-অহংকার সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

৯. অতীতে ধনবল ও জনবলের দিক থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী লোকের অস্তিত্ব দুনিয়াতে ছিল ; কিন্তু তাদের ধন-জন তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেনি। বর্তমানেও এর অনেক উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। আর ভবিষ্যতেও আল্লাহর এ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

১০. সুখ-সম্ভোগে বিভোর হয়ে এমন আনন্দ-উল্লাস করা নিন্দনীয় যা অহংকারের সীমায় পৌঁছে যায়।

১১. দুনিয়াতে আল্লাহ যাকে যতটুকু নিয়ামত দিয়েছেন সেটাকেই আল্লাহর দান মনে করতে হবে। এ নিয়ামতকে নিজ যোগ্যতার ফল মনে করা অকৃতজ্ঞতা।

১২. অন্যের ধন-সম্পদ দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া জ্ঞানীর কাজ নয়। অনেকে অবৈধ পন্থায় অর্থের পাহাড় গড়ে তোলে। এটা তার জন্য কোনো মতেই কল্যাণকর নয়।

১৩. বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য স্বাভাবিক পথে আল্লাহ যা দেন সেটাই উত্তম সম্পদ। এর উপরই তাঁরা সবর করেন।

১৪. ঈমান ও সৎকাজই হলো আল্লাহর কাছে উত্তম সম্পদ। যাদেরকে আল্লাহ ঈমান, সৎকাজ ও সবরের মতো মূল্যবান সম্পদ দান করেছেন। তারাই আখিরাতে সফলকাম।

১৫. সকল অবস্থায় সবরকারীগণ ছাড়া ঈমান ও সৎকাজের মতো মহামূল্যবান সম্পদ অর্জন করা যায় না।

১৬. আল্লাহ যাকে রিযিকের প্রাচুর্য দান করেন, তা একথার প্রমাণ নয় যে, তার উপর আল্লাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

১৭. যাকে আল্লাহ পরিমিত রিযিক দান করেন, তা-ও একথার প্রমাণ নয় যে, আল্লাহ তাঁর উপর অসন্তুষ্ট।

১৮. রিযিক বাড়ানো কমানো সবই আল্লাহর কাজ। ঈমান ছাড়া রিযিকের প্রাচুর্য দ্বারা আখিরাতে সফলতা লাভ কনোক্রমেই সম্ভব নয়। সুতরাং সকল অবস্থাতেই ঈমান ও সৎকাজের মাধ্যমে জীবন-যাপন করতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-৬

۞ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ

৮৩. এটা আখিরাতের[১০৪] বাসস্থান, যা আমি তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা চায় না দুনিয়াতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে[১০৫]

وَلَا فَسَادًا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ

ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে[১০৬] ; আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য[১০৭]। ৮৪. যে ব্যক্তি নেককাজ নিয়ে আসবে (আখিরাতে) তার জন্য তা থেকে উত্তম ফল থাকবে।

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ

আর যারা নিয়ে আসবে মন্দ কাজ, তবে যারা মন্দ কাজ করতো তাদেরকে দেয়া হবে না প্রতিফল

(৮৩) تِلْكَ-এটা ; الدَّارُ-বাসস্থান ; الْآخِرَةُ-আখিরাতের ; نَجْعَلُهَا-(نجعل+ها)-যা আমি নির্দিষ্ট করে রেখেছি ; لِلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; لَا يُرِيدُونَ-চায় না ; عُلُوًّا-ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; وَ-ও ; لَا-না ; فَسَادًا-ফাসাদ সৃষ্টি করতে ; وَ-আর ; الْعَاقِبَةُ-শুভ পরিণাম ; لِلْمُتَّقِينَ-(ل+ال+متقين)-মুত্তাকীদের জন্য। (৮৪) مَنْ-যে ব্যক্তি ; جَاءَ-আসবে ; بِالْحَسَنَةِ-(ب+ال+حسنة)-নেক কাজ নিয়ে (আখিরাতে) ; فَلَهُ-তার জন্য থাকবে ; خَيْرٌ-উত্তম ফল ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; وَ-আর ; مَنْ-যারা ; جَاءَ-আসবে ; بِالسَّيِّئَةِ-(ب+ال+سيئة)-মন্দ কাজ নিয়ে ; فَلَا يُجْزَى-(ف+لايجزى)-তবে তাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে না ; الَّذِينَ-যারা ; عَمِلُوا-কাজ করতো ; السَّيِّئَاتِ-মন্দ ;

১০৪. এখানে 'আখিরাতের বাসস্থান' বলে জান্নাত বুঝানো হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত সফলতার স্থান হিসেবে নির্দিষ্ট।

১০৫. অর্থাৎ এ জান্নাত তাদের জন্য, যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচেষ্টায় নিয়োজিত নয় এবং যারা বিদ্রোহী, অহংকারী ও স্বৈরাচার হয়ে দুনিয়াতে জীবনযাপন করে না ; বরং নিজেকে আল্লাহর অনুগত বান্দাহ বা গোলাম হিসেবে জীবনযাপন করে।

১০৬. 'ফাসাদ' দ্বারা অন্যের উপর যুলুম করা বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো মুফাস্সিরের মতে সকল প্রকার গুনাহ-ই ফাসাদ, কেননা গুনাহের ফলে দুনিয়াতে জলে

إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ

তা ছাড়া যা তারা করতো। ৮৫. নিশ্চয়ই যিনি আপনার প্রতি কুরআনকে ফরয করেছেন[১০৮]

لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ

তিনি অবশ্যই আপনাকে আপনার প্রত্যাবর্তন স্থলে (জন্মভূমিতে) ফিরিয়ে নেবে[১০৯] ; আপনি বলুন—"আমার প্রতিপালক ভালই জানেন কে হিদায়াত নিয়ে এসেছে আর কে সে

إِلَّا-ছাড়া ; مَا-তা, যা ; كَانُوا يَعْمَلُونَ-তারা করতো। ৮৫ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِي-যিনি; فَرَضَ-ফরয করেছেন ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْقُرْآنَ-কুরআন ; لَرَادُّكَ-(ل+راد+ك)-তিনি অবশ্যই আপনাকে ফিরিয়ে নেবেন ; إِلَىٰ مَعَادٍ-আপনার প্রত্যাবর্তন স্থলে ; قُلْ-আপনি বলুন ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; أَعْلَمُ-ভালোই জানেন ; مَنْ-কে ; جَاءَ-এসেছে ; بِالْهُدَىٰ-(ب+ال+هدى)-হিদায়াত নিয়ে ; وَ-আর ; مَنْ-কে ; هُوَ-সে;

স্থলে 'ফাসাদ' ছড়িয়ে পড়ে। ফাসাদ এমন এক বিকৃতি যা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবার ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। আল্লাহর আইনের সীমালংঘন করে মানুষ যাকিছু করে তা সবই 'ফাসাদ'। হারাম পথে ধন-সম্পদ অর্জন এবং হারাম পথে তা ব্যয়ের ফলেও দুনিয়াতে ফাসাদ সৃষ্টি হয়।

১০৭. অর্থাৎ পরকালীন সাফল্যের জন্য ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা পরিহার এবং তাকওয়া ভিত্তিক জীবন পরিচালনা করতে হবে।

১০৮. অর্থাৎ আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করে তার তিলাওয়াত, প্রচার, শিক্ষা দান এবং তার পথ নির্দেশনা অনুসারে বিশ্বজাহানের সংস্কার করার দায়িত্ব আপনার উপর ন্যস্ত করেছেন।

১০৯. 'মাআদ' অর্থ প্রত্যাবর্তন স্থল তথা যেখানে ফিরে যেতে হবে। এ শব্দ দ্বারা কয়েকটি অর্থই বুঝানো হয়ে থাকতে পারে। তাফসীরবিদদের মতে জান্নাতে মানুষকে ফিরে যেতে হবে। আপনি যদি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে জান্নাতে ফিরিয়ে নেবেন।

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন, 'মাআদ'-এর আর একটি অর্থ 'মক্কা'। অর্থাৎ যদিও কিছুদিনের জন্য আপনাকে জন্মভূমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে হচ্ছে, কিন্তু আল্লাহ আপনাকে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়ে আনবেন। জন্মভূমি থেকে আপনার বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী। তবে আল্লাহ তা'আলা এ শব্দটিকে ব্যাপক অর্থবোধক হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সুতরাং একে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করাই উচিত। যাতে করে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থেই একে ব্যবহার করা সমিচীন হবে। এ দিক থেকে এর

فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٨٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُوْٓا اَنْ يُّلْقٰٓى اِلَيْكَ الْكِتٰبُ

যে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়ে আছে। ৮৬. আর আপনি তো এরূপ আশা করেননি যে, আপনার প্রতি এ কিতাব নাযিল করা হবে

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ ظَهِيْرًا لِّلْكٰفِرِيْنَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَّكَ

তবে (এটাতো) আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ[১১০] অতএব আপনি কাফিরদের জন্য সাহায্যকারী কখনো হবেন না[১১১]। ৮৭. আর তারা যেন কিছুতেই আপনাকে বিরত রাখতে না পারে

فِىْ-মধ্যে পড়ে আছে ; ضَلٰلٍ-পথভ্রষ্টতার ; مُّبِيْنٍ-প্রকাশ্য। ﴿٨٦﴾ وَ-আর ; مَا كُنْتَ ; تَرْجُوْٓا-আপনিতো আশা করেননি ; اَنْ-এরূপ যে, يُّلْقٰٓى-নাযিল করা হবে ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْكِتٰبُ-এ কিতাব ; اِلَّا-তবে ; رَحْمَةً-এটা অনুগ্রহ ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; فَلَا تَكُوْنَنَّ-(ف+لاتكونن)-অতএব আপনি কখনো হবেন না ; ظَهِيْرًا-সাহায্যকারী ; لِّلْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের জন্য। ﴿٨٧﴾ وَ-আর ; لَا يَصُدُّنَّكَ-(لايصدن+ك)-তারা যেন কিছুতেই আপনাকে বিরত রাখতে না পারে ;

দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানে সফলতার প্রতিশ্রুতি দান করেছেন বলে বুঝা যায়। ইতিপূর্বে ৫৭ আয়াত থেকে এ পর্যন্ত কাফিরদের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে বলছেন যে, হে নবী ! আপনার প্রতিপালক আপনার উপর তাঁর কালাম কুরআন মাজীদের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তাতে তিনি আপনাকে ধ্বংস করে দিতে পারেন না। বরং তিনি আপনাকে এমন উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে চান, যা এ কাফিররা আজ কল্পনাও করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে এ দুনিয়ায় এ কাফিরদের চোখের সামনে সমগ্র আরব দেশে আপনাকে এমন নিরংকুশ ক্ষমতা দান করেছেন যাকে বাধাদানকারী কোনো শক্তির অস্তিত্বই সেখানে ছিল না। তার দীন ছাড়া অন্য কোনো দীনের অস্তিত্বও সেখানে বাকী থাকলো না। আরবের ইতিহাসে এর আগে সমগ্র আরব উপদ্বীপে কোনো এক ব্যক্তির একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কোনো নজীর স্থাপিত হতে দেখা যায়নি। আরবের লোকেরা কেবলমাত্র রাজনৈতিকভাবেই তাঁর দলভুক্ত হয়নি বরং সকল দীন বিলুপ্ত করে দিয়ে সবাই তাঁর দীনের অনুসারী হয়ে গেল।

১১০. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে একথাটি আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। নবুওয়াত পাওয়ার কিছুক্ষণ আগেও তিনি জানতেন না যে, তাঁকে নবী হিসেবে আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করবেন এবং এজন্য তিনি কখনো আকাঙ্ক্ষিত ছিলেন না। ঠিক একই অবস্থা ছিল মূসা (আ)-এর বেলায়। মূসা (আ) মোটেই জানতেন না যে, তাকে নবী করা হচ্ছে এবং এক বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে। হঠাৎ চলার পথে তাঁকে ডেকে নিয়ে নবীর দায়িত্ব তাঁর উপর তুলে দিয়ে

عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَّ

আল্লাহর আয়াত থেকে তারপরে—যখন তা আপনার প্রতি নাযিল করা হয়[১১২], আর আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে (মানুষকে) ডাকুন, এবং আপনি কিছুতেই হবেন না

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٨٧﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۘ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۟

মুশরিকদের শামিল। ৮৮. আর আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবেন না ; তিনি ছাড়া তো কোনো ইলাহ নেই ;

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ؕ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٨٨﴾

সবকিছুই ধ্বংসশীল তাঁর (আল্লাহর) সত্তা ছাড়া[১১৩] ; বিধান তো তাঁরই[১১৪], এবং তাঁর দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

عَنْ-থেকে ; اٰيٰتِ-আয়াত ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بَعْدَ-তারপরে ; اِذْ-যখন ; اُنْزِلَتْ-তা নাযিল করা হয় ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; وَ-আর ; اُدْعُ-আপনি ডাকুন (মানুষকে) ; اِلٰى-দিকে ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; لَاتَكُوْنَنَّ-আপনি কিছুতেই হবেন না ; مِنَ-শামিল ; الْمُشْرِكِيْنَ-মুশরিকদের। ৮৮ وَ-আর ; لَاتَدْعُ-আপনি ডাকবেন না ; مَعَ-সাথে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِلٰهًا-ইলাহকে ; اٰخَرَ-অন্য ; لَآ-নেই ; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; كُلُّ-সব ; شَيْءٍ-কিছুই ; هَالِكٌ-ধ্বংসশীল ; اِلَّا-ছাড়া; وَجْهَهٗ-(وجه+ه)-তাঁর (আল্লাহর) সত্তা ; لَهُ-তাঁরই ; الْحُكْمُ-বিধানতো ; وَ-এবং ; اِلَيْهِ-তাঁর দিকেই ; تُرْجَعُوْنَ-তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

তাঁর নিকট থেকে এমনসব কাজ নেয়া হয়, যার সাথে তার পূর্বেকার কাজের কোনো মিল-ই নেই।

মুহাম্মাদ (স)-ও ছিলেন আমানতদার, বিশ্বস্ত, শান্তিপ্রিয়, ভদ্র, ওয়াদা পালনকারী, অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও জনসেবার ভাবধারায় উজ্জ্বল একজন ব্যক্তি মাত্র। তাঁর জীবন ছিল এমন একজন সৎ ব্যবসায়ীর জীবন। তিনি সহজ-সরল ও বৈধ পথে রুজী-রোজগার করতেন। পরিবার-পরিজনদের সাথে হাসিখুশী জীবনযাপন করতেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করতেন, দুঃখী জনকে সাধ্যমত সাহায্য করতেন এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করতেন। আর কখনো কখনো একান্তে নির্জনে ধ্যান মগ্ন হতেন—এটাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক জীবন। এ ধরনের একজন লোক হঠাৎ এক অসাধারণ বক্তব্য নিয়ে জনগণের সামনে এগিয়ে আসা, এত বিরাট পরিবর্তন হঠাৎ করে একজন মানুষের ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার দ্বারা আসতে পারে না। তারপর তিনি নিজেও নবুওয়াতের প্রত্যাশী ছিলেন না। নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক অবস্থাও প্রমাণ করে যে, এটা কোনো

পূর্ব থেকে পরিকল্পিত কোন ব্যাপার ছিল না। এটা আল্লাহর অপার রহমতের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এতে কোনো প্রকার সংশয়ের অবকাশ নেই।

মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়াত পূর্বেকার জীবন এবং নবুওয়াত পাওয়াকালীন অবস্থা-ই তাঁর নবুওয়াতের অকাট্য প্রমাণ, যা একজন সত্যান্বেষী মানুষের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন আয়াতে এটাকে নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। সূরা ইউনুসের ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে—

"(হে নবী!) আপনি বলে দিন—আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমিও এটা (কুরআন) তোমাদেরকে পড়ে শোনাতাম না এবং তিনিও এটা তোমাদেরকে জানাতেন না ; আমিতো তোমাদের মধ্যে এর আগে জীবনের দীর্ঘ সময় অবস্থান করেছি ; তবে কি তোমরা এতটুকু বুঝ না ?"

সূরা আশ শূরার ৫২ আয়াতে বলা হয়েছে—

"এভাবেই আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি আমার নির্দেশে রূহ-কে তথা জিবরাঈলকে; আপনিতো জানতেন না যে, কিতাব কি এবং এ-ও জানতেন না ঈমান কি ? কিন্তু আমি এটাকে (কুরআন) করেছি এক জ্যোতি হিসেবে, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাহদের মধ্যে যাকে চাই পথের দিশা দিয়ে থাকি ; নিশ্চয়ই আপনি এর সাহায্যে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।"

১১১. অর্থাৎ আপনি না চাইতেই আল্লাহ যখন আপনাকে এ নিয়ামত দান করেছেন, তখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে আপনার সময় ও শ্রম এ দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যয় করা। এভাবে আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে শুনিয়ে তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কাফিরদের যাবতীয় বিরোধিতা সত্ত্বেও আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যান। আপনার এ দাওয়াতের ফলে সত্যের দুশমনরা তাদের স্বার্থহানীর যেসব আশংকা প্রকাশ করুক না কেন, সেদিকে আপনি ভ্রুক্ষেপও করবেন না।

১১২. অর্থাৎ আল কুরআনের প্রচার ও প্রসারের কাজ এবং সে অনুসারে কাজ করা থেকে যেন আপনাকে বিরত রাখতে না পারে।

১১৩. 'ওয়াজহাহু' দ্বারা আল্লাহর সত্তাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।

১১৪. অর্থাৎ মানুষের দুনিয়াতে চলার বিধি-বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট।

৯ম রুকূ' (৮৩-৮৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে যারা গর্ব-অহংকার পরিহার করে ঈমান, সৎকর্ম ও আল্লাহভীতি সহকারে জীবনযাপন করবে তাদের পরিণাম আখিরাতে শুভ হবে।

২. আল্লাহ তা'আলা সত্যিকার মু'মিন বান্দাহদের নেক আমলের প্রতিদান অনেক বেশী বেশী দান করবেন। অপরদিকে অপরাধিদের মন্দ কাজের শাস্তি তাদের কাজের সমানই দেবেন, মোটেই বেশী শাস্তি দেবেন না।

৩. আল্লাহর কুরআনের প্রচার ও প্রসারের কাজে যারা নিয়োজিত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা দান করবেন। অর্থাৎ দুনিয়াতে মর্যাদা দান করবেন এবং আখিরাতে জান্নাত দান করবেন।

৪. কুরআন মাজীদ মানব জাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের মাধ্যমে প্রদত্ত এক বিরাট অনুগ্রহ। মানুষের কর্তব্য তার প্রচার-প্রসার ও তদনুযায়ী কাজ করে এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করা।

৫. সত্য বিরোধিরা যত কিছুই করুক না কেন কুরআনের অনুসারীদের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করার কোনো প্রয়োজন নেই ; বরং নিজের কাজ করে যাওয়াই তাদের কর্তব্য।

৬. কাফির ও মুশরিকদের সকল ষড়যন্ত্রকে উপেক্ষা করে মানুষকে সত্যের দিকে তথা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে দাওয়াত দিতে হবে।

৭. সত্যের দাওয়াত থেকে বিরত থাকা মুশরিকদের কাজে সহায়তা করার শামিল। সুতরাং এ কাজ থেকে কখনো বিরত থাকা যাবে না।

৮. কুরআন অধ্যয়ন ও এর নির্দেশ পালন আল্লাহর সাহায্য লাভ প্রকাশ্য বিজয় অর্জনের উপায়।

৯. আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ তথা হুকুম দাতা নেই। আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে অন্য কোনো সৃষ্টির হুকুম মানা যাবে না।

১০. বিশ্ব-জাহানের সবকিছুই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। কেবলমাত্র মহামহিম আল্লাহ-ই চিরঞ্জীব থাকবেন।

১১. আল্লাহ যেহেতু একমাত্র ইলাহ বা হুকুমদাতা, সুতরাং দুনিয়াতে হুকুমও চলবে তাঁর। মানব জীবনে সকল বিধি-বিধান দেয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

১২. সকল সৃষ্টিকে একমাত্র তাঁর দিকেই ফিরে যেতে হবে। এছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

সূরা আল কাসাস সমাপ্ত

সূরা আল আনকাবূত-মাক্কী
আয়াত ঃ ৬৯
রুকূ' ঃ ৭

নামকরণ

সূরার ৪১ আয়াতে উল্লিখিত 'আল আনকাবূত' শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যার মধ্যে 'আল আনকাবূত' শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরার আলোচিত বিষয়গুলো সম্পর্কে চিন্তা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, সূরাটি মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের কিছু আগে মাক্কী জীবনে নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মুনাফিকদের সম্পর্কে যে আলোচনা এসেছে, তা মদীনায় প্রকাশিত মুনাফিক নয়, বরং মক্কায় কাফিরদের যুলুম-নির্যাতনে এবং কঠোর শারীরিক নিপীড়নের ভয়ে যেসব মুসলমান মুনাফিকী নীতি অবলম্বন করেছিল তাদের সম্পর্কে ছিল। আর হিজরত সম্পর্কে যে উপদেশ এ সূরায় দেয়া হয়েছে, তা-ও ছিল মদীনায় হিজরতের আগে হাবশায় হিজরত সম্পর্কে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরা নাযিল হওয়াকালীন মক্কার মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কাফিররা মুসলমানদের উপর পূর্ণ শক্তিতে নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছিল। ইসলামের বিরোধিতায় তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। শেষ পর্যন্ত নির্যাতিত মুসলমানদের হাবশায় হিজরত করতে হয়েছিল। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ্ মুসলমানদের মধ্যে ঈমানের উপর দৃঢ়তা, সাহস ও অবিচলতা সৃষ্টি এবং দুর্বল মুসলমানদের মধ্যে মনোবল সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এ সূরা নাযিল করেন।

এছাড়া এ সূরাতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোও উল্লেখিত হয়েছে—

(১) কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে যে, সত্যের বিরোধিতা করে অতীতের জাতিগুলো যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে তোমরা নিজেদের জন্য তেমন পরিণতি ডেকে এনো না।

(২) যেসব যুবক মুসলমান হয়েছে, তাদের পিতা-মাতার পক্ষ থেকে তাদেরকে দীন ত্যাগ করার জন্য যেসব চাপ ও প্রশ্ন তুলে ধরা হয়েছে তার জবাব দেয়া হয়েছে।

(৩) নও-মুসলিমদেরকে তাদের গোত্রের লোকেরা দীন থেকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য যেসব কথাবার্তা বলতো সেসব কথাবার্তারও জবাব দেয়া হয়েছে।

(৪) আগেকার নবীদের কাহিনী বর্ণনা করে তাদের উপর আপতিত যুলুম-নির্যাতনের বর্ণনা দিয়ে তাদের সবর এবং আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং অবশেষে আল্লাহর

সাহায্য লাভের বর্ণনা দানের মাধ্যমে মুসলমানদের মনোবল দৃঢ় করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই আসবে। আল্লাহর সাহায্য আসতে দেরী হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তা আদৌ আসবে না। ঈমানের পরীক্ষার জন্য একটা সময় অতিবাহিত হওয়া প্রয়োজন। আর কাফিরদের কর্মকাণ্ডের জন্য তাদের পাকড়াও হতে দেরীর অর্থও এটা নয় যে, তারা পাকড়াও থেকে পার পেয়ে যাবে। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিদের ধ্বংসবিশেষ এর সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

(৫) মুসলমানদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের উপর আপতিত যুলুম-নির্যাতন সহ্যসীমা অতিক্রম করলে প্রয়োজনে দেশত্যাগ করতে হবে, তবুও ঈমান ত্যাগ করা যাবে না। কেননা আল্লাহর যমীন সংকীর্ণ নয়। ঈমান-আকীদা নিয়ে যদি এদেশে বসবাস করা না যায়, তাহলে যেখানে তা সম্ভব সেখানে হিজরত করতে হবে।

(৬) কাফিরদেরকেও বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাওহীদ ও আখিরাতকে যুক্তির সাহায্যে এ দুটোর সত্যতার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে শিরক-এর কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্ব-জাহানে ছড়িয়ে থাকা আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি কাফির-মুশরিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করা হয়েছে।

❐

রুকূ'-৭ **২৯. সূরা আল আনকাবূত-মাক্কী** আয়াত-৬৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

① الٓمّٓ ② أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوْٓا أَنْ يَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ

১. আলিফ, লা-ম-মী-ম। ২. মানুষ কি মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে

لَا يُفْتَنُوْنَ ③ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ

পরীক্ষা করা হবে না[১]। ৩. আর আমি তো নিঃসন্দেহে পরীক্ষা করেছিলাম তাদেরকেও যারা তাদের আগে ছিল[২], অতএব আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই দেখে নেবেন[৩]

① الٓمّٓ-আলিফ লাম-মীম (এ বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন)।② أَحَسِبَ-(ا+حسب)-মনে করে নিয়েছে কি ; النَّاسُ-মানুষ ; أَنْ-যে, يُتْرَكُوْٓا-তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে ; أَنْ يَقُوْلُوْٓا-বললেই ; اٰمَنَّا-আমরা ঈমান এনেছি ; وَ-আর ; هُمْ-তাদেরকে ; لَا يُفْتَنُوْنَ-পরীক্ষা করা হবে না।③ وَ-আর ; لَقَدْ فَتَنَّا-আমিতো নিঃসন্দেহে পরীক্ষা করেছিলাম ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ছিল ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ; فَلَيَعْلَمَنَّ-(ف+ليعلمن)-অতএব অবশ্য অবশ্যই দেখে নেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ;

১. মাক্কী জীবনে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের উপর কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে যে অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন চলেছিল, সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়েছিল।। তখন অবস্থা এমন ছিল যে, কোনো গোলাম বা দরিদ্র লোক ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ভীষণভাবে মারপিট এবং নির্যাতন করা হতো। সে যদি কোনো দোকানদার হতো বা কারিগর হতো তাহলে তার রুযী-রোজগারের পথ বন্ধ করে দেয়া হতো। ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি কোনো প্রভাবশালী পরিবারের লোক হতো, তার পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে নানাভাবে কষ্ট দেয়া হতো। এ অবস্থায় মক্কায় এক ভীতিজনক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। এ কারণে কিছু লোক এমন ছিল যে, নবী (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতা তাদের সামনে পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও ঈমান আনতে ভয় করতো। আর কিছু লোক এমনও ছিল যে, ঈমান আনার পরও ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখী হলে কাফিরদের সামনে নতজানু হয়ে যেতো। এ অবস্থায় যদিও দৃঢ় ঈমানদার সাহাবায়ে কিরামের অবিচল নিষ্ঠার মধ্যে কোনো প্রকার দোদুল্যমানতা সৃষ্টি করতে পারেনি, তবুও তাদের মনে চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়ে যেতো। এমন এক পরিস্থিতিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে বুঝাতে চান যে, ইহ-পরকালীন সাফল্যের জন্য তোমাদের প্রতি

আমার যে ওয়াদা রয়েছে, তা শুধু মৌখিক ঈমানের দাবীর উপর ভিত্তি করে তোমাদেরকে দেয়া যেতে পারে না, বরং প্রত্যেক ঈমানের দাবীদারকে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তাকে তার ঈমানের দাবীর সত্যতার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে।

অতীতের মু'মিনদের উপর এর চেয়েও কঠিন নির্যাতনের ঝড় বয়ে গেছে। তাদের কাউকে মাটিতে গর্ত করে তাতে বসিয়ে দিয়ে তার মাথার উপর করাত চালিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তাকে দু' টুকরো করে ফেলা হয়েছে। কারো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্ধিস্থলে লোহার চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে নির্যাতন করা হয়েছে যাতে সে ঈমান থেকে ফিরে আসে।

নবী-রাসূলগণকেও বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় এ ধরনের কথা বলা হয়েছে। যেখানে মুসলমানদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, সেখানেই এ জাতীয় কথা দ্বারা মুসলমানদের মনের চঞ্চল অবস্থাকে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় রূপান্তর করার চেষ্টা করা হয়েছে।

মদীনার জীবনের শুরুতে অর্থনৈতিক সংকট, বাইরের বিপদ, ভেতরের ইয়াহূদী ও মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র যখন মুসলমানদেরকে পেরেশান করে তুলেছিল, তখন আল্লাহ তা'আলাই সূরা আল বাকারার ২১৪ আয়াতে বলেন—

"তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, যদিও এখন পর্যন্ত তোমাদের উপর তাদের অবস্থার অনুরূপ অবস্থা আপতিত হয়নি, যারা তোমাদের আগে গত হয়ে গেছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছে অর্থ-সংকট ও দুঃখ-ক্লেশ। তারা এমনভাবে ভীত-শিহরিত হয়েছিল যে, রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তারা বলে উঠেছিল—'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?' হাঁ আল্লাহর সাহায্য একান্তই নিকটে।"

ওহোদ যুদ্ধের পর মুসলমানদের উপর একটি কঠিন অবস্থার অবতারণা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে ইমরানের ১৪২ আয়াতে ইরশাদ করেন—

"তোমরা কি ধারণা করো যে, তোমরা এমনিই জান্নাতে ঢুকে যাবে, অথচ এখনও আল্লাহ জেনে নেননি (প্রকাশ করেননি) তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছেন এবং কারা ধৈর্যশীল?"

এছাড়াও এ জাতীয় বক্তব্য সূরা আলে ইমরানের ১৭৯ আয়াত, সূরা তাওবার ১৬ আয়াত এবং সূরা মুহাম্মাদের ৩১ আয়াতেও বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ তোমাদের উপর যা অতিবাহিত হচ্ছে তা কোনো নতুন কিছু নয়। অতীতেও যারা ঈমানের দাবী করেছে, এ দাবীর সত্যতার পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। বিনা পরীক্ষায় কাউকে ছেড়ে দেয়া হয়নি। সুতরাং তোমরাও ঈমানের পরীক্ষা দেয়া ব্যতীত ছাড়া পাবে না।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জেনে নেবেন—ঈমানের দাবীতে কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলাতো মানুষের জন্মের পূর্ব থেকেই তাদের সত্যবাদিতা ও মিথ্যাবাদিতাসমূহকে জানেন, তারপরও পরীক্ষার মাধ্যমে জানার অর্থ হলো—এ পার্থক্যকে অপরাপর লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেবেন, যাতে করে তারাও বুঝতে

الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ ۝ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ

তাদেরকে যারা সত্যবাদী ছিল এবং অবশ্যই দেখে নেবেন মিথ্যাবাদীদেরকেও।
৪. আর তারাও কি মনে করে নিয়েছে যারা করে

السَّيِّاٰتِ اَنْ يَّسْبِقُوْنَا ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۝ مَنْ كَانَ يَرْجُوْا

মন্দকাজ[৪] যে, তারা আমার থেকে এগিয়ে যাবে[৫], তা কতই না মন্দ যা তারা ফায়সালা করে। ৫. সে ব্যক্তি আশা রাখে

لِقَآءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ وَمَنْ جَاهَدَ

আল্লাহর সাক্ষাতের তবে অবশ্যই আল্লাহর নির্ধারিত সময় নিশ্চিত আগমনকারী[৬]; এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ[৭]। ৬. আর যে ব্যক্তি চেষ্টা-সংগ্রাম চালায়

الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; صَدَقُوْا-সত্যবাদী ছিল ; وَ-এবং ; لَيَعْلَمَنَّ-অবশ্যই দেখে নেবেন ; الْكٰذِبِيْنَ-মিথ্যাবাদীদেরকেও। ④ اَمْ-কি ; حَسِبَ-মনে করে নিয়েছে ; الَّذِيْنَ-তারাও যারা ; يَعْمَلُوْنَ-করে ; السَّيِّاٰتِ-মন্দ কাজ ; اَنْ-যে ; يَّسْبِقُوْنَا-তারা আমার থেকে এগিয়ে যাবে ; سَآءَ-তা কতই না মন্দ ; مَا-যা ; يَحْكُمُوْنَ-তারা ফায়সালা করে। ⑤ مَنْ-যে ব্যক্তি ; كَانَ يَرْجُوْا-আশা রাখে ; لِقَآءَ-সাক্ষাতের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَاِنَّ(ف+ان)-তবে অবশ্যই ; اَجَلَ-নির্ধারিত সময় ; اللّٰهِ-আল্লাহর; لَاٰتٍ-নিশ্চিত আগমনকারী ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; السَّمِيْعُ-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيْمُ-সর্বজ্ঞ। ⑥ وَ-আর ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; جَاهَدَ-চেষ্টা-সংগ্রাম চালায় ;

সক্ষম হয় যে, যাকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে আর যাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে তা যথাযথ হয়েছে। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্বও করা হয়নি।

৪. এখানে যদিও ইংগীত করা হয়েছে কুরাইশদের সেই সমস্ত যালিম নেতৃবৃন্দের দিকে যারা ইসলামের বিরোধিতায় নেমে ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর নির্যাতন চালানোর ক্ষেত্রে এগিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে ছিল ওয়ালিদ ইবনে মুগীরাহ, আবু জেহেল, ওতবা, শাইবাহ, উকবাহ ইবনে আবু মু'আইত, হানজালা ইবনে ওয়াইল প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। তবে পরবর্তী সকল যুগের নাফরমানদের সকলের প্রতিই এ আয়াত প্রযোজ্য।

ইতিপূর্বেই মুসলমানদেরকে পরীক্ষা তথা যুলুম-নির্যাতন, বিপদ-মুসীবতের মুকাবিলায় সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বনের নির্দেশ দানের পর তাদের বিপক্ষে কাফির-মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে এ আয়াতে ভীতি ও হুমকী প্রদর্শন করা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ তারা যা কিছু করতে চায় (অর্থাৎ আমার রাসূলকে হেয়প্রতিপন্ন করা) তাতে তারা সফল হয়ে যাবে আর আমি যা কিছু করতে চাই (অর্থাৎ আমার রাসূলের

فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝٦ وَالَّذِينَ آمَنُوا

তবে সেতো শুধুমাত্র তার নিজের জন্যই চেষ্টা-সংগ্রাম চালায়[৮] ; অবশ্যই আল্লাহ বিশ্ববাসীদের থেকে অমুখাপেক্ষী[৯]। ৭. আর যারা ঈমান আনে

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ

ও নেক কাজ করে, তবে আমি অবশ্য অবশ্যই মিটিয়ে দেবো তাদের থেকে তাদের মন্দ কাজগুলো এবং অবশ্য অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম বিনিময় দেবো

فَإِنَّمَا-তবে শুধুমাত্র ; يُجَاهِدُ-সেতো চেষ্টা-সংগ্রাম চালায় ; لِنَفْسِهِ-(ل+نفس+ه)-তার নিজের জন্যই ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; لَغَنِيٌّ-নিশ্চিত অমুখাপেক্ষী ; عَنِ-থেকে ; الْعَالَمِينَ-বিশ্ববাসীদের। ⑦ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান আনে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-করে ; الصَّالِحَاتِ-নেক কাজ ; لَنُكَفِّرَنَّ-তবে আমি অবশ্য অবশ্যই মিটিয়ে দেবো ; عَنْهُمْ-(عن+هم)-তাদের থেকে ; سَيِّئَاتِهِمْ-(سيات+هم)-তাদের মন্দ কাজগুলো ; وَ-এবং ; لَنَجْزِيَنَّهُمْ-অবশ্য অবশ্যই আমি তাদেরকে বিনিময় দেবো ; أَحْسَنَ-উত্তম ;

মিশনকে সফলতায় পৌঁছানো) তাতে আমি ব্যর্থ হয়ে যাবো—তারা কি এটা মনে করে নিয়েছে ? অথবা এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমার পাকড়াও এড়িয়ে তারা অন্য কোথাও গিয়ে আত্মগোপন করে থাকতে সক্ষম হবে ?

৬. অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে যে, এক সময় তাদেরকে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতেই হবে এবং নিজেদের এ জগতের কর্ম অনুযায়ী পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে। তাদের এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, সেই সাক্ষাতের দিনটি বুঝি অনেক দূরে। তাদের মনে করা উচিত যে, সময় বেশী নেই এবং তাদের কাজের অবকাশও সংক্ষিপ্ত যা করা প্রয়োজন, তা করে ফেলা দরকার। যেকোনো মুহূর্তে পরকালের ডাক এসে যেতে পারে। আর যারা পরকালীন জীবনে বিশ্বাস-ই করে না এবং মনে করে যে, তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না। এমন কোনো সময় আসবে না যখন এ জীবনের কাজের হিসেব কাউকে দিতে হবে। তাদের ব্যাপার আলাদা।

৭. অর্থাৎ তাদের এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, তাদের কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে আল্লাহ কোনো খবর রাখেন না ; বরং আল্লাহ তাদের কথাবার্তা সবই শোনেন এবং তাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কেও সম্পূর্ণ অবগত।

৮. 'মুজাহাদা' শব্দমূল থেকে 'ইউজাহিদু' শব্দটি উদ্ভূত। এর অর্থ কোনো বিরোধী শক্তির মুকাবিলায় চেষ্টা-সাধনা ও সংগ্রাম করা। একজন মু'মিনকে দীন বিজয়ী করার জন্য সার্বক্ষণিক সচেতনতার সাথে চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত থাকতে হয়। কোনো নির্দিষ্ট

الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَاِنْ

সেসব নেক কাজের যা তারা করতো[১০]। ৮. আর আমি আদেশ দিয়েছি মানুষকে তার মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য ; তবে যদি

الَّذِىْ-সেসব নেক কাজের যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করতো।(৮)وَ-আর ; وَصَّيْنَا-আমি আদেশ দিয়েছি ; الْاِنْسَانَ-মানুষকে ; بِوَالِدَيْهِ-(ب+والدى+ه)-তারা পিতা-মাতার সাথে ; حُسْنًا-সদ্ব্যবহার করার জন্য ; وَ-তবে ; اِنْ-যদি ;

বিরোধী শক্তি চিহ্নিত না থাকলেও একজন মু'মিনকে মানুষের চিরশত্রু শয়তানের সাথে সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়। শয়তান সার্বক্ষণিক মানুষকে সব ধরনের সৎকাজের ক্ষতির ভয় দেখায় এবং অসৎকাজের লাভ ও লোভ-লালসা দেখায়। মু'মিনকে শয়তানের প্ররোচনার বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা-সাধনা করতে হয়। তাকে নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও প্রচেষ্টা-সাধনা চালাতে হয়। মোটকথা মু'মিনকে জীবনের প্রতিটি স্তরে সার্বক্ষণিকভাবে জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়।

৯. অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের প্রচেষ্টা-সংগ্রাম ও যুদ্ধ-জিহাদের প্রতি মুখাপেক্ষী নন। এমন নয় যে, তোমাদের প্রচেষ্টা-সংগ্রাম না হলে প্রভুত্ব টিকে থাকবে না ; বরং এ প্রচেষ্টা-সংগ্রাম দ্বারা তোমরাই উপকৃত হবে। এর ফলে দুনিয়াতে তোমরা কল্যাণ ও ভালো কাজের ধারক হবে এবং আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করে আখিরাতে তার পুরস্কারস্বরূপ জান্নাত লাভ করতে সক্ষম হবে।

১০. ঈমান হলো—আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যে দাওয়াত দিয়েছেন সেগুলো আন্তরিকভাবে মেনে নেয়া। আর সৎকাজ হলো—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুসারে কাজ করা। এদিক থেকে মন-মস্তিষ্ককে আল্লাহ ও রাসূলের নিষিদ্ধ বিষয় চিন্তা করা থেকে মুক্ত রাখা মস্তিষ্কের সৎকাজ। মন্দকথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ ও রাসূলের অনুমোদিত কথা বলা মুখের সৎকাজ। আল্লাহ ও রাসূলের নিষিদ্ধ দৃশ্য দেখা থেকে বিরত থাকা চোখের সৎকাজ। এভাবে জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর আনুগত্য বজায় রাখা এবং তাঁর বিধানাবলী মেনে চলা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৎকাজ। এমন ঈমান ও সৎকাজের বদলা দু'ভাবে দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

(১) মানুষের মন্দ বা পাপ কাজগুলোকে মুছে ফেলা হবে।

(২) তার সর্বোত্তম কাজগুলোর পুরস্কার সর্বোত্তমভাবে দেয়া হবে।

অর্থাৎ ঈমান আনার আগে এবং ঈমান আনার পরে বিদ্রোহী না হয়ে মানবিক দুর্বলতা বশত যেসব ভুল-ভ্রান্তি সে করে ফেলেছে—তার সৎকাজগুলোর প্রতি নযর রেখে সেগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে। অথবা ঈমান ও সৎকর্মশীল জীবনযাপনের কারণে তার উল্লিখিত পাপ কাজগুলো মিটে যাবে এবং তার নফস সংশোধন হয়ে যাবে।

আর ঈমান ও সৎকাজের অপর প্রতিদান হলো—তার সর্বোত্তম সৎকাজের হিসেবে তার প্রতিদান নির্ধারিত হবে। আর তার সৎকাজ অনুসারে যতটুকু পুরস্কার তার পাওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বেশী ও ভালো পুরস্কার তাকে দেয়া হবে।

جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ

তারা তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করে যাতে তুমি শরীক কর আমার সাথে এমন কিছুকে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না[১১] ; তোমাদের ফেরার জায়গা তো আমারই নিকট

جَاهَدٰكَ-(جاهدا+ك)-তোমার উপর চাপ প্রয়োগ করে ; لِتُشْرِكَ-যাতে তুমি শরীক করো ; بِىْ-আমার সাথে ; مَا-এমন কিছুকে ; لَيْسَ-নেই ; لَكَ-তোমার ; بِهٖ-যার সম্পর্কে ; عِلْمٌ-কোনো জ্ঞান ; فَلَا تُطِعْهُمَا-(ف+لاتطع+هما)-তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না ; إِلَيَّ-আমার-ই নিকট ; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের ফেরার জায়গা তো ;

কুরআন মাজীদের সূরা আন'আমের ১৬০ আয়াতে বলা হয়েছে —

"যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে, তাকে তার দশগুণ প্রতিদান দেয়া হবে।

সূরা আল-কাসাসের ৮৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"যে ব্যক্তি সৎকাজ নিয়ে আসবে, তাকে তার চেয়ে উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে।" সূরা নিসার ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে—"আল্লাহ (কারো উপর) কণামাত্রও যুলম করেন না, বরং তা যদি সৎকাজ হয় তাহলে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেন।"

১১. অর্থাৎ মানুষের উপর মাতা-পিতার হক সবার চেয়ে বেশী ; কিন্তু মাতা-পিতা যদি মানুষকে শিরক করতে বাধ্য করে তখন তাদের কথা মানা যাবে না। কাজেই অন্য কারো কথায় শিরক করার কথা ভাবাই যায় না। মাতা-পিতা উভয়ে বা তাদের একজন যদি শিরকে লিপ্ত করার জন্য পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে তাহলেও তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থগুলো থেকে জানা যায় যে, এ আয়াতটি সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ঘটনাকে উপলক্ষ করে নাযিল হয়েছে। তিনি আঠার বা উনিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতা হামনা বিনতে সুফিয়ান যখন তাঁর মুসলমান হওয়ার কথা জানতে পারেন, তখন পণ করে বসেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সা'দ মুহাম্মাদকে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না এবং ছায়ায়ও বসবেন না। তিনি সা'দকে বলেন যে, মায়ের হক আদায় করাতো আল্লাহর হুকুম অতএব তুমি যদি আমার কথা না মানো তাহলে আল্লাহর নাফরমানী করবে। সা'দ এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূলের নিকট গিয়ে সব কথা বলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এতে বলা হয় যে, আল্লাহর নির্দেশাবলীর অবাধ্যতা না হয়, সেই সীমা পর্যন্ত মাতা-পিতার আনুগত্য করতে হবে। তারা যদি সন্তানকে কুফর ও শিরক করতে বাধ্য করে, তবে এ ব্যাপারে তাঁদের আনুগত্য করা যাবে না। হাদীসে আছে—

لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق -

"স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবে না।"

فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٨ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

তখন আমি তোমাদেরকে তা জানিয়ে দেবো যা তোমরা করতে[১২]।

৯. আর যারা ঈমান আনে ও নেক কাজ করে,

لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝٩ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ

আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে নেক বান্দাহদের মধ্যে দাখিল করবো। ১০. আর লোকদের মধ্যে (এমন লোকও আছে) যারা বলে—'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি'[১৩]

فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۖ وَلَئِن جَاءَ

কিন্তু যখন তাদেরকে আল্লাহর পথে নির্যাতিত হতে হয় তখন তারা মানুষের (চাপিয়ে দেয়া) বিপদকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে[১৪] আর যদি আসে

فَأُنَبِّئُكُمْ-(ف+انبأ+كم)-তখন আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো ; بِمَا-তা যা ; كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করতে। ⑨-وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান আনে ; وَ-ও; عَمِلُوا-কাজ করে ; الصَّالِحَاتِ-নেক ; لَنُدْخِلَنَّهُمْ-(لندخلن+هم)-আমি অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে দাখিল করবো ; فِي الصَّالِحِينَ-নেক বান্দাহদের মধ্যে। ⑩-وَ-আর ; مِنَ-মধ্যে ; النَّاسِ-লোকদের ; مَنْ-(এমন লোকও আছে) যারা ; يَقُولُ-বলে; آمَنَّا-আমরা ঈমান এনেছি ; بِاللَّهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; فَإِذَا-(ف+اذا)-কিন্তু যখন ; أُوذِيَ-তাদেরকে নির্যাতিত হতে হয় ; فِي اللَّهِ-আল্লাহর পথে ; جَعَلَ-মনে করে ; فِتْنَةَ-(চাপিয়ে দেয়া) বিপদকে ; النَّاسِ-মানুষের ; كَعَذَابِ-(ك+عذاب)-আযাবের মতো ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; جَاءَ-আসে ;

১২. অর্থাৎ তোমাদের আত্মীয়তা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ও অধিকার দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। অবশেষে সবাইকে তথা মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্তুতি সবাইকে আল্লাহর নিকট ফিরে যেতে হবে, সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবে এবং জবাবদিহি করতে হবে। মাতা-পিতা যদি সন্তানকে পথভ্রষ্ট করে, তাহলে তারা পাকড়াও হচ্ছে। আর সন্তান যদি মাতা-পিতার জন্য পথভ্রষ্ট হয় তাহলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। সন্তান যদি সঠিক পথে থেকে মাতা-পিতার অন্য সব হক আদায় করে এবং পথভ্রষ্টতার ব্যাপারে তাদের কথার অবাধ্য হয়, তাহলে সে মাফ পেয়ে যাবে, কিন্তু মাতা-পিতা সন্তানকে বিপথগামী করার প্রচেষ্টার জন্য পাকড়াও হবে।

১৩. অর্থাৎ মুনাফিকরা সবসময় নিজেকে মু'মিনদের মধ্যে শামিল করে প্রচার করে বেড়ায় যে, আমরা ঈমান এনেছি। মুনাফিক একজন হলেও 'আমি' না বলে 'আমরা' বলে বুঝাতে চায় যে, সে-ও অন্য মু'মিনদের মতই মু'মিন।

نَصْرٌ مِّنْ رَّبِّكَ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا

আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কোনো সাহায্য তখন তারা বলতে থাকে—"অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে ছিলাম"[১৫]; আল্লাহ কি সে সম্পর্কে বেশী অবগত নন যা রয়েছে

فِيْ صُدُوْرِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١١﴾ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ ۝

বিশ্ববাসীর অন্তরে। ১১. আর আল্লাহ অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে জেনে নেবেন যারা ঈমান এনেছে এবং তিনি অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন মুনাফিকদেরকেও[১৬]।

نَصْرٌ-কোন সাহায্য ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لَيَقُوْلُنَّ-তখন তারা বলতে থাকে; إِنَّا-অবশ্যই আমরা; كُنَّا-ছিলাম; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথে ; أَوَلَيْسَ اللّٰهُ-আল্লাহ কি নন ; بِأَعْلَمَ-বেশী অবগত ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; فِيْ صُدُوْرِ-অন্তরে রয়েছে ; الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ববাসীর। (১১) وَ-আর ; لَيَعْلَمَنَّ-অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; لَيَعْلَمَنَّ-তিনি অবশ্য অবশ্যই জেনে নেবেন ; الْمُنٰفِقِيْنَ-মুনাফিকদেরকেও।

১৪. অর্থাৎ এ মুনাফিকরা মানুষের পক্ষ থেকে আসা নির্যাতন-এর ভয়ে ঈমান ও সৎকাজ থেকে তেমনই বিরত থাকে, যেমন আল্লাহকে ভয় করে কুফর ও শিরক এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল।

১৫. অর্থাৎ যে মুনাফিক আজ নিজেকে বাঁচানোর জন্য কাফিরদের সাথে যোগ দিয়েছে এবং মুসলমানদের পক্ষ ত্যাগ করেছে, সে-ই আবার মুসলমানদের বিজয়ের সম্ভাবনা দেখলে এসে বলবে যে, আমিতো মনে-প্রাণে তোমাদের দলেই ছিলাম। তোমাদের সফলতার জন্য দোয়া করেছি, তোমাদের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, ত্যাগ-তিতিক্ষাকে আমি অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখি।

এখানে একটা কথা জেনে রাখা প্রয়োজন যে, অসহনীয় যুলুম-নির্যাতন ও জীবনাশংকা দেখা দেয়ার অবস্থায় কোন মু'মিনের কুফরী কথা মুখে উচ্চারণ করে নিজেকে রক্ষা করা জায়েয। তবে এজন্য শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আন্তরিকতা সহকারে ঈমানের উপর অটল-অবিচল থাকতে হবে।

১৬. আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে মু'মিনদের ঈমানের এবং মুনাফিকদের মুনাফিকীর অবস্থা যেন প্রকাশ হয়ে যায়, সেই ব্যবস্থাই করেন। বারবার এ পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যেখানে যা লুকিয়ে আছে, তা প্রকাশ পেয়ে যায়। সূরা আলে ইমরানের ২৭৯ আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

⑫ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ

১২. আর যারা কুফরী করে তারা বলে ওদেরকে—যারা ঈমান এনেছে—"তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ করো আর আমরা অবশ্যই বহন করবো

خَطٰيٰكُمْ ؕ وَمَا هُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ○

তোমাদের গোনাহ-খাতাগুলো[১৭] ; অথচ তারা (কাফিররা) তাদের (মু'মিনদের) গোনাহ-খাতার কিছুই বহনকারী নয়[১৮], নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

⑬ وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ز وَلَيُسْـَٔلُنَّ

১৩. আর তারা তো অবশ্য অবশ্যই বহন করবে তাদের নিজেদের বোঝা এবং আরো কিছু বোঝা নিজেদের বোঝার সাথে[১৯] ; আর অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে

⑫ وَ-আর ; قَالَ-বলে ; اَلَّذِيْنَ-যারা, তারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ; لِلَّذِيْنَ- ওদেরকে যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; اتَّبِعُوْا-তোমরা অনুসরণ করো ; سَبِيْلَنَا-(سبيل+نا)- আমাদের পথ ; وَ-আর ; لْنَحْمِلْ-আমরা অবশ্যই বহন করবো ; خَطٰيٰكُمْ-(خطايا+ كم)-তোমাদের গোনাহখাতাগুলো ; وَ-অথচ ; مَا-নয় ; هُمْ-তারা (কাফিররা); بِحٰمِلِيْنَ-বহনকারী ; مِنْ خَطٰيٰهُمْ-(من+خطايا+هم)-তাদের (মু'মিনদের) গোনাহ-খাতার ; مِنْ شَيْءٍ-কিছুই ; اِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; لَكٰذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী। ⑬ وَ-আর ; لَيَحْمِلُنَّ-তারাতো অবশ্যই বহন করবে ; اَثْقَالَهُمْ-(اثقال+هم)-তাদের নিজেদের বোঝা ; وَ-এবং ; اَثْقَالًا-আরো কিছু বোঝা ; مَّعَ-সাথে ; اَثْقَالِهِمْ-(اثقال+هم)- নিজেদের বোঝার; وَ-আর ; لَيُسْـَٔلُنَّ-অবশ্য অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ;

"আল্লাহ তা'আলা কখনো মু'মিনদেরকে এমন অবস্থায় ফেলে রাখবেন না, যতক্ষণ না অপবিত্রকে পবিত্র থেকে পৃথক করবেন।"

১৭. কাফির-মুশরিকরা লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য যত কৌশল অবলম্বন করেছে, আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত কৌশল তন্মধ্যে একটি। তাদের কথা হলো—"মৃত্যুপরবর্তী জীবন, হাশর-নশর, হিসেব-নিকেশ ও পুরস্কার-শাস্তি সবই বাজে ও উদ্ভট কথা। আর যদি তোমাদের কথা সত্যই হয়ে যায়, তাহলে তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। যেহেতু তোমরা আমাদের কথায় তোমরা নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করে পিতৃ-পুরুষের ধর্মে ফিরে আসবে, সুতরাং সব দায়-দায়িত্ব আমাদের। মৃত্যুর পরে যত বিপদ-মসীবত আসবে সবকিছুর মুকাবিলা আমরাই করবো। শাস্তি যদি হয়েই থাকে, তা হবে আমাদের উপর।"

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

কিয়ামতের দিন সে সম্পর্কে যা তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো[২০]।

يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; عَمَّا-(عن+ما)-সে সম্পর্কে যা ; كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ - তারা মিথ্যা উদ্ভাবন করতো।

১৮. অর্থাৎ কারো গোনাহখাতা অন্য কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ইচ্ছাকৃতভাবে কারো গোনাহের বোঝা নিজের উপর চাপিয়ে নেয়াও সম্ভব নয়। কারণ সেখানে (আখিরাতে) প্রত্যেকেই নিজের কৃতকর্মের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে। "কোনো বাহক অন্যের বোঝা বহন করবে না।" আর যদি কাফিরদের কথা অনুযায়ী ধরেও নেয়া হয় যে, এমনটি হবে, তাহলে সে সময় কুফর ও শিরকের পরিণতিতে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি চোখে দেখবে, তখন এমন কাউকে পাওয়া যাবে না, যে দুনিয়াতে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবে।

১৯. অর্থাৎ আখিরাতে কাফির-মুশরিকরা যদিও নিজের বোঝার সাথে অন্যের বোঝা বহন করতে রাজী হবে না ; কিন্তু দ্বিগুণ বোঝা উঠানোর কষ্ট থেকে তারা রেহাইও পাবে না। এসব লোক নিজেদের গুমরাহীর বোঝা বহন করার সাথে সাথে যাদেরকে তারা গোমরাহ করেছিল তাদের গোমরাহীর বোঝাও বহন করবে। তবে এতে যাকে গোমরাহ করেছিল তার বোঝা হালকা হবে না।

কুরআন মাজীদে সূরা আন নাহলের ২৫ আয়াতে বলা হয়েছে—

"ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের নিজেদের গোনাহের বোঝা পূর্ণমাত্রায় এবং তাদের পাপের বোঝাও যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছে, অজ্ঞতার দরুন। জেনে রেখো, যে বোঝা তারা বহন করবে তা কতই না মন্দ।"

মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত আছে—

"যে ব্যক্তি মানুষকে সৎপথের দিকে ডাকে সে তাদের সমান প্রতিদান পাবে যারা তার ডাকে সাড়া দিয়ে সৎ পথ অনুসরণ করেছে, এজন্য তাদেরকে প্রাপ্য কম দেয়া হবে না। আর যে ব্যক্তি মানুষকে পথভ্রষ্টতার দিকে ডাকে, সে ওদের সমান পথভ্রষ্টতার গোনাহের অংশীদার হবে। এতে তাদের গোনাহের পরিমাণ হ্রাস পাবে না।"

২০. কাফিররা যে মিথ্যাসমূহ উদ্ভাবন করতো সেগুলো হলো—

(১) তারা যে শিরকী ধর্ম অনুসরণ করতো তাকে তারা সত্য বলে বিশ্বাস করতো এবং মুহাম্মাদ (স) যে ধর্ম নিয়ে এসেছেন তাকে তারা মিথ্যা বলে মনে করতো। (২) তারা মনে করতো যে, কিয়ামত, হাশর, নশর, বিচার, পুরস্কার ও শাস্তি এসবই মিথ্যা আর সেজন্যই তারা মুসলমানদেরকে বলতো যে, তোমরা যা বলছো তা-তো সত্যই নয়। আর যদি সত্য হয়েও যায় তবে সব দায়-দায়িত্ব আমাদের। তোমাদের গোনাহ-খাতার দায়ভার আমরা নিয়ে নেবো। তোমরা মুহাম্মাদের ধর্ম ত্যাগ করে পৈত্রিক ধর্মে ফিরে এসো।

এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরো দুটো মিথ্যা তারা নিজেরা বানিয়ে নিয়েছে যে,

(ক) কোনো ব্যক্তি অন্যের প্ররোচনায় কোনো অপরাধ করলে, সে নিজের অপরাধের দায়, যার কথায় সে অপরাধে লিপ্ত হয়েছে তার উপর চাপিয়ে নিজে মুক্ত হয়ে যেতে পারে।

(খ) দ্বিতীয় মিথ্যা হলো—মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তারা সেসব লোকের অপরাধের দায় নিজেদের মাথায় তুলে নেবে, যারা তাদের কথায় ঈমান ত্যাগ করে কুফরীর দিকে ফিরে গিয়েছিল। আসলে এসবই ছিল তাদের মিথ্যা উদ্ভাবন।

১ম রুকূ' (১-১৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ঈমান আনার মৌখিক দাবীর উপর ভিত্তি করে আখিরাতে মুক্তির আশা যথার্থ নয়।

২. ঈমানের দাবী করার পর তার সত্যতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

৩. সর্বকালের সর্বস্থানের মু'মিনকে-ই এ পরীক্ষার মুখোমুখী হতে হয়েছে।

৪. নবী-রাসূলগণকে অবশ্য আরো কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

৫. এ পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো—কারা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী, আর কারা এ দাবীতে মিথ্যাবাদী, তা দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয়া।

৬. কাফির-মুশরিক ও আল্লাহর দীনের বিরোধিরা কখনো আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না।

৭. আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের যে আশা করে মু'মিনরা জীবনযাপন করে থাকে, তারা অবশ্যই নির্ধারিত সময়েই আল্লাহর সাক্ষাত পাবে এবং তাদের কাজের সর্বোত্তম পুরস্কার পাবে।

৮. আল্লাহর শোনার এবং জানার বাইরে কোনো কিছু সংঘটিত হতে পারে না।

৯. আল্লাহর দীনের বিজয়ের লক্ষ্যে যে বা যারা প্রচেষ্টা-সংগ্রাম চালায় তার কল্যাণ সে নিজেই উপভোগ করবে। এতে আল্লাহর কোনো লাভ-ক্ষতি নেই।

১০. ঈমান ও নেক আমলের বদৌলতে অতীতের সকল গোনাহ-খাতা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। আর তাদের সর্বোত্তম কাজগুলোর আলোকেই তাদেরকে সর্বোত্তম বিনিময় দেবেন। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

১১. আল্লাহর আনুগত্যের পরেই মাতা-পিতার সাথে সদাচার ও আনুগত্য করার নির্দেশ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত মাতা-পিতার আনুগত্য করতে হবে।

১২. মাতা-পিতা যদি এমন আদেশ করেন যা শিরকের পর্যায়ে পড়ে এবং আল্লাহর নির্দেশের বিরোধী হয় তাহলে তাঁদের কথা মানা যাবে না। তবে তাঁদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণও করা যাবে না।

১৩. মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। আখিরাতে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে এবং নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

১৪. ঈমান ও নেক আমলকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের মধ্যে শামিল হবেন।

১৫. ঈমানের দাবী করার পর ঈমানের পরীক্ষার মুখোমুখী হওয়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। মুনাফিকরাই ঈমানের পরীক্ষার মুখোমুখী হতে রাজী নয়। পরীক্ষা ছাড়া মহামূল্যবান জান্নাত লাভ করা অযৌক্তিক আকাঙ্ক্ষা মাত্র।

১৬. দুনিয়ার সামান্য বিপদের ভয়ে মুনাফিকরা কুফর ও শিরকের সাথে আপোষ করে নেয়। অথচ আখিরাতের কঠোর আযাবকে ভয় করে দুনিয়ার বিপদাপদকে উপেক্ষা করে আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হওয়াই উচিত ছিল।

১৭. কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে কোনো বিপদের আশংকা দেখা দিলে মুনাফিকরা ইসলামের পক্ষ থেকে সরে গিয়ে ওদের দলে গিয়ে ভিড়ে। আবার ইসলামপন্থীদের বিজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিলে, এ পক্ষের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সর্বকালেই এ ধরনের মুনাফিকদের অস্তিত্ব থাকবে।

১৮. আল্লাহ তা'আলা খাঁটি মু'মিনদের পরিচয় প্রকাশ করে দেবেন এবং মুনাফিকদের পরিচয়ও প্রকাশ করে দেবেন।

১৯. দুনিয়ার কারো অপরাধের বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অপরাধের জন্য নিজেই দায়ী থাকবে।

২০. দুনিয়াতে কোনো লোক যদি এমন ওয়াদা করেও, এটা হবে একটা মিথ্যা ওয়াদা। কারণ আখিরাতের আযাবের কঠোরতা দেখার পর এ ওয়াদা রক্ষা করার সাহস কারো হবে না।

২১. কাফিররা নিজেদের কুফরীর বোঝাতো বহন করবেই, তৎসঙ্গে যাদেরকে গুমরাহ করেছিল, তাদের গুমরাহীর বোঝাও বহন করবেন। এতে ওদের বোঝা কমবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৯

⑭ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖ فَلَبِثَ فِيْهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْسِيْنَ

১৪. আর নিঃসন্দেহে আমি নূহকে তাঁর কওমের কাছে পাঠিয়েছিলাম[২১] এবং তিনি তাদের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন পঞ্চাশ বছর কম হাজার

عَامًا ؕ فَاَخَذَهُمُ الطُّوْفَانُ وَهُمْ ظٰلِمُوْنَ ⑮ فَاَنْجَيْنٰهُ وَ

বছর[২২] ; অতপর তাদেরকে মহাপ্লাবন পাকড়াও করলো এমতাবস্থায় যে, তারা ছিল যালিম[২৩]। ১৫. আর আমি রক্ষা করলাম তাঁকে (নূহকে) ও

⑭ وَ-আর ; لَقَدْ اَرْسَلْنَا-নিঃসন্দেহে পাঠিয়েছিলাম ; نُوْحًا-নূহকে ; اِلٰى-কাছে ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তাঁর কাওমের ; فَلَبِثَ-(ف+لبث)-এবং তিনি অবস্থান করেছিলেন ; فِيْهِمْ-(فى+هم)-তাদের মধ্যে ; اَلْفَ-হাজার ; سَنَةٍ-বছর ; اِلَّا-কম ; خَمْسِيْنَ-পঞ্চাশ ; عَامًا-বছর ; فَاَخَذَ-(ف+اخذ)-অতপর পাকড়াও করলো ; هُمُ-তাদেরকে ; الطُّوْفَانُ-মহাপ্লাবন ; وَ-এমতাবস্থায় যে, هُمْ-তারা ছিল ; ظٰلِمُوْنَ-যালিম। ⑮ فَاَنْجَيْنٰهُ-(ف+انجينا+ه)-আর আমি রক্ষা করলাম তাঁকে (নূহকে) ; وَ-ও ;

২১. নূহ (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে কুরআন মাজীদের অনেক সূরায় আলোচনা করা হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য সূরা আলে ইমরানের ৩৩-৩৪ আয়াত ও সূরা ইউনুসের ৭১ ও ৭৩ আয়াত, সূরা হূদ-এর ২৫ ও ৪৮ আয়াত, সূরা আল-আম্বিয়া ৭৬--৭৭ আয়াত, সূরা আল মু'মিনূন ২৩ ও ৩০ আয়াত, সূরা আশ-শূ'আরা ১০৫-১২৬ আয়াত এবং সূরা নূহ সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য।

আম্বিয়ায়ে কিরামের ঘটনা উল্লেখ করার প্রসঙ্গ হলো—মু'মিনদেরকে একথা বুঝানো যে, অতীতের মু'মিনদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছিল, তার প্রমাণ নবীদের ঘটনায় রয়েছে। আর কাফিরদেরকে সতর্ক করা যে, তোমরা আমাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে পার না, আমার পাকড়াও থেকে রেহাই পেতে পার না—ঐতিহাসিক ঘটনাতে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

২২. হযরত নূহ (আ) সাড়ে নয়শত বছর শুধুমাত্র দীনের দাওয়াতের কাজেই ব্যয় করেছেন। এ সময়কালকে তাঁর নবুওয়াতী জীবন বলা যেতে পারে। এ দিক থেকে তাঁর মোট জীবনকাল আরও বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে তাঁর বয়স যখন ছয়শত বছর হয় তখন মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়।

أَصْحٰبَ السَّفِيْنَةِ وَجَعَلْنٰهَا اٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ⑮ وَاِبْرٰهِيْمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

(তার সাথী) নৌকার আরোহীদেরকে[২৪] এবং এটাকে করে রাখলাম বিশ্ববাসীর জন্য একটি শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে[২৫]। ১৬. আর (পাঠিয়েছিলাম) ইবরাহীমকে[২৬]—যখন তিনি বলেছিলেন তাঁর কওমকে

اَصْحٰبَ-(তার সাথী) আরোহীদেরকে ; السَّفِيْنَةِ-নৌকার ; وَ-এবং ; جَعَلْنٰهَا-(جعلنا+ها)-এটাকে করে রাখলাম ; اٰيَةً-শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে ; لِّلْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ববাসীর জন্য। ⑯ وَ-আর ; اِبْرٰهِيْمَ-(পাঠিয়েছিলাম) ইবরাহীমকে ; اِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; لِقَوْمِهِ-(ل+قوم+ه)-তাঁর কাওমকে ;

এখানে নূহ (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে মু'মিনদেরকে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর এ বান্দা সাড়ে নয়শত বছর দীনের দাওয়াত দিয়েছেন এবং বিরোধিদের যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। আর তোমরা মাত্র কয়েক বছরে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছো।

নূহ (আ)-এর এত দীর্ঘকাল বেঁচে থাকা বিস্ময়কর মনে হলেও অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহর কুদরতের সীমা-পরিসীমা নেই। বিশ্বজাহানে অনেক বিস্ময়কর ঘটনাবলীর সাথে আমরা পরিচিত। জীবন-মৃত্যুর স্রষ্টা আল্লাহর পক্ষে কোনো অসম্ভব কিছু নেই। তিনি চাইলে হাজার বছর নয়, তার চেয়ে অনেক বয়স কাউকে দিতে পারেন, অথচ মানুষ নিজের চেষ্টায় এক মুহূর্তও জীবিত থাকতে পারে না।

২৩. অর্থাৎ তারা যখন মহাপ্লাবনের শিকার হয় তখন তারা মানুষের উপর যুলুম-নির্যাতনে রত ছিল। যদি তারা মহাপ্লাবন আসার আগে এ অপরাধ থেকে বিরত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো, তাহলে আল্লাহ তাদের উপর এ আযাব পাঠাতেন না।

২৪. অর্থাৎ যারা নূহ (আ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আল্লাহর নির্দেশে নৌকায় আরোহণ করেছিল। সূরা হুদ-এর ৪০ আয়াতে এ ঘটনার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে—

"অবশেষে আমার নির্দেশ যখন এসে পড়লো এবং উনুন উথলে উঠলো, তখন আমি বললাম—এতে (নৌকায়) উঠিয়ে নিন প্রত্যেক প্রকার থেকে এক একটি করে নর ও মাদী এবং আপনার পরিবার-পরিজনকেও, তাকে ছাড়া যার সম্পর্কে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও তুলে নিন ; তবে খুব কম সংখ্যক লোকই তাঁর সাথে ঈমান এনেছিল।"

২৫. অর্থাৎ এ যুগান্তকারী ঘটনা এবং নূহের তৈরি নৌকাটিকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন করে রাখলাম। মূলত নৌকাটি শত শত বছর পর্যন্ত পর্বতের চূড়ায় রেখে দেয়ার কথাই এখানে বলা হয়েছে। পর্বতের চূড়ায় নৌকাটির অবস্থান এ ভূখণ্ডে সংঘটিত মহাপ্লাবনের প্রমাণ হিসেবে আজও বর্তমান রয়েছে। সূরা আল কামারের ১৩ থেকে ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর আমি তাঁকে (নূহকে) আরোহণ করালাম তক্তা ও পেরেক বিশিষ্ট নৌযানে। যা আমার চোখের সামনে চলমান ছিল, এটা ছিল তাঁর জন্য পুরস্কার যাকে প্রত্যাখ্যান করা

اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ○

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁকে ভয় করো[২৭] এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

⑰ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ

১৭. তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে শুধুমাত্র মূর্তিদের পূজো করছো এবং মিথ্যা কথা রচনা করছো।[২৮] ; নিশ্চয়ই যাদেরকে

اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللَّهَ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; اتَّقُوهُ-(اتقوا+ه)-তাঁকে ভয় করো ; ذَٰلِكُمْ-এটাই ; خَيْرٌ-উত্তম ; لَّكُمْ-তোমাদের জন্য ; إِن-যদি ; كُنتُمْ تَعْلَمُونَ-তোমরা জানতে। ⑰ إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; تَعْبُدُونَ-তোমরাতো পূজো করছো ; مِن دُونِ-ছেড়ে ; اللَّهِ-আল্লাহকে ; أَوْثَانًا-মূর্তীদের ; وَ-এবং ; تَخْلُقُونَ-রচনা করছো ; إِفْكًا-মিথ্যা ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যাদেরকে ;

হয়েছিল। আর আমি নিঃসন্দেহে একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি, অতএব আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"

নূহ (আ)-এর এ নৌকাটি সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন খবর পাওয়া যায় যে, জুদী পাহাড়ের চূড়ায় নৌকাটি দেখা যায়। বিমান যাত্রীরা আরাফাত পর্বতমালার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় নৌকাটি দেখতে পায়।

২৬. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা সবিস্তারে জানার জন্য কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত সূরা ও সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ দ্রষ্টব্য ঃ

সূরা আল বাকারা আয়াত ১২৪-১৪০ এবং ২৫৮-২৬০ ; আলে ইমরান আয়াত ৬৫-৬৮ ; আল আন'আম আয়াত ৭৪-৮৩ ; হূদ আয়াত ৬৯-৭৬ ; ইবরাহীম আয়াত ৩৫-৪১ ; আল হিজর আয়াত ৫১-৬০ ; মারইয়াম, আয়াত ৪১-৫০ ; আল আম্বিয়া আয়াত ৫১-৭২ ; আশ শু'আরা আয়াত ৬৯-৯১; আস সাফ্ফাত আয়াত ৮৩-১১২ ; আয্ যুখরুফ আয়াত ২৬-৩০।

২৭. অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগরূক রাখো, তাহলে শিরক ও নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকতে পারবে।

২৮. অর্থাৎ তোমরা তোমাদের নিজেদের তৈরি মিথ্যা দেব-দেবীর পূজো করছো। তোমরা বিশ্বাস করো যে, এরা আল্লাহর অবতার, তাঁর সন্তান, তাঁর সান্নিধ্য প্রাপ্ত এবং তাঁর কাছে তোমাদের জন্য শাফায়াতকারী। তোমরা মনে করো যে, এদের কেউ কেউ তোমাদের রোগ নিরাময়কারী, সন্তানদাতা ও রিয্ক দানকারী। এসবই মিথ্যা। আসলে এসব তোমাদের নিজের হাতে গড়া মূর্তী মাত্র—এদের কোনো ক্ষমতা-ই নেই।

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ

তোমরা পূজো করছো আল্লাহকে ছেড়ে, তারা তোমাদেরকে রিয্ক দেয়ার ক্ষমতা রাখে না ; অতএব তোমরা আল্লাহর-ই কাছে চাও

الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا

রিয্ক এবং তাঁরই ইবাদাত করো ও তাঁর প্রতিই কৃতজ্ঞ হও ; তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে[২৯]।
১৮. আর যদি তোমরা (আমাকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করো

فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ○

তবে অবশ্যই তোমাদের আগে অনেক জাতি-ই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল[৩০] ; আর রাসূলের উপর সুস্পষ্টভাবে (পয়গাম) পৌঁছে দেয়া ছাড়া কিছু (কোনো দায়িত্ব) নেই।

﴿١٩﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ

১৯. তারা[৩১] কি লক্ষ করে না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনি তা পুনঃ সৃষ্টি করবেন ; নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য

تَعْبُدُونَ-তোমরা পূজো করছো ; مِنْ دُونِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ; لَا يَمْلِكُونَ-তারা ক্ষমতা রাখে না ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; رِزْقًا-রিযক দেয়ার ; فَابْتَغُوا-(ف+ابتغوا)-অতএব তোমরা চাও ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর-ই ; الرِّزْقَ-রিযক ; وَ-এবং ; اعْبُدُوهُ-(اعبدوا+ه)-তাঁরই ইবাদাত করো ; وَ-ও ; اشْكُرُوا-কৃতজ্ঞ হও ; لَهُ-তার প্রতিই ; إِلَيْهِ-তাঁরই দিকে ; تُرْجَعُونَ-তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (১৮) وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تُكَذِّبُوا-তোমরা মিথ্যা সাব্যস্ত করো (আমাকে) ; فَقَدْ كَذَّبَ-তবে অবশ্যই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; أُمَمٌ-অনেক জাতি-ই ; مِنْ قَبْلِكُمْ-(من+قبل+كم)-তোমাদের আগে ; وَ-আর ; مَا-কিছু নেই ; عَلَى-উপর ; الرَّسُولِ-রাসূলের ; إِلَّا-ছাড়া ; الْبَلَاغُ-পৌঁছে দেয়া ; الْمُبِينُ-সুস্পষ্টভাবে। (১৯) أَوَلَمْ يَرَوْا-তারা কি লক্ষ করে না ; كَيْفَ-কিভাবে ; يُبْدِئُ-সূচনা করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْخَلْقَ-সৃষ্টির ; ثُمَّ-তারপর ; يُعِيدُهُ-(يعيد+ه)-তিনি তা পুনঃ সৃষ্টি করবেন ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ذَٰلِكَ-এটা ; عَلَى-জন্য ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

২৯. অর্থাৎ তোমরা এ মূর্তীগুলোকে যেসব ক্ষমতার অধিকারী মনে করো, এরা সেসব ক্ষমতার কোনোটার-ই অধিকারী নয়। তোমাদেরকে তো আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের ইবাদাত-আনুগত্যের অধিকারী দাবী করতে পারে না।

يَسِيرٌ ⑳ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ

খুবই সহজ[৩২]। ২০. আপনি বলুন—তোমরা দুনিয়াতে ভ্রমণ করো এবং দেখো কিভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তারপর

اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○

শেষবারের সৃষ্টিও আল্লাহ-ই সৃষ্টি করবেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়েই সর্বশক্তিমান।[৩৩]

㉑ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۖ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ○

২১. তিনি যাকে ইচ্ছা করেন শাস্তি দেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন দয়া করেন, আর তাঁর দিকেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

يَسِيرٌ-খুবই সহজ। ⑳ قُلْ-আপনি বলুন ; سِيرُوا-তোমরা ভ্রমণ করো ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; فَانظُرُوا-(ف+انظروا)-এবং দেখো ; كَيْفَ-কিভাবে ; بَدَأَ-তিনি সূচনা করেছেন ; الْخَلْقَ-সৃষ্টির ; ثُمَّ-তারপর ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; يُنشِئُ-সৃষ্টি করবেন ; النَّشْأَةَ-সৃষ্টিও ; الْآخِرَةَ-শেষবারের ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ-সববিষয়ে ; قَدِيرٌ-সর্ব শক্তিমান। ㉑ يُعَذِّبُ-তিনি শাস্তি দেন ; مَن-যাকে ; يَشَاءُ-ইচ্ছা করেন ; وَ-এবং ; يَرْحَمُ-দয়া করেন ; مَن-যাকে ; يَشَاءُ-ইচ্ছা করেন ; وَ-আর; إِلَيْهِ-তাঁর দিকেই ; تُقْلَبُونَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৩০. অর্থাৎ তাওহীদের দাওয়াত, অবশেষে আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়া এবং নিজেদের দুনিয়ার জীবনের সকল কাজের হিসেব আল্লাহর কাছে দেয়ার বিষয়কে অস্বীকার করো, তবে এটা কোনো নতুন কথা নয়। অতীতের অনেক জাতিই এসব বিষয় অস্বীকার করেছে এবং এসবকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; কিন্তু সেসব জাতি নবীদের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি ; বরং নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে। ইতিহাসে তার অনেক উদাহরণ আছে।

৩১. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা বর্ণনার মাঝে একটি স্বতন্ত্র কথা এখানে বলা হয়েছে মক্কার কাফিরদের সম্বোধন করে। কাফিররা দুটো মৌলিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত ছিল। তম্মধ্যে একটি ছিল শিরক ও মূর্তীপূজা যা হযরত ইবরাহীমের ইতপূর্বেকার বর্ণনায় বাতিল করা হয়েছে। আর তাদের অপর বিভ্রান্তি ছিল আখিরাত অস্বীকৃতি যা এ আয়াতে বাতিল করা হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ তোমাদের পুনঃ সৃষ্টি আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। তোমাদের দৃষ্টিতেই আল্লাহ তা'আলা যেহেতু বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনেন এবং ধারাবাহিকভাবে মানুষকে বিলুপ্ত করেন এবং নতুন মানুষকে অস্তিত্বে আনেন, তাই তোমাদের পুনঃ সৃষ্টি তাঁর জন্য কঠিন হবে কেন ? আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের মৃত্যুর পর পুনরায় তোমাদেরকে সৃষ্টি করে তাঁর সামনে দাঁড় করাবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ز وَمَا لَكُمْ ㉒

২২. আর তোমরা না তাঁকে যমীনে অক্ষমকারী হতে পারো, আর না আসমানে[৩৪] এবং নেই তোমাদের জন্য

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক আর না কোনো সাহায্যকারী।[৩৫]

وَ㉒-আর ; مَا-না ; أَنْتُمْ-তোমরা ; بِمُعْجِزِيْنَ-অক্ষমকারী হতে পারো ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; لَا-না ; فِي السَّمَاءِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; اللّٰهِ-আল্লাহ ; مِنْ وَّلِيٍّ-কোনো অভিভাবক ; وَّ-আর ; لَا-না ; نَصِيْرٍ-কোনো সাহায্যকারী।

৩৩. অর্থাৎ যে আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো নমুনা ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, যার প্রমাণ তোমাদের অস্তিত্ব। সুতরাং দ্বিতীয়বার সৃষ্টির ব্যাপারটাকেও তোমাদের বিশ্বাস করে নেয়া উচিত। কারণ বুদ্ধি ও যুক্তির দাবী এটাই যে, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি আল্লাহর ক্ষমতা বহির্ভূত হতেই পারে না।

৩৪. অর্থাৎ আসমান-যমীনে এমন কোনো স্থান নেই যেখানে গিয়ে তোমরা আল্লাহর পাকড়াও থেকে আত্মরক্ষা করতে পার। ভূগর্ভে বা আসমানের উপরে যেখানে গিয়েই তোমরা লুকিয়ে থাক না কেন, যথাসময়ে তোমাদেরকে ধরে আনা হবে এবং তোমাদের প্রতিপালকের সামনে হাজির করা হবে। একথা-ই আল্লাহ তা'আলা সূরা আর রাহমানের ৩৩ আয়াতে জিন ও মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন—

"হে জিন ও মানুষ! তোমরা যদি আসমান ও যমীনের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখ তবে বের হয়ে যাও ; কিন্তু না-ক্ষমতা ছাড়া তোমরা বের হতে পারবে না।"

৩৫. অর্থাৎ যারা শিরক ও কুফরী করেছে, আল্লাহর বিধানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করেছে এবং হঠকারিতা দেখিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করেছে, আল্লাহর বান্দাহদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে, তাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচানোর জন্য অথবা আল্লাহর আযাব কার্যকর হওয়াকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য কোনো অভিভাবক ও কোনো সাহায্যকারী আখিরাতে থাকবে না। এমন কোনো শক্তিধর সেদিন পাওয়া যাবে না, যে সাহস করে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে পারবে যে, এরা আমার লোক, এদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হোক। অথবা এমন কোনো লোকও সেদিন পাওয়া যাবে না, যে তাদেরকে আল্লাহর মুকাবিলায় আশ্রয় দিতে পারে।

২য় রুকূ' (১৪-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যে সকল নবীর কথা কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানি, তাদের মধ্যে হযরত নূহ (আ)-ই সুদীর্ঘকাল তাঁর জাতিকে দীনের দাওয়াত দিয়ে গেছেন।

২. কাওমে নূহ্ যেমন হঠকারী ছিল, তেমনি তাদের উপর আযাবও এসেছে সর্বব্যাপক। তাদেরকে দুনিয়া থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর দাওয়াতের সাথে হঠকারিতা দেখানো অত্যন্ত ভয়ংকর কাজ।

৩. নূহ্ (আ)-এর জাতির উপর আপতিত প্রলয়ংকারী ধ্বংসযজ্ঞ থেকে একমাত্র ঈমানদাররাই রক্ষা পেয়েছিল। সুতরাং আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে হলে দীনের পথে থাকতে হবে।

৪. নূহ্ (আ)-এর মহাপ্লাবনকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর তৈরি নৌকাকে আজ পর্যন্ত রেখে দিয়েছেন।

৫. নূহ (আ)-এর কাওমের প্রতি তাঁর যে দাওয়াত ছিল, পরবর্তী নবী-রাসূলদেরও একই দাওয়াত ছিল। আর তা ছিল—এক আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁকেই ভয় করো।

৬. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো শক্তিই সৃষ্টিকূলের রিয্ক দেয়ার ক্ষমতা নেই, সুতরাং তাঁর কাছেই রিয্ক চাইতে হবে ; আর ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁর।

৭. আমাদেরকে যেহেতু আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তাই তাঁর নির্দেশ মেনেই জীবনযাপন করতে হবে।

৮. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানুষকে কোনো প্রকার নমুনা ছাড়াই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সুতরাং দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য খুবই সহজ। অতএব কিয়ামতের পর তিনি আমাদেরকে অবশ্যই দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে আমাদের হিসেব নেবেন।

৯. নবীর দায়িত্ব হলো—দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া, ওলামায়ে কিরামের দায়িত্বও দীনের দাওয়াত মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া। পর্যায়ক্রমে মুসলিম উম্মাহর উপর সে একই দায়িত্ব বর্তায়।

১০. দুনিয়াতে সৃষ্টি ও লয় এ দু'য়ের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ভ্রমণ করলে তা আরও স্পষ্ট হয়ে আমাদের সামনে ফুটে উঠে। প্রতিনিয়ত সৃষ্টি ও লয়-এর অবিরাম কর্মকাণ্ড থেকেই প্রমাণিত হয় পুনরুত্থানেও আল্লাহ সক্ষম।

১১. আল্লাহ যাকে শাস্তি দেন, তা তাঁর ইনসাফের পরিচায়ক, আর যাকে দয়া করে ক্ষমা করে দেন তা-ও তাঁর অপরিসীম দয়ার প্রকাশ। এর রদবদল করার শক্তি কারো নেই।

১২. সীমালংঘনকারী যালিমদেরকে আল্লাহ অবশ্যই পাকড়াও করবেন। আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তাদেরকে বাঁচানোর মতো কোনো অভিভাবক বা সাহায্যকারী কেউ থাকবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٢٣﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَلِقَائِهٖٓ اُولٰٓئِكَ يَئِسُوْا مِنْ رَّحْمَتِيْ

২৩. আর যারা অস্বীকার করে আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাতকে, তারাই আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেছে,[৩৬]

وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٢٤﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ

আর ওরাই তারা যাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। ২৪. অতপর[৩৭] তাঁর (ইবরাহীমের) কওমের এ ছাড়া কোনো জওয়াব ছিল না যে,

قَالُوا اقْتُلُوْهُ اَوْ حَرِّقُوْهُ فَاَنْجٰىهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ

তারা বললো—'তোমরা তাকে হত্যা করো অথবা তাকে আগুনে পোড়াও'[৩৮] ; তারপর আল্লাহ তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করলেন[৩৯] ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে

(২৩) وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-অস্বীকার করে ; بِاٰيٰتِ-(ب+ايت)-আয়াতসমূহ ; اللّٰه-আল্লাহর ; وَ-ও ; لِقَائِهٖ-(لقاء+ه)-তাঁর সাক্ষাতকে ; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; يَئِسُوْا-নিরাশ হয়ে গেছে ; مِنْ-থেকে ; رَّحْمَتِيْ-(رحمة+ى)-আমার রহমত ; وَ-আর ; اُولٰٓئِكَ-ওরাই তারা ; لَهُمْ-যাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। (২৪) فَمَا كَانَ-(ف+ما كان)-অতপর ছিল না ; جَوَابَ-জওয়াব ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তাঁর (ইবরাহীমের) কওমের ; اِلَّآ-এছাড়া ; اَنْ-যে ; قَالُوا-তারা বললো ; اقْتُلُوْهُ-(اقتلوا+ه)-তোমরা তাকে হত্যা করো ; اَوْ-অথবা ; حَرِّقُوْهُ-(حرقوا+ه)-তাকে আগুনে পোড়াও ; فَاَنْجٰىهُ-(ف+انجى+ه)-তারপর তাঁকে রক্ষা করলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِنَ-থেকে ; النَّارِ-আগুন ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ;

৩৬. অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর আয়াত মেনে নিতে অস্বীকার করলো, তখন ঈমানদারদেরকে দেয় রহমতের প্রতিশ্রুতির আওতা থেকে তারা স্বাভাবিকভাবেই বের হয়ে গেলো। অতপর তারা যখন মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে জবাবদিহি করার ব্যাপারকে অবিশ্বাস করলো, তখন স্বাভাবিকভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহর দান বা ক্ষমার সাথে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার কোনো সম্পর্কই নেই। অতপর আখিরাতের জগতের অবস্থা যখন তারা তাদের প্রত্যাশার বিপরীত দেখতে পাবে, তখনতো আর তাদের আল্লাহর রহমতের অংশ লাভের আশা করার কোনো অর্থই থাকবে না।

لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ

নিশ্চিত নিদর্শন সেই কওমের জন্য যারা ঈমান আনে[৪০]। ২৫. আর তিনি (ইবরাহীম) বললেন[৪১]—"তোমরা তো বানিয়ে নিয়েছো আল্লাহকে ছেড়ে

لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শন ; لِقَوْمٍ-সেই কওমের জন্য ; يُؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান আনে। ২৫ وَ-আর ; قَالَ-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; اِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ-(ان+ما+اتخذتم)-তোমরাতো বানিয়ে নিয়েছো ; مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ;

৩৭. মাঝখানে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার পর এখান থেকে ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা শুরু হয়েছে।

৩৮. অর্থাৎ যুক্তি প্রয়োগের অক্ষমতাই শক্তি প্রয়োগের সূচনা ঘটায়। ইবরাহীম (আ)-এর কওমের লোকেরা যখন তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথার জবাব দিতে সক্ষম হলো না তখন তারা ইবরাহীম (আ)-কে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাইলো। সমগ্র জনতা একথায় একমত হলো যে, সে যখন আমাদের সকলের ভুল ধরতে বাড়াবাড়ি শুরু করলো তখন তাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এ ব্যাপারে সবাই একমত হয়ে গেলো; কিন্তু মারার পদ্ধতি নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হলো। কিছু লোকের পরামর্শ ছিল, তাকে হত্যা করা হোক। অপর কিছু লোকের পরামর্শ হলো, তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হোক, এতে করে ভবিষ্যতে অন্য কেউ এ ধরনের হক কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে না।

৩৯. অর্থাৎ তারা যখন ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে নিক্ষেপ করলো তখন আমি তাঁকে আগুন থেকে রক্ষা করলাম।

সূরা আল আম্বিয়ার ৬৯ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—আমি নির্দেশ দিলাম, 'হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের প্রতি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও।' ইবরাহীম (আ)-কে অবশ্যই আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তা না হলে আগুনের প্রতি আল্লাহর উল্লিখিত নির্দেশ অর্থহীন হয়ে যায়।

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে অপর যে কথাটি প্রমাণিত হয় তাহলো, বস্তুর প্রকৃতি বা ধর্ম মহান আল্লাহর নির্দেশের অধীন। তিনি চাইলে কোনো সময় বস্তুর প্রকৃতি বা ধর্মকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন। যেমন ইবরাহীম (আ)-এর ক্ষেত্রে আগুনের ধর্ম তার দাহিকা শক্তিকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন।

৪০. অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর এ ঘটনায় মু'মিনদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো—

এক ঃ ইবরাহীম (আ) যখন পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতির অনুসৃত ও আচরিত শিরকী ধর্মের অসারতা এবং তাওহীদের মৌলিকত্ব সম্পর্কে সত্য জ্ঞানের ভিত্তিতে জানতে পারলেন, তখন তিনি সবকিছু ত্যাগ করে সত্য দীন গ্রহণ করতে বিলম্ব করেননি।

أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

মূর্তিগুলোকে দুনিয়ার জীবনে তোমাদের মধ্যকার ভালোবাসার মাধ্যম হিসাবে[৪২] ; অতপর কিয়ামতের দিন

يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَّيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ وَّمَأْوٰىكُمُ النَّارُ

তোমাদের একজন অপরজনকে অস্বীকার করবে এবং তোমাদের একে অপরকে লা'নত করবে[৪৩] ; আর তোমাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম,

أَوْثَانًا-মূর্তিগুলোকে ; مَّوَدَّةَ-ভালোবাসার মাধ্যম হিসেবে ; بَيْنِكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ; فِي الْحَيٰوةِ-জীবনে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; ثُمَّ-অতপর ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; يَكْفُرُ-অস্বীকার করবে ; بَعْضُكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের একজন ; بِبَعْضٍ-(ب+بعض)-অপরজনকে ; وَّ-এবং ; يَلْعَنُ-লা'নত করবে ; بَعْضُكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের একে ; بَعْضًا-অপরকে ; وَّ-আর ; مَأْوٰىكُمُ-(ماوى+كم)-তোমাদের ঠিকানা হবে ; النَّارُ-জাহান্নাম ;

দুই ঃ তিনি নিজ জাতিকে মিথ্যা, শিরক ও জাতীয় স্বার্থপ্রীতি থেকে সরিয়ে আনার জন্য তাদের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে অনবরত প্রচারকাজ চালিয়ে গেছেন।

তিন ঃ তিনি বিরোধিদের আগুনের ভয়াবহ শাস্তিকে উপেক্ষা করে সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল থেকেছেন।

চার ঃ অবশেষে আল্লাহ তাঁকে এ কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করেছেন।

পাঁচ ঃ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরই আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য আগুনকে অলৌকিকভাবে শান্তিদায়ক শীতল করে দেন। এসব কিছুই মু'মিনদের জন্য শিক্ষণীয় নিদর্শন।

৪১. ইবরাহীম (আ)-এর একথা তিনি আগুন থেকে নিরাপদে বের হয়ে আসার পরই বলেছিলেন। বক্তব্যের ধারাবাহিকতায় এটাই বুঝা যায়।

৪২. অর্থাৎ মূর্তিপূজা তথা মূর্তি-সভ্যতার ভিত্তিতে তোমরা গড়ে তুলছো, যদিও এটা তোমাদেরকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে, কারণ দুনিয়াতে আকীদা-বিশ্বাস সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক না কেন তার ভিত্তিতে সামাজিক ঐক্য, পারস্পরিক বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, ধর্মীয় সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়ে তোলা যায়। যদিও এ সম্পর্কের সীমানা দুনিয়ার জীবনের প্রান্তভাগ পর্যন্তই, তার পরে আর নেই।

৪৩. অর্থাৎ শিরক ও কুফরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক আখিরাত পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। আখিরাতে সেসব সম্পর্কই টিকে থাকবে যা দুনিয়াতে এক

وَمَا لَكُمْ مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ﴿٢٥﴾ فَاٰمَنَ لَهٗ لُوْطٌ ۘ وَقَالَ اِنِّىْ مُهَاجِرٌ

এবং তোমাদের জন্য সাহায্যকারীদের কেউ থাকবে না।" ২৬. অতপর লূত তাঁর প্রতি ঈমান আনলেন[৪৪]; আর তিনি (ইবরাহীম) বললেন—'আমি অবশ্যই হিজরতকারী

وَ-এবং ; مَا لَكُمْ-(ما+لكم)-তোমাদের জন্য থাকবে না ; مِّنْ-কেউ ; نّٰصِرِيْنَ-সাহায্যকারীদের। ﴿২৬﴾ فَاٰمَنَ-(ف+امن)-অতপর ঈমান আনলেন ; لَهٗ-তার প্রতি ; لُوْطٌ-লূত ; وَ-আর ; قَالَ-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; اِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; مُهَاجِرٌ-হিজরতকারী ;

আল্লাহর ইবাদাত, নেক কাজ ও আল্লাহর ভীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। কুফর ও শিরক তথা আল্লাহদ্রোহিতার ভিত্তিতে দুনিয়াতে যেসব সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এমন সব সম্পর্ক আখিরাতে ছিন্ন হয়ে যাবে। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, পীর-মুরীদ, ওস্তাদ-শাগরিদ প্রভৃতি যত রকমের সম্পর্কই দুনিয়াতে থাকুক না কেন, আখিরাতে একে অপরের উপর দোষ চাপাতে সচেষ্ট থাকবে, একে অপরকে লা'নত করতে থাকবে। প্রত্যেকে নিজের পথভ্রষ্টতার দায়-দায়িত্ব অন্যের উপর চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে এ ব্যাপারটি উল্লিখিত আছে। সূরা আয যুখরূফের ৬৭ আয়াতে বলা হয়েছে—

"বন্ধু-বান্ধবরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে যাবে, কেবল আল্লাহভীরু লোকেরা ছাড়া।"

সূরা আল আ'রাফের ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে—

"যখনই কোনো দল প্রবেশ করবে, তখনই তারা অন্য দলের লোকদের উপর লা'নত করতে থাকবে, এমনকি যখন সবাই তাতে সমবেত হবে, তখন পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্বন্ধে বলবে 'হে আমাদের প্রতিপালক ! এরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল, সুতরাং এদেরকে জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন। আল্লাহ বলবেন—প্রত্যেকের জন্যই দ্বিগুণ কিন্তু তোমরা তা জানোনা।"

সূরা আল আহ্যাবের ৬৭-৬৮ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তারা আরও বলবে—'আমরাতো আমাদের নেতাদের এবং আমাদের প্রধানদের কথা মেনে চলেছিলাম। অতএব তারাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক ! তাদের শাস্তি দ্বিগুণ করে দিন এবং তাদের প্রতি মহা-লা'নত বর্ষণ করুন।"

৪৪. হযরত লূত (আ)-ছিলেন ইবরাহীম (আ)-এর ভাতিজা। ইবরাহীম (আ) যখন নিরাপদে আগুন থেকে বের হয়ে আসেন তখন লূত (আ) চাচা ইবরাহীম (আ)-এর নবুওয়াতকে মেনে নেন এবং তাঁর আনুগত্য গ্রহণ করেন। এটা অসম্ভব নয় যে, আরও অনেক লোকই ভেতরে ভেতরে ইবরাহীম (আ)-এর নবুওয়াতের সত্যতা স্বীকার করে থাকবে ; কিন্তু পুরো জাতি ও সরকারের পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আ)-এর দীনের উপর যে আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাতে ইবরাহীম (আ)-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার সাহস কেউ

إِلَىٰ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾ وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَٰقَ وَ

আমার প্রতিপালকের দিকে[৪৫] নিশ্চয়ই তিনি—তিনিই পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়[৪৬]।
২৭.আর আমি তাঁকে (ইবরাহীমকে) দান করলাম (পুত্র) ইসহাক ও

يَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ وَءَاتَيْنَٰهُ أَجْرَهُۥ

(পৌত্র) ইয়াকূব[৪৭] এবং তাঁর বংশধরদের মধ্যে কায়েম রাখলাম নবুওয়াত ও কিতাব[৪৮], আর তাকে তার পুরস্কার দান করলাম

فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ﴿٢٧﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ

দুনিয়াতেও ; এবং আখিরাতেও তিনি নিশ্চিত নেককার লোকদের মধ্যে শামিল হবেন[৪৯]। ২৮. আর (স্মরণীয়) লূতের কথা[৫০] যখন তিনি বললেন

اِلَى-দিকে ; رَبِّىْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালকের; اِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; هُوَ-তিনিই; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়। (২৭) وَ-আর ; وَهَبْنَا-আমি দান করলাম ; لَهُ-তাকে ; اِسْحٰقَ-(পুত্র) ইসহাক ; وَ-ও ; يَعْقُوْبَ-(পৌত্র) ইয়াকূব ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-কায়েম রাখলাম ; فِىْ-মধ্যে ; ذُرِّيَّتِهٖ-(ذرية+ه)-তাঁর বংশধরদের ; النُّبُوَّةَ-নবুওয়াত ; وَ-ও ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; وَ-আর ; اٰتَيْنٰهُ-(اتينا+ه)-তাকে দান করলাম ; اَجْرَهُ-(اجر+ه)-তার পুরস্কার ; فِى الدُّنْيَا-দুনিয়াতেও ; وَ-এবং ; اِنَّهُ-তিনি নিশ্চিত ; فِى الْاٰخِرَةِ-আখিরাতেও ; لَمِنَ-মধ্যে শামিল হবেন ; الصّٰلِحِيْنَ-নেক্কার লোকদের। (২৮) وَ-আর (স্মরণীয়) ; لُوْطًا-লূতের কথা ; اِذْ-যখন ; قَالَ-তিনি বললেন ;

করেনি। একমাত্র লূত (আ)-ই সেই তরুণ যিনি এ সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। অবশেষে তিনি চাচা ও চাচীর হিজরতকালেও তাঁদের সহযোগী হয়েছিলেন।

৪৫. অর্থাৎ আমার প্রতিপালকের জন্যই আমি হিজরত করছি। তিনি আমাকে যেখানে নেবেন এবং যেখানে তাঁর ইবাদাতের কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না আমি সেখানে যাবো।

৪৬. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক আমাকে সহায়তা দানের ক্ষমতা রাখেন, কেননা তিনি পরাক্রমশালী। তিনি আমার জন্য যে ফায়সালা-ই করবেন তা আমার জন্য কল্যাণকরই হবে। কারণ তিনি প্রজ্ঞাময়।

৪৭. হযরত ইসহাক (আ)-এর পুত্র ইয়াকূব (আ)। এখানে ইবরাহীম (আ)-এর অন্য পুত্রদের কথা এ জন্য উল্লেখ করা হয়নি যে, তাদের বংশের মাত্র দু'জন নবীই এসেছেন। ইবরাহীম পুত্রদের মাদায়েনী শাখার মধ্যে একমাত্র শুয়াইব (আ) নবী ছিলেন আর ইসমাঈল (আ)-এর বংশে একমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (স) নবী ছিলেন। অপরদিকে ইসহাক (আ)-

لِقَوْمِهٖٓ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ۖ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ

তাঁর কওমকে—'তোমরাতো এমন অশ্লীল কাজ করছো, যা তোমাদের আগে কেউ করেনি

مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٨﴾ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ ۙ

বিশ্ববাসীর মধ্যে। ২৯. তোমরা কি পুরুষদের সাথে উপগত হও[৫১] এবং রাস্তায় ছিনতাই করো ?

لِقَوْمِهٖ-(ل+قوم+ه)-তাঁর কওমকে ; اِنَّكُمْ-তোমরা তো ; لَتَاْتُوْنَ-করছো ; الْفَاحِشَةَ-এমন অশ্লীল কাজ ; مَا سَبَقَكُمْ-(ماسبق+كم)-তোমাদের আগে করেনি ; بِهَا-যা ; مِنْ اَحَدٍ-কেউ ; مِّنَ-মধ্যে ; الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ববাসীর। (২৯) اَئِنَّكُمْ-(أ+ان+كم)-তোমরা কি ; لَتَاْتُوْنَ-উপগত হও ; الرِّجَالَ-পুরুষদের সাথে ; وَ-এবং ; تَقْطَعُوْنَ-তোমরা ছিনতাই করো ; السَّبِيْلَ-রাস্তায় ;

এর বংশে তথা বনী ইসরাঈলদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত অগণিত নবী-রাসূল এসেছেন। এসেছে অনেক আসমানী কিতাব।

৪৮. ইবরাহীম (আ)-এর পরে যত নবী-রাসূল এসেছেন সবাই এর মধ্যে শামিল। এসব নবী-রাসূল সবাই ইবরাহীম (আ)-এর বংশেই এসেছেন।

৪৯. অর্থাৎ যারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে এমনকি তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত করেছিল ; সেসব শাসক, পুরোহিত সবাই দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আর ইবরাহীম (আ)-এর নাম গত চার হাজার বছর থেকে দুনিয়ার বুকে সমুজ্জ্বল রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। যত নবী-রাসূল দুনিয়াতে এসেছেন তাঁরা সবাই ইবরাহীম (আ)-এর বংশ থেকেই এসেছেন। সকল ধর্মের লোকেই তাঁকে নিজেদের নেতা হিসেবে মানে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত ইয়াহূদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে তাঁর নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আর তাঁর বিরোধিদের নাম-নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে গেছে। গত চার হাজার বছর পর্যন্ত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরদের থেকেই দুনিয়ার মানুষ হিদায়াত লাভ করে আসছে। যার ফলে আখিরাতেও তাঁর জন্য মহাপুরস্কার নির্ধারিত হয়ে আছে।

৫০. হযরত লূত (আ)-এর ঘটনা কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায়ই প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এসেছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য নিম্নোক্ত সূরার নির্দেশিত আয়াতসমূহ দ্রষ্টব্য ঃ

সূরা আল আ'রাফ আয়াত ৮০-৮৪ ; সূরা হূদ আয়াত ৭৭-৮৩ ; সূরা আল হিজর আয়াত ৫৮-৭৭ ; সূরা আল আম্বিয়া আয়াত ৭৪-৭৫ ; সূরা আশ শু'আরা আয়াত ১৬০-১৭৫ ; সূরা আন নাম্‌ল আয়াত ৫৪-৫৯ ; সূরা আস সাফ্‌ফাত আয়াত ১৩৪-১৩৮ ; সূরা আল কামার আয়াত ৩৩-৩৯।

وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن

এবং তোমাদের নিজেদের মজলিসে প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করো[৫২]? তখন তাঁর কওমের লোকদের এ ছাড়া কোনো জওয়াব ছিল না যে,

قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ

তারা বলেছিল—'আমাদের উপর আল্লাহর আযাব নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদীদের শামিল হয়ে থাক।' ৩০. তিনি (লূত) বললেন—'হে আমার প্রতিপালক!

انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾

ফাসাদ সৃষ্টিকারী কওমের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করুন।'

وَ-এবং ; تَأْتُونَ-তোমরা করো ; فِي نَادِيكُمُ-তোমাদের নিজেদের মজলিসে ; الْمُنكَرَ-অশ্লীল কাজ; فَمَا كَانَ-(ف+ما كان)-তখন ছিল না; جَوَابَ-কোনো জওয়াব ; قَوْمِهِ-(قوم+ه)-তার কওমের ; إِلَّا-এছাড়া ; أَنْ-যে ; قَالُوا-তারা বলেছিল ; ائْتِنَا-আমাদের উপর এসো ; بِعَذَابِ-(ب+عذاب)-আযাব নিয়ে; اللَّهِ-আল্লাহর; إِنْ-যদি ; كُنتَ-তুমি হয়ে থাক ; مِنَ-শামিল ; الصَّادِقِينَ-সত্যবাদীদের। ﴿٣٠﴾ قَالَ-তিনি (লূত) বললেন; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক; انصُرْنِي-(انصر+نى)-আমাকে সাহায্য করুন ; عَلَى-বিরুদ্ধে ; الْقَوْمِ-কওমের ; الْمُفْسِدِينَ-ফাসাদ সৃষ্টিকারী।

৫১. অর্থাৎ যৌন পরিতৃপ্তির জন্য তোমরা মেয়েদের পরিবর্তে পুরুষদের ব্যবহার করছো, যা তোমাদের পূর্বে দুনিয়াতে আর কেউ করেনি। সূরা আল আ'রাফের ৮১ আয়াতে একথা বলা হয়েছে–

"তোমরা যৌন পরিতৃপ্তির জন্য নারীদেরকে বাদ দিয়ে পুরুষদেরকে ব্যবহার করছো ; বরং তোমরা সীমালংঘণকারী সম্প্রদায়।"

৫২. অর্থাৎ তোমরা এ অশ্লীল কাজটি লুকিয়ে ছাপিয়ে না করে প্রকাশ্য মাজলিসেই করছো। তারা যে এ অশ্লীল কাজ পরস্পরের সামনেই করতো সূরা আন নাম্‌লের ৫৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তোমরা কি পরস্পরের চোখের সামনে এ অশ্লীল কাজ করে যাচ্ছো?"

৩য় রুকূ' (২৩-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যারা আল্লাহ, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব, ফেরেশতা, কিয়ামত, পুনরুত্থান, তাকদীর, প্রভৃতিকে বিশ্বাস করে না, তারাই নিরাশ হতে পারে। মু'মিনরা কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না।

২. মু'মিনরা আল্লাহ থেকে নিরাশ না হওয়ার কারণ হলো—তাঁরা আল্লাহ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে এবং আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য দুনিয়াতেই প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

৩. যারা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ তাদের স্থান হবে অবশ্যই জাহান্নাম।

৪. ইবরাহীম (আ)-এর জাতির লোকেরা যুক্তিতে পরাজিত হয়ে শক্তি প্রয়োগ করেছে। দুনিয়ার সর্বত্র সর্বযুগেই বাতিলের অনুসৃত নীতি এটাই।

৫. সকল বস্তুর প্রকৃতি-ই আল্লাহ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, আল্লাহ চাইলে যেকোনো বস্তুর প্রকৃতি পরিবর্তন বা স্থগিত করে দিতে পারেন। যেমন আগুনের প্রকৃতি দহন কার্যকে ইবরাহীম (আ)-এর জন্য স্থগিত করে দিয়েছেন।

৬. ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনাতে কেবলমাত্র মু'মিনদের জন্যই শিক্ষণীয় নিদর্শন রয়েছে। যারা আল্লাহর কিতাবে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিশ্বাস রাখেনা তাদের জন্য এতে কোনো শিক্ষণীয় নিদর্শন নেই।

৭. মূর্তি সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা তথা মুশরিকী আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক দুনিয়ার জীবনকাল পর্যন্তই টিকে থাকতে পারে। আখিরাতে এ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পারস্পরিক শত্রুতায় পরিবর্তীত হয়ে যাবে।

৮. মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্কই আখিরাতে অটুট থাকবে। কাফির-মুশরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক আখিরাতে পারস্পরিক শত্রুতায় পরিবর্তীত হবে এবং তারা জাহান্নামের জ্বালানী হবে।

৯. কাফির-মুশরিকদের দুনিয়ার পারস্পরিক কোনো সম্পর্কই তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাতে সাহায্য করতে সক্ষম হবে না।

১০. হযরত ইবরাহীম (আ) জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন, তবুও দীন ও ঈমানের ব্যাপারে আপোষ করেননি।

১১. দীন ও ঈমান রক্ষাকল্পে মাতৃভূমি ত্যাগ করেছেন। মু'মিনদেরকেও নিজেদের ঈমান-আকীদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনে নবী-রাসূলদের পথ অনুসরণ করতে হবে।

১২. মু'মিনদেরকে অবশ্যই সর্বাবস্থায় তথা পরিস্থিতি অনুকূল হোক বা প্রতিকূল হোক, আল্লাহর সাহায্য ও ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এটাই ঈমানের দাবী।

১৩. মু'মিনদের সুনাম-সুখ্যাতি দুনিয়াতেও অক্ষুণ্ন থাকে। আর আখিরাতেও তাঁরা নিশ্চিত শুভ পরিণতি লাভ করবেন।

১৪. কওমে লূতের আগে দুনিয়াতে সমকামিতার মতো অশ্লীল কাজ কেউ করেনি। তাই কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে যারা এ অশ্লীল কাজ করবে তাদের সকলের গোনাহের অংশ কওমে লূতের আমলনামায় সংযুক্ত হবে। কারণ তারাই এ অশ্লীল কাজের সূচনাকারী।

১৫. আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাভাবিক চাহিদা যৌন পরিতৃপ্তির জন্য নারী জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এর বিপরীত কোনো উপায়ে যৌন চাহিদা পূরণ করা একটি জঘন্য ও ঘৃণিত অপরাধ।

১৬. বর্তমান পৃথিবীতে অনেক জটিল রোগ যেমন এইড্স ইত্যাদির মূল কারণ অস্বাভাবিক উপায়ে অবাধ যৌনাচার। এটাতো দুনিয়ার নগণ্য শাস্তি। আখিরাতে এর শাস্তি হবে অত্যন্ত কঠোর।

১৭. কওমে লূত প্রকাশ্য জনসমক্ষে সমকামিতার মতো অপরাধ ছাড়াও রাহাজানি ও লুণ্ঠনের মতো অপরাধে অপরাধী ছিল।

১৮. এ জাতি এসব অপরাধে লিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে অত্যন্ত হঠকারী ও সীমালংঘনকারীও ছিল। যার ফলে আল্লাহ তা'আলা সে জাতিকে পুরোপুরি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়েছেন।

১৯. আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে শয়তানের প্ররোচনায় অপরাধ করে ফেললে অতপর তার জন্য অনুশোচিত হয়ে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দেন। তবে হঠকারী লোকদের পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানেই অত্যন্ত মন্দ হয়ে থাকে। আল্লাহ আমাদেরকে এ জাতীয় গোনাহ থেকে রক্ষা করুন।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১৪

﴿٣١﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا

৩১. আর যখন আমার প্রেরিত (ফেরেশতা)গণ এসে পৌছলো[৫৩] ইবরাহীমের কাছে সুসংবাদ নিয়ে, তাঁরা বললো—'আমরা অবশ্যই ধ্বংসকারী

أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنَّ فِيهَا

এ জনপদের অধিবাসীদেরকে[৫৪] ; নিশ্চয়ই তার অধিবাসীরা হলো নিশ্চিত যালিম।
৩২. তিনি (ইবরাহীম) বললেন—'নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে

لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ

লূত'[৫৫]; তারা (ফেরেশতারা) বললো—আমরা ভালো করেই জানি সে সম্পর্কে কারা সেখানে আছে ; আমরা অবশ্যই তাঁকে (লূতকে) ও তাঁর পরিবারবর্গকে রক্ষা করবো

(৩১) وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; جَاءَتْ-এসে পৌছলো ; رُسُلُنَا-(رسل+نا)-আমার প্রেরিত (ফেরেশতা)-গণ ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীমের কাছে ; بِالْبُشْرَىٰ-(ب+ال+بشرى)-সুসংবাদ নিয়ে ; قَالُوا-তারা বললো ; إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; مُهْلِكُوا-ধ্বংসকারী ; أَهْلِ-অধিবাসীদেরকে ; هَٰذِهِ-এই ; الْقَرْيَةِ-জনপদের ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; أَهْلَهَا-(اهل+ها)-তার অধিবাসীরা ; كَانُوا-হলো ; ظَالِمِينَ-যালিম। (৩২) قَالَ-তিনি (ইবরাহীম) বললেন; إِنَّ-নিশ্চয় ; فِيهَا-সেখানে রয়েছে ; لُوطًا-লূত ; قَالُوا-তারা (ফেরেশতারা) বললো ; نَحْنُ-আমরা ; أَعْلَمُ-ভালো করেই জানি ; بِمَنْ-সে সম্পর্কে কারা ; فِيهَا-সেখানে আছে ; لَنُنَجِّيَنَّهُ-(لننجين+ه)-আমরা অবশ্যই রক্ষা করবো তাকে ; وَ-ও ; أَهْلَهُ-(اهل+ه)-তার পরিবারবর্গকে ;

৫৩. অর্থাৎ লূত (আ)-এর কওমের উপর আযাব নাযিলের দায়িত্ব পেয়ে যেসব ফেরেশতা দুনিয়াতে এসেছিল, তারা প্রথমে ইবরাহীম (আ)-এর নিকট এসেছিল। তারা তাঁকে ইসহাক ও ইসহাকের পুত্র ইয়াকূবের জন্মের সুসংবাদ দান করার পর বললেন যে, আমাদেরকে 'কওমে লূত'-কে ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয়েছে।

৫৪. 'এ জনপদের অধিবাসীদেরকে' বলে ফেরেশতারা কওমে লূতের এলাকার দিকে ইংগীত করেছে। এ এলাকাটি ছিল ফিলিস্তিনের 'জাবরুন' শহর থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) বসবাস করতেন। বর্তমানে এ শহরের নাম আল-খলীল। কওমে লূতের এলাকাটি বর্তমানে সাগরের পানির নীচে।

إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٣٣﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا

তাঁর স্ত্রীকে ছাড়া ; সেতো ছিল পেছনে অবস্থানকারীদের শামিল[৫৬]। ৩৩. তারপর যখন আমার প্রেরিত (ফেরেশতা)গণ এসে পৌঁছলো লূতের কাছে

سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّقَالُوْا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا

তখন তিনি তাদের জন্য বিষণ্ন হয়ে পড়লেন এবং তাদের রক্ষার জন্য শক্তির দিক থেকে সংকুচিত হয়ে পড়লেন[৫৭], তখন তারা (ফেরেশতারা) বললো—'আপনি ভয় করবেন না এবং চিন্তাও করবেন না[৫৮], আমরা অবশ্যই

إِلَّا-ছাড়া ; امْرَأَتَهُ-(امراة+ه)-তার স্ত্রীকে ; كَانَتْ-সে তো ছিল ; مِنَ-শামিল ; الْغٰبِرِيْنَ-পেছনে অবস্থানকারীদের। ৩৩ وَ-তারপর ; لَمَّا-যখন ; أَنْ جَاءَتْ-এসে পৌঁছলো; رُسُلُنَا-(رسل+نا)-আমার প্রেরিত (ফেরেশতা)-গণ ; لُوْطًا-লূতের কাছে ; سِيْءَ-তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়লেন ; بِهِمْ-তাদের জন্য ; وَ-এবং ; ضَاقَ-সংকুচিত হয়ে পড়লেন ; بِهِمْ-তাদের (রক্ষার) জন্য ; ذَرْعًا-শক্তির দিক থেকে ; وَ-তখন ; قَالُوْا-তাঁরা বললো ; لَا تَخَفْ-আপনি ভয় করবেন না ; وَ-এবং ; لَا تَحْزَنْ-চিন্তাও করবেন না ; إِنَّا-আমরা অবশ্যই ;

৫৫. হযরত ইবরাহীম (আ) মানুষের আকৃতিতে ফেরেশতাদের আগমন দেখে আতংকিত হয়ে পড়লেন। ফেরেশতারা তাঁকে যখন ইসহাক ও ইয়াকূবের সুসংবাদ দিল তখন তাঁর ভয় দূর হয়ে গেল এবং তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, ফেরেশতাদের এ অভিযোগের লক্ষ 'কওমে লূত।" তখন তিনি তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের সাথে বাদানুবাদ করতে শুরু করলেন। সূরা হূদের ৭৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"তারপর যখন ইবরাহীমের মন থেকে ভয় দূর হয়ে গেলো এবং তাঁর কাছে সুসংবাদ এলো, তখন তিনি আমার সাথে লূতের কওম সম্পর্কে বাদানুবাদ করতে শুরু করলেন।"

কিন্তু তাঁর আবেদন মঞ্জুর হয়নি এবং বলা হলো যে, এ ব্যাপারে তোমার প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এ সিদ্ধান্ত আর পরিবর্তন হবে না। উক্ত সূরার ৭৬ আয়াতে বলা হয়েছে—

"হে ইবরাহীম! এ থেকে বিরত থাকুন, আপনার প্রতিপালকের হুকুম এসেই গেছে। নিশ্চয়ই তাদের উপর সে আযাব আসবে যা কিছুতেই প্রতিহত হবার নয়।"

ইবরাহীম (আ) যখন বুঝতে পারলেন যে, এ আযাব আর ফেরানো যাবে না, তখন তিনি শুধু বললেন—"সেখানে তো লূত রয়েছে।" অর্থাৎ এ আযাব থেকে লূত ও তাঁর পরিবারবর্গ কিভাবে রক্ষা পাবে ?

৫৬. হযরত লূত (আ)-এর স্ত্রী তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না। নবীর সাহচর্যে জীবনের এক বিরাট অংশ অতিবাহিত করার পরও ঈমান আনেনি এবং তাঁর সকল সহানুভূতি

مُنَجُّوْكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغٰبِرِيْنَ (৩৩) إِنَّا مُنْزِلُوْنَ

আপনাকে ও আপনার পরিবারবর্গকে রক্ষাকারী আপনার স্ত্রীকে ছাড়া—সেতো ছিল পেছনে পড়ে থাকা লোকদের শামিল। ৩৪. আমরা অবশ্যই নাযিলকারী

عَلٰٓى أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ○

আসমান থেকে আযাব, এ জনপদের অধিবাসীদের উপর, কেননা তারা অত্যন্ত পাপাচার করতো।

(৩৪) وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَآ اٰيَةًۢ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ (৩৫) وَإِلٰى مَدْيَنَ

৩৫. আর আমি অবশ্যই রেখে দিয়েছি তা থেকে কিছু স্পষ্ট নিদর্শন[৫৯] সে লোকদের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে[৬০]। ৩৬. আর (আমি পাঠিয়েছিলাম)) মাদইয়ানবাসীদের প্রতি

مُنَجُّوْكَ-(منجوا+ك)-রক্ষাকারী আপনাকে ; وَ-ও ; أَهْلَكَ-(اهل+ك)-আপনার পরিবারবর্গকে ; إِلَّا-ছাড়া ; امْرَأَتَكَ-(امراة+ك)-আপনার স্ত্রীকে ; كَانَتْ-সেতো ছিল; مِنَ-শামিল ; الْغٰبِرِيْنَ-পেছনে পড়ে থাকা লোকদের। (৩৪) إِنَّا-আমরা অবশ্যই ; مُنْزِلُوْنَ-নাযিলকারী ; عَلٰى-উপর ; أَهْلِ-অধিবাসীদের ; هٰذِهِ-এই ; الْقَرْيَةِ-জনপদের ; رِجْزًا-আযাব ; مِّنَ-থেকে ; السَّمَآءِ-আসমান ; بِمَا-কেননা ; كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ-তারা অত্যন্ত পাপাচার করতো। (৩৫) وَ-আর ; لَقَدْ تَّرَكْنَا-আমি অবশ্য রেখে দিয়েছি ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; اٰيَةً-কিছু নিদর্শন ; بَيِّنَةً-সুস্পষ্ট ; لِّقَوْمٍ-সে লোকদের জন্য ; يَّعْقِلُوْنَ-যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। (৩৬) وَ-আর (আমি পাঠিয়েছিলাম) ; إِلٰى-প্রতি ; مَدْيَنَ-মাদায়েনবাসীদের ;

তার জাতির লোকদের-ই প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। আল্লাহর বিচারের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্কের কোনো গুরুত্ব নেই। ঈমান ও নৈতিক চরিত্রের মানদণ্ডে প্রত্যেক ব্যক্তির ফায়দা হবে। তাই নবীর স্ত্রী হওয়ায় আযাব থেকে মুক্তির ব্যাপারে তার কোনো ফায়দা হয়নি। তার পরিণাম হয়েছে সে জাতির সাথে যাদের ধর্ম ও চরিত্র সে গ্রহণ করেছিল।

৫৭. হযরত লূত (আ) মেহমানদের দেখে সংকুচিত হয়ে পড়ার কারণ ছিল—মেহমানরা তথা ফেরেশতারা উঠতি বয়সের সুন্দর সুঠাম দেহের অধিকারী কিশোরের রূপ ধরে এসেছিলেন। লূত (আ) নিজের জাতির লোকদের কুচরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই মেহমানদের আসা মাত্রই তিনি পেরেশান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরেই হয়তো তাঁর জাতির বদমায়েশ লোকেরা তাঁর বাড়িতে এসে হানা দেবে, তিনি কিভাবে মেহমানদেরকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করবেন। প্রথমে তিনি জানতে পারেননি যে, মেহমানরা মানুষ নন, তাঁরা আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা।

أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۙ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ

তাদের ভাই শু'আইবকে[৬১], তখন তিনি বললেন—'হে আমার কওম ; তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং শেষ দিনের আশা পোষণ করো[৬২].

أَخَاهُمْ-(اخا+هم)-তাদের ভাই ; شُعَيْبًا-শু'আইবকে ; فَقَالَ-(ف+قال)-তখন তিনি বললেন ; يٰقَوْمِ-হে আমার কওম ; اعْبُدُوا-তোমরা ইবাদাত করো ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; ارْجُوا-আশা পোষণ করো ; الْيَوْمَ-দিনের ; الْاٰخِرَ-শেষ ;

সূরা হূদ-এ উল্লিখিত হয়েছে যে, এ কিশোরদের আগমন সংবাদ শুনে শহরের বহু লোক লূত (আ)-এর গৃহের কাছে এসে ভীড় করতে লাগলো। তারা অপকর্মে লিপ্ত হবার জন্য কিশোরদেরকে তাদের হাতে সোপর্দ করে দেয়ার জন্য লূত (আ)-এর উপর চাপ দিতে লাগলো।

৫৮. অর্থাৎ আমাদেরকে রক্ষা করার ব্যাপারে আপনি এ লোকদের ভয় করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। ফেরেশতারা এ সময় তাদের পরিচয় প্রকাশ করে দিয়ে বললেন যে, আমরা মানুষ নই, আমরা আপনার প্রতিপালকের প্রেরিত ফেরেশতা। এ বদমায়েশ লোকেরা আমাদের কাছে পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

৫৯. ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদের নিদর্শন দ্বারা 'মরু সাগর' বা 'লূত সাগর'কে বুঝানো হয়েছে। এ স্থানটি মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে যাওয়ার যে রাজপথ রয়েছে তার পাশেই অবস্থিত। মক্কার কাফিরদেরকে কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায়ই সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, সিরিয়া যাওয়ার পথে এ যালিম জাতির ধ্বংসাবশেষ তোমরা দেখে থাক।

সূরা আল-হিজর-এর ৭৬ আয়াতে বলা হয়েছে—"সে জনপদ লোক চলাচলের পথের ধারে অবস্থিত।"

সূরা আস সাফ্‌ফাত-এর ১৩৭ ও ১৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর তোমরাতো তাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করো সকালে ও সন্ধ্যায়—তবুও কি তোমরা বুঝ না।"

কওমে লূত-এর ধ্বংস প্রাপ্ত নগরী 'সাদোম'-এর কিছু কিছু অংশ বর্তমানকালেও পানির নীচে দেখা যায়। বর্তমানে ডুবুরী দ্বারা এসব এলাকায় অনুসন্ধানের কাজ আরম্ভ হয়েছে ; কিন্তু এখনও পর্যন্ত এসব অনুসন্ধানের ফলাফল জানা যায়নি।

৬০. অর্থাৎ এসব ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন দেখে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেরা তা থেকে বেঁচে থাকে। আর সমাজেও এর কদর্যতা ও শাস্তি সম্পর্কে মানুষকে সজাগ-সচেতন করতে উদ্যোগী হয়।

৬১. হযরত শুআইব (আ)-এর ঘটনা কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত সূরার উল্লিখিত আয়াতগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য উল্লিখিত অংশগুলো দ্রষ্টব্য।

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ

এবং যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে বাড়াবাড়ি করো না। ৩৭. কিন্তু তারা তাঁকে (শু'আইবকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো[৬৩], ফলে তাদেরকে পাকড়াও করলো

الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَا

ভূমিকম্প, শেষে তারা নিজেদের ঘরের ভেতর উপুড় হয়ে মরে পড়ে থাকলো[৬৪]। ৩৮. আর আদ ও সামূদ জাতিকেও (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি)

وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

এবং নিঃসন্দেহে তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বাড়িঘর থেকেই তা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে[৬৫]; আর শয়তান তাদের কাজকর্মগুলোকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দিয়েছিল

وَ-এবং ; لَا تَعْثَوْا-বাড়াবাড়ি করো না ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; مُفْسِدِينَ-বিপর্যয় সৃষ্টিকারী হয়ে। (৩৭) فَكَذَّبُوهُ-(ف+كذبوا+ه)-কিন্তু তারা তাঁকে (শু'আইবকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করলো ; فَأَخَذَتْهُمُ-(ف+اخذت+هم)-ফলে তাদেরকে পাকড়াও করলো ; الرَّجْفَةُ-ভূমিকম্প ; فَأَصْبَحُوا-(ف+اصبحوا)-শেষে তারা পড়ে থাকলো ; فِي دَارِهِمْ-(فى+دار+هم)-নিজেদের ঘরের ভেতর ; جَاثِمِينَ-উপুড় হয়ে মরে। (৩৮) وَ-আর (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি) ; عَادًا-আদ ; وَ-ও ; ثَمُودَا-সামূদ জাতিকেও ; وَقَدْ تَبَيَّنَ-এবং নিঃসন্দেহে পরিষ্কার হয়ে গেছে ; لَكُمْ-তোমাদের কাছে ; مِنْ-থেকেইতো ; مَسَاكِنِهِمْ-(مساكن+هم)-তাদের (ধ্বংসপ্রাপ্ত) বাড়িঘর ; وَ-আর ; زَيَّنَ-শোভনীয় করে দিয়েছিল ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الشَّيْطَانُ-শয়তান ; أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কাজকর্মগুলোকে ;

[সূরা হূদ, আয়াত ৮৪-৯৫ ; সূরা আশ-শু'আরা আয়াত ১৭৬-১৯১]

৬২. অর্থাৎ আখিরাত যে অবশ্যই আসবে এবং সেখানে তোমাদের এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে—যার ফলে জান্নাত বা জাহান্নামে যেতে হবে সে কথা স্মরণ করে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করো। অথবা এর অর্থ—আখিরাতে যেন ভালো পরিণতির আশা করতে পারো এমন কাজ করো।

৬৩. অর্থাৎ শুআইব (আ)-কে নবী হিসেবে মেনে নিল না এবং তার কথা না মানলে যে দুনিয়াতেও আল্লাহর আযাব পাকড়াও করতে পারে তা বিশ্বাস করলো না।

৬৪. অর্থাৎ সে জাতি যে এলাকায় বসবাস করতো সেটাকেই সেই জাতির 'ঘর' বলা হয়েছে।

فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ

এবং তাদেরকে বিরত রেখেছিল সৎপথ থেকে, অথচ তারা ছিল জ্ঞানী-বিচক্ষণ লোক[৬৬]। ৩৯. আর (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি) কারূন ও ফিরআউন

وَهَامَانَ تف وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا

এবং হামানকে ; অথচ মূসা তাদের কাছে নিঃসন্দেহে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল, কিন্তু তারা অহংকার করেছিল

فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ

যমীনে, তবে তারা (আমার পাকড়াও থেকে) অগ্রগামী ছিল না[৬৭]। ৪০. অতপর আমি তাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ গোনাহের কারণে পাকড়াও করেছিলাম ;

فَصَدَّهُمْ-(ف+صد+هم)-এবং তাদেরকে বিরত রেখেছিল ; عَنِ-থেকে ; السَّبِيلِ-সৎপথ ; وَ-অথচ ; كَانُوا-তারা ছিল ; مُسْتَبْصِرِينَ-জ্ঞানী বিচক্ষণ লোক। ৩৯ وَ-আর (আমি ধ্বংস করে দিয়েছি) ; قَارُونَ-কারূন ; وَ-ও ; فِرْعَوْنَ-ফিরআউন ; وَ-এবং ; هَامَانَ-হামানকে ; وَ-অথচ ; لَقَدْ جَاءَهُمْ-(ل+قد جاء+هم)-নিঃসন্দেহে তাদের কাছে এসেছিল ; مُوسَىٰ-মূসা ; بِالْبَيِّنَاتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে ; فَاسْتَكْبَرُوا-(ف+استكبروا)-কিন্তু তারা অহংকার করেছিল ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-তবে ; مَا كَانُوا-তারা ছিল না (আমার পাকড়াও থেকে) ; سَابِقِينَ-অগ্রগামী। ৪০ فَكُلًّا-(ف+كلا)-অতপর প্রত্যেককে ; أَخَذْنَا-আমি পাকড়াও করেছিলাম ; بِذَنْبِهِ-(ب+ذنب+ه)-নিজ নিজ গোনাহের কারণে ;

৬৫. অর্থাৎ আদ ও সামূদ জাতির ধ্বংসপ্রাপ্ত এলাকার অবস্থান সম্পর্কে আরবের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই জানতো। কারণ, আরবের লোকেরা জানতো যে, বর্তমানে আহকাফ, ইয়ামন ও হাদরা মাউত পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় প্রাচীনকালে 'আদ' জাতির বসবাস ছিল। আর হিজাযের দক্ষিণ অংশে রাবেগ থেকে আকাবাহ পর্যন্ত এবং খায়বার থেকে তাইমা ও তাবুক পর্যন্ত সমগ্র এলাকায় সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান রয়েছে। এখন থেকে দেড় হাজার বছর আগে কুরআন নাযিলের সময় সেসব বর্তমানের তুলনায় আরো বেশী সুস্পষ্ট ছিল। এসব ধ্বংসাবশেষ দেখার পরও কুরআন মাজীদ এবং নবী (স)-এর দাওয়াত অস্বীকার করা মূলত হঠকারী মনোভাবেরই পরিচায়ক।

৬৬. অর্থাৎ এ জাতি অজ্ঞ, মূর্খ ও অসভ্য-বর্বর ছিল না ; বরং তারা সে যুগের শ্রেষ্ঠ, সুসভ্য ও প্রগতিশীল লোক। বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতায় তারা ছিল প্রথম শ্রেণীর। তা সত্ত্বেও

فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۚ

এবং তাদের মধ্য থেকে কারো উপর আমি পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠিয়েছিলাম[৬৮], এবং তাদের মধ্য থেকে কাউকে বিকট শব্দ পাকড়াও করেছিল[৬৯] ;

وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ۚ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ

আর তাদের মধ্য থেকে কাউকে আমি যমীনে ধ্বসিয়ে দিয়েছি[৭০] ; এবং তাদের মধ্যকার কাউকে আমি ডুবিয়ে দিয়েছি[৭১]; আর আল্লাহ্ এমন নন যে,

لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

তিনি তাদের প্রতি যুলুম করবেন, বরং তারাই নিজেদের প্রতি নিজেরা যুলুম করতো[৭২] । ৪১. তাদের উদাহরণ—যারা বানিয়ে নিয়েছে

فَمِنْهُمْ-(ف+من+هم)-এবং তাদের মধ্য থেকে ; مَّنْ-কারো ; أَرْسَلْنَا -আমি পাঠিয়েছিলাম ; عَلَيْهِ-তার উপর ; حَاصِبًا-পাথর বর্ষণকারী বাতাস ; وَ-এবং ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্য থেকে ; مَّنْ-কাউকে ; أَخَذَتْهُ-(اخذت+ه)-পাকড়াও করেছিল তাকে ; الصَّيْحَةُ-বিকট শব্দ ; وَ-আর ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্য থেকে ; مَّنْ-কাউকে ; خَسَفْنَا-আমি ধ্বসিয়ে দিয়েছি ; بِهِ-তাকে সহ ; الْأَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যকার ; مَّنْ-কাউকে ; أَغْرَقْنَا-আমি ডুবিয়ে দিয়েছি ; وَ-আর ; مَا كَانَ-এমন নন; اللَّهُ-আল্লাহ ; لِيَظْلِمَهُمْ-(ليظلم+هم)-যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করবেন ; وَلَٰكِنْ-বরং ; كَانُوا-তারাই ; أَنفُسَهُمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের প্রতি নিজেরা ; يَظْلِمُونَ-যুলুম করতো। ﴿٤١﴾ مَثَلُ-উদাহরণ ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; اتَّخَذُوا-বানিয়ে নিয়েছে ;

তারা শয়তানের দেখানো পথেই নিজেদের ভোগের সন্ধান পেয়েছিল এবং সে পথেই তারা অগ্রসর হয়েছে। অপর দিকে নবীর দাওয়াত তাদের কাছে নিরস বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ ব্যবস্থা মনে হয়েছিল। তাই তারা জেনে-বুঝে ঠাণ্ডা মাথায় শয়তানের দেখানো পথেই চলেছিল।

৬৭. অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে কোথাও গিয়ে আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। আল্লাহর আসমান-যমীন-এর আওতার বাইরে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে যাওয়া যেতে পারে।

৬৮. অর্থাৎ প্রলয়ংকারী পাথর বহনকারী তুফান দিয়ে এক জাতিকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। এর দ্বারা 'আদ' জাতিকে বুঝানো হয়েছে।

৬৯. অর্থাৎ বিকট শব্দ দ্বারাও এক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। এর দ্বারা 'সামূদ' জাতিকে বুঝানো হয়েছে।

مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ؕ

আল্লাহকে ছেড়ে অন্যকে অভিভাবক—মাকড়সার ন্যায় যে একটি ঘর বানিয়েছে,

وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

আর নিশ্চিত সব ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই অধিক দুর্বল, যদি তারা জানতো।[৭৩]

مِنْ دُوْنِ-ছেড়ে অন্যকে ; اللّٰه-আল্লাহকে ; اَوْلِيَآءَ-অভিভাবক ; كَمَثَلِ-ন্যায় ; الْعَنْكَبُوْتِ-মাকড়শার ; اِتَّخَذَتْ-যে বানিয়েছে ; بَيْتًا-একটি ঘর ; وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চিত ; اَوْهَنَ-অধিক দুর্বল ; الْبُيُوْتِ-সব ঘরের মধ্যে ; لَبَيْتُ-ঘরই ; الْعَنْكَبُوْتِ-মাকড়সার ; لَوْ-যদি ; كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-তারা জানতো।

৭০. এখানে কারূনের কথা বুঝানো হয়েছে। তাকে তার সম্পদ ও প্রাসাদরাজীসহ মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হয়েছে।

৭১. অর্থাৎ ফিরআউন ও হামান। এদেরকে এদের সৈন্য-সামন্তসহ সাগরের পানিতে ডুবিয়ে মারা হয়েছে।

৭২. ইতিপূর্বে বর্ণিত আম্বিয়ায়ে কিরামের ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যারা বিপদ ও সংকটের মুকাবিলায় হিম্মতহারা ও হতাশ না হয়ে ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা সহকারে সত্য ও ন্যায়ের পতাকা উর্ধ্বে তুলে রাখতে সচেষ্ট থাকে, তাদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই এসে যায়, আর যালিমদেরকে অবশ্যই আল্লাহ পাকড়াও করেন।

ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রমকে যারা সমূলে উচ্ছেদ করে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত সেসব আল্লাহদ্রোহী লোকদের প্রতি সতর্কবাণীও উল্লিখিত ঘটনাবলীতে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এসব লোকদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও না করা এবং কিছুকাল তাদেরকে অবকাশ দেয়া দ্বারা তারা যেন মনে না করে যে, তাদেরকে পাকড়াও করার মতো কোনো শক্তি আদৌ নেই। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই ন্যায় ও ইনসাফ করেন। তিনি তাদের বিদ্রোহ, সীমালংঘন, যুলুম-নিপীড়ন ও অসৎ কার্যক্রমের জন্য পাকড়াও করবেন। যেমন অতীতের যালিম জাতিসমূহকে পাকড়াও করেছেন। অতীতে নূহ, লূত, শুআইব (আ) প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কিরামের জাতিসমূহ এবং আদ ও সামূদ জাতি আল্লাহর পাকড়াওয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনী আল্লাহর পাকড়াওয়ের স্বাদ উপভোগ করেছে। বিশাল সহায়-সম্পদের মালিক কারূনও তা স্বচোখে দেখেছে। আল্লাহ তা'আলা এদের কারো প্রতি একবিন্দুও যুলম করেননি, তারা নিজেরাই নিজেদের হঠকারিতার মাধ্যমে তাদের উপর আপতিত করুণ পরিণতিকে ডেকে এনেছে। যারা এসব লোকের মতো যুলুম ও সীমালংঘন করবে, সর্বযুগেই তাদের পরিণতি একইরূপ হবে। এটা আল্লাহর স্থায়ী রীতি।

৭৩. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে উল্লিখিত জাতিসমূহের মতো অন্যদেরকে নিজেদের সহায়ক, পৃষ্ঠপোষক সকল বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধারকারী মনে করে তাদের

۞ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

৪২. নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে জানেন, যে জিনিসকে তারা তাঁকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে ডাকে এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৭৪]

۞ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ○

৪৩. আর এসব উদাহরণ—আমি তা পেশ করি মানুষের (উপদেশ গ্রহণের) জন্য ; আর আলেম তথা জ্ঞানীরা ছাড়া কেউ তা বুঝে না।

۞ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

৪৪. আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন[৭৫]; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে

(৪২) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-যে ; يَدْعُوْنَ-তারা ডাকে ; مِنْ دُوْنِهٖ-তাঁকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে ; مِنْ شَىْءٍ-জিনিসকে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়। (৪৩) وَ-আর ; تِلْكَ-এসব ; الْاَمْثَالُ-উদাহরণ ; نَضْرِبُهَا-(نضرب+ها)-আমি তা পেশ করি ; لِلنَّاسِ-মানুষের (উপদেশ গ্রহণের) জন্য ; وَ-আর ; مَا يَعْقِلُهَا-কেউ বুঝে না তা ; اِلَّا-ছাড়া ; الْعٰلِمُوْنَ-আলেম তথা জ্ঞানীরা। (৪৪) خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ তা'আলা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথাযথভাবে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ;

সামনে মানত-নজরানা পেশ করতো এবং বর্তমানেও যারা এ ধরনের আকিদায় বিশ্বাসী তাদের এ আকিদা-বিশ্বাস ও ধারণা-কল্পনা অতীতেও ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছে আর বর্তমান ও ভবিষ্যতেও এসব ধারণা-কল্পনা ভিত্তিহীন প্রমাণিত হতে বাধ্য। এসব লোকের বিশ্বাসের ভিত্তি এতই দুর্বল যে, তা মাকড়সার ঘর তথা জালের মতো যা বাতাসের সামান্য ঝটকা বা আঙ্গুলের সামান্য টোকাও বরদাশত করতে সক্ষম নয়। এসব লোকের এ অমূলক ধারণা-বিশ্বাসের উপর কখনো সুষ্ঠু-সুন্দর জীবনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে না। এসবের উপর ভিত্তিহীন জীবনব্যবস্থাও ক্ষণভঙ্গুর হতে বাধ্য। এদের যদি সামান্যতমও সত্যের জ্ঞান থাকতো, তাহলে তারা এর উপর জীবনব্যবস্থার প্রাসাদ নির্মাণ করতো না। মূলত এ বিশ্ব-জাহানের সমস্ত ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, তাঁর উপরই একমাত্র নির্ভর করা যেতে পারে।

সূরা আল বাকারার ২৫৬ আয়াতে বলা হয়েছে—

"যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে নিঃসন্দেহে এক সুদৃঢ় হাতল ধারণ করলো, যা কখনো ভাংবার নয়, আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা মহাবিজ্ঞ।"

لَاٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

মু'মিনদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন[৭৬]।

لَاٰيَةً-নিশ্চিত নিদর্শন ; لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের জন্য।

৭৪. অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে এরা যাদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকে তাদের যে, কোনো ক্ষমতাই নেই, সে সম্পর্কে আল্লাহ খুব ভালোভাবে জানেন।

ক্ষমতার মালিকতো একমাত্র আল্লাহ। তারই জ্ঞান, কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতা দ্বারা এ বিশ্ব-জাহান পরিচালিত হচ্ছে।

৭৫. অর্থাৎ এ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, পরিচালক ও প্রতিপালক একমাত্র আল্লাহ। আর বিশ্বজাহান ও এর-মধ্যকার সকল সৃষ্টিও আল্লাহর এককত্বের প্রমাণ দেয়। এখানে সত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল ব্যবস্থা-ই একমাত্র স্থিরতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। ধারণা-কল্পনা প্রসূত কোনো ব্যবস্থা যা সত্য বিরোধী তা এখানে খাপ খায় না, তাই এমন ব্যবস্থা সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক হতে বাধ্য। নাস্তিক্যবাদের ভিত্তিতে বা বহু ইলাহর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যবস্থা এখানে চলতে পারে না। আর এ ব্যবস্থা দ্বারা সত্যের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে না ; বরং এ অসত্য ব্যবস্থা নিজেই কোনো এক সময় এক বিরাট বিপর্যয়ের মুখোমুখী হবে।

৭৬. অর্থাৎ যারা নবী-রাসূলদের শিক্ষা মেনে নেয় এবং সে অনুসারে জীবনযাপন করে তারাই আসমান-যমীনের সৃষ্টিতে তাওহীদের সত্যতা এবং নাস্তিক্যবাদ ও শিরকের ভিত্তিহীনতার সাক্ষ্য-প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। নবী-রাসূলদের শিক্ষাকে অস্বীকারকারীরা এসব সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখেও বুঝতে সক্ষম হয় না।

৪র্থ রুকূ' (৩১-৪৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতের সবকিছুর জন্য একটা প্রকৃতি বা স্বভাব নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম করলে সেটাই হবে যুলুম বা সীমালংঘন। আর যুলুমের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

২. মানুষের জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহ বিপরীত লিঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। এটাই হলো প্রকৃতির স্বভাবগত বিষয়। এর ব্যতিক্রম করা তথা সমলিঙ্গের মাধ্যমে এ চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা করা যুলুম। সুতরাং এর পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য।

৩. কওমে লূত মানুষের স্বভাবজাত নিয়মের বাইরে সমলিঙ্গতে তাদের চাহিদা পূরণের ঘৃণ্য ব্যবস্থার সূচনা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সীমালংঘনের পরিণতি স্বরূপ দুনিয়াতেই কঠোর আযাব তাদের উপর নাযিল করেছেন। আখিরাতের শাস্তিতো আরও ভয়াবহ ও চিরস্থায়ী।

৪. যারা সত্যিকার অর্থে প্রকৃত ঈমানদার এবং যারা ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে আপতিত আসমানী আযাব থেকে অবশ্যই রক্ষা করেন। যেমন রক্ষা করেছেন লূত (আ) ও তার পরিবার-পরিজনকে।

৫. খাঁটি ঈমান ও সৎকর্ম ছাড়া কোনো নবী-রাসূলের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কেও আল্লাহর আযাব থেকে কাউকে রক্ষা করতে পারে না। যেমন পারেনি লূত (আ)-এর বিপথগামী স্ত্রীকে।

৬. কওমে লূতের অপকর্ম এতই জঘন্য ছিল যে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাদের উপর পাথর বহনকারী বাতাস প্রবাহিত করেছেন, অতপর উক্ত এলাকার ভূমিকে উল্টে দিয়েছেন অর্থাৎ উপরিভাগকে নীচে আর নীচের ভাগকে উপরে তুলে দিয়েছেন। তাছাড়া উক্ত ভূমিকে নীচের দিকে ধ্বসিয়েও দিয়েছেন। যার জন্য সেখানে সাগরের সৃষ্টি হয়েছে। যা মরু সাগর নামে খ্যাত হয়ে আছে।

৭. আল্লাহ তা'আলা এসব ধ্বংসাবশেষের কিছু কিছু নিদর্শন পরবর্তী মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য রেখে দিয়েছেন। যাতে করে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে এ জঘন্য অপকর্ম থেকে সচেতনভাবে দূরে থাকতে পারে।

৮. শু'আইব (আ)-এর জাতিও তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তার দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে তারা সীমালংঘনের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে কঠোর আযাবে পতিত হয়েছিল।

৯. দীনের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানকারীদের উপর আসমানী আযাব আসাটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার মাত্র। কিন্তু আযাব আসাটা নিশ্চিত।

১০. আসমানী আযাব থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো দীনের দাওয়াত জারী রাখা। আর এ দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর। কারণ তাদেরকে এ কাজের জন্যই বাছাই করে নেয়া হয়েছে।

১১. শু'আইব (আ)-এর জাতি কোনো মূর্খ, অসভ্য ও বর্বর ছিল না; বরং তারা সুসভ্য, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ জাতি ছিল। কিন্তু দীনের ব্যাপারে তাদের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা কাজে লাগেনি।

১২. শয়তানের প্ররোচনা মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা ও বিচক্ষণতা অকেজো করে দেয়। শয়তানের প্ররোচনা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করাই একমাত্র উপায়।

১৩. আল্লাহর গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত 'আদ ও সামূদ' জাতির এলাকা বর্তমানকালেও বিদ্যমান রয়েছে। এসব ধ্বংসাবশেষ দেখে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে দীনের পথে এগিয়ে আসা কর্তব্য।

১৪. ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য্যও মানুষকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারে না। যেমন পারেনি ফিরআউন, হামান ও কারূনকে।

১৫. ফিরআউন ও হামানকে তাদের লোক-লস্করসহ আল্লাহ তা'আলা সাগরে ডুবিয়ে মেরেছেন। আর কারূনকে তার ধন-সম্পদসহ ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিয়েছেন।

১৬. আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাই হলো সঠিক-সুন্দর ও মজবুত জীবনব্যবস্থা। এতে দুনিয়াতেও শান্তি এবং আখিরাতেও মুক্তির গ্যারান্টি রয়েছে।

১৭. দুনিয়াতে আল্লাহর দীন ছাড়া আর যত ব্যবস্থা রয়েছে সবই মাকড়সার জালের মতই দুর্বল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

১৮. আল্লাহকে বাদ দিয়ে কাফির-মুশরিকরা আর যত উপাস্যকে তারা মানে এবং পূজা-উপাসনা করে সবই মিথ্যা, তাদের কোনো ক্ষমতা-ই নেই।

১৯. আসমান-যমীনের সৃষ্টি ও পরিচালন-ব্যবস্থা থেকেই আল্লাহর দীনের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। যাদের নিকট আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রয়েছে তারাই এটা বুঝতে সক্ষম।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৭

৪৫ اُتْلُ مَاۤ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ

৪৫. (হে নবী) আপনি পাঠ করে শোনান যা (কিতাব) থেকে আপনার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং নামায কায়েম করুন[৭৭], নিশ্চয়ই নামায

৪৫ اُتْلُ-আপনি পাঠ করে শোনান ; مَا-যা ; اُوْحِيَ-ওহী করা হয়েছে ; اِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; مِنَ-থেকে ; الْكِتٰبِ-কিতাব ; وَ-এবং ; اَقِمِ-কায়েম করুন ; الصَّلٰوةَ-নামায ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الصَّلٰوةَ-নামায ;

৭৭. মু'মিনকে সকল বিরোধী পরিবেশে ঈমানের উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে উন্নত চরিত্র ও যোগ্যতাসম্পন্ন করে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য এবং বাতিলের সয়লাবকে প্রতিরোধ করার মতো রূহানী শক্তি লাভ করার দুটো নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে যদিও রাসূলে করীম (স)-কে সম্বোধন করে কথাগুলো বলা হয়েছে, কিন্তু আসলে সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ্য করেই বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আপনি কুরআন তিলাওয়াত করে লোকদেরকে শোনান এবং নামায কায়েম করুন। কিন্তু এ নির্দেশ মুসলিম উম্মাহর জন্য। তবে কুরআন তিলওয়াত ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর উদ্দেশ্য তখনই পূরণ হবে, যখন একজন মু'মিন কুরআন পাঠের সাথে সাথে তার শিক্ষাগুলো অনুধাবন করে সেগুলোর বাস্তব রূপায়ণে সচেষ্ট হবে। আর নামায দ্বারা আল্লাহর কাঙ্ক্ষিত গুণগুলো নিজের চরিত্র ও কাজে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করবে।

কুরআন তিলাওয়াত যদি মু'মিনের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে তার হৃদয়ে আঘাত হানতে না পারে, তাহলে এ তিলাওয়াত তাকে বাতিলের মুকাবিলাতো দূরের কথা, ঈমানের উপর টিকে থাকার শক্তিও সঞ্চার করবে না।

সহীহ হাদীসে একদল লোক সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে যে, "তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামবে না। তারা দীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়।"–বুখারী, মুসলিম ও মুয়াত্তা

কুরআন পড়ার পরও যদি কেউ কুরআনের আদেশ-নিষেধ মেনে না চলে, তাহলে তা একজন মু'মিনের কুরআন পাঠ হতেই পারে না। রাসূলুল্লাহ (স) তাই সুস্পষ্টভাবে ইরশাদ করেছেন—"কুরআনের হারামকৃত জিনিসকে যে হালাল করে নিয়েছে, সে কুরআনের প্রতি ঈমান-ই আনেনি।"

কুরআন পাঠের মাধ্যমে একজন মু'মিন যদি তার আদেশ-নিষেধগুলো বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে তাহলে তার পক্ষে কুরআন হবে একটি মজবুত দলীল। আর যদি বাস্তব

تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا

অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে (নামাযীকে) বিরত রাখে[৭৮], আর আল্লাহর যিকর-ই সর্বশ্রেষ্ঠ[৭৯], আর আল্লাহ্ জানেন যা

تَنْهٰى-বিরত রাখে (নামাযীকে) ; عَنِ-থেকে ; الْفَحْشَاءِ-অশ্লীল ; وَ-ও ; الْمُنْكَرِ-খারাপ কাজ ; وَ-আর ; لَذِكْرُ-(ل+ذكر)-যিকর-ই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اَكْبَرُ-সর্বশ্রেষ্ঠ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন ; مَا-যা ; .

জীবনে কুরআনের আদেশ নিষেধের প্রতিফলন না ঘটে, তাহলে কুরআন হবে তার বিপক্ষে একটি শক্তিশালী প্রমাণ।

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"কুরআন হবে তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ।" অর্থাৎ যদি কুরআনকে যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলা হয়, তাহলে তা তোমার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ হবে। দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত সর্বত্র তুমি নিজের সাফাই হিসেবে কুরআনকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ তুমি বলতে পারবে যে, আমি আমার জীবন কুরআন অনুযায়ী পরিচালনা করেছি। আর যদি তুমি কুরআন পাঠ করেও তার বিপরীত পথে চল, তাহলে তা তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত হবে।

৭৮. অর্থাৎ নামায যাবতীয় অশ্লীল ও পাপকাজ থেকে নামাযীকে বিরত রাখে। তবে এজন্য শর্ত হলো নামায কায়েম করতে হবে। আল্লাহর রাসূল যেভাবে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য রীতিনীতি পালন সহকারে নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিক শিক্ষাদান করেছেন ঠিক সেভাবে নামায আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। প্রকাশ্য রীতিনীতি যেমন শরীর, পোশাক, নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া, নিয়মিত জামাতের সাথে নামায আদায় করা এবং নামাযের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম সুন্নাত অনুসারে সম্পাদন করা। আর অপ্রকাশ্য রীতিনীতি হলো—আল্লাহর সামনে এমনভাবে বিনয়াবনত ও একাগ্রতা সহকারে দাঁড়ানো যেন তাঁর দরবারে আবেদন-নিবেদন করা হচ্ছে।

যে ব্যক্তি এভাবে নামায কায়েম করে সে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে সৎকর্মের তাওফীক প্রাপ্ত হয়।

নামাযের যে গুণের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে তার দুটো দিক রয়েছে। একটি তার অনিবার্য গুণ, আর তা হলো, নামায অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। অপরটি তার কাঙ্ক্ষিত গুণ—নামাযী যেন কার্যক্ষেত্রে নিজেকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

আর যদি নামায নামাযীকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত না রাখে, তবে বুঝতে হবে যে, নামাযের মধ্যেই ত্রুটি বিদ্যমান রয়েছে।

ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—

"যার নামায তাকে অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না তার নামায কিছুই নয়।"

تَصْنَعُوْنَ ﴿٤٥﴾ وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۖ

তোমরা করে থাক। ৪৬. আর[৮০] আহলি কিতাবদের সাথে তোমরা বিতর্ক করো না সেই পন্থায় ছাড়া যা উত্তম[৮১];

تَصْنَعُوْنَ-তোমরা করে থাক। ﴿৪৬﴾ وَ-আর ; لَا تُجَادِلُوْٓا-তোমরা বিতর্ক করো না ; اَهْلَ الْكِتٰبِ-আহলি কিতাবদের সাথে ; اِلَّا-ছাড়া ; بِالَّتِيْ-(ب+التى)-সেই পন্থায় ; هِيَ-যা ; اَحْسَنُ-উত্তম ;

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন—"যে ব্যক্তি তার নামাযের আনুগত্য করেনি, তার নামাযই হয়নি ; আর নামাযের আনুগত্য হলো, মানুষ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন, "যার নামায তাকে সৎকাজ করতে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে তার নামায তাকে আল্লাহ থেকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর খেদমতে আরয করলো যে, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সকালে চুরি করে,' রাসূলুল্লাহ (স) জবাবে বললেন—"অতিসত্তর তার নামায তাকে চুরি থেকে বিরত রাখবে।'

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর এ কথার পর সেই ব্যক্তি চুরির অভ্যাস ত্যাগ করে এবং তাওবা করে নেয়।

৭৯. অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ (যিক্‌র) সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি তোমাদের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত। এর অর্থ বান্দাহ নামাযে বা নামাযের বাইরে আল্লাহকে স্মরণ করার মাধ্যমে যে সকল নেক কাজ করে এবং গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকে তা-ই সর্বশ্রেষ্ঠ। অথবা এর অর্থ বান্দাহ যখন আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ-ও ফেরেশতাদের মাজলিসে বান্দাহকে স্মরণ করেন, আল্লাহ কর্তৃক বান্দাহকে স্মরণ করা ইবাদাতকারী বান্দাহর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। এ অর্থের দৃষ্টিকোণ থেকে মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন—'এখানে এদিকে ইংগীত রয়েছে যে, নামায যে বান্দাহকে অশ্লীল ও গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে তার মূল কারণ হলো—আল্লাহ নামাযীকে ফেরেশতাদের মজলিসে স্মরণ করেন, এর কল্যাণেই সে গোনাহ থেকে মুক্তি পায়।'

৮০. সূরার ৫৬ আয়াতে হিজরতের নির্দেশ রয়েছে। আর তখন মুসলমানদের হিজরত করার জায়গা ছিল হাবশা—যেখানে ছিল আহলি কিতাব তথা খৃস্টানদের প্রাধান্য। তাই এখানে আহলি কিতাবদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে, তা এখান থেকে পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে।

৮১. অর্থাৎ আহলি কিতাবদের সাথে বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ সহকারে ভদ্র ও শালীন ভাষার মাধ্যমে করতে হবে। এটা শুধুমাত্র আহলি

إِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِيْ أُنْزِلَ إِلَيْنَا

তবে যারা তাদের মধ্যে সীমালংঘন করে (তাদের সাথে করতে পারো)[৮২] এবং (তাদেরকে) বলো—'আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তাতে, আর

إِلَّا-তবে (তাদের সাথে করতে পার) ; الَّذِيْنَ-যারা ; ظَلَمُوا-সীমালংঘন করে ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; وَ-এবং ; قُوْلُوا-(তাদেরকে) বলো ; آمَنَّا-আমরা ঈমান এনেছি ; بِالَّذِيْ-তাতে যা ; أُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْنَا-আমাদের প্রতি ;

কিতাবদের সাথে নয়, বরং যাদের নিকট-ই দীনের দাওয়াত দেয়া হবে তাদের সাথেই এ ধরনের সদাচারণের মাধ্যমে দাওয়াত পেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতে হবে। একজন সুচিকিৎসক সবসময় সতর্ক থাকেন, যেন তাঁর আচরণে রোগীর রোগ বৃদ্ধি না পায়। তিনি চান যে, রোগী যেন নিরাময় হয়। এজন্য তিনি সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। মনে রাখতে হবে—অনর্থক তর্ক-বিতর্ক করে তাকে হারিয়ে দেয়ার চিন্তা পরিহার করতে হবে এবং সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সাথে তার কথা শুনে সে হিসেবে যুক্তি পেশ করে তার মনের সংশয় দূর করার চেষ্টা করতে হবে। দীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এভাবে উপদেশ দিয়ে মুসলমানদের দীন প্রচারের কৌশল শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। কুরআন মাজীদের সূরা আন নাহলের ১২৫ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের দিকে ডাকুন হিকমত (কৌশল) ও উত্তম উপদেশ দানের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে উত্তম উপায়ে ; নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক সে ব্যক্তি সম্পর্কে ভালোই জানেন যে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তিনি সৎপথগামীদেরকেও ভালোভাবেই জানেন।"

সূরা হা-মীম আস সাজদা'র ৩৪ ও ৩৫ আয়াতে বলা হয়েছে—

"ভালো ও মন্দ সমান নয়, যা উত্তম তা দিয়েই (মন্দকে) প্রতিহত করুন, ফলে আপনার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে সে আপনার বন্ধুর মতো হয়ে যাবে। আর যারা সবর করে তারা ছাড়া এর (এ চরিত্রের) অধিকারী আর কেউ হতে পারে না এবং যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান, তারা ছাড়া এর (এ গুণে গুণান্বিত) অধিকারী আর কাউকে করা হয় না।"

সূরা আল মু'মিনূন-এর ৯৬ আয়াতে বলা হয়েছে—

"যা উত্তম তা দিয়ে মন্দের প্রতিকার করুন, তারা যা বলে সে সম্পর্কে আমি ভালোই জানি।"

সূরা আল আ'রাফের ১৯৯ থেকে ২০০ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আপনি ক্ষমাকে গ্রহণ করুন, ভালো কাজের নির্দেশ দিন, অজ্ঞ-মূর্খদের এড়িয়ে চলুন। আর যদি শয়তানের প্ররোচনা আপনাকে প্ররোচিত করে, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।"

وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلٰهُنَا وَإِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ○

তোমাদের প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে (তাতেও) এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তো তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী[৮৩],

۝٤٧ وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتٰبَ ۚ فَالَّذِينَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

৪৭. আর এরূপেই আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি[৮৪]; সুতরাং আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম

وَ-আর ; أُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি (তাতেও) ; وَ-এবং ; إِلٰهُنَا-আমাদের ইলাহ ; وَ-ও ; إِلٰهُكُمْ-তোমাদের ইলাহতো ; وَاحِدٌ-একই ; وَ-এবং ; نَحْنُ-আমরাতো ; لَهُ-তাঁর প্রতি ; مُسْلِمُونَ-আত্মসমর্পণকারী। (৪৭) وَ-আর ; كَذٰلِكَ-এরূপেই ; أَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করেছি ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; فَالَّذِينَ-সুতরাং যাদেরকে ; اٰتَيْنٰهُمُ-(اتينا+هم)-আমি দিয়েছিলাম তাদেরকে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ;

৮২. অর্থাৎ যারা তোমাদের প্রতি যুলুম করে তোমাদের ভদ্র-নম্র ও শালীন আচরণের মুকাবিলায় জিদ ও হঠকারিতা দেখায় তাদের সাথে ভিন্ন আচরণ করাও যেতে পারে। তাদেরকে কঠোর ভাষায় জবাব দেয়াও বৈধ। কেননা ইসলাম তার অনুসারীদেরকে বিনয়, ভদ্রতা, শালীনতা ও যুক্তিবাদিতার শিক্ষা দিলেও দীনতা ও হীনতার শিক্ষা দেয় না। তবে এমতাবস্থায়ও যুলুমের জবাবে যুলুম এবং অসদাচরণের জবাবে অসদাচরণ না করাই উত্তম। যেমন কুরআন মাজীদে সূরা আন নাহ্লের ১২৬ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করো তবে সে পরিমাণ-ই গ্রহণ করবে যে পরিমাণ তোমরা নিপীড়িত হয়েছো, কিন্তু যদি তোমরা সবর করো, তাহলে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম।"

৮৩. অর্থাৎ আমরা আমাদের কিতাবের ও তোমাদের কিতাবের অভিন্ন বিষয়গুলো বিশ্বাস করি। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ই অভিন্ন আছে। তোমরা তাওহীদ ও রিসালাতে বিশ্বাস করো, আমরাও তাতে বিশ্বাসী। কাজেই তোমাদের ও আমাদের মধ্যে বিরোধের কোনো কারণ নেই। তোমরা চিন্তা করে দেখলে বুঝতে পারবে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পথে তোমাদের কোনো অন্তরায় নেই। আমরা মুসলমানরাতো সেই ওহীতেই বিশ্বাস করি যা আমাদের নবীর মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে এবং সেই ওহীতেও বিশ্বাস করি যা তোমাদের নবীর মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে। কাজেই আমাদের সাথে তোমাদের বিরোধের কোনো কারণ নেই।

৮৪. অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের উপর আগের কিতাবগুলো আমি যেভাবে নাযিল করেছিলাম, বর্তমান কিতাব তথা আল কুরআনও আমি সেভাবেই আপনার প্রতি নাযিল করেছি। সুতরাং আগের কিতাবগুলোকে স্বীকার করে নিয়েই এ কুরআনকে মানতে হবে।

يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَمِنْ هَـٰٓؤُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِـَٔايَـٰتِنَآ

তারা এতে ঈমান আনে[৮৫]; আর এদের মধ্যেও কেউ কেউ এতে (কুরআনে)-ও ঈমান আনে[৮৬]; আর আমার আয়াতসমূহ কেউ অস্বীকার করে না

إِلَّا ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ

কাফিররা ছাড়া[৮৭]। ৪৮. আর আপনি তো এর আগে কোনো কিতাব পাঠ করতেন না এবং আপনি তা (কিতাব) লিখেননি।

بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ

আপনার ডান হাত দিয়ে যাতে বাতিলপন্থীরা সন্দেহ পোষণ করতে পারে[৮৮]। ৪৯. বরং এটা (কিতাব)-তো সুস্পষ্ট নিদর্শন

يُؤْمِنُونَ-তারা ঈমান আনে ; بِهِ-এতে ; وَ-আর ; مِنْ-মধ্যেও ; هٰؤُلَاءِ-তাদের ; مَنْ-কেউ কেউ ; يُؤْمِنُ-ঈমান আনে ; بِهِ-এতে (কুরআনে)-ও ; وَ-আর ; مَا يَجْحَدُ-অস্বীকার করে না কেউ ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহ ; اِلَّا-ছাড়া ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফিররা। ⑷⑻ وَ-আর ; مَا كُنْتَ تَتْلُوْا-আপনিতো পাঠ করতেন না ; مِنْ قَبْلِهٖ-(من+قبل+ه)-এর আগে ; مِنْ كِتٰبٍ-কোনো কিতাব ; وَ-এবং ; لَا تَخُطُّهٗ-(لاتخط+ه)-তা লিখেননি ; بِيَمِيْنِكَ-(ب+يمين+ك)-আপনার ডান হাত দিয়ে ; اِذًا-যাতে ; لَارْتَابَ-সন্দেহ পোষণ করতে পারে ; الْمُبْطِلُوْنَ-বাতিল পন্থীরা। ⑷⑼ بَلْ-বরং ; هُوَ-এটা কিতাব ; اٰيٰتٌ-নিদর্শন ; بَيِّنٰتٌ-সুস্পষ্ট ;

৮৫. এখানে আহলে কিতাবের সে সমস্ত লোকের কথা বলা হয়েছে, যাদের আসমানী কিতাবের সঠিক জ্ঞান ছিল, তাঁরা যখন দেখলো আগের কিতাবগুলোকে সত্যায়ন করে এ কিতাব তথা কুরআন নাযিল হয়েছে, তখন তারা নির্দ্বিধায় এ কিতাবকেও আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ করে নিলেন, যেমন আগের কিতাবগুলোকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

৮৬. অর্থাৎ আরববাসীদের মধ্যেও যারা সত্যপ্রিয় তারা আহলে কিতাব হোক বা কোনো কিতাবধারী না হোক তারা এর প্রতি ঈমান আনছে।

৮৭. অর্থাৎ সেসব কাফিররা যারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করে সত্যকে মেনে নিতে তৈরী নয়, নিজেদের কামনা-বাসনাকে সত্যের বিধি-নিষেধের বেড়াজালে আবদ্ধ করতে যারা রাজী নয়, তারাই সত্যকে অস্বীকার করে।

৮৮. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের সপক্ষে এটি একটি অকাট্য যুক্তি। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতকে সপ্রমাণ করার জন্য যেসব মু'জিযা প্রকাশ

فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۝

তাদের অন্তরে যাদেরকে দেয়া হয়েছে (কিতাবের) জ্ঞান[৮৯]; আর আমার আয়াতসমূহ যালিমরা ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না।

۞ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ

৫০. আর তারা বলে—'তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার উপর কোনো নিদর্শন নাযিল হয় না কেন[৯০]?, আপনি বলুন—নিদর্শন তো

فِي صُدُورِ-অন্তরে ; الَّذِينَ-তাদের যাদেরকে ; أُوتُوا-দেয়া হয়েছে ; الْعِلْمَ - (কিতাবের) জ্ঞান ; وَ-আর ; مَا يَجْحَدُ-অস্বীকার করে না (কেউ) ; بِآيَاتِنَا-আমার আয়াতসমূহ ; إِلَّا-ছাড়া ; الظَّالِمُونَ-যালিমরা। ৫০ وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলে ; لَوْلَا أُنزِلَ-কেন নাযিল হয় না ; عَلَيْهِ-তার প্রতি ; آيَاتٌ-কোনো নিদর্শন ; مِّن-পক্ষ থেকে ; رَّبِّهِ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; قُلْ-আপনি বলুন ; إِنَّمَا الْآيَاتُ-নিদর্শন তো ;

করেছেন, তন্মধ্যে তাঁকে আগে থেকে নিরক্ষর রাখাও অন্যতম। তিনি কিছু লিখতে সক্ষম ছিলেন না এবং লিখিত কিছু পাঠ করতেও পারতেন না। এ অবস্থায় তিনি জীবনের চল্লিশটি বছর মক্কাবাসীদের মধ্যে অতিবাহিত করেন। তিনি আহলে কিতাবের কারো সাথে মেলামেশাও করতেন না যে, তাদের কাছে কিছু শুনে নেবেন। কেননা মক্কায় কোনো কিতাবধারী বাস করতো না। চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ তাঁর মুখ থেকে এমন কালাম প্রকাশ পেতে শুরু করলো যা শব্দ, অর্থ, ভাষালঙ্কারের দিক থেকে অতুলনীয়। আর এটাই হলো তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণ। কেননা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর শিক্ষা ছাড়া একজন নিরক্ষর লোকের মুখ থেকে এমন অনুপম বিশুদ্ধ ভাষা প্রকাশ হতে পারে না। তিনি যদি লেখা-পড়া জানা লোক হতেন, তাহলে তা হতো তাঁর নবুওয়াতের বিপক্ষে একটি জোরালো প্রমাণ।

৮৯. অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে জীবন-কালের সমগ্র অংশেই তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার বহু প্রমাণ বিদ্যমান যা অন্ধ ও মূর্খরা দেখতে পায় না, এটা একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যাঁদেরকে আল্লাহ কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেছেন তাঁরাই এসব প্রমাণগুলো দেখে অকপটে তাঁর নবুওয়াতকে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে, একজন নবীই এসব কৃতিত্বের অধিকারী হতে পারেন।

৯০. অর্থাৎ এমন কোনো মু'জিযা কেন নাযিল করা হয় না যা দেখে বিশ্বাস করা যায় যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহ প্রেরিত নবী।

عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۞ اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ

আল্লাহর আয়ত্বাধীন ; আর আমি তো শুধুমাত্র একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ৫১. এটা তাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, আমিই নাযিল করেছি আপনার প্রতি

الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ ۖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۞

কিতাব (কুরআন) যা তাদের কাছে পাঠ করে শোনানো হয়[৯১]; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত রহমত ও উপদেশ এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান রাখে[৯২]।

عِنْدَ-আয়ত্বাধীন ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اِنَّمَآ اَنَا-আমিতো শুধুমাত্র ; نَذِيْرٌ-একজন সতর্ককারী ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। (৫১) اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ-(او+لم يكف+هم)-তাদের জন্য কি (এটা) যথেষ্ট নয় ; اَنَّآ-যে, আমিই ; اَنْزَلْنَا-নাযিল করেছি ; عَلَيْكَ-আপনার প্রতি ; الْكِتٰبَ-কিতাব (কুরআন) ; يُتْلٰى-যা পাঠ করে শোনানো হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের কাছে ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَرَحْمَةً-নিশ্চিত রহমত ; وَّ-ও; ذِكْرٰى-উপদেশ ; لِقَوْمٍ-এমন লোকদের জন্য ; يُّؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান রাখে।

৯১. অর্থাৎ রাসূলে কারীম (স) নিরক্ষর হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের প্রতি কুরআনের মতো একটি অতুলনীয় কিতাব নাযিল হওয়া এবং তা প্রতিদিন তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো তোমাদের বিশ্বাসস্থাপন করার মতো বড় একটি মু'জিযা নয় কি ?

মূলত রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিরক্ষর হওয়াটা তাঁর নবুওয়াতের সপক্ষে একটি বড় মু'জিযা। তিনি লিখিত কিছু পাঠ করতে পারতেন না এবং নিজে কিছু লিখতেও পারতেন না।

কোনো কোনো আলেমের মতে রাসূলুল্লাহ (স) প্রথম দিকে লেখা পড়া জানতেন না, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। তাঁরা তাঁদের মতের সপক্ষে একটি হাদীস পেশ করেন। তাঁরা বলেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র যখন লেখা হয় তখন হযরত আলী (রা) চুক্তিপত্রটি লিখেন। চুক্তিতে প্রথমে লেখা হয়েছিল 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ আল্লাহর রাসূল' চুক্তির এক পক্ষ। কিন্তু এতে মুশরিকরা আপত্তি তুলে বলে যে, 'আল্লাহর রাসূল' শব্দটি কেটে দিতে হবে, কারণ তাঁকে "আল্লাহর রাসূল' মেনে নিলেতো আর কোনো ঝগড়া-ই থাকে না। রাসূলুল্লাহ (স) আলী (রা)-কে 'আল্লাহর রাসূল' শব্দটি কেটে দিতে বললেন। কিন্তু আলী (রা) বললেন, 'আমি নিজ হাতে এটা কেটে দিতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, 'আমাকে দেখিয়ে দাও শব্দটি কোন্ জায়গায় আছে। আলী (রা) স্থানটি দেখিয়ে দিলে তিনি তা নিজ হাতে কেটে দেন এবং সেখানে লিখে দেন 'মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ'। এ বর্ণনা থেকে তাঁরা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) পরবর্তীতে লেখা শিখেছেন।

এ হাদীসের বর্ণনার প্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো চিন্তা করার বিষয় তাহলো—

এক ঃ কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট বর্ণনার বিরোধী কোনো হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই ঃ হাদীসটি দুর্বল, এর বর্ণনার ভাষায় বেশ পার্থক্য রয়েছে।

তিন ঃ উল্লিখিত চুক্তি সম্পাদনের সময় দু'জন লেখক ছিলেন। একজন হযরত আলী (রা) অপরজন ছিলেন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ। আলী (রা) 'আল্লাহর রাসূল' শব্দটি কেটে দিতে অস্বীকার করলে রাসূলুল্লাহ (স) মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে থাকতে পারেন।

চার ঃ অপরের দ্বারা 'লিখানোকেও সাধারণ ভাষায় "নিজে লিখেছেন' বলা হয়ে থাকে।

পাঁচ ঃ অনেক লোক এমন আছেন যারা নিজের নাম লিখতে পারেন, আর অন্য কিছু লিখতে পারেন না। এতে করে তাঁকে লেখাপড়া জানা লোক বলা যায় না।

ছয় ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে মু'জিযাস্বরূপ তিনি তাঁর নাম লিখে থাকতে পারেন।

সাত ঃ তাঁকে 'লেখাপড়া জানা' প্রমাণ করতে পারা দ্বারা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় না, বরং তাঁর নিরক্ষর হওয়ার মধ্যেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত।

৯২. অর্থাৎ যারা বিশ্বাস করে যে, এ কিতাব মহান আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ, মানবজাতির জন্য এ কিতাবের অবতারণ আল্লাহর অনুপম রহমত স্বরূপ। এতে রয়েছে মানবজাতির জন্য বিপুল উপদেশ ও নসীহত।

৫ম রুকূ' (৪৫-৫১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. প্রকাশ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করা হলেও কুরআন তিলাওয়াত ও নামায কায়েমের এ নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত আগতব্য সকল মু'মিনদেরকেও শামিল করে।

২. সকল প্রকার প্রতিকূল পরিবেশে ঈমানের উপর দৃঢ়তার সাথে অটল থাকা, নিজেদেরকে উন্নত চরিত্রের নমুনা হিসেবে পেশ করা এবং বাতিলের সয়লাবকে মুকাবিলা করা ও রূহানী শক্তি লাভ করার জন্য এ দুটো কাজের বিকল্প নেই।

৩. কুরআন তিলাওয়াত ও নামায কায়েমের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক আল্লাহকে স্মরণে রাখার যোগ্যতা ও অভ্যাস গড়ে উঠবে। আর সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণই হলো সর্বোত্তম কাজ।

৪. আহলে কিতাব এবং অন্য সকল মানুষকে আন্তরিকতা, কৌশল ও সদুপদেশ-এর মাধ্যমে দীনের দিকে ডাকতে হবে।

৫. অমুসলমানদের সকল জিজ্ঞাসার জবাব কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে দিতে হবে। এ ব্যাপারে অনর্থক বিতর্ক এড়িয়ে চলতে হবে।

৬. আহলে কিতাব ও মুসলমানদের যেসকল বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে সেসব বিষয় সামনে রেখে দরদ মাখা কথার মাধ্যমে তাদের মানসিক পরিবর্তনের চেষ্টা চালাতে হবে।

৭. আহলে কিতাবের মধ্যে যারা তাদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের যথার্থ অনুসারী তারা অবশ্যই আল কুরআনকে মেনে নিতে বাধ্য। কারণ এসব কিতাবের মূল উৎস একটাই, আর তাহলো আল্লাহ তা'আলা। যদিও তাদের কিতাবে অনেক রদবদল হয়েছে।

৮. যেসব লোক স্বার্থের পূজারী এবং নিজেদের কামনা-বাসনাকে আল্লাহর আয়াতের অধীন করতে রাজী নয়, তারাই আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে। অন্যকথায় কুফরী থেকে রেহাই পেতে হলে নিজের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর হুকুমের অনুগত করতে হবে।

৯. আল কুরআন আল্লাহর বাণী। এর অকাট্য প্রমাণ হলো—মুহাম্মাদ (স)-এর নিরক্ষর হওয়া। একজন নিরক্ষর লোকের পক্ষে এ ধরনের উন্নত শব্দালংকারসম্পন্ন ভাষায় একটা কিতাব রচনা করা সম্ভব নয়।

১০. আল কুরআনের মু'জিযা বুঝার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানে জ্ঞানী হওয়া অপরিহার্য।

১১. আল্লাহর আয়াতসমূহ দিবালোকের মতো সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তারাই একে অস্বীকার করে—যারা হঠকারী যালিম।

১২. রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াতের সত্যতার সপক্ষে বহু মু'জিযা থাকা সত্ত্বেও আরো মু'জিযা দাবী করা তাদের হঠকারী মনোভাবের পরিচায়ক।

১৩. কোনো মু'জিযা দেখানো নবীদের আয়ত্বাধীন নয়। এটা একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছাধীন। সুতরাং নবীর কাছে মু'জিযা দাবী করা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৪. একজন নিরক্ষর নবীর মুখে কুরআন মাজীদের মতো অতুলনীয় বাণী প্রকাশিত হওয়া এবং তা তাদের সামনে পাঠ করে শোনাতে পারা অনেক বড় মু'জিযা ; কিন্তু যারা মানতে চায় না তাদের অজুহাতের তো শেষ নেই।

১৫. আসল কথা হলো—যারা নিজেদের স্বার্থের পূজারী, যারা নিজেদের কামনা-বাসনার বাইরে চিন্তা করতে নারাজ, তারা যেকোনো অজুহাতেই অমান্য-অস্বীকার করবে—এটাই স্বাভাবিক।

১৬. কুরআন মাজীদ রহমত ও উপদেশের ভাণ্ডার। তাদের জন্য, যারা একে বিশ্বাস করে এবং এর হিদায়াত গ্রহণ করতে আগ্রহী।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১২

٥٢ قُلْ كَفٰى بِاللّٰهِ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ

৫২. আপনি বলুন, আমার মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট ; তিনি জানেন যা কিছু আছে আসমানে ও যমীনে ;

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوْا بِاللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

আর যারা বাতিলের উপর বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

٥٣ وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَلَوْلَآ اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ ۗ

৫৩. আর আপনার কাছে তারা আযাবকে তাড়াতাড়ি আনতে দাবী করে[৬৩], তবে যদি (আযাবের) সময় নির্দিষ্ট না থাকতো, তাহলে অবশ্যই তাদের উপর আযাব এসে যেতো ;

وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ٥٤ يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ ۗ وَاِنَّ

এবং তা (আযাব) তাদের উপর হঠাৎ এসেই পড়বে, অথচ তারা টেরও পাবে না।

৫৪. তারা আপনার কাছে আযাবকে তাড়াতাড়ি আনতে দাবী করে, তবে অবশ্যই

(৫২) قُلْ-আপনি বলুন ; كَفٰى-যথেষ্ট ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহ-ই ; بَيْنِىْ-(بين+ى)-আমার মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; شَهِيْدًا-সাক্ষী হিসেবে ; يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা কিছু আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-বিশ্বাস করে ; بِالْبَاطِلِ-(ب+ال+باطل)-বাতিলের উপর ; وَ-এবং ; كَفَرُوْا-অবিশ্বাস করে ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহর প্রতি ; اُولٰٓئِكَ هُمُ-তারাই ; الْخٰسِرُوْنَ-ক্ষতিগ্রস্ত। (৫৩) وَ-আর ; يَسْتَعْجِلُوْنَكَ-তারা আপনার কাছে দাবী করে তাড়াতাড়ি আনতে ; بِالْعَذَابِ-আযাবকে ; وَ-তবে ; لَوْ-যদি ; لَآ-না থাকতো ; اَجَلٌ-(আযাবের) সময় ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ; لَّجَآءَ-তাহলে অবশ্যই এসে যেতো ; هُمُ-তাদের উপর ; الْعَذَابُ-আযাব ; وَ-এবং ; لَيَاْتِيَنَّهُمْ-(لياتين+هم)-তাদের উপর এসেই পড়বে ; بَغْتَةً-হঠাৎ ; وَّ-অথচ ; هُمْ-তারা ; لَا يَشْعُرُوْنَ-তারা টেরও পাবে না। (৫৪) يَسْتَعْجِلُوْنَكَ-(يستعجلون+ك)-তারা দাবী করে আপনার কাছে তাড়াতাড়ি আনতে ; بِالْعَذَابِ-আযাবকে ; وَ-তবে ; اِنَّ-অবশ্যই ;

جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٤﴾ يَوْمَ يَغْشٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ

জাহান্নাম কাফিরদেরকে পরিবেষ্টনকারী। ৫৫. সেদিন তাদেরকে আযাব ঢেকে ফেলবে তাদের মাথার উপর থেকে এবং

مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

তাদের পায়ের নীচ থেকে আর তিনি (আল্লাহ) বলবেন—'তোমরা তার স্বাদ গ্রহণ করো যা তোমরা (দুনিয়াতে) করতে।

﴿٥٦﴾ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِيْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّايَ فَاعْبُدُوْنِ ○

৫৬. হে আমার বান্দাহগণ! যারা ঈমান এনেছো, আমার যমীন অবশ্যই প্রশস্ত, অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদাত করো[৯৪]।

﴿٥٧﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِيْنَ

৫৭. প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারী, অতপর আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে[৯৫]। ৫৮. আর যারা

جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; لَمُحِيْطَةٌ-পরিবেষ্টনকারী ; بِالْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদেরকে। ⑤⑤ يَوْمَ-সেদিন ; يَغْشٰهُمْ-(يغشى+هم)-তাদেরকে ঢেকে ফেলবে ; الْعَذَابُ-আযাব ; مِنْ-থেকে ; فَوْقِهِمْ-(فوق+هم)-তাদের মাথার উপর ; وَ-এবং ; مِنْ-থেকে ; تَحْتِ-নীচে; اَرْجُلِهِمْ-(ارجل+هم)-তাদের পায়ের ; وَ-আর ; يَقُوْلُ-তিনি বলবেন ; ذُوْقُوْا-তোমরা স্বাদ গ্রহণ করো ; مَا-তার যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। ⑤⑥ يٰعِبَادِيَ-(يا+عباد+ى)-হে আমার বান্দাহগণ ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছো; اِنَّ-অবশ্যই ; اَرْضِيْ-(ارض+ى)-আমার যমীন ; وَاسِعَةٌ-প্রশস্ত ; فَاِيَّايَ-(ف+ايا+ى)-অতএব তোমরা কেবল আমারই ; فَاعْبُدُوْنِ-ইবাদাত করো। ⑤⑦ كُلُّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-প্রাণীই ; ذَآئِقَةُ-স্বাদ গ্রহণকারী ; الْمَوْتِ-মৃত্যুর ; ثُمَّ-অতপর ; اِلَيْنَا-(الى+نا)-আমারই কাছে ; تُرْجَعُوْنَ-তোমরা প্রত্যাবর্তীত হবে। ⑤⑧ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ;

৯৩. অর্থাৎ তারা বার বার দাবী জানাচ্ছে যে, তুমি যদি সত্যিই রাসূল হয়ে থাকো, আর আমরা যে তোমাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছি তাহলে তুমি যে আযাবের ভয় আমাদেরকে দেখাচ্ছো তা নিয়েই আসো না কেন, যাতে তোমার সত্যতার প্রমাণ হয়ে যায়।

৯৪. অর্থাৎ আমার ইবাদাতের জন্য যদি দেশ ত্যাগ করতে হয়, তাহলে তা করাই হবে ঈমানের দাবী। যেখানে স্বাচ্ছন্দে স্বাধীনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা যাবে, প্রয়োজনে

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ

ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে, তাদের আমি অবশ্যই স্থান দেবো জান্নাতের সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে ; প্রবাহিত থাকবে

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿٥٨﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا

তার নীচ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ তারা সেখানে অনন্তকালের বাসিন্দা ; সেসব নেককারদের পুরস্কার কতই না উত্তম[৯৬]। ৫৯. যারা সবর করে[৯৭]

وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَاۤبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ڰ

এবং নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে[৯৮]। ৬০. আর এমন অনেক আছে প্রাণীদের মধ্যে, যারা নিজেদের জীবিকা বহন করে না,

-اٰمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক কাজ ; لَنُبَوِّئَنَّهُمْ-(لنبوئن+هم)-তাদেরকে আমি অবশ্যই স্থান দেবো ; مِنَ-এর ; الْجَنَّةِ-জান্নাতের ; غُرَفًا-সুউচ্চ প্রাসাদসমূহে ; تَجْرِىْ-প্রবাহিত থাকবে ; مِنْ-দিয়ে ; تَحْتِهَا-(تحت+ها)-তার নীচ ; الْاَنْهٰرُ-ঝর্ণাসমূহ ; خٰلِدِيْنَ-তারা অনন্তকালের বাসিন্দা ; فِيْهَا-(في+ها) সেখানে ; نِعْمَ-কতই না উত্তম ; اَجْرُ-পুরস্কার ; الْعٰمِلِيْنَ-সেসব নেককারদের। ﴿৫৯﴾ الَّذِيْنَ-যারা ; صَبَرُوْا-সবর করে ; وَ-এবং ; عَلٰى-উপর ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-নিজেদের প্রতিপালকের ; يَتَوَكَّلُوْنَ-ভরসা রাখে। ﴿৬০﴾ وَ-আর ; كَاَيِّنْ-এমন অনেক আছে ; مِنْ-মধ্যে ; دَاۤبَّةٍ-প্রাণীদের ; لَا تَحْمِلُ-যারা বহন করে না ; رِزْقَهَا-(رزق+ها)-নিজেদের জীবিকা ;

নিজ দেশ ত্যাগ করে সে দেশে হিজরত করতে হবে। যদি কোনো মু'মিনের নিজ দেশে আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়ে তবে সে আল্লাহর ইবাদাতের জন্য নিজ দেশ ও জাতিকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করবে না। তার নিকট আল্লাহর ইবাদাত-ই হবে সবচেয়ে প্রিয়। সে আল্লাহর ইবাদাতের খাতিরে দুনিয়ার সবকিছুই পরিত্যাগ করতে পারে। কিন্তু আল্লাহর ইবাদাতকে দুনিয়ার কোনো কিছুর বিনিময়ে পরিত্যাগ করতে পারে না।

৯৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে যত প্রাণী আছে তাদের সবাইকে প্রাণত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করতেই হবে। সুতরাং কোনো না কোনোভাবে প্রাণ বাঁচানোর চিন্তা করা সঠিক কাজ হতে পারে না, বরং ঈমান বাঁচানোর জন্য যদি প্রাণ দিতে হয়, সেটাই হবে সঠিক কাজ। কেননা প্রাণতো চিরদিন বাঁচিয়ে রাখা যাবেই না। আল্লাহর সামনে যখন হাজির হতে হবে, তখন ঈমান নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হতে পারাই হবে চরম সফলতা। অতএব প্রাণ রক্ষার চিন্তার উপর ঈমান রক্ষার চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ

আল্লাহ-ই তাদেরকে জীবিকা দেন এবং তোমাদেরকেও, আর তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ[৯৯]। ৬১. আপনি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন[১০০]—'কে

اللهُ-আল্লাহই ; يَرْزُقُهَا-(يرزق+ها)-তাদেরকে জীবিকা দেন ; وَ-এবং ; إِيَّاكُمْ-তোমাদেরকেও ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; السَّمِيعُ-সর্বশ্রোতা ; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ। ⑥১ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; سَأَلْتَهُمْ-(سألت+هم)-তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ; مَنْ-কে ;

৯৬. অর্থাৎ যারা ঈমান ও নেক আমল করে দুনিয়ার জীবন কাটিয়ে দিয়েছে এবং দুনিয়ার জীবনে তারা কোনো সফলতা লাভ করতে পারেনি, বরং দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে একেবারে ব্যর্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে তোমরা বিশ্বাস করো যে, তাদের এ ক্ষতি অবশ্যই পূরণ হবে এবং শুধু তা-ই নয়, তারা দুনিয়ার জীবনের এ কষ্ট-মসীবতের সর্বোত্তম প্রতিদান পাবে, যা তোমরা কল্পনাও করতে পারো না।

৯৭. অর্থাৎ যারা চোখের সামনে বেঈমানী ও খারাপ পথে লাভবান হওয়ার সুযোগ-সুবিধা দেখে এবং প্রতিকূল পরিবেশে ঈমান ও নেক আমল করার বিপদ-মসীবতে ধৈর্যের সাথে ঈমানের উপর টিকে ছিল।

৯৮. অর্থাৎ যারা সচ্ছল-অসচ্ছল এবং নিরাপদ ও বিপদাশংকাজনক সকল অবস্থায় একমাত্র তাদের নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রেখেই ঈমানের উপর অটল ছিল। তারা নিজেদের ধন-জন, বংশ-পরিবার ও প্রভাব-প্রতিপত্তির উপর বিন্দুমাত্রও ভরসা করেনি, বরং ঈমানের প্রয়োজনে নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে বের হয়ে পড়েছে এবং আল্লাহদ্রোহী সকল শক্তির সাথে মুকাবিলা করার জন্য মানসিকভাবে তৈরী থেকেছে। তারা তাদের প্রতিপালকের উপর এতটুকু আস্থা রেখেছে যে, তাদের প্রতিপালক অবশ্যই দুনিয়াতেও তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং আখিরাতেও তাদের কাজের উত্তম প্রতিদান দেবেন।

৯৯. অর্থাৎ ঈমান রক্ষার জন্য যদি তোমাদেরকে দেশত্যাগও করতে হয় তাহলে সেখানে তোমাদের রিযকের চিন্তা করো না। কেননা তোমাদের চোখের সামনেই জলে-স্থলে অসংখ্য পশু-পাখী বিচরণ করছে তাদের কেউ-ই তো তাদের জীবিকা বহন করে বেড়াচ্ছে না। তারা সবাইতো সময়মতো তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট থেকে জীবিকা পেয়ে আসছে। কাজেই তোমাদের এমন ভাবার প্রয়োজন নেই যে, ঈমানের জন্য দেশত্যাগ করলে সেখানে জীবিকা কোথায় পাবো ? আল্লাহ যেখানে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টিকে জীবিকা দিয়ে যাচ্ছেন, যারা কখনো জীবিকা বহন করে ফেরে না, সেখানে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকেও জীবিকা দেবেন। হযরত ঈসা (আ)-ও তাঁর সাথীদের এরূপ কথা বলেছিলেন, যা মথি লিখিত বাইবেলের ৬ ঃ ২৪-৩৪ শ্লোকে উল্লিখিত আছে। কুরআন ও বাইবেলের একথাগুলো একই পটভূমিতে উল্লিখিত হয়েছে। সত্যের দাওয়াতের কোনো কোনো স্তরে এমন পর্যায় এসে পড়ে যখন একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করা ছাড়া আর

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ

সৃষ্টি করেছে আসমান ও যমীন, এবং (কে) চাঁদ ও সূরুযকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন ?' তারা অবশ্যই বলবে—'আল্লাহ' ;

فَأَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾ اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ

তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোন্ দিকে ছুটছে। ৬২. আল্লাহ-ই তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে চান রিয্ক প্রসারিত করে দেন এবং সংকীর্ণ করে দেন

لَهٗ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ

কারো জন্য ; নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ। ৬৩. আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন—'কে আসমান থেকে বর্ষণ করেন

مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ۚ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ۗ

পানি, অতপর তা দিয়ে যমীনকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন ?' তারা অবশ্যই বলবে—'আল্লাহ' ; আপনি বলুন—'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই জন্য[১০১],

خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; سَخَّرَ-কে নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন ; الشَّمْسَ-সুরুযকে ; وَ-ও ; الْقَمَرَ-চাঁদ ; لَيَقُوْلُنَّ-তারা অবশ্যই বলবে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فَأَنّٰى-(ف+انى)-তাহলে কোন্দিকে ; يُؤْفَكُوْنَ-তারা বিভ্রান্ত হয়ে ছুটছে। ৬২ اللّٰهُ-আল্লাহ-ই ; يَبْسُطُ-প্রসারিত করে দেন ; الرِّزْقَ-রিয্ক ; لِمَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; مِنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِهٖ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; وَ-এবং ; يَقْدِرُ-সংকীর্ণ করেছেন ; لَهٗ-কারো জন্য ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; بِكُلِّ شَيْءٍ-সর্ব বিষয়ে ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ। ৬৩ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; سَأَلْتَهُمْ-(سالت+هم)-তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন ; مَنْ-কে ; نَزَّلَ-বর্ষণ করেন ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءً-পানি ; فَأَحْيَا-(ف+احيا)-অতপর সঞ্জীবিত করেন ; بِهِ-তা দিয়ে ; الْأَرْضَ-যমীনকে; مِنْ بَعْدِ-পর ; مَوْتِهَا-(موت+ها)-তার মৃত্যুর ; لَيَقُوْلُنَّ-তারা অবশ্যই বলবে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; قُلْ-আপনি বলুন ; الْحَمْدُ-সমস্ত প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহরই জন্য ;

কোনো উপায় থাকে না। এমন অবস্থায় হিসেব করে ভবিষ্যত সম্ভাবনা বিচার করে প্রাণ ও জীবন-জীবিকা নিশ্চয়তা খুঁজে যারা সামনে পা বাড়াবার চিন্তা করে তাদের দ্বারা কিছু করা সম্ভব হয় না। তখন যারা প্রতিমুহূর্তে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের ত্যাগ ও কুরবানীর ফলেই এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহর দীনের পতাকা বুলন্দ হয় এবং অন্য সকল মত ও পথ বিনত হয়ে যায়।

بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝

কিন্তু তাদের অধিকাংশই (তা) বুঝে না।

بَلْ-কিন্তু ; اَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْقِلُوْنَ-(তা) বুঝে না।

১০০. এখানে 'তাদেরকে' দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির স্রষ্টা তারাও আল্লাহকে স্বীকার করে।

১০১. অর্থাৎ তোমরা যে, এসব কিছুর স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে স্বীকার করে নিচ্ছো সে জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করছি। তিনিই যখন এসবের স্রষ্টা তখন তিনি-ই তো সকল প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী, অন্য কোনো সত্তাতো প্রশংসা লাভের অধিকারী হতে পারে না।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৫২-৬৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মু'মিন ও কাফিরদের মধ্যে কারা সত্যের উপর আছে, তার প্রকৃত সাক্ষী একমাত্র আল্লাহ-ই হতে পারেন, কারণ তিনিই আসমান-যমীনের সবকিছু সম্পর্কে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখেন।

২. আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস করে বাতিলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত। অন্য কথায় যারা বাতিলের প্রতি অবিশ্বাস করে আল্লাহতে পূর্ণ ঈমান রাখে, তারাই লাভবান। আল্লাহর সাক্ষ্য অনুযায়ী মু'মিনরাই লাভবান।

৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনীত দীনের বিরোধিদের প্রতি নির্ধারিত শাস্তির সময়-কাল যদি আল্লাহ আগেই স্থির করে না রাখতেন, তাহলে তাদের অবিশ্বাস ও শাস্তি কামনার সাথে সাথেই শাস্তি তাদের উপর এসে পড়তো।

৪. দুনিয়াতে নির্ধারিত শাস্তি এমন এক সময় এসে পড়বে, যখন তারা টেরও পাবে না। এটা অবশ্যম্ভাবী।

৫. আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি কাফিরদেরকে অবশ্যই চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

৬. আল্লাহর দীন পালনের বিরোধী হলে দুনিয়ার সবকিছুই তথা পরিবার, দেশ-জাতি সবকিছুই ত্যাগ করাই হলো ঈমানের দাবী।

৭. প্রাণীমাত্রকেই নির্ধারিত সময়ে প্রাণত্যাগ করে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে যেতে হবে। সুতরাং দুনিয়াতে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় ব্যস্ত না থেকে ঈমান বাঁচানের জন্যই সজাগ-সচেতন থাকতে হবে। কেননা প্রাণতো বাঁচানো যাবেই না।

৮. আল্লাহর সামনে ঈমান নিয়ে হাজির হতে পারাই চূড়ান্ত সফলতা। ঈমান হারা হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হওয়া চূড়ান্ত ব্যর্থতা। সুতরাং প্রাণ রক্ষার চিন্তার চেয়ে ঈমান রক্ষার চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৯. মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবনে অবিমিশ্র চিরসুখের স্থান জান্নাতের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হতে হলে ঈমান ও সৎকাজ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে।

১০. আল্লাহর সাক্ষ্য অনুসারে দীনের পথে অবিচল ও আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নেক আমলকারী মু'মিনদের জন্য আল্লাহর সাক্ষাত ও জান্নাতের চেয়ে উত্তম পুরস্কার আর কিছুই হতে পারে না।

১১. দুনিয়াতে অসংখ্য প্রাণী নিজেদের জীবিকা বহন করে ফেরে না, কিন্তু তারা ক্ষুধার্তও থাকে না—এটিই প্রমাণ করে যে, জীবিকার জন্য হন্যে হয়ে বেড়ানো সঠিক কাজ নয়। কারণ দুনিয়াতে বিচরণশীল সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ নিজেই নিয়ে রেখেছেন।

১২. দুনিয়াতে যত কাফির-মুশরিক আছে, সবাই আল্লাহকে আসমান-যমীনের স্রষ্টা ও চাঁদ-সুরুজের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে স্বীকার করে। সুতরাং শুধুমাত্র এটি স্বীকার করার নামই ঈমান নয় এবং এর দ্বারাই মু'মিন হওয়া যায় না।

১৩. দুনিয়াতে জীবিকার প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতা ঈমানের পরিমাপক নয়। আল্লাহ যাকে চান জীবিকার প্রশস্ততা দ্বারা পরীক্ষা করেন আবার কাউকে জীবিকার সংকীর্ণতা দ্বারা পরীক্ষা করেন।

১৪. আল্লাহ কাফির-মুশরিকদেরকেও দুনিয়াতে প্রশস্ত জীবিকা দান করে কুফরী ও শিরকীতে তাদের গুমরাহীকে বাড়িয়ে দেন। সুতরাং জীবিকার প্রশস্ততা আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রমাণ নয়।

১৫. আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে কাকে জীবিকার প্রশস্ততা দ্বারা পরীক্ষা করবেন আর কাকে জীবিকার সংকীর্ণতা দ্বারা পরীক্ষা করবেন—কোন্ বান্দাহ কোন্ পরীক্ষায় সহজে উত্তীর্ণ হতে পারবে, তা তিনিই ভাল জানেন।

১৬. আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে যে মৃত যমীনকে সজীব করেন তা-ও কাফির-মুশরিকরা স্বীকার করে। কিন্তু এ মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা আখিরাতে নাজাত পাওয়া যাবে না। কারণ, এর সাথে আন্তরিক বিশ্বাসের কোনো প্রমাণ নেই।

১৭. রিসালাতের নির্দেশনা অনুসারে কর্ম-ই হলো মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসের প্রমাণ। সুতরাং আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবীদারদেরকে রাসূলকে মেনে নিয়ে তাঁর দেখানো পথে নেক কাজ করে মৌখিক স্বীকৃতি ও আন্তরিক বিশ্বাসের প্রমাণ পেশ করতে হবে।

১৮. বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক যেহেতু আল্লাহ তা'আলা এবং একথা স্বীকার করতে সবাই বাধ্য সেহেতু সমস্ত প্রশংসা পাওয়ার মালিকও আল্লাহ তা'আলা। অতএব আমাদেরকে সদা-সর্বদা তাঁরই প্রশংসা করতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৩
আয়াত সংখ্যা-৬

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا لَهْوٌ وَّلَعِبٌ ۭ وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ ﴿٦٤﴾

৬৪. আর এ দুনিয়ার জীবন তো বেহুদা খেলাধুলা ছাড়া আর কিছুই নয়[১০২], আর প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের জীবন—

لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾ فَاِذَا رَكِبُوْا فِي الْفُلْكِ

সেটাই তো আসল জীবন ; যদি তারা জানতো[১০৩]।

৬৫. আর তারা যখন নৌকা-জাহাযে চড়ে,

(৬৪) وَ-আর ; مَا-কিছুই নয় ; هٰذِهِ-এই ; الْحَيٰوةُ-জীবনতো ; الدُّنْيَآ-দুনিয়ার ; اِلَّا-ছাড়া ; لَهْوٌ وَّلَعِبٌ-বেহুদা খেলাধুলা ; وَ-আর ; اِنَّ-প্রকৃতপক্ষে ; الدَّارَ-জীবন ; الْاٰخِرَةَ-আখিরাতের ; لَهِيَ-সেটাইতো ; الْحَيَوَانُ-আসল জীবন ; لَوْ-যদি ; كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-তারা জানতো। (৬৫) فَاِذَا-(ف+اذا)-আর যখন ; رَكِبُوْا-তারা চড়ে ; فِي الْفُلْكِ-(فى+ال+فلك)-নৌকা-জাহাযে ;

১০২. অর্থাৎ এ দুনিয়ার জীবনের উদাহরণ শিশু কিশোরদের ধুলো-বালি নিয়ে খেলাধুলা ও মাঠে রাজা-প্রজা খেলার মতোই। তারা সারাদিন খেলাধুলা করে, ধুলা-মাটি দিয়ে পিঠা-পায়েস রান্না করে, মিছেমিছি খেয়ে বলে, বেজায় মিঠে হয়েছে ; কেউ আবার রাজা হয়, কেউ প্রজা। সন্ধ্যা বেলা এসব কিছু ফেলে দিয়ে বাড়িতে ফিরে যায়। এখানে যে রাজা হয় সে সত্যিই রাজা হয় না ; বরং রাজার অভিনয় করে মাত্র। আর যে প্রজা হয়, সে-ও প্রকৃতপক্ষে এ মিথ্যা রাজার প্রজা নয়—সবই মেকী।

অনুরূপভাবে দুনিয়ার জীবনের এ ৫০, ৬০ বা ৭০ বছর কোনোটাই স্থায়ী ব্যাপার নয়। যে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায়ই সে এ সীমিত কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিয়ে সবকিছু ছেড়ে শূন্য হাতে দীন-হীন বেশে নিজের চিরন্তন ও আসল জীবনে চলে যেতে বাধ্য হয়।

সুতরাং মাত্র কয়েকদিনের ছেলেখেলার জীবনের জন্য যারা প্রাণপাত করে এবং এরই জন্য নিজের দীন ও ঈমান বিকিয়ে দিয়ে অস্থায়ী সামান্য কিছু আরাম-আয়েশের উপকরণ ও প্রভাব প্রতিপত্তির জৌলুস করায়ত্ত করে নেয়, তাদের এসব কাজ বেহুদা খেলাধুলা ছাড়া আর কি-ইবা হতে পারে।

১০৩. অর্থাৎ তারা যদি দুনিয়ার জীবনের এ অসারতা সম্পর্কে জানতো এবং এ জীবন যে পরীক্ষার একটি অবকাশ মাত্র তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হতো, তাহলে তারা আখিরাতের

دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ

তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে দীনকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর (আল্লাহর) জন্য নির্ধারণকারী হিসেবে ; অতপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলভাগে পৌঁছে দেন,

اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾ لِيَكْفُرُوْا بِمَآ اٰتَيْنٰهُمْ ۚ وَلِيَتَمَتَّعُوْا ۗ

তখনই তারা শিরক করতে থাকে। ৬৬. যাতে তারা অস্বীকার করে তা, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি এবং যাতে তারা ভোগবিলাসে মত্ত থাকে ;[১০৪]

فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا اٰمِنًا وَّيُتَخَطَّفُ النَّاسُ

তবে তারা খুব শীঘ্রই (আসল ব্যাপার) জানতে পারবে। ৬৭. তবে কি তারা লক্ষ করে না যে, আমি 'হরম'কে নিরাপদ স্থান বানিয়ে দিয়েছি, অথচ মানুষকে হামলা করা হয়

دَعَوُا-তারা ডাকতে থাকে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; مُخْلِصِيْنَ-একনিষ্ঠভাবে নির্ধারণকারী হিসেবে ; لَهُ-তাঁর (আল্লাহর) জন্য ; الدِّيْنَ-দীনকে ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; نَجّٰهُمْ-(نجى+هم)-তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে পৌঁছে দেন ; اِلَى الْبَرِّ-স্থলভাগে ; اِذَا-তখনই ; هُمْ-তারা ; يُشْرِكُوْنَ-শিরক করতে থাকে। ⑥⑥ لِيَكْفُرُوْا-যাতে তারা অস্বীকার করে ; بِمَآ-তা যা ; اٰتَيْنٰهُمْ-(اتينا+هم)-আমি তাদেরকে দিয়েছি ; وَ-এবং ; لِيَتَمَتَّعُوْا-যাতে ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে ; فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ-তবে তারা শীঘ্রই (আসল ব্যাপার) জানতে পারবে। ⑥⑦ اَوَلَمْ يَرَوْا-(ا+و+لم يروا)-তবে কি তারা লক্ষ করে না ; اَنَّا-যে, আমি ; جَعَلْنَا-বানিয়ে দিয়েছি ; حَرَمًا-হরমকে ; اٰمِنًا-নিরাপদ স্থান ; وَ-অথচ ; يُتَخَطَّفُ-হামলা করা হয় ; النَّاسُ-মানুষকে ;

চিরন্তন ও স্থায়ী জীবনের জন্য দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে এবং প্রতিটি সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য উঠেপড়ে লেগে যেতো। এ জীবনকে কোনোক্রমেই খেল-তামাশায় নষ্ট করতো না।

১০৪. অর্থাৎ আল্লাহকে ভুলে থাকার উপায়-উপকরণ ও কারণগুলো যতক্ষণ মানুষের করায়ত্ত না থাকে ততক্ষণ তারা আল্লাহকে একক স্রষ্টা ও ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী বলে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর আনুগত্যকে মেনে নেয়। এমনকি তখন অতিবড় নাস্তিকও আল্লাহকে মেনে নেয়। আর যখনই তারা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যায় এবং আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার উপায়-উপকরণগুলো তাদের হাতে এসে পড়ে তখনই তারা আল্লাহর সাথে শিরক করা শুরু করে এবং আল্লাহকে ভুলে গিয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে।

مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ○

তাদের আশেপাশে[১০৫]; তবুও কি তারা বাতিলকে মেনে নেবে এবং আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করবে ?

⑥⑧ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ

৬৮. আর তার চেয়ে অধিক যালিম কে হতে পারে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সত্যকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে—

لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ⑥⑨ وَالَّذِينَ

যখন তা (সত্য) তার কাছে আসে[১০৬], এমন কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয় ? ৬৯. আর যারা

مِنْ حَوْلِهِمْ-তাদের আশেপাশে ; أَفَبِالْبَاطِلِ-(ا+ف+ب+ال+باطل)-তবুও কি বাতিলকে ; يُؤْمِنُونَ-তারা মেনে নেবে ; وَ-এবং ; بِنِعْمَةِ-নিয়ামতকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; يَكْفُرُونَ-তারা অস্বীকার করবে। ⑥⑧ وَ-আর ; مَنْ-কে হতে পারে ; أَظْلَمُ-অধিক যালিম ; مِمَّنِ-(من+من)-তার চেয়ে, যে ; افْتَرَىٰ-উদ্ভাবন করে ; عَلَى-সম্পর্কে ; اللَّهِ-আল্লাহ ; كَذِبًا-মিথ্যা ; أَوْ-অথবা ; كَذَّبَ-মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যকে ; لَمَّا-যখন ; جَاءَهُ-(جاء+ه)-তা (সত্য) তার কাছে আসে ; أَلَيْسَ-(ا+ليس)-নয় কি ; فِي جَهَنَّمَ-জাহান্নামে ; مَثْوًى-ঠিকানা ; لِّلْكَافِرِينَ-এমন কাফিরদের। ⑥⑨ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ;

১০৫. অর্থাৎ কুরাইশরা যে আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত মক্কা শহরে নিরাপদে বাস করে আসছিল, তাকে নিরাপদ রাখা কি তাদের দেবদেবীদের কাজ ছিল ? মক্কার এ মর্যাদাতো আমিই দান করেছিলাম এবং এ স্থানটিকে সকল প্রকার বিপদ-আপদ থেকে আমি-ই মুক্ত রেখেছিলাম।

১০৬. অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স) যে নবুওয়াতের দাবী করছেন এবং তোমরা যে তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছো এর দুটো অবস্থা হতে পারে এবং এর মধ্যে একটি অবস্থা বাস্তব অন্যটি মিথ্যা। তিনি যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করে থাকেন তবে তিনি অবশ্যই সবচেয়ে বড় যালিম। আর যদি তাঁর দাবীর সত্যতা সত্ত্বেও তোমরা তাঁকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে থাকো, তাহলে তোমরা অবশ্যই বড় যালিম। আর একথা প্রমাণিত সত্য যে, মুহাম্মাদ (স) অবশ্যই সত্যের উপর ছিলেন। তোমরাই ছিলে মিথ্যাবাদী ও যালিম।

جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

চেষ্টা-সংগ্রাম করে আমার জন্য, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথ দেখাবো[১০৭]; আর অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথেই আছেন।

جَاهَدُوْا-চেষ্টা-সংগ্রাম করে ; فِيْنَا-আমার জন্য ; لَنَهْدِيَنَّهُمْ-(لنهدين+هم)-আমি অবশ্যই তাদেরকে দেখাবো ; سُبُلَنَا-আমার পথ ; وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَمَعَ-(ل+مع)-সাথেই আছেন ; الْمُحْسِنِيْنَ-সৎকর্মশীলদের।

১০৭. অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম-সাধনা করবে এবং আল্লাহর দীনের জন্য সারা দুনিয়ার বিপদ-আপদ মাথা পেতে নিবে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই হাত ধরে তাঁর দিকে টেনে নেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ করে দেন। যার ফলে আল্লাহর দিকে যাওয়ার সঠিক পথ কোন্‌টি আর ভুল পথ কোন্‌টি তা তারা চিনতে সক্ষম হয়। এ পথে তাদের নিয়ত যতই সৎ ও একনিষ্ঠ হয়, ততই আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ও হিদায়াত লাভ সুনিশ্চিত হয়।

৭ম রুকূ' (৬৪-৬৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়ার জীবন যে, বেহুদা খেলাধুলা ছাড়া কিছু নয় তা মৃত্যুর সাথে সাথেই বুঝা যাবে। কিন্তু তখনতো আর কিছুই করার থাকবে না।

২. যারা আখিরাতকে সামনে রেখে দুনিয়ার জীবনকে পরিচালনা করবে, তারাই এ বেহুদা জীবন থেকে উপকৃত হবে এবং তারাই বুদ্ধিমান হিসেবে আখিরাতে পরিগণিত হবে।

৩. আমাদের আসল জীবনই হলো আখিরাতের জীবন। সুতরাং আখিরাতের জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য এখানে কাজ করতে হবে।

৪. একান্ত নিরুপায় ও অসহায় অবস্থায় অতি বড় নাস্তিকও আল্লাহকে শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে মেনে নেয় এবং তাঁর নিকটই আশ্রয় চায়। অতপর বিপদ থেকে যখন আল্লাহ তা'আলা উদ্ধার করে দেন, তখনই শিরক করা আরম্ভ করে। এটাই মানুষের প্রকৃতি।

৫. আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয়ার মতো উপায়-উপকরণ বর্তমান থাকা অবস্থায় মানুষ খুব কমই আল্লাহকে স্মরণ করে। এমতাবস্থায় মানুষ ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে।

৬. প্রকৃত মু'মিন দুঃখ-দৈন্যতায় যেমন আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে এবং তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইবে, তেমনি সুখে-সচ্ছলতায়ও আল্লাহর শোকর আদায় করবে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

৭. আল্লাহর সাথে শিরক করা এবং দুনিয়াতে আল্লাহকে ভুলে গিয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার পরিণাম সম্পর্কে মানুষ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই জানতে পারবে।

৮. আল্লাহ তা'আলাই সুদীর্ঘকাল থেকে মক্কার 'হরম' অঞ্চলকে 'নিরাপদ অঞ্চল' করে দিয়েছেন। এ থেকেই আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে বিরত থাকা মানুষের কর্তব্য।

৯. যারা আল্লাহর অগণিত নিয়ামতকে অস্বীকার করে আল্লাহর দীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না।

১০. এ সকল যালিমদের শেষ আশ্রয়স্থল অবশ্যই জাহান্নাম। আর জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাসস্থল।

১১. যারা আল্লাহর দীনের জন্য সংগ্রাম-সাধনা করবে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের পাশে থাকবেন এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকট পৌছার পথ দেখিয়ে দেবেন যা হবে সর্বোত্তম সফলতা।

১২. আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিত সৎকর্মশীল মু'মিনদের সাথে আছেন ও থাকবেন। মু'মিনের জন্য এর চেয়ে বড় শুভ সংবাদ আর কিছুই হতে পারে না।

সূরা আল আনকাবূত সমাপ্ত

সূরা আর রূম-মাক্কী
আয়াত ঃ ৬০
রুকূ' ঃ ৬

নামকরণ

সূরার দ্বিতীয় আয়াত-এর 'আর রূম' শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরার আলোচ্য বিষয় থেকেই সূরাটির নাযিলের সময়কাল সম্পর্কে জানা যায়। সূরার আলোচনা শুরু করা হয়েছে রোমানদের পরাজয়ের সংবাদ দিয়ে। অর্থাৎ মক্কার নিকটবর্তী অঞ্চলে পারসিকদের হাতে রোমানরা পরাজিত হয়েছে। আর রোমান ও পারসিক তথা ইরানীদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাক্কী জীবনে ৬১৩ খৃস্টাব্দ থেকে ৬১৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ৬১৫ খৃস্টাব্দে মক্কার মুশরিকদের নির্যাতনে অতিষ্ট হয়ে খৃস্টান রাজ্য হাবশায় হিজরত করে। আর এ বছরই সূরা 'আর রূম' নাযিল হয়।

আলোচ্য বিষয়

সূরা আনকাবূতের শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার সংগ্রাম-সাধনা চালিয়ে যায়, আল্লাহ তাদের জন্য লক্ষ্যে পৌছার পথ খুলে দেন। এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের উদ্দেশ্য পূরণে সফলতার সুসংবাদ দান করেন। আলোচ্য সূরা আর-রূমের সূচনায় যে ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও এ সুসংবাদ বাস্তবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

এ সূরায় রোমান ও পারসিক তথা ইরানীদের যুদ্ধের কাহিনী আলোচিত হয়েছে। এ যুদ্ধের উভয় পক্ষ যদিও কাফির ছিল এবং বাহ্যতঃ এদের কারো জয়-পরাজয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের কোনো কৌতুহল থাকারও কথা নয় ; কিন্তু উভয় কাফির দলের মধ্যে পারসিকরা ছিল অগ্নিপূজারী মুশরিক এবং রোমানরা ছিল মুসলমানদের অধিক নিকটবর্তী। কারণ ওহী, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসের ব্যাপারে খৃস্টান ও মুসলমানদের মতামত ছিল প্রায় অভিন্ন। তাই পারসিক অগ্নিপূজারী মুশরিকদের বিজয় ও রোমান খৃস্টানদের পরাজয়ে মক্কার কাফিররা আনন্দিত হয়েছে। অপরদিকে আহলে কিতাব খৃস্টানদের পরাজয়ে মুসলমানদের মনে কিছুটা প্রতিক্রিয়া হওয়াটা স্বাভাবিক।

সূরার ভূমিকায় মুসলমানদের সান্ত্বনা দান করে তাই বলা হয়েছে যে, নিকটবর্তী অঞ্চলে আজ যদিও রোমানরা পরাজিত হয়েছে এবং এতে বিশ্ববাসী মনে করছে যে, রোম সাম্রাজ্যের পতন অনিবার্য। কিন্তু দশ বছরের কম সময় অতিবাহিত হতে না হতেই অবস্থা অবশ্যই পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আজ যারা পরাজিত হয়েছে তারা বিজয়ী হবে।

এ ভূমিকা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষ নিজের বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা কিছু দেখে তার পেছনে তাদের দৃষ্টির আড়ালে কি আছে তা কিছুই জানে না। যার ফলে মানুষের সিদ্ধান্ত সামান্য ব্যাপারেও ভুল হয়ে যায়। শুধুমাত্র 'আগামীকাল কি হবে' তা না জানার কারণে মানুষের হিসাব নিকাশ যেখানে ভুল হয়ে যায়, সেখানে মানুষের সামগ্রিক জীবনের ব্যাপারে এ জগতের বাহ্যিক জীবনের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যে ভুল হতে বাধ্য, তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।

রোমান ও পারসিকদের যুদ্ধের আলোচনার মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিকে আখিরাতের দিকে নিয়ে গিয়ে ক্রমাগত তিন রুকূ' পর্যন্ত মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, আখিরাত থাকাটা সম্ভব, যুক্তিসংগত ও প্রয়োজনীয়। মানুষের দুনিয়ার জীবনকে সুস্থ-সুন্দর ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্য আখিরাত বিশ্বাসের উপর বর্তমান জীবনের কর্মনীতি নির্ধারণ ও মূলনীতি প্রণয়ন প্রয়োজন। অন্যথায় বাহ্যদৃষ্টির উপর নির্ভরশীল মূলনীতি ভুল হতে বাধ্য এবং এর পরিণামও মানব জীবনের জন্য যে অকল্যাণকর হবে তাতে কোনো সংশয় নেই।

এ প্রসঙ্গে চতুর্থ রুকূ'তে আখিরাতের পক্ষে যেসব যুক্তি দেয়া হয়েছে, সেসব যুক্তি তাওহীদকে সত্য এবং শিরককে মিথ্যা প্রমাণিত করে এবং এসব যুক্তি এটাও প্রমাণ করে যে, একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাত করা ছাড়া মানুষের জন্য প্রাকৃতিক বা সনাতন আর কোনো ধর্ম থাকতে পারে না। শিরক শুধু মানব প্রকৃতি নয়, বরং বিশ্ব প্রকৃতিরও বিরোধী। মানুষ যেখানেই শিরক-এর পথ অবলম্বন করেছে, সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। তখন দুটো বড় সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বিপর্যয়ও শিরক-এর প্রতিক্রিয়া বলে ইংগীত করা হয়ছে। বলা হয়েছে, এ বিপর্যয়ও শিরক-এর অন্যতম ফল। আরও বলা হয়েছে যে, মানব জাতির অতীত ইতিহাসে যতগুলো জাতি বিপর্যয়ের মুখোমুখী হয়েছে তারা সবাই ছিল মুশরিক।

অবশেষে উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, শুধু মৃত যমীন যেমন আল্লাহর দেয়া বৃষ্টি দ্বারা সজীব হয়ে ফল-ফসল উৎপাদন করে, তেমনি আল্লাহর প্রেরিত ওহী ও নবুওয়াতও মৃত মানবতার পক্ষে রহমতের বৃষ্টিধারার মতো। এ ওহী ও নবুওয়াতকে কাজে লাগাতে পারলেই তোমাদের কল্যাণ আর তাতে ব্যর্থ হলে তোমাদের অফুরন্ত ক্ষতি।

❒

রুকূ'-৬ | ৩০. সূরা আর রূম-মাক্কী | আয়াত-৬০

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

①الٓمّٓ ②غُلِبَتِ الرُّوْمُ ③فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ

১. আলিফ, লা-ম-মী-ম। ২. রোমকরা পরাজিত হয়েছে। ৩. এক নিকটবর্তী স্থানে, এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর

سَيَغْلِبُوْنَ ④فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۬ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۭ وَيَوْمَئِذٍ

শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে। ৪. তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে[১]; আগের ও পরের সকল ফায়সালা-ই আল্লাহর[২]; আর সেদিন

①الٓمّٓ-(আলিফ-লাম-মীম) এ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন।②غُلِبَتْ-পরাজিত হয়েছে ; الرُّوْمُ-রোমানরা।③فِيْٓ اَدْنَى-নিকটবর্তী ; الْاَرْضِ-এক স্থানে ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; مِّنْ بَعْدِ-পর ; غَلَبِهِمْ-(غلب+هم)-তাদের পরাজয়ের ; سَيَغْلِبُوْنَ-শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে।④فِيْ بِضْعِ-তিন থেকে নয় এর মধ্যে ; سِنِيْنَ-বছরের ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; الْاَمْرُ-সকল ফায়সালা-ই ; مِنْ قَبْلُ-আগের ; وَ-ও ; مِنْ-; بَعْدُ-পরের; وَ-আর ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ;

১. সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায় যে, রোমান ও পারসিক তথা খৃস্টান ও ইরানের অগ্নিপূজারীদের এ যুদ্ধে মুসলমানদের সহানুভূতি ও নৈতিক সমর্থন ছিল খৃস্টানদের পক্ষে আর মক্কার কাফিরদের সমর্থন ছিল অগ্নি পূজারীদের পক্ষে। এর কয়েকটি কারণ ছিল।

প্রথমত, ইরানীরা এ যুদ্ধকে খৃস্টবাদ ও অগ্নিপূজার মতবাদের যুদ্ধ গণ্য করেছিল। খৃস্টবাদ-এর ভিত্তি ছিল তাওহীদের উপর। তারা ওহী, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং খৃস্টবাদের সাথে ইসলামের অনেকাংশে সামঞ্জস্য ছিল। অপরদিকে ইরানের অগ্নিপূজারী ও মক্কার মূর্তিপূজারীদের শিরক-এর দিক থেকে সামঞ্জস্য ছিল।

দ্বিতীয়ত, এক নবী আসার আগে আগেকার নবীকে যারা মানতো, তারা মুসলমান হিসেবে গণ্য হতো এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী নবীর দাওয়াত তাদের কাছে না পৌঁছে এবং দাওয়াত পৌঁছার পর তারা তা অস্বীকার না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুসলমান হিসেবেই গণ্য হতে থাকে। আর এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুওয়াত লাভের পর মাত্র পাঁচ-ছয় বছর গত হয়েছিল। তাঁর দাওয়াত তখনো আরবের বাইরে পৌঁছায়নি। তাই মুসলমানরা খৃস্টানদেরকে কাফিরদের মধ্যে গণ্য করতো না।

يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ④ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ

মু'মিনরা খুশী হবে[৩], ৫. আল্লাহর সাহায্যে ; তিনি যাকে চান সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী

الرَّحِيمُ ⑤ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

পরম দয়ালু। ৬. (এটা) আল্লাহর ওয়াদা ; আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ

يَفْرَحُ-খুশী হবে ; الْمُؤْمِنُونَ-মু'মিনরা। ⑤ بِنَصْرِ-(ب+نصر)-সাহায্যে ; اللَّهِ-আল্লাহর; يَنْصُرُ-তিনি সাহায্য করেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-তিনি চান ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيزُ-পরাক্রমশালী ; الرَّحِيمُ-পরম দয়ালু। ⑥ وَعْدَ-(এটা) ওয়াদা ; اللَّهِ-আল্লাহর ; لَا يُخْلِفُ-খেলাফ করেন না ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَعْدَهُ-(وعد+ه)-তাঁর ওয়াদা; وَلَٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ;

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (স)-এর দাওয়াতের সূচনায় খৃস্টানদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করা হয়েছিল এবং খৃস্টানদের পক্ষ থেকে অনেক লোকই তখন ইসলাম গ্রহণ করে নিয়েছিল। অতপর হাবশায় হিজরতের সময় খৃস্টান বাদশাহ নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে আশ্রয় দান করেছিল। মক্কার কাফিররা যখন মুসলমানদের ফেরত পাঠিয়ে দেয়ার দাবী জানিয়েছিল তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

এসব কারণেই মুসলমানদের আন্তরিক সমর্থন খৃস্টানদের প্রতি ছিল। অপরদিকে ইরানের অগ্নি উপাসকদের সাথে মক্কার মূর্তিপূজারী কাফিরদের মিল থাকায় তাদের প্রতি কাফিরদের সমর্থন ছিল।

২. অর্থাৎ এখন যে ইরানী তথা অগ্নি উপাসকরা জয়লাভ করলো—এ ফায়সালাও আল্লাহর এবং পরে যে রোমান তথা খৃস্টানরা জয়লাভ করবে তখনও ফায়সালা আল্লাহরই থাকবে। এতে অগ্নি উপাসকদের বা খৃস্টানদের কোনো অলৌকিকতা নেই। আগে যে জয়লাভ করে তাকে যেমন আল্লাহ বিজয় দান করেন, তেমনি পরে যে বিজয়ী হবে, তাকেও আল্লাহ-ই বিজয় দান করবেন। তিনি যাকে উঠান সে উঠে এবং তিনি যাকে নামান সে-ই নামে।

৩. তাফসীরকারদের বর্ণনা অনুসারে কয়েক বছর পর যখন ইরানীদের উপর খৃস্টানরা বিজয় লাভ করে এবং একই সময়ে বদরের যুদ্ধে কাফিরদের উপর মুসলমানরাও বিজয় লাভ করে তখন মুসলমানরা দ্বিগুণ আনন্দ লাভ করে। ইতিহাসে প্রমাণ রয়েছে যে, ৬২৪ খৃস্টাব্দে রোমের কায়সার অগ্নিপূজক ইরানীদের ধর্মপ্রবর্তক জরথুষ্টের জন্মস্থান ধ্বংস করেন এবং তাদের সবচেয়ে বড় অগ্নিকুণ্ড ধ্বংস করেন। আর এ বছরেই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

لَا يَعْلَمُوْنَ ⑥ يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ

জানে না। ৭. তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক অবস্থাটুকুই জানে এবং আখিরাত সম্পর্কে তারা

غٰفِلُوْنَ ⑦ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

সম্পূর্ণ গাফিল[৪]। ৮. তবে কি তারা নিজেদের মনে ভেবে দেখে না[৫] যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেননি আসমান ও যমীন

لَا يَعْلَمُوْنَ-জানে না। ⑦ يَعْلَمُوْنَ-তারা জানে ; ظَاهِرًا-বাহ্যিক অবস্থাটুকুই ; مِّنَ-; الْحَيٰوةِ-জীবনের ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; عَنِ-সম্পর্কে ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাত ; هُمْ-তারা ; غٰفِلُوْنَ-সম্পূর্ণ গাফিল। ⑧ اَوَلَمْ-(ا+و+لم) يَتَفَكَّرُوْا-তবে কি তারা ভেবে দেখে না যে ; فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ-(فى+انفس+هم)-নিজেদের মনে ; مَا خَلَقَ-সৃষ্টি করেননি ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ;

৪. অর্থাৎ তারা দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক দিকটাই শুধু দেখছে। এর পেছনে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তারা কিছুই জানে না। অথচ এ বাহ্যিক দিকের মধ্যেই আখিরাতের পক্ষে বহু সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া বাহ্যিক দৃষ্টির আড়ালে যা আছে সে সম্পর্কেও আল্লাহ তাদেরকে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে জানাবার ব্যবস্থা করেছেন, তবুও এরা সে সম্পর্কে গাফিল থেকে গেছে।

৫. অর্থাৎ মানুষ যদি তার নিজের এবং পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতো তাহলে সে বুঝতে পারতো যে, বর্তমান জীবনের পরে আরেকটি জীবন থাকা আবশ্যক। যেখানে তার এ জীবনের কর্মকাণ্ডের হিসাব নিকাশ হওয়া এবং ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি পাওয়া উচিত। কারণ মানুষের এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা করে রেখেছে।

প্রথমত, মানুষকে দুনিয়া ও তার পরিবেশের মধ্যে অসংখ্য বস্তু দেয়া হয়েছে, যেসব বস্তু তার বশীভূত এবং সেগুলোকে ব্যবহার করতে সে সক্ষম।

দ্বিতীয়ত, তাকে তার জীবনে চলার পথ বেছে নেয়ার স্বাধীন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। সে ঈমান ও কুফরী এবং আনুগত্য ও বিদ্রোহ যে কোনো পথ বেছে নিতে পারে। সে সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ ও সঠিক-বেঠিক বাছাই করতে সক্ষম। শুধু তাই নয়, সে এর যেকোনোটি বেছে নিয়ে সে পথে চলতে পারে।

তৃতীয়ত, সে জন্মগতভাবে কোনো ইচ্ছাকৃত কাজকে সৎকাজ বা অসৎকাজ বলে চিহ্নিত করতে পারে, কেননা তাকে মৌখিকভাবে এ ক্ষমতা দান করা হয়েছে। তাই সে

وَمَا بَيْنَهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ

এবং উভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে তা সবই যথাযথরূপে ও একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ছাড়া[৬] ; আর অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই সাক্ষাত সম্পর্কে

رَبِّهِمْ لَكٰفِرُوْنَ ۞ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

তাদের প্রতিপালকের নিশ্চিত অবিশ্বাসী[৭]। ৯. তবে কি তারা যমীনে ভ্রমণ করেনি ? তাহলে তারা দেখতে পেতো কেমন হয়েছিল তাদের পরিণাম

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوْٓا اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّاَثَارُوا الْاَرْضَ وَعَمَرُوْهَآ

যারা ছিল তাদের আগে[৮] ; তারা শক্তিতে ছিল এদের চেয়ে প্রবল এবং তারা যমীন চাষ করতো[৯] ও তারা আবাদ করেছিল তা (যমীন)

وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে, তা সবই ; بَيْنَهُمَا-উভয়ের মধ্যে ; اِلاَّ-ছাড়া ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-যথাযথরূপে ; وَ-ও ; اَجَلٍ-একটি মেয়াদের জন্য ; مُسَمًّى-নির্দিষ্ট ; وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্য ; كَثِيْرًا-অনেকেই ; مِنَ-মধ্যে ; النَّاسِ-মানুষের ; بِلِقَائِ-(ب+لقائ)-সাক্ষাত সম্পর্কে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; لَكٰفِرُوْنَ-নিশ্চিত অবিশ্বাসী। ⑨ اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا-(ا+و+لم+يسيروا)-তবে কি তারা ভ্রমণ করেনি ; فِى الْاَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে ; فَيَنْظُرُوْا-(ف+ينظروا)-তাহলে তারা দেখতে পেতো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ছিল ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ; كَانُوْا-তারা ছিল ; اَشَدَّ-অধিক প্রবল ; مِنْهُمْ-(من+هم)-এদের চেয়ে ; قُوَّةً-শক্তিতে ; وَّ-এবং ; اَثَارُوا-তারা চাষ করতো ; الْاَرْضَ-যমীন ; وَ-ও ; عَمَرُوْهَا-(عمرو+ها)-তারা আবাদ করেছিল তা (যমীন) ;

ইচ্ছাকৃত ভালো কাজের জন্য পুরস্কার ও মন্দ কাজের জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত বলে মত অবলম্বন করে। এগুলো আখিরাতের পক্ষে স্বতন্ত্র যুক্তি।

মানুষের মধ্যকার এ বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রমাণ করে যে, এমন একটি সময় আসা উচিত যখন মানুষের সমস্ত কাজের জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং মানুষের ইচ্ছাকৃত ভালো কাজের জন্য তাকে পুরস্কার দেয়া হবে এবং ইচ্ছাকৃত মন্দ কাজের জন্য তাকে শাস্তি দেয়া হবে। এটা না হলে সমস্ত সৃষ্টিই খেল-তামাশা হয়ে যায়।

৬. এখানে আখিরাতের পক্ষে আরো দুটো যুক্তি পেশ করা হয়েছে—

প্রথমত, এ বিশ্ব-জাহানকে যথার্থভাবে সত্যের উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ

অনেক বেশী তা থেকে যা এরা আবাদ করেছিল[১০] ; আর তাদের কাছে এসেছিলেন তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে[১১] ; অতএব আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তাদের প্রতি যুলুম করতেন

اَكْثَرَ-অনেক বেশী ; مِمَّا-তা থেকে যা ; عَمَرُوْهَا-এরা আবাদ করেছিল ; وَ-আর ; جَآءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের কাছে এসেছিলেন ; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের রাসূলগণ ; بِالْبَيِّنٰتِ-(ب+ال+بينت)-সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে ; فَمَا كَانَ-(ف+ما كان)-অতএব এমন নন যে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِيَظْلِمَهُمْ-(ليظلم+هم)-তিনি তাদের প্রতি যুলুম করতেন ;

এ বিশাল ব্যবস্থাপনা কোনো মতেই নিছক খেয়াল-খুশীর কারণে সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষের সমগ্র সভ্যতা-সংস্কৃতি, অর্থব্যবস্থা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান একথারই সাক্ষ্য বহন করে।

দ্বিতীয়ত, এখানে কোনো জিনিসই চিরস্থায়ী নয়। এখানে প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করে দেয়া হয়েছে। সেই মেয়াদকাল পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার পর তা শেষ হয়ে যেতে বাধ্য। সমগ্র বিশ্ব-জাহানের ব্যাপারেও একথাই সত্য।

৭. অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রতিপালকের সামনে হাজির হতে হবে একথা তারা বিশ্বাস করে না। যদি তারা তা বিশ্বাস করতো তাহলে অবশ্যই তাদের কর্মকাণ্ডে তার প্রতিফলন দেখা যেতো।

৮. অর্থাৎ আখিরাত যে সত্য তার অসংখ্য প্রমাণ দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এরা দুনিয়াতে ভ্রমণ করলেই তা দেখতে পেতো। এটা আখিরাতের পক্ষে ঐতিহাসিক যুক্তি। দুনিয়াতে যে দু'চারজন লোক-ই আখিরাত অস্বীকার করেনি বরং মানুষের ইতিহাসের পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক মানুষ এবং কোনো কোনো জাতির সম্পূর্ণ মানুষই আখিরাত অস্বীকৃতির এ রোগে আক্রান্ত হয়েছে। যার প্রতিফলন তাদের কর্মকাণ্ডে ঘটেছে। তাদের নৈতিক চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা দায়িত্বহীন স্বেচ্ছাচারী জাতিতে পরিণত হয়েছে। যুলুম-অত্যাচার, ফাসেকী কর্মকাণ্ড ও অশ্লীলতার চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা পৌঁছে গেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের ধ্বংসাবশেষ আজো তার চিহ্ন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

৯. 'আসা-রূ' শব্দের অর্থ 'তারা যমীনে লাঙ্গল চালাতো'। এর আরো কয়েকটি অর্থ হতে পারে, যেমন—মাটি খনন করে ভূগর্ভ থেকে পানি বের করা, খাল খনন করা এবং খনিজ বের করা।

১০. অর্থাৎ দুনিয়াতে বস্তুগত উন্নতি দ্বারা আখিরাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। যারা মনে করে যে, দুনিয়ার উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে যারা বৈষয়িক উন্নতির উচ্চতর শিখরে পৌঁছেছে এবং একটি উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির

وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝١٠ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوا

বরং তারাই এমন ছিল যে, নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করতো[১২]। ১০. তারপর যারা মন্দ করেছিল তাদের পরিণাম হয়েছিল

السُّوْٓاٰى اَنْ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَكَانُوْا بِهَا يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝

মন্দই, কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং তারা ছিল এমন যে, তা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো।

وَلٰكِنْ-বরং ; كَانُوْٓا-তারাই ছিল এমন যে, اَنْفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেরাই নিজেদের উপর ; يَظْلِمُوْنَ-যুলুম করতো। ⑩ ثُمَّ-তারপর ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةَ-পরিণাম ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اَسَآءُوا-মন্দ করেছিল ; السُّوْٓاٰى-মন্দই ; اَنْ-কেননা ; كَذَّبُوْا-তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; بِاٰيٰتِ-আয়াতসমূহকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; كَانُوْا-তারা ছিল এমন যে, بِهَا-তা নিয়ে ; يَسْتَهْزِءُوْنَ-তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো

জন্ম দিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে ঢোকাবেন এটা কেমন করে হতে পারে—তাদের জন্য এ আয়াতে জবাব রয়েছে। আর তা হলো এই যে, বৈষয়িক উন্নতি অতীতের অনেক জাতি-ই করেছিল এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্মদাতাও তারা ছিল ; কিন্তু তাদের উন্নয়নমূলক কাজ, তাদের প্রাসাদরাজী, তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতিসহ ধুলোয় মিশে গেছে। সত্যের প্রতি ঈমান এবং সৎচারিত্রিক গুণাবলীবিহীন বৈষয়িক উন্নতির যে মূল্য আল্লাহ ইহজগতে দিয়েছেন, আখিরাত তথা পারলৌকিক জগতে সেসব বৈষয়িক উন্নতির মূল্য জাহান্নাম ছাড়া আর কি দেবেন ?

১১. অর্থাৎ একদিকে মানুষের নিজের অস্তিত্ব ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আখিরাত সম্পর্কে অনেক সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে, তদুপরি তাদের রাসূলগণও একের পর এক এসেছিলেন এবং রাসূলগণ তাঁদের সত্যতার প্রমাণও পেশ করেছেন। এ রাসূলগণও আখিরাত সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন সকল প্রকার সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা আখিরাত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তাদেরকে বুদ্ধি ও মেধা দিয়েছেন যাতে করে তারা এগুলো প্রয়োগ করে আখিরাতের অবশ্যম্ভাবিতার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে। তদুপরি নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়ে আখিরাতের সত্যতা যাঁচাইয়ের সুযোগ দিয়েছেন। এত কিছুর পরও আখিরাত অবিশ্বাস করে এবং সঠিক কর্মনীতি গ্রহণ না করে নিজেদের অশুভ পরিণাম ডেকে আনার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। এজন্য আল্লাহকে দায়ী করার কোনো সুযোগ নেই।

১ম রুকূ' (১-১০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. রোমান খৃস্টান কিতাবীদের সাথে ইরানের অগ্নিউপাসক কাফিরদের যুদ্ধে খৃস্টানদের প্রতি মুসলমানদের নৈতিক সমর্থন থাকা তাদের ঈমানের দাবী। কারণ খৃস্টধর্মের সাথে ইসলামের অনেকটা মিল রয়েছে।

২. তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে খৃস্টানদের বিজয় সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল। সুতরাং যেসব ভবিষ্যদ্বাণী এখনও সামনে রয়েছে সেগুলোও অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে—এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

৩. খৃস্টানদেরকে অগ্নিউপাসকদের উপর বিজয়ী করে আল্লাহ মুসলমানদেরকে যেমন খুশী করেছেন, তেমনি একই সময়ে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মক্কার কাফিরদের উপর বিজয় দান করে আরো বেশী খুশী করেছেন।

৪. কাউকে বিজয় দান করা যেমন আল্লাহর ফায়সালা তেমনি কাউকে পরাজিত করাও আল্লাহরই ফায়সালা। জয়-পরাজয়ের এ ফায়সালায় অন্য কোনো হাত নেই।

৫. আল্লাহ যদি কাউকে সাহায্য করতে চান বা কারো প্রতি রহমত বর্ষণ করতে চান তাতে বাধা দান করার কারো ক্ষমতা নেই। কেননা তিনি পরাক্রমশালী ও পরম দয়ালু।

৬. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামে মাজীদে অথবা তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেসব ওয়াদা দিয়েছেন তা সবই অবশ্য পূরণীয়। কারণ আল্লাহ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না।

৭. দুনিয়ার মানুষ দুনিয়ার বাহ্যিক দিকটাই জানে এবং তার উপর ভিত্তি করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আখিরাতের প্রতি তাদের গাফলতি তাদের সিদ্ধান্তকে ভুল পথে পরিচালিত করে।

৮. মানুষ যদি নিজেদের সম্পর্কে এবং নিজেদের পারিপার্শ্বিক বস্তুজগত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে আখিরাত-এর আবশ্যকতা তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। সুতরাং এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা মানুষের কর্তব্য।

৯. মানুষের চিন্তায় এটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহ আসমান-যমীন এ উভয়ের মধ্যকার সবকিছুই বিশেষ উদ্দেশ্যে যথার্থই সৃষ্টি করেছেন এবং একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মেয়াদ শেষে সবই একদিন বিলয় হয়ে যাবে।

১০. আখিরাতে বিশ্বাস-ই মানুষকে নিয়ন্ত্রিত রাখে। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহিতার ভয় মানুষকে অন্যায়-অবিচার ও পাপাচার থেকে ফিরিয়ে রাখে। ফলে দুনিয়ার আবাসও শান্তিময় হয়ে উঠে।

১১. অতীতের যেসব জাতি সামগ্রিকভাবে আখিরাত অবিশ্বাস করেছে, তারাই জাতিগতভাবে যুলুম ও পাপাচারে ডুবেছে, ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

১২. অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ আজও তাদের কৃতকর্মের দুনিয়াবী পরিণামের স্মৃতিচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়াতে সফর করে আজও যে কেউ তা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

১৩. ধ্বংসপ্রাপ্ত সেসব জাতি শারীরিক ও বস্তুগত উভয় প্রকার শক্তিতে প্রবল ছিল, কিন্তু তাদের শক্তির প্রবলতা দুনিয়াতে তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেনি। আর আখিরাতের পরিণাম তো তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছেই।

১৪. আখিরাতে অবিশ্বাসী আজকালকার উন্নত জাতিসমূহ যারা যুলুমে ও পাপাচারে সীমালংঘন করছে তাদের পরিণামও ভিন্ন হবে না। তাদেরকে দেয়া অবকাশ থেকে এটা না হবার ধারণা করা সঠিক নয়।

১৫. ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের উপর আল্লাহ কোনো যুলুম করেননি বরং তারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগত রাসূলগণের দাওয়াত অস্বীকার করে নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম করেছে।

১৬. কোনো জাতি আল্লাহর নাফরমানী করে বৈষয়িক উন্নতিতে যতই অগ্রসর হোক না কেন, এর দ্বারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। কোনো উন্নতি-ই আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

১৭. অতীতের নবী-রাসূলগণের শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে গেলেও শেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর আনীত সকল শিক্ষা তথা কুরআন ও সুন্নাহ সুস্পষ্টভাবে সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে। আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে হলে কুরআন ও সুন্নাহর উপর আমল করার বিকল্প নেই।

১৮. মন্দ কাজের পরিণাম মন্দই হয়ে থাকে। আর ভালো কাজের পরিণামও ভালো হয়। সুতরাং দুনিয়া ও আখিরাতে ভালো পরিণামের আশা করলে ঈমান ও নেক আমলের মাধ্যমে তা করতে হবে।

১৯. আল্লাহর কালাম ও নবীর সুন্নাহ-কে মিথ্যা মনে করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা কুফরী। সুতরাং এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-৯

(١١) اَللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ (١٢) وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ

১১. সৃষ্টির সূচনা করেন আল্লাহ, অতপর তিনিই তা পুনরাবৃত্তি করবেন[১৩], তারপর তোমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে। ১২. আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে[১৪]

يُبْلِسُ الْمُجْرِمُوْنَ (١٣) وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ مِّنْ شُرَكَآئِهِمْ شُفَعٰٓؤُا وَكَانُوْا

অপরাধীরা (সেদিন) হতাশ হয়ে পড়বে[১৫]। ১৩. আর তাদের শরীক (দেব-দেবী)দের মধ্য থেকে কেউ তাদের জন্য সুপারিশকারী থাকবে না[১৬] এবং তারাই হবে

(১১) اَللّٰهُ-আল্লাহ ; يَبْدَؤُا-সূচনা করেন ; الْخَلْقَ-সৃষ্টির ; ثُمَّ-অতপর ; يُعِيْدُهٗ-(يعيد+ه)-তিনিই তা পুনরায় করবেন ; ثُمَّ-তারপর ; اِلَيْهِ-তাঁরই কাছে ; تُرْجَعُوْنَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (১২) وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; تَقُوْمُ-সংঘটিত হবে ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; يُبْلِسُ-হতাশ হয়ে পড়বে ; الْمُجْرِمُوْنَ-(সেদিন) অপরাধিরা। (১৩) وَ-আর ; لَمْ يَكُنْ-থাকবে না ; لَهُمْ-তাদের ; مِنْ-মধ্য থেকে ; شُرَكَآئِهِمْ-(شركاء+هم)-তাদের শরীক (দেবদেবী)-দের কেউ ; شُفَعٰٓؤُا-সুপারিশকারী ; وَ-এবং ; كَانُوْا-তারাই হবে ;

১৩. অর্থাৎ সৃষ্টির সূচনা যিনি করতে সক্ষম তথা প্রথমবার কোনো নমুনা ছাড়া সৃষ্টি করা যার পক্ষে সম্ভবপর, তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অধিকতর সহজ। প্রথম সৃষ্টির প্রমাণ হিসেবে সমগ্র সৃষ্টজগতই মানুষের সামনে রয়েছে। দুনিয়ার সকল জাতির মানুষই তা স্বীকার করতে বাধ্য। তারপর দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ব্যাপারকে তার পক্ষে অসম্ভব মনে করার কোনো যুক্তিই থাকতে পারে না।

১৪. 'আস্ সা'আত' অর্থ সেই সময়টি ; এর দ্বারা কিয়ামত বুঝানো হয়েছে। সেই সময় মানুষের সকল কাজ-কর্ম নিঃশেষ হয়ে যাবে। ভালো ও মন্দ কর্মের হিসাব-নিকাশ হবে। ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া হবে। এ সময়টাকেই কিয়ামত বা পরকাল বলা হয়। এ সময়টা আসা নিশ্চিত ও যুক্তি-বুদ্ধির দাবী। নচেৎ সমগ্র সৃষ্টি অর্থহীন হয়ে যায়।

১৫. অর্থাৎ যেসব লোক আল্লাহর (আইনের) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তাঁর রাসূলদের শিক্ষা ও পথনির্দেশ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং আখিরাতে জবাবদিহি করার কথাকে মিথ্যা মনে করে অথবা সে ব্যাপারে অসচেতন থেকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যদের বা নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করেছে, সেসব অপরাধিদের কথা-ই এখানে বলা হয়েছে।

بِشُرَكَائِهِمْ كٰفِرِيْنَ ⑬ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَّتَفَرَّقُوْنَ ○

তাদের শরীক (দেব-দেবী)-দের অস্বীকারকারী[১৭]। ১৪. আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন (সমস্ত মানুষ) পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।[১৮]

بِشُرَكَائِهِمْ-(ب+شركاء+هم)-তাদের শরীক (দেব দেবী)-দের ; كٰفِرِيْنَ- অস্বীকারকারী। ⑭ وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; تَقُوْمُ-সংঘটিত হবে ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; يَّتَفَرَّقُوْنَ-(সমস্ত মানুষ) পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে।

দুনিয়াতে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো জঘন্য অপরাধে হাতেনাতে ধরা পড়ে এবং তার পক্ষে কথা বলার কোনো সুযোগ বা কোনো লোক না থাকে এবং তার শাস্তি হয়ে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায় তখন সে ব্যক্তির যে অবস্থা হয় উল্লিখিত অপরাধিদের অবস্থা আখিরাতে তার চেয়ে বেশী হতাশাময় হবে।

দুনিয়ার সাধারণ অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দণ্ডভোগের পর মুক্তির আশা থাকে, কিন্তু আখিরাতের অপরাধিদের এ ধরনের কোনো আশার আলো থাকবে না। সুতরাং তাদের হতাশা হবে চরম হতাশা। তারা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে চরম হতাশায় ভুগবে।

১৬. 'শুরাকা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে—

(১) ফেরেশতা, নবী-আউলিয়া, শহীদ ও পূণ্যবান লোক। মুশরিকরা বিভিন্ন যুগে এদেরকে আল্লাহর গুণাবলী সম্পন্ন মনে করে এদের সামনে বিভিন্ন পূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করতো। কিয়ামতের দিন এসব লোক পরিষ্কার বলে দেবে যে, তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং আমাদের দেয়া শিক্ষা ও নির্দেশের বিপরীত কাজ করেছো। সুতরাং তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে আমাদের কিছুই করণীয় নেই।

(২) প্রাণহীন পদার্থ—চাঁদ, সুরুজ, গাছ, পাথর ইত্যাদি জড়পদার্থ। মুশরিকরা এদেরকে ইলাহ হিসেবে পরিণত করে এসবের সামনে পূজার আনুষ্ঠানিকতা পালন করে। এসব পদার্থতো তাদের সুপারিশের জন্য আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে অগ্রসর হবে না।

(৩) শয়তান, দুনিয়ার যালিম ও স্বৈরাচারী শাসক ও ভণ্ড ধর্মীয় নেতা। এসব বড় বড় অপরাধী শক্তি প্রয়োগ করে বা ধোঁকা-প্রতারণার জাল বুনে নিজেরাই আল্লাহর বান্দাহদের থেকে তাদের আনুগত্য ও পূজা আদায় করে নেয়। এসব লোক নিজেরাই সেখানে বিপদগ্রস্ত থাকবে। তারা যেখানে আষ্টেপৃষ্ঠে থাকবে বাধা, অন্যের জন্য সুপারিশ করাতো দূরের কথা নিজের মুক্তির পথ খুঁজতেই তারা অস্থির থাকবে। তারা সুস্পষ্টভাবে বলে দেবে যে, তাদের অপরাধের জন্য তারা নিজেরাই দায়ী আমরা এদের কাজকর্ম থেকে দায়মুক্ত। এভাবে মুশরিকরা সকল দিক থেকে শাফাআত লাভের আশা থেকে বিমুখ হয়ে যাবে।

১৭. অর্থাৎ তারা নিজেরাই নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে। এসব সত্তা, ব্যক্তি বা বস্তুকে তারা ইলাহ হিসেবে বা সুপারিশকারী হিসেবে পূজা করে যে ভুল করেছে সেই উপলব্ধি

⑮ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ○

১৫. সুতরাং যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তারা তো একটি বাগানে[১৯] (জান্নাতে) খুশীতে নিমগ্ন থাকবে[২০]।

⑯ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَٰتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ

১৬. আর যারা কুফরী করেছে এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে আমার আয়াতসমূহকে ও আখিরাতে আমার সাক্ষাতকে[২১], তাদেরকেই

⑮ فَأَمَّا-সুতরাং ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصَّٰلِحَٰتِ-নেক কাজ ; فَهُمْ-তারাতো ; فِي رَوْضَةٍ-বাগানে (জান্নাতে) ; يُحْبَرُونَ-খুশীতে নিমগ্ন থাকবে। ⑯ وَأَمَّا-আর ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; وَ-এবং ; كَذَّبُوا-মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে ; بِآيَٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহকে ; وَ-এবং ; لِقَاءِ-(لقاء+ى)-আমার সাক্ষাতকে ; الْآخِرَةِ-আখিরাতে ; فَأُولَٰئِكَ-(ف+اولئك)-তাদেরকেই ;

তাদের আসবে এবং তারা নিজেরাই তাদেরকে তাদের দেবত্ব ও সুপারিশকারীর মর্যাদা অস্বীকার করবে। কিন্তু তখন কোনো লাভ হবে না।

১৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে জাতি, বংশ, গোত্র, অঞ্চল, ভাষা এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থভিত্তিক যতগুলো দল-উপদল রয়েছে, আখিরাতে এসব ভেঙ্গে পড়বে। মানব জাতির প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত নির্ভেজাল আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে নতুন করে দল গঠিত হবে। দুনিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগের-পরের সমস্ত মানুষ থেকে মু'মিন ও সৎলোকদেরকে বাছাই করে এক দলে সমবেত করা হবে। অপরদিকে বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্ত মত পোষণকারী ও বিভিন্ন ধরনের অপরাধী মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন দল গঠিত হবে। অর্থাৎ ইসলাম যেসব বিষয়কে ঐক্যের ভিত্তি গণ্য করেছে তার ভিত্তিতেই আখিরাতে ঐক্য গঠিত হবে এবং যেসব বিষয়কে বিচ্ছেদের ভিত্তি গণ্য করেছে সেসব বিষয়ের ভিত্তিতে বিভিন্ন দল সেখানে গঠিত হবে। জাহিলরা অবশ্য ঐক্য ও বিভেদের ইসলামী ভিত্তি-সমূহকে দুনিয়াতে অস্বীকার করে।

ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ তথা আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রই হলো ঐক্যের ভিত্তি। আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনে তাওহীদ ও রিসালাতের ভিত্তিতে যারা নিজেদের জীবন গড়ে তোলে, তারা দুনিয়ার যে অঞ্চলের বাসিন্দা হোক না কেন, তারা সবাই মিলে এক জাতি। যদিও তাদের বংশ-গোত্র, ভাষা ও বর্ণ আলাদা আলাদা হোক না কেন। অপর দিকে মিথ্যার ভিত্তিতে জাহেলিয়াতপন্থীদের যেসব দল দুনিয়াতে গঠিত হয়ে আছে, আখিরাতে তা ভেঙ্গে পড়বে এবং তাদের বিশ্বাস ও নীতি অনুসারে নতুন করে দল গঠিত হবে।

فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ⑯ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ

আযাবের মধ্যে হাজির রাখা হবে। ১৭. অতএব[২২] তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করো[২৩] যখন তোমাদের সন্ধ্যা হয় এবং যখন

تُصْبِحُوْنَ ⑰ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِيْنَ

তোমাদের সকাল হয়। ১৮. আর আসমানে ও যমীনে সকল প্রশংসা তো তাঁরই এবং (তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো) অপরাহ্নে ও যখন

فِي-মধ্যে ; الْعَذَابِ-আযাবের ; مُحْضَرُوْنَ-হাজির রাখা হবে। ⑰ فَسُبْحٰنَ-(ف+) سبحن-অতএব তোমরা পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করো ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; حِيْنَ-যখন ; تُمْسُوْنَ-তোমাদের সন্ধ্যা হয় ; وَ-এবং ; حِيْنَ-যখন ; تُصْبِحُوْنَ-তোমাদের সকাল হয়। ⑱ وَ-আর ; لَهُ-তাঁরই ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-এবং ; عَشِيًّا-(তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো) অপরাহ্নে ; وَ-ও; حِيْنَ-যখন ;

১৯. 'রাওদাতুন' দ্বারা এখানে জান্নাত বুঝানো হয়েছে। এখানে যদিও 'একটি বাগান' বলা হয়েছে, এর দ্বারা জান্নাতও একটি হবে এমন নয় বরং তা হবে একাধিক।

২০. 'ইউহবারূন' অর্থ তারা জান্নাতে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে আনন্দে ও আরাম-আয়েশে থাকবে এবং সবরকম ভোগ-সম্ভোগে পরিতৃপ্ত থাকবে।

২১. আখিরাতে মহান মর্যাদাপূর্ণ জান্নাত লাভের জন্য ঈমানের সাথে সৎকাজের শর্ত রাখা হলেও লাঞ্ছনাময় জাহান্নামের শাস্তির ক্ষেত্রে কুফরীর সাথে অসৎ তথা পাপকাজের শর্ত রাখা হয়নি। কেননা কুফরীই মানুষের মন্দ পরিণামের জন্য যথেষ্ট। কুফরীর সাথে পাপ কাজ যুক্ত হওয়া বা না হওয়ার পরিণামে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

২২. এখানে রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করার মাধ্যমে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, তোমরা ঈমান ও সৎকাজের শুভ পরিণাম এবং কুফরীর অশুভ পরিণাম যখন জানতে পারলে তখন তোমাদের কর্মপদ্ধতি সে হিসেবেই গ্রহণ করা উচিত।

অথবা এখানে বলা হয়েছে—কাফির, মুশরিকরা আখিরাতকে অসম্ভব মনে করে আল্লাহর ক্ষমতাকে অস্বীকার করছে, অতএব কাফিরদের মুকাবিলায় তোমরা আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মহিমা প্রচার করো এবং তিনি যে কাফির-মুশরিকদের আরোপিত দুর্বলতা থেকে মুক্ত তা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে দাও।

২৩. অর্থাৎ কাফির-মুশরিকরা নিজেদের শিরক-কুফরী ও আখিরাত অস্বীকার দ্বারা আল্লাহর প্রতি যেসব দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি আরোপ করেছে, তা থেকে তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা দাও। আর আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণার সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে নামায। তাই মুফাস্সিরগণ মত প্রকাশ করেছেন যে, এখানে নামাযের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য

تَظۡهِرُوۡنَ ⑲ يُخۡرِجُ الۡحَيَّ مِنَ الۡمَيِّتِ وَيُخۡرِجُ الۡمَيِّتَ مِنَ الۡحَيِّ

তোমাদের যোহরের সময় হয়[২৪]। ১৯. তিনিই বের করে আনেন মৃত থেকে জীবিতকে এবং তিনিই বের করে আনেন জীবিত থেকে মৃতকে

تُظۡهِرُوۡنَ-তোমাদের যোহরের সময় হয়। ⑲ يُخۡرِجُ-তিনিই বের করে আনেন ; الۡحَيَّ-জীবিতকে ; مِنَ-থেকে ; الۡمَيِّتِ-মৃত ; وَ-এবং ; يُخۡرِجُ-তিনিই বের করে আনেন ; الۡمَيِّتَ-মৃতকে ; مِنَ-থেকে ; الۡحَيِّ-জীবিত ;

আয়াতে পবিত্রতা ঘোষণার জন্য সময় নির্ধারণ করা থেকেও নামাযের কথাই প্রমাণিত হয়। মুসলমানদের সার্বক্ষণিক আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতে হয়। অতএব সময় নির্ধারণ করা সর্বোত্তম যিক্র নামাযের কথা বলা হয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

২৪. এ আয়াতে চার ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত ক্রম অনুসারে—মাগরিব, ফজর, আসর ও যোহর। ইশার নামাযের কথা অন্য এক আয়াতে উল্লিখিত আছে। তবে হাসান বসরী (র) বলেন যে, মাগরিবের সাথে ইশাও শামিল আছে। মাগরিব থেকে শুরু করার কারণ হলো ইসলামী তারিখ শুরু হয় সূর্যাস্তের পর থেকে।

কুরআন মাজীদের অন্যান্য আয়াতেও নামায সম্পর্কে ইংগীত রয়েছে।

সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৮ আয়াতে বলা হয়েছে—

"সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত নামায কায়েম করো এবং ফজরে কুরআন পাঠ করো, নিশ্চয় ফজরের কুরআন পাঠে (নামাযে) ফেরেশতারা উপস্থিত থাকে।"

এ আয়াতে নামাযের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে ইশা পর্যন্ত এবং এরপর রয়েছে ফজরের সময়।

সূরা হূদের ১১৪ আয়াতে বলা হয়েছে—

"নামায কায়েম করবে দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের প্রথম ভাগে।"

এ আয়াতে 'দিনের দু'প্রান্ত' বলে ফজর ও মাগরিব এবং 'রাতের প্রথমভাগ' বলে ইশার নামায বুঝানো হয়েছে।

সূরা ত্ব-হা'র ১৩০ আয়াতে বলা হয়েছে—"সুতরাং তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আপনার প্রতিপালকের প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের আগে ; আর রাতের কিছু অংশ এবং দিনের প্রান্তসমূহে পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করুন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারেন।"

এ আয়াতে 'সূর্যোদয়ের আগে' অর্থ ফজরের সময়, 'সূর্যাস্তের আগে' অর্থ আসরের সময় বুঝানো হয়েছে। আর রাতের কিছু অংশের মধ্যে মাগরিব ও ইশা এবং দিনের

وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ۝

এবং তিনিই যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেন[২৫]; আর এভাবেই তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।

وَ-এবং ; يُحْيِ-তিনিই জীবিত করেন ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; بَعْدَ-পর ; مَوْتِهَا-তার মৃত্যুর ; وَ-আর ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; تُخْرَجُونَ-তোমাদেরকে বের করে আনা হবে।

প্রান্ত দ্বারা ফজর, যোহর ও মাগরিব বুঝানো হয়েছে। এভাবে বিশ্বের মুসলমানেরা যে পাঁচটি ওয়াক্তে নামায আদায় করে আসছে তা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে সেগুলোর প্রতি ইংগীত রয়েছে।

২৫. আল্লাহ তা'আলা অহরহ মানুষের চোখের সামনে জীবিত থেকে মৃতকে এবং মৃত থেকে জীবিতকে বের করে আনার এ কাজটি করে যাচ্ছেন। জীবিত প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে যার মধ্যে প্রাণের কোনো চিহ্নও থাকে না। আবার তিনি নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে অসংখ্য উদ্ভিদ, পশু ও মানুষ সৃষ্টি করেই চলেছেন। যেসব উপাদান দিয়ে প্রাণীর শরীর গঠিত হয়, সেসব উপাদানের মধ্যে প্রাণের সামান্যতম চিহ্নও নেই। তিনি শুষ্ক, অনুর্বর ও অনাবাদী যমীনে বৃষ্টির পানি বর্ষণের সাথে সাথে সহসা সেখানে প্রাণী ও উদ্ভীদের জীবনের সমারোহ দেখা দেয়। প্রতিনিয়ত এ কর্মকাণ্ড দেখার পরও কেউ যদি মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তার মাথায় অবশ্য গোলমাল দেখা দিয়েছে।

২য় রুকূ' (১১-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা যেহেতু প্রথমবার বিশ্বজগত ও এর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত ; সুতরাং তিনি মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করতেও সক্ষম।

২. সকল মানুষকে আখিরাতে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করে তাঁর সামনে হাজির করবেন। তখন সবাইকে এ জগতের কাজ-কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে।

৩. আখিরাতে অবিশ্বাসী অপরাধিরা কিয়ামতের দিন হতাশ হয়ে পড়বে। কারণ তারা তাদের বিশ্বাসের বিপরীত অবস্থা দেখতে পাবে এবং তারা যাদের প্রতি নির্ভরশীল ছিল, তাদের থেকেও নিরাশ হয়ে যাবে।

৪. যাদের আদর্শ মেনে অপরাধীরা দুনিয়াতে চলতো, আখিরাতে তাদের অক্ষমতা দেখে নিজেরাই তাদেরকে অস্বীকার করবে।

৫. যারা ঈমান ও নেক কাজের মাধ্যমে জীবনযাপন করেছে, তারা জান্নাতে আরাম-আয়েশে মত্ত থাকবে এবং এটা হবে চিরস্থায়ী সুখ।

৬. কাফির-মুশরিকরা যারা আখিরাতে আল্লাহর সাক্ষাতের অবিশ্বাস করে তারা অবশ্যই জাহান্নামে চিরস্থায়ী সার্বক্ষণিক শাস্তিভোগ করতে থাকবে।

৭. আখিরাত অস্বীকার করে কাফির-মুশরিকরা আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে তাঁকে অক্ষমতার দোষে দোষারোপ করে। সুতরাং মু'মিনদের কর্তব্য উত্তম যিক্‌র তথা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করা।

৮. মৃত থেকে জীবিতকে এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করে আনার এ প্রক্রিয়া আল্লাহর এক চলমান প্রক্রিয়া যা আমাদের চোখের সামনে অহরহ ঘটে যাচ্ছে। সুতরাং আখিরাতে মানুষের পুনঃ সৃষ্টিকে অবিশ্বাস করার কোনো উপায় নেই।

৯. শুষ্ক মৃত যমীনকে তিনি যেমন বৃষ্টি ধারা বর্ষণ করে জীবিত করে তোলেন, করে তোলেন সজীব ও শস্য-শ্যামল, তেমনি মানুষের দেহের সবকিছু মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পরও তিনি তাঁর কুদরতে আগের-পরের সকল মানুষকে জীবিত করে উঠাবেন।

১০. পুনর্জীবন-এর এ বিশ্বাস ঈমানের অংশ। এটা অবিশ্বাস করলে অথবা সন্দেহ পোষণ করলে ঈমান থাকবে না।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৮

⑳ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ ○

২০. আর তাঁর (আল্লাহর)[২৬] নিদর্শনাবলীর মধ্যে (একটি) এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর এখন তোমরা (দুনিয়াতে) সর্বত্র মানুষ (হিসেবে) ছড়িয়ে আছো[২৭]।

㉑ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا

২১. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে (একটি) এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন[২৮], যাতে তোমরা শান্তি লাভ করো তাদের কাছে[২৯]

⑳ وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে ; اٰيٰتِهٖٓ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনাবলীর ; اَنْ-এই যে, خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; مِّنْ-থেকে ; تُرَابٍ-মাটি ; ثُمَّ-অতপর ; اِذَآ-এখন ; اَنْتُمْ-তোমরা ; بَشَرٌ-মানুষ ; تَنْتَشِرُوْنَ-(দুনিয়াতে) সর্বত্র ছড়িয়ে আছো। ㉑ وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে ; اٰيٰتِهٖٓ-(ايت+ه)-তার নিদর্শনাবলীর ; اَنْ-এই যে, خَلَقَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِّنْ-মধ্য থেকে ; اَنْفُسِكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের ; اَزْوَاجًا-স্ত্রীদেরকে ; لِّتَسْكُنُوْٓا-যাতে তোমরা শান্তি লাভ করো ; اِلَيْهَا-তাদের কাছে ;

২৬. এ রুকূ'তে আল্লাহ তা'আলার যেসব নিদর্শন উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা আখিরাতে অস্তিত্ব ও আবশ্যকতার প্রমাণ পেশ করার সাথে সাথে বিশ্ব-জাহানের একক স্রষ্টা, ইলাহ, পরিচালক, মালিক ও শাসক থাকার প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। মানুষের জন্য অপর কোনো ইলাহ থাকা উচিত নয় এবং নেই-ও। এ রুকূ'র আলোচ্য বিষয় তার আগের ও পরের বক্তব্যের সাথে সংযুক্ত।

২৭. অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টির মৌলিক উপাদান যেগুলো এ পৃথিবীতেই পাওয়া যায় এবং যেগুলোর মধ্যে প্রাণের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না, এসব উপাদান দিয়ে 'মানুষ' নামের এক বিস্ময়কর প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়েছে ইচ্ছা, আবেগ-অনুভূতি, চেতনা ও চিন্তা-কল্পনার অদ্ভুত শক্তি যা তার উপাদানগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারপর এ বিস্ময়কর প্রাণীর মধ্যে দিয়ে দেয়া হয়েছে প্রজনন শক্তি, যার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি হয়ে আসছে একই কাঠামো ও অবয়ব নিয়ে এবং সীমা-সংখ্যাহীন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এসব কাজ কোনো জ্ঞানময় একক সত্তা ছাড়া—কোনো একক স্রষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। তাছাড়া কোনো একক পরাক্রমশালী ও প্রাজ্ঞ সত্তা ছাড়া মানুষের গঠন ও অস্তিত্বশীলতার জন্য আসমান-যমীনের অসংখ্য

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

এবং সৃষ্টি করে দিয়েছেন তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া[৩০], নিশ্চয়ই এতে রয়েছে সেসব লোকের জন্য নিশ্চিত নিদর্শনাবলী

وَ-এবং ; جَعَلَ-সৃষ্টি করে দিয়েছেন ; بَيْنَكُمْ-(بين+كم)-তোমাদের মধ্যে ; مَوَدَّةً - ভালোবাসা ; وَ-ও ; رَحْمَةً-দয়া ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَاتٍ - নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ; لِقَوْمٍ-সেসব লোকের জন্য ;

সৃষ্টিকে তার উপযোগী করে দেয়াও কোনো শক্তির পক্ষে সম্ভব হতে পারে না। এসব বহু ইলাহর ব্যবস্থাপনা এবং চিন্তা-পরিকল্পনার ফলও হতে পারে না।

২৮. অর্থাৎ মানুষের স্রষ্টা মানুষকে শুধুমাত্র একই শ্রেণীর প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেননি, বরং তাদেরকে দুটো শ্রেণীর আকারে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ হিসেবে উভয়ে যদিও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তারা উভয়ে পরস্পর থেকে ভিন্ন শারীরিক গঠন, মানসিক গুণাবলী এবং আবেগ-অনুভূতি নিয়ে জন্মলাভ করে। আবার তাদের মধ্যে এমন এক বিস্ময়কর সম্বন্ধ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, যার ফলে তারা একে অন্যের জোড়ায় পরিণত হয়েছে। এ জোড়ার একটি ছাড়া অন্যটির জীবন স্বাভাবিক হতে পারে না। এ উভয় শ্রেণীকে সৃষ্টির সূচনা থেকেই পরস্পরের সংখ্যার অনুপাতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোথাও এমন দেখা যায়নি যে, কোনো জাতির মধ্যে কেবলমাত্র পুত্র সন্তান বা কোনো জাতির মধ্যে কেবল মাত্র কন্যা সন্তান জন্মলাভ করেছে। হাজার হাজার বছর থেকে কোটি কোটি মানুষের জন্মলাভে একই পদ্ধতি ও কৌশল কার্যকর রয়েছে। এতে একক শক্তিধর সত্তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো এক বা বহু সত্তার ভূমিকা থাকা বুদ্ধি-বিবেচনা ও যুক্তির বিরোধী।

২৯. অর্থাৎ মানবজাতিকে দুটো শ্রেণীতে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করা কোনো অপরিকল্পিত ব্যবস্থার ফল নয় ; বরং এটা মহান স্রষ্টা নিজেই এক মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে এ ব্যবস্থা করেছেন, যাতে পুরুষ শ্রেণী ও নারী শ্রেণী একে অপরের মাধ্যমে তাদের প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের মাধ্যমে প্রশান্তি ও সুখ লাভ করতে পারে। এ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থার দ্বারা মহান স্রষ্টা আল্লাহ একদিকে মানুষের বংশধারা অব্যাহত রেখেছেন, অপরদিকে মানব সভ্যতা-সংস্কৃতিকে অস্তিত্ব দান করেছেন। মানুষের এ উভয় শ্রেণীর মধ্যে যদি পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে দেয়া না হতো এবং তারা যদি পারস্পরিক সংযোগ-সম্বন্ধ ছাড়াই প্রশান্তি লাভ করতে সক্ষম হতো, তাহলে তারা একত্রে ঘর বাঁধতে চাইতো না ; ফলে মানব-সভ্যতা-সংস্কৃতির অস্তিত্ব লাভের কোনো সম্ভাবনাই থাকতো না। পুরুষ ও নারীর পরস্পরের সাথে সংযোগ-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সৃষ্ট অস্থিরতা-ই তাদেরকে উভয়ে মিলে একত্রে ঘর বাঁধতে বাধ্য করেছে। এরই বদৌলতে পরিবার, গোত্র, বংশ ও সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে আসছে। আর এ কাজ এমনি এমনিই হয়ে যায়নি। আর না এটা বহুসংখ্যক সত্তা তথা ইলাহ দ্বারা সম্ভব হয়েছে। বরং এসব একজন জ্ঞানময় সত্তা এবং মাত্র একক প্রজ্ঞাময় সত্তার কাজ বলেই প্রমাণিত হয়।

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ

যারা গভীরভাবে চিন্তা করে। ২২. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি[৩১] এবং বিভিন্নতা তোমাদের ভাষার

يَتَفَكَّرُونَ-যারা গভীরভাবে চিন্তা করে। ㉒ وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে রয়েছে ; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনাবলীর ; خَلْقُ-সৃষ্টি ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-ও ; اخْتِلَافُ-বিভিন্নতা ; اَلْسِنَتِكُمْ-(السنة+كم)-তোমাদের ভাষায় ;

৩০. অর্থাৎ এ দু'শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসা ও দয়ামায়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এখানে ভালোবাসা দ্বারা কামসিক্ত বা জৈবিক ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। তবে এ ভালোবাসার ও দয়ার মাধ্যমে এ সুখ-শান্তি উদ্দেশ্য। পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য এ সুখ শান্তি। যে পরিবারে এটা আছে সে পরিবার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল। আর এ পারিবারিক সুখ-শান্তি লাভ তখনই সম্ভবপর, যখন নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি হবে শরীয়তসম্মত বিবাহের উপর। যেসব দেশ ও জাতি তাদের নর ও নারীর সম্পর্ককে অবৈধ রীতিনীতির মাধ্যমে প্রচলিত করেছে, অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তাদের জীবনে কোথাও শান্তি নেই। জন্তু-জানোয়ারের মতো ক্ষণিকের যৌন চাহিদা পূরণের নাম শান্তি হতে পারে না।

আয়াতে উল্লিখিত যে শান্তিকে দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, তা তখনই সম্ভবপর, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তা আদায় করে দিতে সচেষ্ট থাকে। নতুবা অধিকার আদায় করার সংগ্রাম পারিবারিক শান্তিকে বরবাদ করে দেয়। অধিকার আদায়ের জন্য আইনও রয়েছে, অধিকার হরণকে অবৈধ বা হারাম ঘোষণা করে তার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। ত্যাগ ও সহমর্মিতার উপদেশ দান করা হয়েছে ; কিন্তু অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, কেবলমাত্র আইন প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো জাতিকে সঠিক পথে আনা যায় না, যদি তার সাথে আল্লাহভীতি যুক্ত না হয়।

দাম্পত্য জীবনে 'দয়া' পর্যায়ক্রমে বিকশিত হয়। এ দয়ার বদৌলতে তারা একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সুখে-দুঃখে একে অপরের শরীক হয়ে যায়। এক সময়ে জৈবিক চাহিদা থাকে না, তখন বার্ধক্যে যৌবনকালের চেয়ে অনেক বেশী স্নেহ-মমতা পরস্পরের জন্য সৃষ্টি হয়ে যায়।

৩১. আসমান-যমীন সৃষ্টি আল্লাহর কুদরতের আরেক নিদর্শন। আসমান-যমীনের অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব লাভ এবং পরিপূর্ণ ভারসাম্য সহকারে প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এ দুটোর ভেতরের অসংখ্য নিদর্শন প্রমাণ করে যে, বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা, পরিচালক ও প্রতিপালক মাত্র এক ও অদ্বিতীয়।

وَاَلْوَانِكُمْ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ مَنَامُكُمْ

ও তোমাদের বর্ণের[৩২] ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শনাবলী জ্ঞানবানদের জন্য। ২৩. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তোমাদের নিদ্রা

بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ

রাতে ও দিনে এবং তোমাদের তাঁরই অনুগ্রহ থেকে তালাশ করা[৩৩] ; নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শনাবলী

وَ-ও ; اَلْوَانِكُمْ-(الوان+كم)-তোমাদের বর্ণের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে; لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শন ; لِّلْعٰلِمِيْنَ-(ل+ال+عالمين)-জ্ঞানবানদের জন্য। ㉓ وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে রয়েছে ; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনাবলীর ; مَنَامُكُمْ-(منام+كم)-তোমাদের নিদ্রা ; بِالَّيْلِ-(ب+ال+ليل)-রাতে ; وَ-ও ; النَّهَارِ-(ال+نهار)-দিনে ; وَ-এবং ; ابْتِغَآؤُكُمْ-(ابتغاؤ+كم)-তোমাদের তালাশ করা ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِهٖ-(فضل+ه)-তাঁরই অনুগ্রহ ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ;

৩২. অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতের আর একটি নিদর্শন হচ্ছে বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভাষার বিভিন্নতা এবং বর্ণের বিভিন্নতা। ভাষার বিভিন্নতার মধ্যে অভিধানের বিভিন্নতাও রয়েছে। বাংলা, আরবী, ফারসী, হিন্দী, তুর্কী প্রভৃতি কত অসংখ্য ভাষা রয়েছে। এসব ভাষা দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে প্রচলিত। তারপর একই ভাষায় যারা কথা বলে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন শহর ও জনপদের ভাষার মধ্যে শব্দগত ও প্রকাশ-ভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে। আবার প্রত্যেক ব্যক্তির কথা বলার রীতি, শব্দের উচ্চারণ ও আলাপ-আলোচনার পদ্ধতি আলাদা। একইভাবে মানুষের সৃষ্টি-উপাদান ও গঠনসূত্র একই হলেও মানুষের বর্ণ এত বেশী বিচিত্র যে, জাতিভেদে বর্ণের পার্থক্যতো রয়েছেই, একই পিতা-মাতার দুটো সন্তানের বর্ণও একই রকম হয় না। বর্ণের বৈষম্যও আবার অনেক। কেউ সাদা, কেউ কালো, কেউ লালচে, কেউ তামাটে এবং কেউ হলদেটে। মানুষের ভাষা ও বর্ণের এ পার্থক্য একক মহাশক্তিমান ও মহাকুশলী আল্লাহর অস্তিত্বই প্রমাণ করে দেয়।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতের আরেক নিদর্শন হলো, মানুষের রাতে ও দিনে নিদ্রা যাওয়া এবং জীবিকা তালাশ করা। এ আয়াতে নিদ্রা ও জীবিকা তালাশ উভয়টাকে রাত-দিন উভয়টার সাথে সম্পর্কিত করেছেন। আবার কতেক আয়াতে নিদ্রাকে রাতের সাথে এবং জীবিকা তালাশকে দিনের সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো রাতের আসল কাজ নিদ্রা যাওয়া তবে জীবিকা তালাশের কাজও কিছু কিছু হয়ে থাকে। অপরদিকে দিনের আসল কাজ জীবিকা তালাশ। তবে দিবা নিদ্রাও কখনো কখনো হয়ে থাকে। সুতরাং নিজ নিজ স্থানে আয়াত দুটো নির্ভুল।

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ

সেসব লোকের জন্য যারা মনযোগ দিয়ে শোনে। ২৪. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে—তিনি তোমাদের দেখিয়ে থাকে, বিজলীর চমক ভয় হিসেবে ও আশা হিসেবে[৩৪] এবং তিনি বর্ষণ করেন

لِقَوْمٍ-সেসব লোকের জন্য ; يَسْمَعُونَ-যারা মনোযোগ দিয়ে শোনে। ২৪ وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে রয়েছে ; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনাবলীর ; يُرِيْكُمْ-(يرى+كم)-তিনি তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন ; الْبَرْقَ-বিজলীর চমক ; خَوْفًا-ভয় হিসেবে ; وَ-ও ; طَمَعًا-আশা হিসেবে ; وَ-এবং ; يُنَزِّلُ-তিনি বর্ষণ করেন ;

তাছাড়া মানুষ অনবরত একটানা পরিশ্রম করতে পারে না, তাই দিনেও জীবিকার জন্য পরিশ্রম করার ফাঁকে তাকে বিশ্রাম করতেই হয়। আবার রাতেও একটানা ঘুমানোর বদলে জীবিকা তালাশের জন্যও কিছু সময় দেয়া যায়।

নিদ্রা ও জীবিকা তালাশ করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়—এ আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয়। নিদ্রার সময় নিদ্রা যাওয়া এবং জাগরণের সময় জীবিকা তালাশ করাকে মানুষের জন্মগত স্বভাবে পরিণত করা হয়েছে। এ উভয় বিষয়ে অর্জন মানুষের চেষ্টা-সাধনার অধীন নয় ; বরং এগুলো আল্লাহর দান। আমরা প্রায়ই লক্ষ করি যে, নিদ্রা ও বিশ্রামের উত্তম আয়োজন সত্ত্বেও কোনো কোনো সময় নিদ্রা আসে না। এমনকি তার জন্য ঔষধ খেয়েও কোনো ফল পাওয়া যায় না।

জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা যায়। দু'জন লোক সমান জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন, সমান অর্থসম্পন্ন, সমান পরিশ্রম সহকারে জীবিকা উপার্জনের একই ধরনের কাজ করা শুরু করে, কিন্তু একজন উন্নতি লাভ করে, অপরজন ব্যর্থ হয়। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে উপায়-উপকরণের উপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। এর পেছনে অনেক রহস্য ও উপকারিতা আছে। তাই জীবিকা উপার্জন উপায়-উপকরণের মাধ্যমেই করা অপরিহার্য। তাই বুদ্ধিমান আসল সত্যকে ভুলে যায় না। উপায়-উপকরণকে উপায়-উপকরণই মনে করতে হবে। আর আসল রিয্কদাতা উপায়-উপকরণের স্রষ্টাকেই মনে করতে হবে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, যারা মনোযোগ সহকারে শোনে তাদের জন্য এতে অনেক নিদর্শন আছে। অর্থাৎ নিদ্রা ও জীবিকার ব্যাপারে মূল কথা নবী-রাসূলগণই বর্ণনা করেন। অতএব তাঁদের কথা যারা মনোযোগ দিয়ে শোনে তাদের জন্য এ দুটোতে অনেক নিদর্শন আছে ।

৩৪. অর্থাৎ এ বিদ্যুতের চমক ও মেঘের গর্জন দ্বারা মনে ভয় জাগে যে, কোথাও বাজ পড়ে বা অতিবৃষ্টি হয়ে সবকিছু ভেসে গিয়ে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়ে না যায়। আবার আশাও জাগে যে, এ বৃষ্টিধারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলবে এবং রকমারী ফল ও ফসল উৎপন্ন হবে। আর এ বিজলীর চমকেও বুদ্ধিমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।

مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ

আসমান থেকে পানি, তারপর তা দিয়ে জীবিত করেন যমীনকে তার মৃত্যুর পর[৩৫] ; নিশ্চয় এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শনাবলী

لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ

সেসব লোকের জন্য যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। ২৫. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও যমীন কায়েম রয়েছে ;[৩৬]

ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

আবার যখন তিনি তোমাদেরকে ডাক দেবেন (বেরিয়ে আসার জন্য) যমীন থেকে—একটি মাত্র ডাক, অমনি তোমরা বেরিয়ে আসবে[৩৭]।

مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءً-পানি ; فَيُحْيِ-(ف+يحى)-তারপর জীবিত করেন ; بِهِ-তা দিয়ে ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; بَعْدَ-পর ; مَوْتِهَا-(موت+ها)-তার মৃত্যুর; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِي ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَآيَاتٍ-নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ; لِقَوْمٍ-সেসব লোকের জন্য ; يَعْقِلُونَ-যারা জ্ঞানবুদ্ধি রাখে।(২৫) وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে রয়েছে ; آيَاتِهِ-তার নিদর্শনাবলীর ; أَنْ-যে, تَقُومَ-কায়েম রয়েছে ; السَّمَاءُ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضُ-যমীন ; بِأَمْرِهِ-(ب+امر+ه)-তাঁরই আদেশে ; ثُمَّ-তারপর ; إِذَا-যখন ; دَعَاكُمْ-(دعا+كم)-তোমাদের ডাক দেবেন (বেরিয়ে আসার জন্য) ; دَعْوَةً-একটি মাত্র ডাক ; مِنَ-থেকে ; الْأَرْضِ-যমীন ; إِذَا-অমনি ; أَنْتُمْ-তোমরা ; تَخْرُجُونَ-তোমরা বেরিয়ে আসবে।

৩৫. অর্থাৎ মৃত যমীন যেমন বৃষ্টিপাতের পর জীবিত হয়ে উঠে, তেমনি মানুষও মৃত্যুর পর একদা জীবিত হয়ে উঠবে। আর এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনি একক, তিনি আসমান-যমীনের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক। কারণ এসব কিছু সৃষ্টি, পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং এ যমীন থেকে উৎপাদিত খাদ্য দ্বারা দুনিয়ার সকল সৃষ্টজীবের জীবিকা দান করা একক স্রষ্টার জ্ঞান, পরিকল্পনা, কৌশল ও ব্যবস্থাপনা ছাড়া হতে পারে না।

৩৬. আল্লাহর কুদরতের আরেক নিদর্শন হলো, আসমান ও যমীনের অস্তিত্ব লাভের পর তা কায়েম থাকা। হাজার হাজার বছর প্রতিষ্ঠিত থাকার পরও এগুলোতে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয়নি। আল্লাহর হুকুম যদি এক মুহূর্তের জন্যও আসমান যমীনকে কায়েম না রাখে, তাহলে সমস্ত ব্যবস্থা ওলট-পালট হয়ে যাবে।

৩৭. অর্থাৎ প্রথম মানুষ থেকে নিয়ে পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সকল মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ। এজন্য তাঁকে বড় ধরনের কোনো প্রস্তুতি

﴿٢٦﴾ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُ قٰنِتُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي

২৬. আর আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তাঁর ; প্রত্যেকে তাঁরই অনুগত।
২৭. আর তিনিই সেই সত্তা যিনি

يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى

সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর তিনিই তা পুনরায় (সৃষ্টি) করবেন, আর তা তাঁর জন্য খুবই সহজ[৩৮]; আর তাঁর মর্যাদা-ই শ্রেষ্ঠ

فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

আসমান ও যমীনে ; আর তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

(২৬) وَ-আর ; لَهُ-তাঁর ; مَنْ-যা কিছু আছে ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-
যমীনে ; كُلٌّ-প্রত্যেক ; لَهُ-তাঁরই ; قٰنِتُونَ-অনুগত। (২৭) وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الَّذِي-
সেই সত্তা যিনি ; يَبْدَؤُا-সূচনা করেন ; الْخَلْقَ-সৃষ্টির ; ثُمَّ-তারপর ; يُعِيدُهُ-
তিনিই তা পুনরায় (সৃষ্টি) করবেন (يعيد+ه) ; وَ-আর ; هُوَ-তা ; أَهْوَنُ-খুবই
সহজ ; عَلَيْهِ-তাঁর জন্য ; وَ-আর ; لَهُ-তার ; الْمَثَلُ-মর্যাদাই ; الْأَعْلٰى-শ্রেষ্ঠ ; فِي-
السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيزُ-
পরাক্রমশালী ; الْحَكِيمُ-প্রজ্ঞাময়।

নিতে হবে না। বরং তাঁর একটিমাত্র ডাকেই আগে-পরের সমস্ত মানুষ বের হয়ে আসতে থাকবে।

৩৮. অর্থাৎ প্রথমবার কোনো বস্তু সৃষ্টি করাটা কঠিন হয়ে থাকে। কেননা তখন কোনো নমুনা থাকে না। নমুনা বিহীন কোনো জিনিস নতুনভাবে সৃষ্টি করা কঠিন। কিন্তু যে আল্লাহ প্রথমবার মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য সে একই মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কঠিনতো হতেই পারে না, বরং প্রথমবারের চেয়ে অনেক সহজ হওয়াই স্বাভাবিক।

৩য় রুকূ' (২০-২৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. এ রুকূ'তে আল্লাহর কুদরতের অসংখ্য নিদর্শনের মধ্য থেকে কতিপয় নিদর্শন উল্লিখিত হয়েছে। এসব নিদর্শন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করলে আল্লাহর কুদরত তথা ক্ষমতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায় এবং তাঁর এককত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

২. আল্লাহর কুদরতের একটি নিদর্শন হলো মানুষের নিজেদের মধ্য থেকে পুরুষের জোড়া হিসেবে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করা, যার উপর মানব-সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

৩. নর-নারী উভয়ে পরস্পরের মাধ্যমে শান্তি লাভ করে। এটাই দাম্পত্য জীবনের লক্ষ্য। আল্লাহ

তা'আলা যদি এ প্রশান্তির ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে পারিবারিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতো না এবং মানব বংশ বিস্তার লাভ করতো না।

৪. আল্লাহ তা'আলা-ই নর-নারীর পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়ামায়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। ভালোবাসা হলো কামাশক্তি বা জৈবিক, আর দয়ামায়া হলো কাম-বাসনার ঊর্ধ্বে। এসব নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে হবে।

৫. আল্লাহর কুদরতের আরেক নিদর্শন হলো আসমান ও যমীন সৃষ্টি। তা ছাড়া মানুষের গায়ের বর্ণ ও ভাষার বিভিন্নতাও আল্লাহর নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয় নিয়ে যারা চিন্তা ফিকির করে তারাই জ্ঞানী।

৬. আল্লাহর কুদরতের আরেক নিদর্শন হলো রাতে ও দিনে মানুষের নিদ্রা ও জীবিকা তথা আল্লাহর অনুগ্রহ তালাশ করা। এ নিদর্শন থেকে সেসব লোক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, যারা নবী-রাসূলদের এবং তাঁদের সঠিক অনুসারী ওলামায়ে কেরামের কথা মনোযোগ সহকারে শোনে ও মেনে চলে।

৭. আল্লাহর কুদরতের অপর একটি নিদর্শন হলো আকাশে বিজলীর চমক যা থেকে মানুষ ক্ষয়-ক্ষতির ভয় করে এবং বৃষ্টি ও ফল-ফসলের আশা পোষণ করে।

৮. বৃষ্টিপাতের ফলে মৃত যমীনের সজীব হয়ে উঠাও আল্লাহর কুদরতের শান। এ থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তারাই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান।

৯. আল্লাহর কুদরতের আরেক নিদর্শন হলো, আসমান ও যমীনের সৃষ্টি ও কায়েম থাকা। তারপর আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে মৃত যমীনকে সজীব করে তোলা।

১০. উপরোল্লিখিত নিদর্শন থেকে যারা শিক্ষা লাভ করতে পারে তারাই জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

১১. আসমান-যমীনের হাজার হাজার বছর ধরে আল্লাহর হুকুমে কায়েম থাকা তাঁর আরেক নিদর্শন। তারপর কিয়ামতের পর তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সবাইকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং কিয়ামতের পর আবার পুনঃ সৃষ্টিও তিনিই করবেন। প্রথম সৃষ্টি থেকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি তাঁর জন্য খুবই সহজ।

১৩. আসমান-যমীনের সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহ। সুতরাং সবকিছুর মালিকও তিনিই।

১৪. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট সবকিছু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক তাঁরই অনুগত। কিন্তু মানুষ সীমিত ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। সে একটা সীমা পর্যন্ত ইচ্ছা করলে আনুগত্য করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে সেই সীমা পর্যন্ত নাফরমানী করতে পারে।

১৫. আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী, তাই তিনি যা ইচ্ছা করতে পারেন। তাঁর ইচ্ছা পূরণে কোনো শক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

১৬. আল্লাহ প্রজ্ঞাময়, তাই তাঁর সব কাজেই জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্বাক্ষর রয়েছে। অতএব তাঁর কোনো কাজ অসামঞ্জস্যশীল হতে পারে না।

১৭. আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে সৃষ্টির জন্য যা উপযোগী তা-ই করেন। মানুষের মধ্যেও যার জন্য যা করেন তা-ই তার জন্য উত্তম।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-১৩

﴿٢٨﴾ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم

২৮. তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য[৩৯] তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একটি উদাহরণ পেশ করেছেন—তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণের মধ্যে কেউ কি

مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ

তাতে অংশীদার, যে রিয্ক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি ? তাহলে তোমরা ও তারা তাতে (আমার দেয়া সম্পদে) কি সমান (অংশীদার) ? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো তোমাদের ভয় করার মতো

أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ

তোমাদের নিজেদের লোককে[৪০] ? এভাবেই আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি সেসব লোকের জন্য, যারা জ্ঞান-বুদ্ধি রাখে। ২৯. বরং তারা অনুসরণ করে থাকে—যারা

(২৮) ضَرَبَ-তিনি পেশ করেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مَثَلًا-একটি উদাহরণ ; مِنْ-মধ্য থেকে ; أَنفُسِكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের ; هَلْ-কি ; لَكُمْ-তোমাদের; مِنْ-মধ্যে ; مَا-কেউ ; مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ-(ملكت+ايمان+كم)-তোমাদের দাস-দাসীগণের ; مِنْ شُرَكَاءَ-অংশীদার ; فِي مَا-তাতে যে ; رَزَقْنَاكُمْ-(رزقنا+كم)-রিয্ক আমি তোমাদেরকে দিয়েছি ; فَأَنتُمْ-(ف+انتم)-তাহলে তোমরা ও তারা কি ; فِيهِ-তাতে (আমার দেয়া সম্পদে) ; سَوَاءٌ-সমান ; تَخَافُونَهُمْ-(تخافون+هم)-তোমরা কি তাদেরকে ভয় করো ? كَخِيفَتِكُمْ-(ك+خيفة+كم)-যেমন তোমরা ভয় করো ; أَنفُسَكُمْ-(انفس+كم)-তোমাদের নিজেদের লোককে ; كَذَٰلِكَ-এভাবেই ; نُفَصِّلُ-আমি বিশদভাবে বর্ণনা করি ; الْآيَاتِ-নিদর্শনসমূহ ; لِقَوْمٍ-সেসব লোকের জন্য ; يَعْقِلُونَ-যারা জ্ঞানবুদ্ধি রাখে। (২৯) بَلِ-বরং ; اتَّبَعَ-অনুসরণ করে থাকে ; الَّذِينَ-তারা যারা ;

৩৯. এখান থেকে খালেস তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে বর্ণিত আখিরাতের আলোচনায়ও তাওহীদের প্রমাণ যদিও ছিল, কিন্তু তা ছিল আখিরাতের বর্ণনার সাথে একত্রে।

৪০. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের আকীদা বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করছেন। তারা আসমান-যমীনের ও এ দু'য়ের মধ্যকার সমস্ত কিছুর স্রষ্টা হিসেবে

ظَلَمُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ فَمَنْ يَّهْدِيْ مَنْ اَضَلَّ اللّٰهُ ؕ وَمَا لَهُمْ

যুলুম করে—তাদের নিজেদের কামনা-বাসনার কোনো জ্ঞান ছাড়াই ; অতএব যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাকে আর কে পথ দেখাতে পারে[৪১] ? আর নেই তাদের জন্য

مِّنْ نّٰصِرِيْنَ ۝٣٠ فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ؕ فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ

কোনো সাহায্যকারী। ৩০. অতএব[৪২] আপনি একনিষ্ঠভাবে আপনার চেহারাকে দীনের[৪৩] দিকে স্থির নিবদ্ধ রাখুন[৪৪]; (আপনি দৃঢ় থাকুন) আল্লাহর সেই প্রকৃতির উপর, তিনি সৃষ্টি করেছেন

ظَلَمُوْا-যুলুম করে ; اَهْوَآءَ هُمْ-(اهواء+هم)-তাদের নিজেদের কামনা-বাসনার ; بِغَيْرِ-(ب+غير)-ছাড়াই ; عِلْمٍ-কোনো জ্ঞান ; فَمَنْ-(ف+من)-অতএব কে ; يَّهْدِيْ-পথ দেখাতে পারে ; مَنْ-যাকে ; اَضَلَّ-পথভ্রষ্ট করেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-আর ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِّنْ نّٰصِرِيْنَ-কোনো সাহায্যকারী। ৩০ فَاَقِمْ-(ف+اقم)-অতএব আপনি স্থির নিবদ্ধ রাখুন ; وَجْهَكَ-(وجه+ك)-আপনার চেহারাকে ; لِلدِّيْنِ-দীনের দিকে ; حَنِيْفًا-একনিষ্ঠভাবে ; فِطْرَتَ-সেই প্রকৃতির উপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الَّتِيْ فَطَرَ-তিনি সৃষ্টি করেছেন ;

আল্লাহকে স্বীকার করার পরও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তাঁর সার্বভৌম সত্তার গুণাবলী ও ক্ষমতা কুদরতের সাথে অংশীদার মনে করতো। এসব বানোয়াট শরীকদের কাছে প্রার্থনা জানাতো, তাদের সামনে নযর নেয়ায পেশ করতো। তাদের এ আকীদা-বিশ্বাসের সন্ধান পাওয়া যায় তারা যে কা'বাঘর তাওয়াফ করার সময় যে তালবীয়াহ পাঠ করতো তার মধ্যে। তাদের তালবীয়ার ভাষা ছিল—

"আমি হাজির হে আল্লাহ! আমি হাজির। তোমার নিজের শরীক ছাড়া তোমার কোনো শরীক নেই। তুমি তার এবং তার মালিকানায় যা কিছু আছে তারও মালিক।"

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উল্লিখিত আকীদা খণ্ডন করে বলেন যে, আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মানুষ ঘটনাচক্রে তোমাদের দাসে পরিণত হয়ে গেলে, সে দাস যেমন তোমাদের ধন-সম্পদের অংশীদার হতে পারে না, ঠিক আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মানুষ বা অন্য কোনো সৃষ্টিও তেমনি আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্বে অংশীদার হতে পারে না, অথচ তোমরা তো তা-ই অবলীলায় করে যাচ্ছো।

৪১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত নিদর্শনসমূহ যা কোনো নিষ্ঠাবান ও বিবেকবান ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করে, সেসব নিদর্শন-ই একজন হঠকারী ও মূর্খতাপ্রিয় ব্যক্তিকে গুমরাহীতে লিপ্ত করে। কারণ সে আল্লাহর দেয়া বুদ্ধি-বিবেককে আল্লাহর দেয়া নিদর্শন বুঝার কাজে খরচ করতে ইচ্ছুক হয় না এবং অন্য কেউ তা বুঝাতে চাইলেও সে তা বুঝতে চায় না, তার বুদ্ধি-বিবেকের উপর আল্লাহর লা'নত পড়ে। তাই সে পথভ্রষ্ট

النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

মানুষকে যার উপর[৪৫]; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই[৪৬]; এটাই সরল-সঠিক দীন[৪৭]; কিন্তু অধিকাংশ

النَّاسَ-মানুষকে ; عَلَيْهَا-(على+ها)-যার উপর ; لَا تَبْدِيلَ-কোনো পরিবর্তন নেই; لِخَلْقِ-সৃষ্টির ; اللّٰه-আল্লাহর ; ذٰلِكَ-এটাই ; الدِّيْنُ-দীন ; الْقَيِّمُ -সরল-সঠিক দীন; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَ-অধিকাংশ ;

হয়ে যায়। সত্য-সন্ধানী ব্যক্তি যখন আল্লাহর কাছে সত্য পথের সন্ধান চায়, তাকে আল্লাহ তার চাওয়া অনুযায়ী তার জন্য বেশী করে পথ নির্দেশ লাভের কার্যকারণ সৃষ্টি করে দেন। অপরদিকে গুমরাহী প্রিয় ব্যক্তি যখন তার গুমরাহীর উপর টিকে থাকার জন্য জোর দিতে থাকে তখন আল্লাহ এমনসব কার্যকারণ সৃষ্টি করে দেন যা তাকে সত্য পথ থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়ে নিতে থাকে।

৪২. অর্থাৎ সত্য যখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, এ বিশ্ব-জাহানের মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ও উদ্ভিদ জগত এবং তোমাদের দেখা না দেখা সবকিছুর স্রষ্টা ও পরিচালক একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়, অতএব তোমাদের বিশ্বাস ও কর্মধারা এরকম হওয়া উচিত।

৪৩. অর্থাৎ আপনার ইবাদাত ও আনুগত্য একমাত্র লা-শরীক আল্লাহর জন্যই নিবদ্ধ রাখুন। এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, গুণাবলী ও ক্ষমতা-কতৃত্ব এবং তাঁর অধিকারে কাউকে বিন্দু বিসর্গও শরীক করবেন না। দীনের প্রতি একনিষ্ঠভাবে চেহারা নিবদ্ধ রাখার অর্থ হলো মানুষ স্বেচ্ছায় আগ্রহ সহকারে তার সমস্ত জীবনের কাজকর্ম আল্লাহর পথ নির্দেশ ও আইন অনুসারে করবে।

৪৪. অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পর তোমার সকল চিন্তা-চেতনা তোমার পছন্দ-অপছন্দ, তোমার কাজকর্ম, তোমার স্বভাব-চরিত্র সবই হবে ইসলামের নীতি-আদর্শ অনুসারে। ইসলাম তোমার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনধারা পরিচালনার যে বিধান দিয়েছে সে পথেই তোমার সার্বিক জীবন পরিচালনা করতে হবে।

৪৫. অর্থাৎ আল্লাহ মানবজাতিকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন তাহলো ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্য। মানুষ যদি স্বেচ্ছাচারী হয়ে সেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলে এবং অন্য কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করে, তাহলে সে নিজের প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলে। আর প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ কখনো কোনো ভালো ফল আনে না।

মানুষের সৃষ্টিগত প্রকৃতি যে ইসলাম তা বহু হাদীসে উল্লিখিত আছে। নিম্নোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন—

"প্রত্যেকটি নবজাতক শিশু মানবিক প্রকৃতি তথা ইসলামের উপরই জন্মলাভ করে। তারপর তার পিতামাতা-ই তাকে পরবর্তীকালে ইয়াহুদী, খৃস্টান ও অগ্নিপূজারী হিসেবে

النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣١﴾ مُنِيْبِيْنَ اِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَلَا تَكُوْنُوْا

মানুষ জানে না। ৩১. (তোমরা নিজেদেরকে দীনের উপর দৃঢ় রাখো) তাঁর প্রতি বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহমুখী হয়ে[৪৮] এবং তাঁকেই ভয় করো[৪৯] ও নামায কায়েম করো[৫০] আর হয়ে যেয়ো না

النَّاسِ-মানুষ ; لَايَعْلَمُوْنَ-জানে না। ﴿٣١﴾ مُنِيْبِيْنَ-(তোমরা নিজেদেরকে দীনের উপর দৃঢ় রাখো) বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহমুখী হয়ে ; اِلَيْهِ-তাঁর প্রতি ; وَ-এবং ; اتَّقُوْهُ-(اتقوا+ه)-তোমরা তাকেই ভয় করো ; وَ-ও ; اَقِيْمُوا-তোমরা কায়েম করো ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-আর ; لَاتَكُوْنُوْا-তোমরা হয়ে যেয়ো না ;

গড়ে তোলে ; যেমন প্রত্যেকটি পশুই নিখুঁত বাচ্চা প্রসব করে, কোনো বাচ্চাই কান কাটা বের হয় না ; পরে মুশরিকরা নিজেদের জাহেলী কুসংস্কারের কারণে তার কান কেটে দেয়।"

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টি কাঠামোয় পরিবর্তন করা উচিত নয়। আল্লাহ মানুষকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন তা বিকৃত করা বা ভেঙ্গে ফেলা উচিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মানব জাতিকে নিজের বান্দা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ বলেন—"আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার বন্দেগী করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" সুতরাং সকল মানুষই আল্লাহর বান্দাহ বা দাস। কোনো মানুষ চাইলেই আল্লাহর দাসত্বের রজ্জু গলা থেকে খুলে অন্য কারো হয়ে যেতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সাময়িকভাবে ইলাহ বানিয়ে নিলেও মূলত সে মানুষের ইলাহ হতে পারে না। অজ্ঞতার কারণে মানুষ যাকে ইচ্ছা আল্লাহর ক্ষমতা ও গুণাবলীর ধারক বানিয়ে নিতে পারে ; কিন্তু বাস্তবতা হলো—সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব এবং তাঁর জন্য নির্ধারিত গুণাবলীর অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আয়াতের উদ্দেশ্যও ফুটে উঠেছে যে, আল্লাহর দেয়া 'ফিতরাত' যাকে প্রকৃতি বলা হয়েছে—যাকে 'সত্যকে চেনার যোগ্যতা' বলে অভিহিত করা যায় তা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। ভ্রান্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি মানুষকে কাফির বানাতে পারে কিন্তু ব্যক্তির সত্য গ্রহণের যোগ্যতাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতে পারে না।

৪৭. অর্থাৎ প্রকৃতি তথা শান্তিপূর্ণ, উপযোগী ও ভারসাম্যপূর্ণ প্রকৃতির উপর—অন্য কথায় ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাই সঠিক-সহজ পথ।

৪৮. 'আল্লাহমুখী' হওয়ার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতামূলক নীতি বাদ দেয়া, অন্যের বন্দেগীর পথ অবলম্বন না করা এবং নিজের প্রকৃত প্রতিপালকের বিশ্বাসঘাতকতা না করা। সে যেমন আল্লাহর বান্দাহ হিসেবে জন্মলাভ করেছে, তেমনি আল্লাহর বান্দাহ হিসেবেই তাঁর দিকে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়া।

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ

মুশরিকদের শামিল—৩২. তাদের মধ্যে যারা নিজেদের দীনকে আলাদা-আলাদা করে নিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে ; প্রত্যেক দলই

بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ

যা তাদের নিকট আছে তা নিয়ে গর্বিত-উৎফুল্ল[৫১] । ৩৩. আর যখন মানুষকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে (তখন) তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকতে থাকে একনিষ্ঠ হয়ে

مِنَ-শামিল ; الْمُشْرِكِينَ-মুশরিকদের । ৩২ مِنَ-মধ্যে ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; فَرَّقُوا-আলাদা আলাদা করে নিয়েছে ; دِينَهُمْ-(دين+هم)-তাদের দীনকে ; وَ-এবং ; كَانُوا-তারা হয়ে পড়েছে ; شِيَعًا-বিভিন্ন দলে বিভক্ত ; كُلُّ-প্রত্যেক ; حِزْبٍ-দলই ; بِمَا-যা আছে তা নিয়ে ; لَدَيْهِمْ-(لدى+هم)-তাদের নিকট; فَرِحُونَ-গর্বিত উৎফুল্ল । ৩৩ وَ-আর; إِذَا-যখন ; مَسَّ-স্পর্শ করে ; النَّاسَ-মানুষকে ; ضُرٌّ-দুঃখ-কষ্ট ; دَعَوْا-তারা (তখন) ডাকতে থাকে ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ; مُنِيبِينَ-একনিষ্ঠ হয়ে ;

৪৯. অর্থাৎ তোমাদের এ ভয় থাকা উচিত যে, তোমরা আল্লাহর বান্দাহ হয়েও স্বাধীনতার নীতি অবলম্বন করছো এবং তাঁর পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কারো আনুগত্য করছো সেজন্য অবশ্যই তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। তোমাদেরকে অবশ্যই সেসব কর্মনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে যা তোমাদের উপর আল্লাহর আযাবকে অবধারিত করে তুলবে।

৫০. আল্লাহর দিকে ফেরা ও তাঁর গযবের ভয় করা তথা ঈমান আনা একটা মানসিক কাজ। মানসিক কাজের প্রকাশ হলো দৈহিক কাজ দিয়ে, যাতে বাইরের কোনো ব্যক্তিও জানতে পারবে যে, অমুক ব্যক্তি সত্যি-সত্যিই এক আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে এসেছে। আর আল্লাহর ভয়ের দিকে ফিরে আসার ব্যাপারটি একটি কার্যকর পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে দৃঢ়তা লাভ করে। তাই আল্লাহ তা'আলা দৈহিক কাজ নামাযের নির্দেশ দেন। এটা এজন্য যে, কোনো বিষয় শুধু মানসিক পর্যায়ে থাকলে তা ক্রমান্বয়ে ভাটা পড়ে যায় এবং তা দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব লাভ করে না ; কিন্তু সেই মানসিক চিন্তা অনুযায়ী যখন কাজ করা হয় তখন তাতে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা লাভ করে। নামায দ্বারাই মু'মিন কারো ঈমানের দুর্বলতা বা বলিষ্ঠতা সম্পর্কে যেমন জানতে পারে, তেমনি কাফির সমাজও আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের কর্মতৎপরতা দেখে ভীত-কম্পিত হয়। এ দুটো উদ্দেশ্যের জন্যও নামায কায়েম করা সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম।

৫১. মানব জাতির আসল দীন-ই হলো প্রাকৃতিক দীন ইসলাম। দুনিয়ায় যতগুলো ধর্মের অস্তিত্ব পাওয়া যায় সবগুলো ধর্মই সেই প্রাকৃতিক দীনের বিকৃত রূপ মাত্র। মানুষ

إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝

তাঁর দিকে[৫২], অতপর তিনি যখন তাদেরকে আস্বাদন করান তার রহমতের স্বাদ, তখনই তাদের মধ্য থেকে একটি দল তাদের প্রতিপালকের সাথে শরীক সাব্যস্ত করতে শুরু করে[৫৩]।

۝٣٤ لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝٣٥ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ

৩৪. যাতে আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি, তার না-শোকরী করে ; সুতরাং তোমরা (আরো কিছু সময়) ভোগ করে নাও, অতএব তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। ৩৫. আমি কি তাদের কাছে নাযিল করেছি

اِلَيْهِ-তাঁর দিকে ; ثُمَّ-অতপর ; اِذَآ-যখন ; اَذَاقَهُمْ-(اذاق+هم)-তাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করান ; مِنْهُ-তাঁর ; رَحْمَةً-রহমতের ; اِذَا-তখনই ; فَرِيْقٌ-একটি দল ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; بِرَبِّهِمْ-(ب+رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের সাথে ; يُشْرِكُوْنَ-শরীক সাব্যস্ত করতে শুরু করে। (৩৪) لِيَكْفُرُوْا-যাতে না শোকরী করে ; بِمَا-তার যা কিছু ; اٰتَيْنٰهُمْ-(اتينا+هم)-তাদেরকে দিয়েছি ; فَتَمَتَّعُوْا-(ف+تمتعوا)-সুতরাং তোমরা (আরও কিছুকাল) ভোগ করে নাও ; فَسَوْفَ-(ف+سوف)-অতএব শীঘ্রই ; تَعْلَمُوْنَ-তোমরা জানতে পারবে। (৩৫) اَمْ اَنْزَلْنَا-আমি কি নাযিল করেছি ; عَلَيْهِمْ-তাদের কাছে ;

সেই প্রাকৃতিক দীনের মধ্যে নিজেদের মনগড়া নতুন নতুন কথা বাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের জন্য এক একটি ধর্ম বানিয়ে নিয়েছে। যার ফলে তারা অন্যদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা আলাদা দলে ভাগ করে নিয়েছে এবং এক একটি ফেরকায় পরিণত হয়েছে। এখন প্রকৃত সত্য সম্পর্কে জানতে হলে এবং সঠিক পথনির্দেশনা লাভ করতে হলে যে প্রকৃত ছিল দীনের মূল ভিত্তি সেদিকেই ফিরে যেতে হবে।

৫২. অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টে পড়লে যখন মানুষ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, তখন প্রমাণ হয় যে, বাহ্যিকভাবে সে শিরকে লিপ্ত হলেও তার হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাওহীদের বীজ লুকিয়ে আছে। যেসব উপায়-উপাদানের উপর সে নির্ভর করে জীবনকে সে অনুযায়ী পরিচালনা করেছিল। বাস্তবে প্রয়োজনের সময় যখন তা কোনো কাজে আসেনি, তখন তার অন্তরে লুকায়িত তাওহীদ জেগে উঠে এবং সে বুঝতে সক্ষম হয় যে, বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহই সর্বময় শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী। ধ্বংস ও ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তাঁর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। তিনিই একমাত্র বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন এবং আমার প্রার্থীত জিনিসগুলো দিতে পারেন।

৫৩. অর্থাৎ মানুষের প্রতি দয়া করে আল্লাহ তাদেরকে সচ্ছলতা দান করেন অথবা দুঃখ-বিপদ দূর করে দেন তখন তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে তার কৃতিত্ব

سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً

এমন কোনো দলীল, অতএব তা তাদেরকে সে সম্পর্কে বলে, তাঁর (আল্লাহর) সাথে তারা যে শরীক করেছে[৫৪]। ৩৬. আর যখন আমি মানুষকে রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই

فَرِحُوْا بِهَا ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ إِذَا هُمْ

তখন তারা তাতে আনন্দিত হয় ; আর যদি তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদের উপর আপতিত হয় কোনো বিপদ, তবে তখনই তারা

يَقْنَطُوْنَ ﴿٣٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ

নিরাশ হয়ে পড়ে[৫৫]। ৩৭. তবে কি তারা দেখে না যে, আল্লাহ অবশ্যই যাকে ইচ্ছা রিয্ক প্রশস্ত করে দেন এবং (যাকে ইচ্ছা) তিনি (রিয্ক) সংকীর্ণ করে দেন ;

سُلْطٰنًا-কোনো দলীল ; فَهُوَ-অতএব তা ; يَتَكَلَّمُ-বলে ; بِمَا-সে সম্পর্কে ; كَانُوْا بِهٖ يُشْرِكُوْنَ-তারা যে তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক করছে। (৩৬) وَ-আর ; إِذَآ-যখন ; أَذَقْنَا-স্বাদ আস্বাদন করাই ; النَّاسَ-মানুষকে ; رَحْمَةً-রহমতের ; فَرِحُوْا- তারা আনন্দিত হয় ; بِهَا-তাতে ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; تُصِبْهُمْ-(تصب+هم)-তাদের উপর আপতিত হয় ; سَيِّئَةٌ-কোনো বিপদ ; بِمَا-কারণে ; قَدَّمَتْ أَيْدِيْهِمْ- তাদের কৃতকর্মের ; إِذَا-তখনই ; هُمْ-তারা ; يَقْنَطُوْنَ-নিরাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) أَوَ-তবে কি ; لَمْ يَرَوْا-তারা দেখে না যে ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; يَبْسُطُ-প্রশস্ত করে দেন ; الرِّزْقَ-রিয্ক ; لِمَنْ-যাকে ; يَشَآءُ-ইচ্ছা করেন ; وَ-এবং ; يَقْدِرُ-তিনি (যাকে ইচ্ছা করেন) রিয্ক সংকীর্ণ করে দেন ;

দিয়ে শিরক করে। তারা তখন বলতে থাকে অমুকের কারণে বিপদ দূর হয়েছে। অমুক মাজারে শিরনী দেয়াতে আমার বিপদমুক্তি হয়েছে।

৫৪. অর্থাৎ তারা যে আল্লাহর সাথে শরীক করছে, তার পক্ষে তাদের কাছে আল্লাহ কি কোনো কিতাব পাঠিয়েছেন যে, আমি আমার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব অমুক অমুকের কাছে দিয়ে দিয়েছি, তারাই তোমাদের সব আবেদন-নিবেদন শুনবে এবং তোমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবে। অথবা তাদের কাছে এমন কোনো মোক্ষম যুক্তি আছে যার ভিত্তিতে তারা শিরকে লিপ্ত হয়েছে ?

৫৫. আগের আয়াতে মানুষের অজ্ঞতা-মূর্খতা ও অকৃতজ্ঞতার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এ আয়াতে মানুষের নীচতা ও সংকীর্ণতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা যখন অর্থ-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি দান করে তখন এসব যে তাকে আল্লাহ দান করেছেন তা একেবারেই ভুলে বসে। আর তখন সে মনে

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শনাবলী এমন লোকদের জন্য যারা ঈমান আনে[৫৬]। ৩৮. অতএব দাও আত্মীয়-স্বজনকে তাদের হক (তাদের অধিকার)

وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ

এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও[৫৭] এটা তাদের জন্য উত্তম যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে

اِنَّ-নিশ্চয় ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ; لِقَوْمٍ-এমন লোকদের জন্য ; يُؤْمِنُوْنَ-যারা ঈমান আনে। ৩৮ فَاٰتِ-(ف+ات)-অতএব দাও ; ذَا الْقُرْبٰى-আত্মীয়-স্বজনকে ; حَقَّهٗ-তাদের হক ; وَ-এবং ; الْمِسْكِيْنَ-মিসকীন ; وَ-ও ; ابْنَ السَّبِيْلِ-মুসাফিরকেও ; ذٰلِكَ-এটা ; خَيْرٌ-উত্তম ; لِلَّذِيْنَ-তাদের জন্য ; يُرِيْدُوْنَ-যারা কামনা করে ; وَجْهَ-সন্তুষ্টি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ;

করে যে, এসব কিছু সে তার যোগ্যতা বলেই অর্জন করেছে। অন্যদের যোগ্যতা নেই বলেই তারা বঞ্চিত হয়ে গেছে। সে অহংকার ও আত্মগর্বে আল্লাহ ও তাঁর সৃষ্টিকে গণ্য করতে চায় না। আর যখন তার সৌভাগ্য মুখ ফেরায় তখন সে সাহস হারিয়ে ফেলে এবং দুর্ভাগ্যের একটিমাত্র ধাক্কায়ই সে কুপোকাত হয়ে পড়ে এবং তখন নীচু থেকে নীচু কাজ করতেও কুণ্ঠিত হয় না, এমনকি শেষ পর্যন্ত আত্মহননের মতো কাজও করে বসে।

৫৬. অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখে তারা এ থেকে মানুষের নৈতিকতার উপর কুফর ও শিরকের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারে। অপরদিকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের নৈতিক পরিণাম সম্পর্কেও শিক্ষা লাভ করতে পারে। তারা সচ্ছল অবস্থায় অহংকার না করে যেমন আল্লাহর শোকর আদায় করে, তেমন দুঃখ দৈন্যতার সময় এমনকি অনাহারে থাকলেও সবর করে। কোনো অবস্থায়ই বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও আত্মমর্যাদা বিসর্জন দেয় না। সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। কোনো কাফির-মুশরিক এ থেকে এ শিক্ষা লাভ করতে পারে না।

৫৭. এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজন, মিসকীন ও মুসাফিরদের তাদের অধিকার দেয়া হয়েছে। এটা তাদের প্রতি দাতার দয়ার দান নয়, বরং এটা তাদের প্রাপ্য। দাতার মাধ্যমে এটা আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য পাঠিয়েছেন। এর দ্বারা আল্লাহ তাকে পরীক্ষা করতে চান যে, সে উল্লিখিত লোকদের পাওনা পরিশোধ করে কি না। 'আত্মীয়-স্বজন' দ্বারা সাধারণ আত্মীয় বুঝানো হয়েছে। নিকটাত্মীয়দের হক আরো বেশী। সাধারণ আত্মীয়দের দান করার চেয়ে নিকটাত্মীয়দেরকে দান করার সওয়াব আরো বেশী। শুধুমাত্র আর্থিক সাহায্য পাওয়াই তাদের অধিকার নয়, বরং প্রয়োজনে তাদেরকে শারীরিক শ্রম দিয়েও সাহায্য করতে হবে।

وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ

আর তারা—তারাই সফলকাম[৫৮]। ৩৯. আর মানুষের ধন-সম্পদে (তোমাদের সম্পদ) যাতে বেড়ে যায় সেজন্য যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাকো,

فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ

তা আল্লাহর কাছে বাড়ে না ;[৫৯] আর যে যাকাত তোমরা দিয়ে থাকো—(তার দ্বারা) তোমরা যারা আল্লাহর সন্তোষ কামনা করো, তারা—

هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ﴿٣٩﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ۚ

তারাই (নিজেদের সম্পদ) বৃদ্ধিকারী[৬০]। ৪০. আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন[৬১], তারপর তোমাদেরকে রিযক দিয়েছেন[৬২], এরপর তোমাদেরকে মৃত্যুদান করবেন আবার তোমাদেরকে জীবিত করবেন ;

وَ-আর ; اُولٰٓئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই; الْمُفْلِحُوْنَ-সফলকাম। ৩৯ وَ-আর ; مَآ-যা কিছু; اٰتَيْتُمْ-তোমরা দিয়ে থাকো ; مِّنْ رِّبًا-সুদে ; لِّيَرْبُوْا-যাতে বেড়ে যায় (তোমাদের সম্পদ) ; فِيْٓ اَمْوَالِ-ধন-সম্পদে ; النَّاسِ-মানুষের ; فَلَا يَرْبُوْا-তা বাড়ে না ; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; مَآ-যে ; اٰتَيْتُمْ-তোমরা দিয়ে থাকো ; مِّنْ زَكٰوةٍ-যাকাত ; تُرِيْدُوْنَ-তোমরা যারা কামনা করো ; وَجْهَ-সন্তোষ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَاُولٰٓئِكَ-তারা ; هُمُ-তারাই ; الْمُضْعِفُوْنَ-(নিজেদের সম্পদ) বৃদ্ধিকারী। ৪০ اللّٰهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْ-সেই মহান সত্তা যিনি ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; ثُمَّ-তারপর ; رَزَقَكُمْ-(رزق+كم)-তোমাদেরকে রিয্ক দিয়েছেন ; ثُمَّ-এরপর ; يُمِيْتُكُمْ-(يميت+كم)-তোমাদেরকে মৃত্যু দান করবেন ; ثُمَّ-আবার ; يُحْيِيْكُمْ-(يحيى+كم)-তোমাদেরকে জীবিত করবেন ;

৫৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহর অধিকার এবং বান্দাহর অধিকার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান রাখে না এবং এগুলো আদায় করে না তারা সফলকাম হবে না। সফলতা লাভ করার জন্য এসব অধিকার আদায়ের সাথে সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টির কামনাও থাকতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির ইচ্ছা-বাসনা না থাকলে শুধু অধিকার আদায় করে দেয়ার দ্বারা সফল হওয়া যাবে না।

৫৯. সুদের প্রতি মানুষের মনে নিন্দাজ্ঞাপক মনোভাব সৃষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ এ আয়াতেই প্রথম সুদের মন্দ দিক উল্লেখ করেছেন। এতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কাছে সুদের দ্বারা কারো ধন-সম্পদ বাড়ে না ; বরং তাঁর কাছে ধন-সম্পদ বাড়ে যাকাতের মাধ্যমে। এ আয়াতের পরে যখন সুদ হারাম হওয়ার হুকুম নাযিল হয় তখন বলা হয়—"আল্লাহ সুদকে মিটিয়ে দেন এবং সাদকাকে বিকশিত করেন।" সুদের বিস্তারিত

هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى

তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি, যে তোমাদের এসবের (কাজের) থেকে কোনো একটিও করে[৬৩] ? তিনি (আল্লাহ) পবিত্র ও মহান

عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

তা থেকে যা তারা শরীক করে।

هَلْ-আছে কি ; مِنْ-মধ্যে এমন কেউ ; شُرَكَآءِكُمْ-(شركاء+كم)-তোমাদের শরীকদের ; مَنْ-যে ; يَفْعَلُ-করে ; مِنْ-থেকে ; ذٰلِكُمْ-তোমাদের এসবের (কাজের); مِنْ شَيْءٍ-কোনো একটিও ; سُبْحٰنَهٗ-তিনি পবিত্র ; وَ-ও ; تَعٰلٰى-মহান ; عَمَّا-তা থেকে যা ; يُشْرِكُوْنَ-তারা শরীক করে।

বিধান সূরা আলে ইমরানের ১৩০ আয়াত এবং সূরা আল বাকারার ২৭৫ থেকে ২৮১ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

৬০. আল্লাহর নিকট সম্পদের অভাব নেই। সুতরাং তিনি সীমাহীনভাবে প্রবৃদ্ধি দান করতে পারেন। তাই এখানে বৃদ্ধির কোনো সীমা-নির্ধারণ করে দেননি। সহীহ হাদীসের মর্ম অনুসারে আল্লাহর পথে একটি খেজুর দান করার প্রতিদান ওহুদ পাহাড়ের সমান প্রতিদান দেবেন।

৬১. এখান থেকে তাওহীদ ও আখিরাতের আলোচনা শুরু করা হয়েছে মুশরিকদেরকে সজাগ-সচেতন করার জন্য।

৬২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তাঁর সৃষ্টিকুলের রিয্‌কের জন্য এমন ব্যবস্থা করে রেখেছেন এবং এমন উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন, যার ফলে রিয্‌ক আবর্তিত হতে থাকে। আর এ আবর্তনের ফলে প্রত্যেকটি প্রাণীই রিয্‌ক লাভ করে থাকে।

৬৩. অর্থাৎ তোমাদের জানামতে আল্লাহ তা'আলা যেসব কর্ম সম্পাদন করেন, যেমন তিনি সৃষ্টি করেন, রিয্‌ক দান করেন, জীবন ও মৃত্যু দেন—এসব কাজ কি তোমাদের বানানো উপাস্যরা করে ? যদি না করে থাকে তাহলে কেন তোমরা তাদের উপাসনায় মেতে আছো ?

৪র্থ রুকূ' (২৮-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা উদাহরণ দিয়ে মুশরিকদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, তোমাদের দাস-দাসীগণ যেমন তোমাদের ক্ষমতা-কর্তৃত্বে ও তোমাদের সম্পদ-সম্পত্তিতে অংশীদার নয় তেমনি আল্লাহর বান্দাহগণের কেউ-ই তাঁর অংশীদার হতে পারে না।

২. মানুষের ভয় করা উচিত একমাত্র আল্লাহকে। দেব-দেবী ও মিথ্যা উপাস্যদের যেহেতু কোনো ক্ষমতা-ই নেই, সুতরাং তাদেরকে ভয় করার কোনো যুক্তি-ই নেই।

৩. কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অনেক বিষয়ই মানুষের বোধগম্য উদাহরণ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এসব উদাহরণ থেকে যারা শিক্ষা লাভ করতে পারে তারাই জ্ঞান-বুদ্ধির অধিকারী।

৪. মূর্খ ও অজ্ঞ লোকেরাই নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে নিজেদের উপর যুলুম করে।

৫. যে লোক খারাপ পথে চলতে চায়, আল্লাহ তাকে সে পথে চলার সকল উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করে দেন। এভাবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। জোরপূর্বক কাউকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসা আল্লাহর নীতি নয়।

৬. যেসব লোকের নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে আল্লাহ তাদেরকে বিপদগামী করেন, তাদের হিদায়াত দানকারী আর কেউ নেই এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।

৭. দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তির লক্ষ্যে আমাদেরকে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দেয়া প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর দৃঢ় থাকতে হবে।

৮. আল্লাহ সকল মানুষকে প্রকৃতি তথা ইসলামের উপর সৃষ্টি করেছেন। মানুষের এ প্রকৃতি কখনো তিনি পরিবর্তন করেন না, মানুষ নিজেই এর বিপরীত পথে চলে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

৯. মানুষের জন্য একমাত্র সরল-সঠিক এবং মানুষের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল দীন বা জীবন-ব্যবস্থা ইসলাম। এ অনুসারে জীবনযাপন করার মধ্যেই মানুষের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

১০. বিশুদ্ধ অন্তরে আল্লাহমুখী হয়ে, তাঁর ভয় অন্তরে সদা জাগ্রত রেখে এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী নামায কায়েম করে জীবনযাপনের মধ্যে এবং সর্বপ্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১১. আল্লাহ মানুষের জন্য সৃষ্টিগতভাবে প্রাকৃতিক জীবনব্যবস্থা ইসলামকে মনোনীত করে দিয়েছেন। কিন্তু মানুষই আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থায় নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী পরিবর্তন করে নিজেদেরকে বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত করে নিয়েছে। সুতরাং ইসলাম ছাড়া আর যত ধর্ম আছে সবই পরিবর্তিত, তা আংশিক হোক বা সম্পূর্ণ।

১২. ইসলাম ছাড়া আর কোনো দীন আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তারা যতই নিজেদের ধর্ম নিয়ে গর্ববোধ করুক না কেন।

১৩. মানুষ যখন দুঃখ-মসীবতে পড়ে তখন তারা একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকা আরম্ভ করে, আর যখন দুঃখ-মসীবত কেটে গিয়ে স্বাচ্ছন্দ ফিরে আসে তখন আল্লাহকে ভুলে যায়। এটা একজন মু'মিন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। মুসলমান সর্বাবস্থায় আল্লাহর শোকর আদায় করবে এবং সবর করবে।

১৪. আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরীর ফল জানার জন্য দুনিয়ার জীবনের হাতে গোনা কয়টা দিন অপেক্ষা করতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরী থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

১৫. তাওহীদ তথা আল্লাহর এককত্বের পক্ষে দুনিয়াতে অগণিত-অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ ছড়িয়ে আছে ; কুফর ও শিরক-এর পক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই। তবুও অজ্ঞ-মূর্খ লোকেরা কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়ে আছে।

১৬. সুখের সময় আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাওয়া এবং দুঃখ-কষ্টের সময় হতাশ হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বে-সবর হয়ে যাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ, এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।

১৭. দুনিয়াতে রিযকের প্রশস্ততা বা সংকীর্ণতা আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির পরিমাপক নয়। রিযক-এর ফায়সালা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর হাতে—এটাই মু'মিনের ঈমান। মু'মিনের জন্য এসবের মধ্যে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে।

১৮. আত্মীয়-স্বজনের একের প্রতি অপরের হক রয়েছে। এ হক আল্লাহ প্রদত্ত। এটা একের প্রতি অপরের কোনো দয়া নয়। সুতরাং এ হক আদায় করতে হবে।

১৯. মিসকীন ও মুসাফিরের হকও ধনীদের ধনের উপর রয়েছে। শুধুমাত্র ধনী নয় বরং প্রত্যেক মুসলমানের উপরই তার নিকটাত্মীয়, দূরবর্তী আত্মীয়, মিসকীন ও মুসাফিরের সাধ্য অনুযায়ী হক রয়েছে।

২০. মুসলমানদের পারস্পরিক এ হক শুধুমাত্র আর্থিক দিক থেকে নয় ; বরং শারীরিক শ্রম এমনকি মৌখিক সহানুভূতিমূলক কথা বলাও এ হকের অন্তর্ভুক্ত।

২১. আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের জন্য আত্মীয়-স্বজনের হক, মিসকীন ও মুসাফিরের হক আদায় করা অতি উত্তম কাজ। সুতরাং আল্লাহর হক আদায় করার সাথে সাথে উল্লিখিত হকসমূহ আদায়ে যত্নবান হতে হবে। আখিরাতে এমন লোকেরাই সফল হবে।

২২. সুদের লেন-দেন করা অত্যন্ত জঘন্য গোনাহ। ধন-সম্পদের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি সুদের মাধ্যমে হয় না। কেননা সুদখোর লোকদের মনুষত্ব লোপ পায়। আর যে সম্পদ বৃদ্ধি দ্বারা মানুষ মনুষত্ব হারায়, প্রকৃতপক্ষে তাকে প্রবৃদ্ধি বলা যায় না। আর আখিরাতে-তো সুদের জন্য কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সুতরাং সুদ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য।

২২. যাকাতভিত্তিক লেন-দেন তথা অর্থব্যবস্থা দ্বারাই সম্পদের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হয়। যাকাত দ্বারা সমাজে অর্থের সমাগম হয়, ফলে দরিদ্রদের হাতেও অর্থাগম হয়ে সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঘটে। আর আখিরাতেও এর জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বে-হিসাব প্রতিদান পাওয়া যাবে।

২৩. মানুষের স্রষ্টা, রিযকদাতা এবং পুনর্জীবনদাতা একমাত্র আল্লাহ। মুশরিকদের মিথ্যা মা'বূদদের এসব কাজের কোনো ক্ষমতা-ই নেই। সুতরাং তাদেরকে পরিত্যাগ করার মধ্যেই মুশরিকদের কল্যাণ নিহিত।

২৪. আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের শির্কী ধারণা থেকে পবিত্র এবং তাঁর মর্যাদা অবস্থান সর্বোচ্চে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১৩

﴿٤١﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

৪১. (দুনিয়ার) জলভাগে ও স্থলভাগে ফাসাদ-বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে যা কিছু মানুষের হাত কামাই করেছে তার কারণে, যাতে তাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করানো যায়

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا

কতেক কাজের যা তারা করেছে, সম্ভবত তারা ফিরে আসবে[৬৪]। ৪২. (হে নবী!) আপনি বলুন, তোমরা দুনিয়াতে ভ্রমণ করো এবং দেখো—

৪১ ظَهَرَ-ছড়িয়ে পড়েছে ; الْفَسَادُ-ফাসাদ (বিপর্যয়) ; فِي الْبَرِّ-স্থলভাগে ; وَ-ও ; الْبَحْرِ-জলভাগে ; بِمَا-যা কিছু, তার কারণে ; كَسَبَتْ-কামাই করেছে ; أَيْدِي-হাত; النَّاسِ-মানুষের ; لِيُذِيقَهُمْ-(ليذيق+هم)-যাতে তাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করানো যায় ; بَعْضَ-কতেক কাজের ; الَّذِي-যা ; عَمِلُوا-তারা করেছে ; لَعَلَّهُمْ-সম্ভবত তারা ; يَرْجِعُونَ-ফিরে আসবে। ৪২ قُلْ-(হে নবী) আপনি বলুন ; سِيرُوا-তোমরা ভ্রমণ করো ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; فَانْظُرُوا-(ف+انظروا)-এবং দেখো ;

৬৪. অর্থাৎ মানুষের ফাসেকী, অশ্লীলতা, যুলুম ও নিপীড়নের ফলে জলে-স্থলে তথা সারা বিশ্বে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের আখিরাত অবিশ্বাস ও নাস্তিক্যবাদী আকীদা-বিশ্বাসের ফলে মানুষের চরিত্রে উল্লিখিত মন্দ কাজগুলো প্রতিফলিত হয়। আর এর ফলেই দুনিয়াতে বিপর্যয় তথা দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জাতিতে জাতিতে প্রলয়ংকারী যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি সংঘটিত হয়ে থাকে।

আয়াতের শেষে 'সম্ভবত তারা ফিরে আসবে' বলে বুঝানো হয়েছে যে, আখিরাতের চূড়ান্ত শাস্তির আগে দুনিয়াতে মানুষের মন্দ কাজগুলোর কিছু কিছু শাস্তি দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা উদ্দেশ্যে বিপর্যয়মূলক দুর্ঘটনা সংঘটিত করা হয়ে থাকে। যাতে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে নবী-রাসূলদের দাওয়াত গ্রহণ করে এবং গোনাহ থেকে ফিরে আসে। এতে প্রমাণ হয় দুনিয়াতে বিপদাপদ মানুষের গোনাহের কারণে সংঘটিত হয়। তবে দুনিয়াতে এসব গোনাহের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হয় না এবং প্রত্যেক গোনাহের কারণেই বিপদ আসে না। বরং অনেক গোনাহতো আল্লাহ ক্ষমা-ই করে দেন। কোনো কোনো গোনাহের কারণে বিপদ আসে। দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যদি প্রত্যেক গোনাহের কারণে বিপদ দিতেন তাহলে একটি মানুষও বেঁচে থাকতো না।

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّشْرِكِيْنَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ

যারা আগে ছিল তাদের পরিণাম কেমন হয়েছিল ; তাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক[৬৫] । ৪৩. অতএব আপনি কায়েম রাখুন দৃঢ়ভাবে

وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ

আপনার চেহারাকে সত্য-সরল মজবুত দীনের প্রতি এমন দিন আসার আগে যা (যে দিন) আল্লাহর পক্ষ থেকে হটে যাওয়ার নয়[৬৬],

يَوْمَئِذٍ يَّصَّدَّعُوْنَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ

সেদিন তারা (মানুষ) বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। ৪৪. যে ব্যক্তি কুফরী করেছে তার (কুফরীর শাস্তি) তারই উপর পড়বে[৬৭], আর যারা নেক আমল করেছে, তা তাদের নিজেদের জন্যই

كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; مِنْ قَبْلُ-আগে ছিল ; كَانَ-ছিল ; أَكْثَرُهُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; مُشْرِكِيْنَ-মুশরিক। ﴿٤٣﴾ فَأَقِمْ-(فا+اقم)-অতএব আপনি কায়েম রাখুন দৃঢ়ভাবে ; وَجْهَكَ-(وجه+ك)-আপনার চেহারাকে; لِلدِّيْنِ-দীনের প্রতি ; الْقَيِّمِ-সহজ-সরল মজবুত ; مِنْ قَبْلِ-আগে ; أَنْ يَّأْتِيَ-আসার ; يَوْمٌ-এমন দিন ; لَا مَرَدَّ-হটে যাওয়ার নয় ; لَهُ-যা (যে দিন) ; مِنَ-পক্ষ থেকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; يَصَّدَّعُوْنَ-তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। ﴿٤٤﴾ مَنْ كَفَرَ-যে ব্যক্তি কুফরী করেছে ; فَعَلَيْهِ-(ف+عليه)-তারই উপর পড়বে ; كُفْرُهُ-(كفر+ه)-তার কুফরীর (শাস্তি) ; وَ-আর ; مَنْ-যারা ; عَمِلَ-করেছে ; صَالِحًا-নেক আমল ; فَلِأَنْفُسِهِمْ-(ف+ل+انفس+هم)-তা তাদের নিজেদের জন্যই ;

৬৫. দুনিয়াতে বড় বড় যুদ্ধ-বিগ্রহগুলো শির্‌ক ও কুফরের ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে। অতীতের বড় বড় জাতিগুলোর ধ্বংসের কাহিনী ইতিহাসের পাতা জুড়ে আছে। রোমান, খৃস্টান ও পারস্যের অগ্নিপূজকদের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ইতিহাসের এক বিশাল অংশ জুড়ে আছে। কুরআন মাজীদে যেসব জাতির সমূলে ধ্বংসের কাহিনী বর্ণিত আছে সেসব জাতির ধ্বংসের মূলে রয়েছে শির্‌ক। সুতরাং বিপর্যয় থেকে বাঁচতে হলে কুফর, শিরক ও কবীরা গোনাহ তথা বড় বড় গোনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত কখনো রদবদল হবার নয়, তাই কোনো তদবীরের মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট সময় থেকে পিছিয়ে নেয়া যাবে না।

৬৭. অর্থাৎ একজন কাফির তার কুফরীর কারণে যেসব শাস্তি ভোগ করবে বা যেসব

يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ

পথ পরিষ্কার করবে। ৪৫. যাতে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে পুরস্কৃত করেন যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে ; তিনি কখনো

لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم

কাফিরদেরকে পছন্দ করেন না। ৪৬. আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে (একটি) এই যে, তিনি বায়ুকে পাঠান সুসংবাদকারীরূপে[৬৮] এবং যাতে তোমাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন

مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ

তাঁর অনুগ্রহের এবং নৌকা-জাহাযগুলো তাঁর হুকুমে চলাচল করতে পারে[৬৯], আর তোমরাও যাতে তাঁর অনুগ্রহ থেকে খুঁজে নিতে পারো[৭০];

يَمْهَدُونَ-পথ পরিষ্কার করবে। ﴿٤٥﴾ لِيَجْزِيَ-যাতে আল্লাহ পুরস্কৃত করেন ; الَّذِينَ- তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-করেছে ; الصَّالِحَاتِ-সৎকাজ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِهِ-(فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহ ; إِنَّهُ-তিনি কখনো ; لَا يُحِبُّ- পছন্দ করেন না ; الْكَافِرِينَ-কাফিরদেরকে। ﴿٤٦﴾ وَ-আর ; مِنْ-মধ্যে ; آيَاتِهِ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে ; أَنْ-(একটি) এই যে ; يُرْسِلَ-তিনি পাঠান ; الرِّيَاحَ-বাতাস ; مُبَشِّرَاتٍ-সুসংবাদকারীরূপে ; وَ-এবং ; لِيُذِيقَكُمْ-(ليذيق+كم)-যাতে তোমাদেরকে স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন ; مِنْ رَحْمَتِهِ-(من+رحمت+ه)-তাঁর অনুগ্রহের ; وَ-এবং; لِتَجْرِيَ-চলাচল করতে পারে ; الْفُلْكُ-নৌকা-জাহাযগুলো ; بِأَمْرِهِ-(ب+امر+ه)- তাঁর হুকুমে ; وَ-আর ; لِتَبْتَغُوا-তোমরাও যাতে খুঁজে নিতে পারো ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِهِ-(فضل+ه)-তাঁর অনুগ্রহ ;

ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তার সবগুলোই তার কুফরীর কারণে হবে। আলোচ্য বাক্যাংশ দ্বারা কাফিরের সর্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৬৮. অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের সুসংবাদ দানের জন্য আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টিপাতের আগে ঠাণ্ডা বাতাস পাঠান।

৬৯. এটা ছিল আল্লাহর অপর এক অনুগ্রহ। আগেকার দিনে বাতাসের সাহায্যে নদী সমুদ্রে জাহায চলাচল করতো। অনুকূল বাতাসে পাল উড়িয়ে জলপথে একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত ও মালপত্র পরিবহন করা হতো। এ বাতাস বৃষ্টি বহনকারী বাতাসের মতো ছিল না।

৭০. অর্থাৎ তোমরা যেন নৌযানের মাধ্যমে সফর করে তোমাদের জীবিকা উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারো।

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٤٦﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اِلٰى قَوْمِهِمْ

এবং সম্ভবত তোমরা শোকর করবে। ৪৭. আর নিঃসন্দেহে আমি আপনার আগে বহু রাসূল পাঠিয়েছি তাঁদের নিজ নিজ কওমের কাছে

فَجَآءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ۗ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا

তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন[৭১]; অতপর আমি প্রতিশোধ নিয়েছিলাম তাদের কাছ থেকে যারা অপরাধ করেছিল[৭২] ; আর আমার উপর দায়িত্ব ছিল

نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٤٧﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ يُرْسِلُ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهٗ فِى السَّمَآءِ

মু'মিনদেরকে সাহায্য করা। ৪৮. আল্লাহ তো এমন সত্তা যিনি বায়ুকে পাঠান, অতপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে, অতপর তিনি তাকে ছড়িয়ে দেন আসমানে

كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهٗ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلٰلِهٖ ۚ فَاِذَآ

যেভাবে তিনি চান এবং তাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেন, তারপর তুমি দেখতে পাও বৃষ্টিধারা বের হয়ে আসে তার মধ্য থেকে ; আর যখন

وَ-এবং ; لَعَلَّكُمْ-সম্ভবত তোমরা ; تَشْكُرُوْنَ-শোকর করবে। ㊼ وَ-আর ; لَقَدْ-নিঃসন্দেহে আমি পাঠিয়েছি ; اَرْسَلْنَا-আমি পাঠিয়েছি ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার আগে ; رُسُلًا-বহু রাসূল ; اِلٰى-কাছে ; قَوْمِهِمْ-(قوم+هم)-তাঁদের নিজ কওমের কাছে ; فَجَآءُوْهُمْ-(ف+جاءوا+هم)-তাঁরা তাদের কাছে এসেছিলেন ; بِالْبَيِّنٰتِ-নিদর্শনাবলী নিয়ে ; فَانْتَقَمْنَا-অতপর আমি প্রতিশোধ নিয়েছিলাম ; مِنَ-কাছ থেকে ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; اَجْرَمُوْا-অপরাধ করেছিল ; وَ-আর ; كَانَ-ছিল ; حَقًّا-দায়িত্ব ; عَلَيْنَا-আমার উপর ; نَصْرُ-সাহায্য করা ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদেরকে। ㊽ اَللّٰهُ-আল্লাহতো ; الَّذِيْ-এমন সত্তা যিনি ; يُرْسِلُ-পাঠান ; الرِّيٰحَ-বায়ুকে ; فَتُثِيْرُ-(ف+تثير)-অতপর তা সঞ্চালিত করে ; سَحَابًا-মেঘমালাকে ; فَيَبْسُطُهٗ-(ف+يبسط+ه)-অতপর তিনি তাকে ছড়িয়ে দেন ; فِى السَّمَآءِ-আকাশে ; كَيْفَ-যেভাবে ; يَشَآءُ-তিনি চান ; وَ-এবং ; يَجْعَلُهٗ-(يجعل+ه)-তাকে করে দেন ; كِسَفًا-খণ্ড-বিখণ্ড ; فَتَرَى-(ف+ترى)-তারপর তুমি দেখতে পাও ; الْوَدْقَ-বৃষ্টি ধারা ; يَخْرُجُ-বের হয়ে আসে ; مِنْ-থেকে ; خِلٰلِهٖ-(خلل+ه)-তার মধ্যে ; فَاِذَآ-আর যখন ;

৭১. অর্থাৎ নবী-রাসূলগণ যেসব নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন সেগুলো দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, প্রাকৃতিক জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিদর্শনাবলী যে তাওহীদের প্রমাণ দেয়, তা-ই অকাট্য সত্য।

أَصَابَ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوْا

তিনি পৌঁছে দেন তা তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে তিনি চান, তখন তারা আনন্দিত হয়। ৪৯. আর যদিও তারা ছিল

مِنْ قَبْلِ أَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهٖ لَمُبْلِسِيْنَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ إِلٰٓى اٰثٰرِ

এর আগে থেকেই তাদের উপর এ বৃষ্টি বর্ষণের আগে নিশ্চিত নিরাশ। ৫০. অতএব চিন্তা করে দেখো ফলাফলসমূহের প্রতি

رَحْمَتِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ

আল্লাহর রহমতের—কিভাবে তিনি যমীনকে সজীব করেন তার শুষ্ক-মৃত হয়ে যাওয়ার পর[৭৩]; অবশ্যই এটা নিশ্চিত জীবনদান

أَصَابَ-তিনি পৌঁছে দেন ; بِهٖ-তা ; مَنْ-যাকে ; يَّشَآءُ-তিনি চান ; مِنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِهٖٓ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; إِذَا-তখন ; هُمْ-তারা ; يَسْتَبْشِرُوْنَ-আনন্দিত হয়। ﴿৪৯﴾ وَ-আর ; إِنْ-যদিও ; كَانُوْا-তারা ছিল ; مِنْ قَبْلِ-আগে ; أَنْ يُّنَزَّلَ-এ বৃষ্টি বর্ষণের ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের উপর ; مِّنْ قَبْلِهٖ-এর আগে থেকেই ; لَمُبْلِسِيْنَ-নিশ্চিত নিরাশ। ﴿৫০﴾ فَانْظُرْ-(ف+انظر)-অতএব চিন্তা করে দেখো ; إِلٰٓى-প্রতি ; اٰثٰرِ-ফলাফলসমূহের ; رَحْمَتِ-রহমতের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; كَيْفَ-কিভাবে ; يُحْيِ-তিনি সজীব করেন ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; بَعْدَ-পর ; مَوْتِهَا-(موت+ها)-তার শুষ্ক-মৃত হয়ে যাওয়ার ; إِنَّ-অবশ্য ; ذٰلِكَ-এটা ; لَمُحْيِ-নিশ্চিত জীবন দান ;

৭২. এখানে সেসব অপরাধির কথা বলা হয়েছে, যেসব কাফির, মুশরিক উল্লিখিত দু'ধরনের চাক্ষুষ নিদর্শনাবলী দেখার পরও তাওহীদ ও রিসালাতকে অবিশ্বাস করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যেতে থাকে।

৭৩. গ্রীষ্মের খরায় যেমন যমীন শুকিয়ে মৃত ও পতিত হয়ে পড়ে এবং রহমতের বৃষ্টিধারা সেই শুষ্ক-মৃত যমীনকে সজীব ও শস্য-শ্যামল করে তোলে, ঠিক তেমনি আসমানী ওহীর অবর্তমানে দুনিয়ার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অতপর যখন নবুওয়াতের মাধ্যমে ওহীর আগমন ঘটে তখন দুনিয়ার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা সজীব হয়ে উঠে, তখন দুনিয়াতে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী ও প্রশংসিত আচার-আচরণ প্রসারিত হয়। আল্লাহর এ নিয়ামতের কদর করতে না পারা কাফিরদের জন্য দুর্ভাগ্য। তারা ওহীর আগমনকে রহমতের বারিধারা হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে মৃত্যুর সংবাদ মনে করে এটাকে অস্বীকার করে।

الْمَوْتٰى ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٥٠﴾ وَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيْحًا فَرَاَوْهُ

মৃতকে ; এবং তিনিই সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। ৫১. আর যদি আমি এমন বাতাস পাঠাই ফলে তারা তাকে (শস্যকে) দেখতে পায়

مُصْفَرًّا لَّظَلُّوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ يَكْفُرُوْنَ ﴿٥١﴾ فَاِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى وَلَا تُسْمِعُ

পীতবর্ণ[৭৪]। তারপর তারা অবিরতভাবে কুফরী করতে থাকে[৭৫]। ৫২. কেননা (হে নবী) আপনি তো কখনো মৃতদেরকে শোনাতে পারেন না[৭৬] এবং শোনাতে পারেন না

الصُّمَّ الدُّعَآءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ ﴿٥٢﴾ وَمَآ اَنْتَ بِهٰدِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلٰلَتِهِمْ ؕ

(আপনার) আহ্বান বধিরদেরকেও যখন তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী হয়ে ফিরে যায়[৭৭]।
৫৩. আর না আপনি অন্ধদেরকে তাদের পথভ্রষ্টতা থেকে পথ প্রদর্শনকারী[৭৮] ;

الْمَوْتٰى-মৃতকে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনিই ; عَلٰى-উপর ; كُلِّ شَيْءٍ-সব কিছুর ; قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান। ﴿٥١﴾ وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; اَرْسَلْنَا-আমি পাঠাই ; رِيْحًا-এমন বাতাস ; فَرَاَوْهُ-(ف+راوا+ه)-ফলে তারা তাকে (শস্যকে) দেখতে পায় ; مُصْفَرًّا-পীতবর্ণ ; لَظَلُّوْا-অবিরতভাবে ; مِنْۢ بَعْدِهٖ-তারপর ; يَكْفُرُوْنَ-কুফরী করতে থাকে। ﴿٥٢﴾ فَاِنَّكَ-(ف+ان+ك)-কেননা (হে নবী) আপনি কখনো ; لَا تُسْمِعُ-শোনাতে পারেন না ; الْمَوْتٰى-মৃতদেরকে ; وَ-এবং ; لَا تُسْمِعُ-শোনাতে পারেন না ; الصُّمَّ-বধিরদেরকেও; الدُّعَآءَ-(আপনার) আহ্বান ; اِذَا-যখন ; وَلَّوْا-তারা ফিরে যায় ; مُدْبِرِيْنَ-পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী হয়ে। ﴿٥٣﴾ وَ-আর ; مَآ-না ; اَنْتَ-আপনি ; بِهٰدِ-পথ প্রদর্শনকারী ; الْعُمْيِ-অন্ধদেরকে ; عَنْ-থেকে ; ضَلٰلَتِهِمْ-(ضلالة+هم)-তাদের পথভ্রষ্টতা ;

৭৪. অর্থাৎ শুষ্ক-মৃত যমীনে রহমতের বৃষ্টিপাতের পর যখন ফসলের ক্ষেত সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে, তখন যদি কঠিন ঠাণ্ডা বা গরম বায়ুপ্রবাহ চলে, তখন ক্ষেতের পাকা শস্যও জ্বলে পুড়ে যায়।

৭৫. অর্থাৎ তারা তখন আল্লাহকে দোষারোপ করতে থাকে এবং তার বিপদের জন্য আল্লাহকে দায়ী করে। অথচ যখন আল্লাহ রহমতের বৃষ্টিধারা বর্ষণের মাধ্যমে তাদের ক্ষেত-খামারকে সবুজ-শ্যামল করে তুলেছিলেন, তখন তারা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়নি। একইভাবে আল্লাহ যখন তাঁর রহমতের পয়গাম নিয়ে এসব লোকের কাছে রাসূল পাঠান তখন তারা রাসূলের কথা মেনে নেয় না এবং আল্লাহর এ নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে। অতপর যখন তাদের কুফরী ও শিরক-এর কারণে আল্লাহ তা'আলা কোনো যালিম শাসককে তাদের উপর চাপিয়ে দেন এবং সেই শাসক যখন তাদেরকে যুলুম-নির্যাতনে পিষ্ট করতে থাকে, তখন তারা আল্লাহকে গালি দিতে থাকে ও তাঁকে দোষারোপ করতে থাকে।

إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاٰيٰتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُوْنَ ○

আপনি তো শোনাতে পারেন না তাকে ছাড়া, যে আমার নিদর্শনসমূহের উপর ঈমান আনে এবং তারা অনুগত থাকে।

إِنْ تُسْمِعُ-আপনিতো শোনাতে পারেন না ; إِلَّا-ছাড়া ; مَنْ-তাকে যে ; يُؤْمِنُ-ঈমান আনে ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনসমূহের উপর ; فَهُمْ-এবং তারা ; مُسْلِمُوْنَ-অনুগত থাকে।

৭৬. অর্থাৎ যেসব লোকের বিবেক মরে গেছে। নীতি-নৈতিকতার কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই ; যাদের প্রকৃতি তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছে, জিদ ও হঠকারিতা তাদের মধ্যকার মানবিক গুণাবলী শেষ করে দিয়েছে। তাই তারা হক তথা সত্যকে বুঝার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে। ফলে তারা মৃতে পরিণত হয়েছে।

৭৭. অর্থাৎ সেসব লোক যারা হক কথা শুনতে আগ্রহী নয়। যারা সত্যের বাণী শুনেও শোনে না। তাছাড়া তারা চেষ্টা করে যে, সত্যের আহ্বান যেন তাদের কানে পৌঁছতে না পারে ; এসব লোক সত্যের আহ্বানকারী চেহারা দেখতেই রাজী নয়। এমন লোককে সত্যের বাণী কে-ইবা শোনাতে পারে ?

৭৮. অর্থাৎ যারা চোখ থাকতেই সত্য পথ দেখতে আগ্রহী নয়, সত্যের ব্যাপারে যারা অন্ধ হয়ে আছে তাদেরকে হাত ধরে সত্যের পথে নিয়ে আসা নবীর কাজ নয়। তিনিতো তাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিতে পারেন—এটাই তাঁর দায়িত্ব। অন্ধরা তাঁর দেখানো পথ দেখতেই পায় না। সুতরাং তাদেরকে পথ দেখানোর ক্ষমতা তাঁর নেই।

৫ম রুকূ' (৪১-৫৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. দুনিয়াতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সবই মানুষের শিরক, কুফর ও বড় বড় গোনাহ্‌র কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলো সবই মানুষের হাতের কামাই।

২. দুনিয়াবী এসব বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেতে হলে শিরক, কুফর ও কবীরা গোনাহসমূহ থেকে তাওবা করে দীনের পথে ফিরে আসতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষের সকল গোনাহের জন্য শাস্তি দেন না। অনেক গোনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। যেসব গোনাহের জন্য শাস্তি দুনিয়াতে দেন তাও সামান্য শাস্তি দেন, যাতে করে তারা সতর্ক হয়।

৪. দুনিয়াতে ভ্রমণ করলে অতীত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক কিছুই শিক্ষালাভ করা যায়।

৫. অতীতের সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের অধিকাংশই মুশরিক ছিল। কুফর ও শিরকে বাড়াবাড়ি এবং নবীদের কথা অমান্য করা, তাদের উপর যুলুম-নির্যাতন চালানোর কারণেই তাদের এ পরিণতি হয়েছে।

৬. দুনিয়াতে বিপর্যয় থেকে বাঁচা এবং আখিরাতে মুক্তির লক্ষ্যে আমাদেরকে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনীত দীনের উপর সুদৃঢ় থাকতে হবে।

৭. দুনিয়াতে সত্য দীনের উপর সুদৃঢ় থাকার মধ্যেই সকল বিপর্যয় থেকে রেহাই পাওয়া যাবে এবং কিয়ামতের সেই নির্দিষ্ট দিনেও আল্লাহর রহমতে সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে।

৮. কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট অবশ্যম্ভাবী যা আল্লাহ কখনো পরিবর্তন করবেন না। সুতরাং আমাদের করণীয় কাজ আমাদের জীবনকালের মধ্যেই করতে হবে।

৯. কিয়ামতের দিন সকল মানুষ পরস্পর বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। সেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না।

১০. যারা শিরক ও কুফরী করে সেদিন হাজির হবে, তার শাস্তি তারা নিজেরাই ভোগ করবে।

১১. যারা ঈমান ও নেক আমল নিয়ে হাজির হবে, তাদের পথ থাকবে পরিষ্কার, মুক্তির পথে তাদের কোনো বাধা থাকবে না।

১২. সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কৃত করবেন। কেননা তারা আল্লাহর পছন্দনীয় কাজ করে তাঁর সামনে হাজির হয়েছেন।

১৩. আল্লাহ তা'আলা বাতাস পাঠিয়ে মেঘমালা পরিচালনার মাধ্যমে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বৃষ্টি বর্ষণের আগে বাতাস বৃষ্টির সুসংবাদ নিয়ে আসে।

১৪. বৃষ্টিপাতের ফলে যমীন শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে। ফল-ফসলের প্রাচুর্য দেখা যায়। মানুষ ও সকল প্রকার জীবজন্তু ও কীট-পতঙ্গ আল্লাহর অনুগ্রহের স্বাদ-আস্বাদন করে।

১৫. বাতাস ও বৃষ্টির ফলে নদী-নালা ও খাল-বিল পানিতে ভরে উঠে, অনুকূল বাতাসে নৌকা-জাহায চলাচল সহজ হয়। এসবই আল্লাহর অনুগ্রহ।

১৬. এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে মানুষের জীবিকা উপার্জন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। ফল-ফসল একস্থান থেকে অন্য স্থানে আনা-নেয়া সহজ হয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া এটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না।

১৭. মানুষের কর্তব্য আল্লাহর এসব অনুগ্রহের জন্য সদা-সর্বদা সাধ্যমত আল্লাহর শোকর আদায় করা। যদিও আল্লাহর শোকর আদায় করার সাধ্য মানুষের অত্যন্ত সীমিত।

১৮. বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর অস্তিত্ব তথা তাওহীদের অগণিত নিদর্শনাবলী থাকা সত্ত্বেও নবী-রাসূলগণ সুস্পষ্ট মু'জিযা নিয়ে এসেছিলেন। যারা এসব মু'জিযা দেখার পরও কুফরী ও শিরকে লিপ্ত ছিল, আল্লাহ তাদের থেকে এ হঠকারিতার প্রতিশোধ নিয়েছেন। আজও যারা এ হঠকারিতায় লিপ্ত রয়েছে, তাদের থেকেও আল্লাহ প্রতিশোধ নেবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯. মু'মিনদেরকে সাহায্য করার দায়িত্ব আল্লাহ নিজের উপর নিয়ে নিয়েছেন। সুতরাং তিনি মু'মিনদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন—এতে মু'মিনদের মনে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকা উচিত নয়।

২০. আল্লাহ তা'আলা বাতাসের সাহায্যে মেঘমালাকে পরিচালনা করেন অতপর মেঘকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আকাশে ছড়িয়ে দেন।

২১. আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাদেরকে চান বৃষ্টি পৌঁছে দেন। যদিও বৃষ্টির আগে তারা নিরাশ ছিল, বৃষ্টিপাতের ফলে তারা আনন্দিত হয়।

২২. আল্লাহ তা'আলা মৃত-শুষ্ক যমীনকে বৃষ্টি দিয়ে কিভাবে সুজলা-সুফলা ও শস্য-শ্যামল করে তোলেন, তাঁর এ কুদরত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করা মানুষের কর্তব্য।

২৩. আল্লাহ তা'আলা মৃত যমীনকে যেভাবে সজীব করেন, তেমনি আখিরাতে মানুষকে পুনরায় জীবিত করতে সক্ষম। সুতরাং সেদিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

২৪. আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে যেহেতু সর্ব শক্তিমান, তাই পুনর্জীবনেও তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং আখিরাতে তাঁর সামনে হাজির না হয়ে কারো পালিয়ে থাকার উপায় নেই।

২৫. আল্লাহ তা'আলা চাইলে উষ্ণ বাতাস পাঠিয়ে শস্য-শ্যামল ফসলকে জ্বালিয়ে দিতে পারেন, তখন এমন কোনো শক্তি নেই যে আল্লাহর ইচ্ছায় বাধাদান করতে পারে। তখনও এক শ্রেণীর মানুষ কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

২৬. যেসব লোক নিজেদের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শন দেখেও তাদের বিবেক জাগ্রত হয় না, এমন লোকদেরকে দীনের দাওয়াত দেয়া আর মৃতদেরকে দীনের দাওয়াত দেয়া সমান।

২৭. যারা দীনের কথা শুনতে আগ্রহী নয়, তারা বধিরের মতো। এমন লোকদেরকে দীনের দাওয়াত দেয়াও নিরর্থক কাজ।

২৮. যারা সত্যকে দেখেও না দেখার ভান করে এদেরকে হাত ধরে দিনের পথে নিয়ে আসার দায়িত্বও নবী-রাসূলদের ছিল না।

২৯. সুতরাং যারা সত্যকে জানতে ও মানতে আগ্রহী তাদের কাছেই দীনের দাওয়াত দিতে হবে এবং এ দাওয়াত-ই ফলপ্রসূ হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৭

٥٤ اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ

৫৪. আল্লাহ তো তিনি যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল অবস্থা থেকে, অতপর দুর্বলতার পরে (তোমাদেরকে) শক্তি দান করেন, তারপর করে দেন

مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَّشَيْبَةً ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ ○

(তোমাদেরকে) এ শক্তির পরে দুর্বল ও বৃদ্ধ ; তিনি যা চান সৃষ্টি করেন[৭৯] ; আর তিনিই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

৫৪ اَللّٰهُ-আল্লাহতো ; اَلَّذِىْ-তিনি যিনি ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; ضُعْفٍ-দুর্বল অবস্থা ; ثُمَّ-অতপর ; جَعَلَ-দান করেন (তোমাদেরকে) ; مِنْۢ بَعْدِ-পরে ; ضُعْفٍ-দুর্বলতার ; قُوَّةً-শক্তি ; ثُمَّ-তারপর ; جَعَلَ-করে দেন (তোমাদেরকে) ; مِنْۢ بَعْدِ-পরে ; قُوَّةٍ-এ শক্তির ; ضُعْفًا-দুর্বল ; وَ-ও ; شَيْبَةً-বৃদ্ধ ; يَخْلُقُ-তিনি সৃষ্টি করেন ; مَا-যা ; يَشَآءُ-চান ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; الْعَلِيْمُ-সর্বজ্ঞ ; الْقَدِيْرُ-সর্বশক্তিমান।

৭৯. অর্থাৎ মানুষকে নিজের অস্তিত্ব লাভ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা উচিত। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লক্ষ করে ইরশাদ করছেন যে, তোমাকে তো একেবারেই দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তুমি ছিলে এক ফোঁটা নির্জীব, অপবিত্র ও নোংরা বীর্য। এ এক ফোঁটা বীর্যকে প্রথমে জমাট রক্ত, তারপর মাংসপিণ্ড, এরপর এ মাংসপিণ্ডের ভেতরে হাড় সৃষ্টি করে একটি নির্দিষ্ট সময় মায়ের পেটে রেখে তোমাকে বের করে আনা হয়েছে। তারপরও দীর্ঘদিন পর্যন্ত তুমি ছিলে এতটা অসহায় ও দুর্বল যে, নিজের প্রয়োজনটা প্রকাশ করতে পারতে না। এমনকি কান্না ছাড়া আর কিছুই করার মতো কোনো শক্তি তোমার ছিল না। অতপর তোমাকে যৌবনে পৌছে দিয়ে শক্তিশালী করা হয়েছে। পুনরায় তোমাদের কারো শৈশব অবস্থায় মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে, কেউ কৈশোরে, কেউ যৌবনে, কেউ পৌঢ়ত্বে মৃত্যুবরণ করছো। আবার কেউ কেউ বার্ধক্যের জরাগ্রস্ত অবস্থা পর্যন্ত পৌছে যাচ্ছো। তোমাদের এ জীবনকালের মধ্যে আল্লাহ যাকে চান গৌরবান্বিত করেন, আবার কাউকে করেন লাঞ্ছিত। এসবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিজের অবস্থানে থেকে যতই অহংকারে মেতে থাকুক না কেন আল্লাহর কুদরতের শিকলে সে এমনভাবে বাঁধা যে, আল্লাহ তাকে যে অবস্থায়-ই রাখুন না কেন, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষমতা তার নেই।

⑤⑤وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ۙ مَا لَبِثُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذٰلِكَ

৫৫. আর যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে[৮০], (সেদিন)—কসম করে বলবে অপরাধীরা—তারা এক মুহূর্তকাল ছাড়া মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করেনি[৮১], এরূপই

كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ ⑤⑥ وَقَالَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاِيْمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ

তারা বিপরীত দিকে চলতো[৮২]। ৫৬. আর যাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেয়া হয়েছে তারা বলবে—'তোমরা তো অবস্থান করেছো

فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْبَعْثِ ۫ فَهٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلٰكِنَّكُمْ

আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত ; এবং এটাই (সেই) পুনরুত্থান দিবস, কিন্তু তোমরা

⑤⑤ وَ-আর ; يَوْمَ-যেদিন ; تَقُوْمُ-সংঘটিত হবে ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; يُقْسِمُ-কসম করে বলবে ; الْمُجْرِمُوْنَ-অপরাধিরা ; مَا لَبِثُوْا-তারা অবস্থান করেনি ; غَيْرَ-ছাড়া ; سَاعَةٍ-এক মুহূর্তকাল ; كَذٰلِكَ-এরূপই ; كَانُوْا يُؤْفَكُوْنَ-তারা বিপরীত দিকে চলতো। ⑤⑥ وَ-আর ; قَالَ-বলবে ; الَّذِيْنَ-তারা যাদেরকে ; اُوْتُوا-দেয়া হয়েছে ; الْعِلْمَ-জ্ঞান ; وَ-ও ; الْاِيْمَانَ-ঈমান ; لَقَدْ لَبِثْتُمْ-তোমরাতো অবস্থান করেছো ; فِيْ - كِتٰبِ-বিধান অনুসারে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিবস ; الْبَعْثِ-পুনরুত্থান ; فَهٰذَا-এবং এটিই ; يَوْمُ-দিবস ; الْبَعْثِ-সেই পুনরুত্থান ; وَلٰكِنَّكُمْ-(و+لكن+كم)-কিন্তু তোমরা ;

৮০. অর্থাৎ যেদিন কিয়ামত অস্বীকারকারীরা তখনকার ভয়াবহ দৃশ্যাবলী দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাবে। তারা তাদের অনুভূতি কসমের মাধ্যমে প্রকাশ করবে।

৮১. অর্থাৎ মৃত্যুকাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সময় যাকে 'আলমে বরযখ' বলা হয়—এ সময়টা তাদের কাছে এক মুহূর্তের মতো মনে হবে। এর অর্থ দুনিয়ার জীবনকালও হতে পারে। কারণ তারা দুনিয়াতে সুখে-স্বাচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করেছিল। কিন্তু এখন বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছে। মানুষ সাধারণত সুখের দিনকে সংক্ষিপ্ত মনে করে। তাই তারা কসম করে বলবে যে, দুনিয়াতে তারা মাত্র এক মুহূর্ত–সময় অবস্থান করেছিল।

৮২. অর্থাৎ দুনিয়াতেও তারা সত্যের বিপরীত দিকে চলতো। সত্যকে মিথ্যা বলে মনে করতো। তারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বিশ্বাস করতো না। তারা মনে করতো মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই। আল্লাহর সামনে হাজির হওয়ার কথা তারা বিশ্বাসই করতো না।

كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَ

জানতে না। ৫৭. অতপর সেদিন—যারা যুলুম করেছে তাদের ওযর-আপত্তি কোনো উপকারে আসবে না, আর

لَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ

না তাদেরকে—তাওবা করে আল্লাহকে রাজী করার তাওফীক দেয়া হবে[৮৩]। ৫৮. আর নিঃসন্দেহে আমি মানুষের জন্য এ কুরআনে বর্ণনা করেছি

مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

সর্বপ্রকার উদাহরণ ; আর আপনি যদি তাদের কাছে কোনো নিদর্শন নিয়ে আসেন, তবুও যারা কুফরী করছে তারা অবশ্যই বলবে—

إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ

'তোমরা তো বাতিলপন্থী ছাড়া কিছু নও'[৮৪]। ৫৯. এভাবেই আল্লাহ মোহর মেরে দেন তাদের অন্তরের উপর যারা

كُنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ-জানতে না। (৫৭) فَيَوْمَئِذٍ-অতপর সেদিন ; لَايَنْفَعُ-কোনো উপকারে আসবে না ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ; ظَلَمُوْا-যুলুম করেছে ; مَعْذِرَتُهُمْ-(معذرة+هم)-ওযর-আপত্তি ; وَ-আর ; لَا-না ; هُمْ-তাদেরকে ; يُسْتَعْتَبُوْنَ-তাদেরকে—তাওবা করে আল্লাহকে রাজী করার তাওফীক দেয়া হবে। (৫৮) وَ-আর ; لَقَدْ ضَرَبْنَا-নিঃসন্দেহে আমি বর্ণনা করেছি; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ-এ কুরআনে; مِنْ كُلِّ-সর্বপ্রকার ; مَثَلٍ-উদাহরণ ; وَ-আর; لَئِنْ-যদি ; جِئْتَهُمْ-আপনি যদি আসেন; بِاٰيَةٍ-কোনো নিদর্শন নিয়ে ; لَيَقُوْلَنَّ-তারা অবশ্যই বলবে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; اِنْ-কিছু নও ; اَنْتُمْ-তোমরাতো ; اِلَّا-ছাড়া ; مُبْطِلُوْنَ-বাতিলপন্থী। (৫৯) كَذٰلِكَ-এভাবেই ; يَطْبَعُ-মোহর মেরে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى-উপর ; قُلُوْبِ-অন্তরের ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ;

৮৩. অর্থাৎ ঈমান ও সৎকাজের মাধ্যমে আল্লাহকে রাজী-খুশী করা বা তাওবা করে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ দুনিয়াতেই ছিল। পরীক্ষার নির্দিষ্ট সময়তো মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং তখন আর কোনো সুযোগ তাদেরকে দেয়া হবে না।

৮৪. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কাফিররা কসম করে মিথ্যা কথা বলবে—তারা বলবে, 'আমরা দুনিয়াতে বা কবর জীবনে এক মুহূর্তের বেশী ছিলাম না'। মুশরিকরাও বলবে—

لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ

কোনো জ্ঞান রাখে না। ৬০. অতএব আপনি সবর করুন, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য[৮৫], আর তারা যেন আপনাকে কখনো বিচলিত করতে না পারে

الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۝

যারা দৃঢ় বিশ্বাস না করে[৮৬]।

لَا يَعْلَمُونَ-কোনো জ্ঞান রাখে না। ৬০ فَاصْبِرْ-(ف+اصبر)-অতএব আপনি সবর করুন; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; وَعْدَ-ওয়াদা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; حَقٌّ-সত্য ; وَ-আর ; لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ-(لايستخفن+ك)-তারা যেন আপনাকে কখনো বিচলিত করতে না পারে ; الَّذِينَ-যারা ; لَا يُوقِنُونَ-দৃঢ় বিশ্বাস না করে।

'আল্লাহর কসম আমরা মুশরিক ছিলাম না।' হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালত কায়েম হবে, তখন সবাইকে কথা বলার স্বাধীনতা দেবেন। তারা সত্য কিংবা মিথ্যা বলতে পারবে। তবে মিথ্যা বললে তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কথা বলার শক্তি দেয়া হবে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তখন সাক্ষ্য দেবে এবং তা হবে সত্য সাক্ষ্য।

৮৫. ইতিপূর্বে ৪৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূলদের আনীত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস করে, মিথ্যা সাব্যস্ত করে, হাসি-ঠাট্টা করে এবং হঠকারিতার মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের উপর আল্লাহ প্রতিশোধ নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা সেখানে ওয়াদা করেছেন যে, মু'মিনদের সাহায্য করা আল্লাহর নিজের উপর দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছেন। এখানে সেদিকে ইশারা করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন যে, আল্লাহর সেই ওয়াদা অবশ্যই সত্য।

৮৬. অর্থাৎ কাফির-মুশরিকদের শোরগোল, মিথ্যাচার, দোষারোপ, হাসি-তামাশা, হুমকী-ধমকী, শক্তি প্রয়োগ ও যুলুম-নির্যাতনের কারণে আপনি যেন বিচলিত হয়ে না যান। এখানে আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করে একথাগুলো বললেও তৎসঙ্গে মু'মিনদের উদ্দেশ্যেও কথাগুলো বলেছেন। বলা হয়েছে যে, শত্রুদের সকল প্রকার ষড়যন্ত্র উপেক্ষা করে মু'মিনদেরকে নিজেদের ঈমান, সৎকর্ম, চারিত্রিক স্বচ্ছতা, ঈমানের উপর দৃঢ়তা, নির্লোভ ও নিরহংকার প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত হতে হবে, যাতে করে শত্রুরা কোনোক্রমেই মু'মিনদেরকে তাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে না পারে এবং কোনো মূল্যেই মু'মিনদেরকে কেনার কথা চিন্তাও করতে না পারে।

ইতিহাস সাক্ষী—আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ ও সবশ্রেষ্ঠ নবীকে যেমন শক্তিশালী ও যোগ্যতাসম্পন্ন করতে চেয়েছিলেন, তিনি ঠিক তেমনই গুণাবলীর অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর প্রতিপক্ষ সকল ময়দানেই শক্তি পরীক্ষায় তাঁর সাথে পরাজিত হয়ে গেছে। আরবের কাফির-

মুশরিকদের সকল কলা-কৌশল ও সকল শক্তি-সামর্থ্য তাঁর বিজয়ের গতি রুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৫৪-৬০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের সৃষ্টি যেমন দুর্বল অবস্থায়, পরিণত বয়সে মানুষের বিলয়ও তেমনি দুর্বল অবস্থায় হয়ে থাকে। মধ্যখানে সীমিত কিছুদিন সে কিছু শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। এ থেকে আল্লাহর কুদরত উপলব্ধি করা মানুষের কর্তব্য।

২. আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে কাউকে শৈশবেই মৃত্যুদান করেন, কাউকে কৈশোর পার করে যৌবনে শক্তিশালী করেন, আবার কাউকে বার্ধক্যে জরাজীর্ণ অবস্থায় পৌঁছে দেন।

৩. আল্লাহর এসব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না। এসব কাজ-কর্মের পেছনে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে তা একমাত্র তিনিই জানেন। কেননা তিনি সর্বজ্ঞ।

৪. আল্লাহ যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন। তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করার মতো কেউ নেই ; কেননা তিনি সর্বশক্তিমান।

৫. কাফিররা দুনিয়াতে যেমন সত্যের বিপরীতে চলতো, কিয়ামতের পর হাশরের ময়দানে আল্লাহর আদালতের সামনেও কসম করে মিথ্যা কথা বলবে। মূলত তারা বিভ্রান্তি থেকে সেখানেও মুক্তি পাবে না।

৬. কাফিররা দুনিয়ার জীবনকে অথবা 'আলমে বরযখ' তথা 'কবর জীবন'-কে এক মুহূর্তকাল বলে বিভ্রান্ত হবে। তারা দুনিয়াতে নিজেদের বিভ্রান্তি সম্পর্কে বুঝতে পারলেও তখন আর শোধরানোর কোনো উপায় থাকবে না।

৭. ঈমান ও জ্ঞানের অধিকারী লোকেরা প্রকৃত তথ্য আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের মাধ্যমে জানতে পারবে। কারণ তারা দুনিয়াতেও আল্লাহর দেয়া জ্ঞান অনুসারে জীবনযাপন করেছে।

৮. সত্যের জ্ঞান ও সত্যের উপর আমল থাকার কারণে মু'মিন ও জ্ঞানী লোকেরা কাফিরদেরকে আসল ব্যাপার বুঝিয়ে বলবে যে, এটিই সেই কিয়ামত দিবস যার কথা দুনিয়াতে তোমাদেরকে বলা হয়েছিল—কিন্তু তোমরা তা অবিশ্বাস করেছিলে।

৯. শেষ বিচারের দিন কাফির-মুশরিক ও যালিমদের কোনো ওযর-আপত্তি গ্রহণ করা হবে না। মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে।

১০. সেদিন অপরাধিদেরকে সর্বশেষ সুযোগ হিসেবে তাওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগও দেয়া হবে না। তখন তারা চূড়ান্তভাবে মুক্তিলাভ সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাবে।

১১. তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত এবং বিশ্ব-জাহান ও মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে সবকিছুই আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে উদাহরণ সহকারে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনের জ্ঞান ছাড়া মু'মিন হওয়া সম্ভব নয়।

১২. কুরআন তথা ওহীর জ্ঞান ছাড়া সত্যকে সত্য হিসেবে চেনা সম্ভব নয়।

১৩. বিশ্ব-জাহানে আল্লাহর অগণিত নিদর্শন ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি নবীদের মাধ্যমেও অনেক সুস্পষ্ট মু'জিযা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু কাফিররা তা-ও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং নবীদেরকে অমান্য করেছে। সুতরাং হিদায়াত লাভের যোগ্যতা তাদের নেই।

১৪. কাফিররা সত্যের বিপরীতেই চলতে অভ্যস্ত। অতএব বিভ্রান্তিতে তারা আমৃত্যুই পড়ে থাকবে।

শব্দে শব্দে আল কুরআন

নবম খণ্ড

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান